টমাস হ্যারিস'র

রেড ড্রাগন

অনুবাদ: মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

ভয়ঙ্কর এক সিরিয়াল কিলার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সবার অলক্ষ্যে একের পর এক পরিবার হত্যা করে চলেছে সে। এফবিআই কোনো কূলকিণারা করতে পারছে না। তারা শরণাপন্ন হলো অকালে অবসরে যাওয়া উইল গ্রাহামের—সিরিয়াল কিলার ধরার ব্যাপারে যার রয়েছে বিশেষ পারদর্শীতা। তার হাতে ধৃত শেষ সিরিয়াল কিলার ডক্টর লেকটার তাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলো। এমন কি জেলে থেকেও এই মানুষখেকো ডক্টর লেকটার খুবই বিপজ্জনক আর সেটা গ্রাহামও সেটা জানে কিন্তু সাহায্যের জন্যে তার শরণাপন্ন হলে বুঝতে পারে মারাত্মক একটা ভুল ক'রে ফেলেছে সে—কি সেই ভুল জানতে হলে পড়ুন ডক্টর হ্যানিবাল লেকটারের প্রথম উপাখ্যান *রেড ড্রাগন*।

'রেড ড্রাগন আপনার নাড়িস্পন্দন বাড়িয়ে দেবে...ভয় আর রোমাঞ্চকর একটি উপন্যাস'

— *নিউ ইয়র্ক টাইমস বুক রিভিউ*

'অসাধারণ, লোমহর্ষক আর টান টান উত্তেজনার একটি থ্রিলার'

— *ক্লিভল্যান্ড*

'আপনি যদি দুঃস্বপ্ন দেখতে না চান তাহলে এই বইটি না পড়াই ভালো'

— *কলোরাডো স্প্রিংস সান*

'বইটি দরজা বন্ধ করে, বাতি জ্বালিয়ে পড়ুবেন...'

— *ডেইলি নিউজ*

'হ্যারিসের লেখা অন্য সবার চেয়ে আলাদা...তিনি সাইকো থ্রিলারের মাস্টার'

— *সাটারডে রিভিউ*

'অপ্রতিরোধ্য...কাঁপিয়ে দেয়ার মতো একটি থ্রিলার...'

— *পাবলিশার্স উইকলি*

'বছরের সেরা ক্রাইম নভেল'

— *ওয়াশিংটন পোস্ট বুক ওয়ার্ল্ড*

ISBN 984865918-8
9 799848 659181

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

টমাস হ্যারিস'র

রেড ড্রাগন

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

ISBN-984827926-9

রেড ড্রাগন

মূল : টমাস হ্যারিস

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

RED DRAGON

copyright©2008 by Thomas Harris

অনুবাদস্বত্ব © ২০০৯ বাতিঘর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রচ্ছদ : ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত এবং সম্পাদিত, মুদ্রণ : ঢাকা প্রিন্টিং প্রেস, ২৪, শ্রীশ দাস লেন, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০, গ্রাফিক্স : ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার , ঢাকা-১১০০, কম্পোজ : তিথী

মূল্য : দুইশত চল্লিশ টাকা মাত্র

‘যা প্রত্যক্ষ করা হয় তাই দেখা যায়, আর সেসবই প্রত্যক্ষ করা যায় ইতিমধ্যেই যার অস্তিত্ব আমাদের মানসপটে রয়েছে।’

–আলফোন্সে বার্তিলোয়াঁ

অধ্যায় ১

ক্রফোর্ডের বিপরীতে একটা পিকনিক টেবিলে ব'সে আছে উইল গ্রাহাম। জায়গাটা সাগর আর বাড়িটার মাঝখানে। সে এক গ্লাস আইস-টি দিলো তাকে।

পুরনো বাড়িটার দিকে তাকালো জ্যাক ক্রফোর্ড। রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের নিচে সিলভার রঙের কাঠের তৈরি বাড়িটা। "তোমার সাথে আমার ম্যারাথনেই দেখা করা উচিত ছিলো, ঐ সময় তুমি ছুটিতে ছিলে," সে বললো, "জানি, তুমি এই বিষয়টা নিয়ে এখানে কথা বলতে চাইবে না।"

"আমি এ নিয়ে কোথাও কথা বলতে চাই না, জ্যাক। কিন্তু তোমাকে এ নিয়ে কথা বলতেই হবে, সুতরাং যা বলার বলে ফেলো, শুধু কোনো ছবি-টবি দেখাবে না, যদি কোনো ছবি নিয়ে এসে থাকো ওগুলো বৃফকেসেই রেখে দাও—মলি আর উইলি খুব জলদি ফিরে আসবে।"

"তুমি কতোটুকু জানো?"

"*মায়ামি হেরাল্ড* আর *টাইম্‌স*-এ যতোটুকু ছিলো," গ্রাহাম বললো। "একমাসের ব্যবধানে দুটো পরিবার খুন হয়েছে। তাদের নিজেদের বাড়িতেই। বার্মিংহাম আর আটলান্টায়। অবস্থা প্রায় একই রকম।"

"প্রায় একই রকম নয়, একেবারেই একরকম।"

"এ পর্যন্ত কতোগুলো স্বীকারোক্তি পাওয়া গেছে?"

"আজকের দুপুর পর্যন্ত আটষট্টিটা," ক্রফোর্ড বললো। "সব ফালতু। তাদের কেউই বিস্তারিতভাবে কিছু জানে না। সে আয়না ভেঙে সেটার ভাঙা টুকরো ব্যবহার করেছে, এ কথাটাও তাদের কেউ জানে না।"

"এ পর্যন্ত তার সম্পর্কে কতোটুকু জানা গেছে?"

"সোনালী চুলের, ডানহাতি এবং বেশ শক্ত সামর্থ্য একজন। এগারো নাম্বার সাইজের জুতা পরে। আঙুলের কোনো ছাপ পাওয়া যায় নি। হাতমোজা ব্যবহার করে।"

"তুমি তো এটা সবাইকেই বলেছো।"

"তালা খোলার ব্যাপারে সে খুব একটা দক্ষ নয়," ক্রফোর্ড বললো। "কাঁচ কাটার যন্ত্র আর সাকশন-কাপ ব্যবহার করেছে বাড়িতে ঢোকার জন্যে। ওহ্, ভুলে গেছিলাম, তার রক্ত এবি পজিটিভ।"

"কেউ তাকে আঘাত করেছিলো নাকি?"

"সেটা আমরা জানি না। আমরা তাকে থুথু আর লালা দিয়ে টাইপ করেছি। তবে সে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি।" ক্রফোর্ড শান্ত সাগরের দিকে তাকালো। "উইল,

আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। তুমি এটা পত্রিকায় দেখেছো। দ্বিতীয়জনকে টিভিতে দেখানো হয়েছে। তোমার কি কখনও মনে হয়েছে আমাকে ফোন করার?"

"না।"

"কেন?"

"বার্মিংহামেরটার বেলায় প্রথমে তেমন বিস্তারিত কিছু ছিলো না। এটা যেকোনো কিছু হতে পারে—কোনো নিকট আত্মীয়ের প্রতিশোধ।"

"কিন্তু দ্বিতীয়জনের পরে তুমি জেনে গিয়েছিলে কী ঘটছে।"

"হ্যা। একজন সাইকোপ্যাথ। আমি তোমাকে ফোন করি নি কারণ আমি সেটা চাই নি। আমি জানি কাকে নিয়ে তোমরা এ ব্যাপারে কাজ করতে শুরু ক'রে দিয়েছো। তোমাদের কাছে সেরা ল্যাবরেটরি আছে। আছে হারভার্ডের হাইমলিখ আর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালান ব্লুম—"

"আর তুমি এখানে বালের নৌকার ইঞ্জিন মেরামতে ব্যস্ত আছো।"

"আমার মনে হয় না তোমার কাজে আসতে পারে এমন কিছু আমার কাছে আছে, জ্যাক। এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি কখনও কিছু ভাবি নি।"

"সত্যি? তুমি কিন্তু এরকম দু'জনকে পাকড়াও করেছো। শেষ যে দু'জন আমাদের কাছে ছিলো, তুমিই কিন্তু ধরেছিলে।"

"কিভাবে? ঠিক যেভাবে তুমি আর বাকিরা ক'রে থাকো।"

"এটা পুরোপুরি সত্য নয়, উইল। তুমি এরকমটি ভাবো।"

"আমার মনে হয় আমি যেভাবে ভাবি তাতে অনেক ফালতু জিনিস থাকে।"

"তুমি কিছু সিদ্ধান্তে এসেছিলে তবে সেগুলো কখনও ব্যাখ্যা করো নি।"

"ওসব ক্ষেত্রে আলামত ছিলো," গ্রাহাম বললো।

"অবশ্যই। অবশ্যই ছিলো। অনেক বেশিই ছিলো—পরে। পাকড়াও করার আগে কিন্তু আমাদের হাতে কিছুই ছিলো না।"

"জ্যাক, তোমার কাছে প্রয়োজনীয় লোকজন রয়েছে। আমার মনে হয় না আমি তেমন একটা কাজে আসবো। আমি এখানে এসেছি সেরে ওঠার জন্যে। এইসব ব্যাপার থেকে দূরে থাকার জন্যে।"

"আমি সেটা জানি। শেষবার তুমি আহত হয়েছিলে। তবে এখন তোমাকে বেশ ভালোই দেখাচ্ছে।"

"আমি ঠিকই আছি। এতে কোনো আহত হবার ঝুঁকি নেই। জানি তুমিও আহত হয়েছিলে।"

"হয়েছি, তবে এরকমভাবে না।"

"আমি আহত হবার জন্যে নয়, অন্য কারণে থেমেছি। মনে হয় না আমি এটা ব্যাখ্যা করতে পারবো।"

"তুমি যদি এসব আর না দ্যাখো, ঈশ্বর জানে, তাহলে আমি সেটা বুঝতে পারবো।"

"না। তুমি জানো—দেখতে আমাকে হয়ই। এটা সবসময়ই বাজে, কিন্তু যতোক্ষণ না তারা মরে যায় তোমাকে সেটা করতেই হয়। হাসপাতাল, সাক্ষাতকার, এগুলো খুবই বাজে ব্যাপার। তোমাকে এসব মাথা থেকে ঝেঁড়ে ফেলে ভেবে যেতে হয়। আমার মনে হয় না, মানে আমি বিশ্বাস করি না, এখন আমি এসব করতে পারবো। আমি হয়তো এসব দেখতে পারবো, তবে আমাকে এসব ভাবা বন্ধ করতে হবে।"

"এরা সবাই মরে গেছে, উইল," ক্রফোর্ড কথাটা বললো যতোটা সম্ভব দয়ালু কণ্ঠে।

জ্যাক ক্রফোর্ড তার নিজের বক্তব্যের ছন্দ আর বাক্যগঠন গ্রাহামের কণ্ঠে শুনতে পেলো। সে শুনেছে গ্রাহাম এটা এর আগেও অন্য লোকদের সাথে করেছে। খুবই উত্তেজনাকর কথাবার্তা বলার সময় প্রায়শই সে অন্য লোকের কথাবার্তার ধরণ ব্যবহার ক'রে থাকে। প্রথমে ক্রফোর্ডের মনে হলো এই কাজটা সে ইচ্ছাকৃতভাবে করছে।

পরে ক্রফোর্ড বুঝতে পারলো গ্রাহাম এটা অনিচ্ছাকৃতভাবে করেছে। কখনও কখনও এটা থামাতে চাইলেও সে তা করতে পারে না।

ক্রফোর্ড তার জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকালো। টেবিলের ওপর মেলে রাখলো দুটো ছবি।

"সবাই মারা গেছে," বললো সে।

গ্রাহাম ছবিগুলো তুলে নেবার আগে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলো।

ওগুলো কেবলমাত্র স্ন্যাপশট : একজন মহিলা, তার পেছনে তিনটি বাচ্চা আর একটা হাঁস, একটা পুকুরপাড়ে পিকনিকের সামগ্রী বহন করছে তারা। একটা কেকের পেছনে পুরো পরিবারটা দাঁড়িয়ে আছে।

আধ মিনিট পরে ছবিগুলো নামিয়ে রাখলো সে। হাত দিয়ে সেগুলো একটু ঠেলে দিয়ে দূরের বেলাভূমির দিকে তাকালো। ছেলেটা বালিতে কী যেনো করছে আর মলি কোমরে হাত দিয়ে সেটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। কাঁধের ভেঁজা চুলগুলো মাথা ঝাঁকিয়ে সরিয়ে নিলো সে।

গ্রাহাম অতিথিকে এড়িয়ে মলি আর ছেলেটাকে দেখতে লাগলো যাতে ছবিগুলোর দিকে তাকাতে না হয়।

ক্রফোর্ড খুশিই হলো। এইসব কথাবার্তা বলার জন্যে এমন একটি জায়গা বেছে নেয়ার তৃপ্তি ফুটে উঠলো তার চোখেমুখে। সে ভাবলো গ্রাহামকে সে পেয়েই গেছে। এবার পুরোপুরি বাগে আনা যাক।

টেবিলের চারপাশে তিনটা অসম্ভব কুৎসিত কুকুর লাফালাফি করছে।

"হায় ঈশ্বর," ক্রফোর্ড বললো।

"এগুলো সম্ভবত কুকুর," গ্রাহাম ব্যাখ্যা করলো। "লোকজন ছোটোগুলোকে এখানে পরিত্যক্ত করে সবসময়। দেখতে যেটা সুন্দর সেটাকে বাদ দিয়ে বাকিগুলোকে এখানেই রেখে দেবো, ওরা খেয়ে দেয়ে নাদুসনুদুস হবে।"

"ওগুলো তো যথেষ্ট নাদুসনুদুসই আছে।"

"মলি এরকম মালিকানাবিহীন পোষাপ্রাণী পেলে আর ছাড়ে না।"

"মলি আর ছেলেটার সাথে এখানে তোমার জীবন ভালোই কাটছে দেখছি, উইল। ছেলেটার বয়স কতো হলো?"

"এগারো।"

"ছেলেটা দেখতে দারুণ হয়েছে। সে তোমার চেয়েও বেশি লম্বা হবে।"

গ্রাহাম মাথা নেড়ে সায় দিলো। "আমি যে আজ এখানে আছি সেটা আমার সৌভাগ্য।"

"আমি ফিলিসকে এখানে, এই ফ্লোরিডাতে আনতে চেয়েছিলাম। অবসরে যাওয়ার পর একটা জায়গা কিনে থাকবো। গর্তে থাকা মাছের মতো নয়। কিন্তু ফিলিস বললো তার সব বন্ধুবান্ধব থাকে আরলিংটনে।"

"হাসপাতালে আমার কাছে কিছু বই নিয়ে গিয়েছিলো, সেজন্যে তাকে ধন্যবাদ দেয়া হয় নি। তুমি তাকে ধন্যবাদটা জানিয়ে দিও।"

"ঠিক আছে, তাকে বলবো।"

দুটো ছোট্ট পাখি খাবারের আশায় উড়ে এসে বসলো তাদের টেবিলের উপর। সেগুলো উড়ে চলে যাবার আগপর্যন্ত ক্রফোর্ড তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

"উইল, এই বানচোতটার সাথে মনে হয় চাঁদের কোনো সম্পর্ক আছে। সে বার্মিংহামের জ্যাকোবিকে খুন করেছে শনিবার রাতে, ২৮ শে জুন, সেদিন পূর্ণিমা ছিলো। আটলান্টার লিডস্ পরিবারকে হত্যা করেছে জুলাইয়ের ২৬ তারিখের রাতে। চান্দ্র মাসের একদিন আগে। সুতরাং আমরা নিজেদেরকে একটু সৌভাগ্যবান ভাবতে পারি আরেকটা অঘটন ঘটার আগে তিনটি সপ্তাহ পাবার জন্যে।

"আমার মনে হয় না তুমি কিজ-এ ব'সে অপেক্ষা ক'রে এরপরের হত্যাকাণ্ডের খবর *মায়ামি হেরাল্ড*-এ পড়তে চাও। আরে, আমি তো পোপ নই। আমি বলছি না তোমার কি করা উচিত, তবে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, তুমি কি আমার বিচার-বিবেচনাকে সম্মান করো, উইল?"

"হ্যা।"

"আমার মনে হয় তুমি যদি সাহায্য করো তবে আমাদের পক্ষে তাকে খুব দ্রুত ধরা সম্ভব হবে। আরে উইল, গা ঝাড়া দিয়ে উঠে আমাদেরকে সাহায্য করো। আটলান্টা এবং বার্মিংহামে যাও, দেখো, তারপর ওয়াশিংটনে চলে এসো।"

গ্রাহাম কোনো জবাব দিলো না।

সাগরতীরে চারটা ঢেউ আছড়ে পড়া পর্যন্ত ক্রফোর্ড অপেক্ষা করলো, তারপর উঠে সুটটা নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে রাখলো সে। "আসো, ডিনারের পর কথা বলি।"

"খাওয়া দাওয়া ক'রে যাও।"

ক্রফোর্ড মাথা দোলালো। "আমি পরে ফিরে আসবো। হলিডে ইন-এ কতোগুলো মেসেজ আসবে, আমাকে অনেকক্ষণ ফোনে থাকতে হবে। মলিকে ধন্যবাদ জানিয়ে দিও।"

ক্রফোর্ডের ভাড়া করা গাড়িটা রাস্তার পাশের ঝোঁপের কাছে ধূলো উড়িয়ে চলে গেলো।

টেবিলে ফিরে এলো গ্রাহাম। দুটো গ্লাসে চায়ের বরফ গলছে। দূরের সৈকতে আছে মলি আর উইলি।

সুগারলোফের সূর্যাস্ত, লাল সূর্যটা অনেক বড় দেখাচ্ছে এখন।

উইল গ্রাহাম আর মলি ফস্টার গ্রাহাম একটা পরিত্যক্ত গাছের গুঁড়ির ওপর বসে আছে। সূর্যাস্তের আভায় তাদের মুখের রঙ কমলা হয়ে গেছে, পেছন দিকটায় বেগুনী রঙের ছায়া। মলি তার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিলো।

"ক্রফোর্ড এখানে আসার আগে শপিংমলে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলো," মলি বললো। "সে বাড়িতে আসার পথটা জানতে চাচ্ছিলো। আমি তোমাকে ফোন করার চেষ্টা করেছিলাম। তোমার উচিত ছিলো ফোনটা ধরা। বাড়িতে আসার সময় আমরা গাড়িটা দেখেছি। তারপরই সৈকতে গিয়েছিলাম।"

"সে তোমাকে আর কি জিজ্ঞেস করেছে?"

"তুমি কেমন আছো।"

"আর তুমি কি বলেছো?"

"আমি বলেছি তুমি ভালো আছো, তোমাকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। সে তোমার কাছ থেকে কী চায়?"

"একটা এভিডেন্স দেখার জন্যে বলছে। আমি একজন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ, মলি। তুমি আমার ডিপ্লোমাটা দেখেছো।"

"তোমার ঐ ডিপ্লোমা দিয়ে ঘরের ছাদের ফুটো আঁটকিয়েছো, সেটা আমি দেখেছি।" সে তার মুখোমুখি হলো। "তুমি যদি তোমার ঐ জীবনটা খুব বেশি মিস্ ক'রে থাকো তবে তুমি কি করবে? আমার মনে হয় তুমি বলেছিলে তুমি ঐ কাজ আর কখনও করবে না। তুমি এখন সুস্থ হয়ে উঠেছো, শান্ত হয়ে উঠেছো...এটা আমার ভালো লাগছে।"

"আমাদের খুব ভালো সময় যাচ্ছে, তাই না?"

মলির আলতো ক'রে চোখ বোজাটা তাকে বলে দিচ্ছে ভালো কিছু বলা দরকার। তবে সে কিছু বলার আগেই মলি বলতে শুরু করলো আবার।

"ক্রফোর্ডের জন্যে তুমি যা করেছিলে তাতে তোমার কোনো মঙ্গল হয় নি। তার কাছে আরো অনেক লোক রয়েছে—ঐ শালার পুরো সরকারই তো তার জন্যে আছে—সে কেন আমাদের একটু একা থাকতে দিচ্ছে না?"

"ক্রফোর্ড কি সেটা তোমাকে বলে নি? এফবিআই ছেড়ে ফিল্ডে যে দু'বার আমি গেছি সে ছিলো আমার সুপারভাইজার। সেই দুটো কেসই ছিলো তার খুব পছন্দের। জ্যাক দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। এখন তার কাছে নতুন আরেকটা কেস এসেছে। এই ধরণের সাইকোপ্যাথ খুবই বিরল। সে জানে আমার...অভিজ্ঞতা রয়েছে।"

"হ্যা, সেটা তোমার আছে," মলি বললো। গ্রাহামের শার্টের বোতাম খোলা থাকার কারণে তার পেটের ক্ষতচিহ্নটা দেখতে পাচ্ছে সে। এক আঙুল সমান প্রশস্ত আর উঁচু সেটা। সেই জায়গাটা একেবারেই রোদে পুড়ে যায় নি। কাটা দাগটা শুরু হয়েছে তার বাম দিকের কোমরের হার থেকে, আর শেষ হয়েছে বিপরীত দিকের বুকের হাড়ের নিচে এসে।

ডক্টর হ্যানিবাল লেকটার একটা লিনোলিয়াম চাকু দিয়ে এই কর্মটি করেছে। এটা ঘটেছে গ্রাহামের সঙ্গে মলির দেখা হওয়ার এক বছর আগে। এজন্যে সে প্রায় মরতেই বসেছিলো। মানুষখেকো ডক্টর হ্যানিবাল লেকটার, ট্যাবলয়েডগুলো যাকে 'হ্যানিবাল দ্য ক্যানিবাল' বলে ডাকে, সে হলো গ্রাহামের হাতে ধৃত দ্বিতীয় সাইকোপ্যাথ।

হাসপাতাল ছাড়ার পর গ্রাহাম ফেডারেল বুরো থেকে পদত্যাগ ক'রে ওয়াশিংটন ছেড়ে ফ্লোরিডার ম্যারাথনের বোটইয়ার্ডে একজন ডিজেল মেকানিকের কাজ জুটিয়ে নেয়। এই কাজটার সাথে শৈশব থেকেই সে পরিচিত। সুগারলোফ কিজ-এর কাঠের বাড়িতে ওঠার আগে গ্রাহাম বোটইয়ার্ডের একটা ট্রেইলারে ঘুমাতো। এবার সে মলির দুটো হাত ধরলো। মলির পা দুটো তার হাটুর মাঝখানে।

"ঠিক আছে, মলি। ক্রফোর্ড মনে করে দানবদের ব্যাপারে আমার দক্ষতা রয়েছে, এটা অনেকটা তার কুসংস্কারের মতোই।"

"তুমি কি সেটা বিশ্বাস করো?"

গ্রাহাম তিন তিনটা পেলিকানকে সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখলো। "মলি, একজন বুদ্ধিমান সাইকোপ্যাথ—বিশেষ ক'রে একজন স্যাডিস্ট বা মর্ষকামীকে কয়েকটা কারণেই পাকড়াও করা খুব কঠিন। প্রথমত, ট্রেস্ করার মতো কোনো মটিভ থাকে না। তাই সে পথে তুমি যেতে পারো না। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তুমি তথ্যদাতাদের কাছ থেকে কোনো রকম সাহায্য পাবে না। প্রায় সব গ্রেফতারের পেছনেই অনেক তথ্য থাকে, কিন্তু এ ধরণের কেসে কোনো তথ্যদাতা না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। সে এমনকি এটাও জানে না, সে-ই কাজটা করছে। সুতরাং তোমার কাছে যে আলামতই আছে সেটাই নিয়ে এগোতে হবে, বের করতে হবে

জ্ঞাত সব তথ্য থেকে অজ্ঞাত তথ্য। তোমাকে তার চিন্তা ভাবনা পুণর্নির্মাণ করার চেষ্টা করতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে প্যাটার্ন বা সাযুজ্যসমূহ।"

"সব শেষে তাকে অনুসরণ ক'রে পাকড়াও করতে হবে," মলি বললো। "আমার ভয় হচ্ছে, তুমি যদি এই ম্যানিয়াকটার পেছনে লাগো তবে সে তোমাকে তাই করবে ডক্টর লেকটার তোমাকে যা করেছিলো। এটাই কেবল আমাকে ভড়কে দিচ্ছে।"

"সে আমাকে কখনও দেখতে পাবে না, আমার নাম জানতে পারবে না, মলি। আমি না, পুলিশই তাকে পাকড়াও করবে, যদি তারা তাকে খুঁজে বের করতে পারে। ক্রফোর্ড কেবল ভিন্ন একটি দৃষ্টিভঙ্গী চাচ্ছে।"

মলি দেখলো লাল সূর্যটা সাগরে ডুবে যাচ্ছে।

যেভাবে মুখটা ঘুরিয়ে নিলো মলি সেটা গ্রাহাম ভীষণ পছন্দ করে। সে তার জিভের স্পন্দনটা পর্যন্ত টের পাচ্ছে। হঠাৎ করেই তার শরীরের নোনা স্বাদের কথাটাও মনে পড়ে গেলো তার। ঢোক গিলে বললো সে, "এখন আমি কী করবো?"

"যা তুমি ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছো। তুমি যদি এখানেই থেকে যাও আর খুন খারাবি বেড়ে যায় তবে এই জায়গাটা তোমার কাছে তিক্ত হয়ে উঠবে। যদি তাই হয়, তবে তোমার আসলে জিজ্ঞেস করার কোনো দরকারও নেই।"

"যদি আমি জিজ্ঞেস করি, তুমি কি বলবে?"

"আমার সঙ্গে থেকে যাও। আমার, আমার এবং আমাদের সঙ্গে। উইলির সঙ্গে।"

"আমি আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবো।"

"এই জীবনে আর কখনও সেটা হবে না। ভাবছো আমি একজন স্বার্থপর, না?"

"সেটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।"

"আমিও না। এখানে খুব ভালোই লাগছে। চমৎকার দিন কাটে আমাদের। তোমার জীবনে আরো খরাপ কিছু ঘটে যাবার আগে এটা তোমার জানা উচিত।"

সেও সায় দিলো।

"এই সুখী জীবনটা আমি কোনোভাবেই হারাতে চাই না," সে বললো।

"আমিও চাই না।"

খুব দ্রুতই অন্ধকার নেমে এলে বুধ গ্রহটা উদয় হলো দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে।

তারা হাটতে হাটতে বাড়ির দিকে চললো। আবছা চাঁদের অবয়বটা ভেসে উঠতে শুরু করেছে কেবল।

ক্রফোর্ড ডিনারের পর ফিরে এলো। কোট আর টাইটা খুলে ফেলেছে সে, গুটিয়ে রেখেছে শার্টের হাতাও। মলি ভাবলো ক্রফোর্ডের হৃষ্টপুষ্ট বাহু দুটো বেশ বিদঘুটে দেখাচ্ছে, সে দেখতে অতি বুদ্ধিমান প্রাণীর মতো। তাকে এক কাপ কফি দিয়ে

টেবিলে বসলো সে। গ্রাহাম আর উইলি কুকুরকে খাবার খাওয়াতে বাইরে গেছে। সে কিছুই বললো না। আশেপাশে মথ উড়ছে।

"তাকে দেখে বেশ সুস্থই মনে হচ্ছে, মলি," ক্রফোর্ড বললো। "তোমাদের দু'জনকেই বেশ ভালো দেখাচ্ছে, ঝরঝরে শরীর আর গায়ের রঙ বাদামী হয়ে গেছে।"

"আমি যাই বলি না কেন তুমি তাকে নিয়ে যাবেই, তাই না?"

"হ্যা। আমাকে সেটা করতেই হবে। ঈশ্বরের কসম খেয়ে বলছি মলি, যতোদূর পারি এটা তার জন্যে খুব সহজ ক'রে দেবো আমি। সে বদলে গেছে। তুমি তাকে বিয়ে করাতে ভালোই হয়েছে।"

"দিন দিন সে ভালো হয়ে উঠছে। এখন সে খুব কমই দুঃস্বপ্ন দেখে। কিছু দিন ধরে কুকুর নিয়ে মেতে আছে। অবশ্য তাদের নিয়ে খুব বেশি কথা বলে না। তুমি তো তার বন্ধু, জ্যাক। তবে কেন তাকে একা থাকতে দিচ্ছো না?"

"কারণ সেরা হওয়াটা তার দূর্ভাগ্য। কারণ সে আটদশজনের মতো ক'রে ভাবে না।"

"সে ভাবছে তুমি তাকে একটা আলামত দেখাতে চাচ্ছো।"

"হ্যা, সেটাই চাচ্ছি। এ কাজে তার চেয়ে ভালো কেউ নেই। তবে তার অন্য একটা জিনিসও রয়েছে। কল্পনা শক্তি, ভবিষ্যৎ দেখা, এরকম কিছু আর কি। সে অবশ্য এই জিনিসটা পছন্দ করে না।"

"তোমারও যদি ওটা থাকতো তুমিও সেটা পছন্দ করতে না। আমার কাছে প্রতীজ্ঞা করো, জ্যাক। কথা দাও, তুমি তাকে খুব বেশি জড়াবে না। কোনো ধরণের লড়াইয়ে জড়িয়ে গেলে আমার মনে হয় সে মরে যাবে।"

"তাকে কোনো লড়াই করতে হবে না। এটা তোমাকে বলতে পারি।"

কুকুরদের খাওয়া দাওয়ার কাজ সেরে গ্রাহাম চলে এলে মলি তাকে কাপড় চোপড়সহ ব্যাগ গোছাতে সাহায্য করলো।

অধ্যায় ২

উইল গ্রাহাম আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে বাড়িটা অতিক্রম করলো যেখানে চার্লস লিড্‌স পরিবার খুন হয়েছিলো, এখানেই তারা বসবাস করতো। জানালাগুলো অন্ধকার। আঙিনাতে একটা বাতি জ্বলছে। গাড়িটা দুই ব্লক দূরে পার্ক ক'রে রেখে পায়ে হেটে ফিরে এলো সেই বাড়িতে। তার সঙ্গে আটলান্টা পুলিশের গোয়েন্দা রিপোর্টের একটা কার্ডবক্স রয়েছে।

গ্রাহাম একা আসার জন্যে চাপাচাপি করেছিলো। বাড়িতে অন্য কেউ থাকলে তার মনোযোগে সমস্যা হোতো—ক্রফোর্ডকে সে এই কারণটাই দেখিয়েছে। তার কাছে আরেকটা ব্যক্তিগত কারণও আছে; সে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে সে ব্যাপারে একদমই নিশ্চিত ছিলো না। সে চায় নি ঐ সময় কেউ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকুক।

মর্গে সে ঠিকই ছিলো।

রাস্তার পেছনে দোতলার ইটের একটা দালান। কাঠের ছাদ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে গ্রাহাম অনেকক্ষণ ধরে বাড়িটার দিকে চেয়ে রইলো। ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলো সে। তার মনের অন্ধকারে সিলভারের একটা পেন্ডুলাম দুলছে। পেন্ডুলামটা স্থির হবার আগপর্যন্ত অপেক্ষা করলো।

কয়েকজন প্রতিবেশী বাড়িটার সামনে দিয়ে যাবার সময় বাড়িটার দিকে এক পলক তাকিয়েই মুখ সরিয়ে নিলো। খুন হওয়া বাড়ি প্রতিবেশীদের কাছে ভীষণ কুৎসিত। বিশ্বাসঘাতক কারোর মুখের মতোই। কেবলমাত্র বহিরাগত আর শিশুরাই তাকাচ্ছে।

জানালার পর্দাগুলো তোলা আছে। গ্রাহাম খুশি হলো। তার মানে কোনো আত্মীয়স্বজন ভেতরে নেই। আত্মীয়স্বজনেরা সবসময়ই পর্দাগুলো নামিয়ে রাখে।

বাড়িটার চারপাশে ঘুরে দেখলো সে, এগোলো খুব সাবধানে, ফ্লাশলাইট ব্যবহার করলো না। কিছু শোনার জন্যে দু'দুবার থামলো। আটলান্টার পুলিশ জানে সে এখানে এসেছে। তবে আশেপাশের লোকজন তা জানে না। তারা জানলে চমকে যাবে।

একটা জানালা দিয়ে সামনের আঙিনার বাতির আলোটা দেখতে পেলো, এমনকি ভেতরের আসবাবপত্রের আবছায়া অবয়বগুলোও। বাতাসে জেসমিন ফুলের সুবাসটা খুবই তীব্র। পেছনের বেশির ভাগ অংশজুড়েই বারান্দা রয়েছে। বারান্দার দরজায় আটলান্টা পুলিশের সিল লাগানো। গ্রাহাম সিলটা সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো।

বারান্দা থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত পথের দরজাটা প্লাইউডের, পুলিশ সেটার কাঁচ খুলে ফেলেছে। ফ্লাশলাইটটা জ্বালিয়ে পুলিশের দেয়া চাবিটা দিয়ে দরজাটা খুলে

ফেললো গ্রাহাম। বাতি জ্বালাতে চাইলো সে। নিজের ব্যাজটাও বের ক'রে দেখাতে চাইলো এই বিরান-জনমানবশূন্য বাড়িতে নিজের প্রবেশের নায্যতা প্রমাণ করার জন্যে। এই বাড়িতে পাঁচজন মানুষ খুন হয়েছে। সে এগুলোর কোনোটাই করলো না। অন্ধকার রান্নাঘরের একটা নাশতার টেবিলে গিয়ে ব'সে পড়লো।

রান্নাঘরের দুটো পাইলট লাইটের নীল আলো জ্বলজ্বল করছে অন্ধকারে। আসবাবপত্রগুলো পালিশের গন্ধ তার নাকে আসছে।

থার্মোস্ট্যাটটা ক্লিক্ করা হলে এয়ারকন্ডিশনটা চালু হয়ে গেলো। শব্দটা শুনে একটু ভড়কেও গেলো গ্রাহাম। ভয়ের ব্যাপারে সে একজন পোড়খাওয়া লোক।

ভয়ের মুহূর্তে সে ভালো দেখে আর শোনে। কখনও কখনও ভয় তাকে একটু রুক্ষও ক'রে তোলে। এখানে কথা বলার মতো কেউ নেই। নেই তার বিরুদ্ধে যাবার মতো কেউ।

রান্নাঘরের দরজাটা দিয়ে উন্মাদগ্রস্ত লোকটি এ বাড়িতে ঢুকেছিলো। এগারো নাম্বার সাইজের জুতা পরে সে। অন্ধকারে বসে রক্তপিপাসু শিকারীর মতো উন্মাদনা অনুভব করেছিলো লোকটা।

গ্রাহাম দিনের বেশিরভাগ সময় এবং আজকের সন্ধ্যা পর্যন্ত আটলান্টার হোমিসাইডের গোয়েন্দা রিপোর্টটি খতিয়ে দেখেছে। তার মনে পড়ে গেলো পুলিশ যখন এখানে এসেছিলো তখন চুলার ওপরের বাতিটা জ্বলছিলো। এখন আবার সেটা জ্বালিয়ে দিলো সে।

চুলার পাশের দেয়ালে দুটো ফ্রেম টাঙানো আছে। একটাতে লেখা আছে 'চুম্বন দীর্ঘস্থায়ী হয় না, রান্না হয়।' অন্যটাতে আছে 'আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা সবসময়ই রান্নাঘরে আসতে পছন্দ করে, এ বাড়ির হৃদস্পন্দনটা শোনার জন্যে আর মাংসের স্বাদ নিতে।'

গ্রাহাম ঘড়িতে সময় দেখলো। এগারোটা ত্রিশ। প্যাথলজিস্টের ভাষ্য অনুযায়ী রাত এগারোটা থেকে একটার মধ্যে হত্যাকাণ্ডগুলো সংঘটিত হয়েছিলো।

প্রথমে অনুপ্রবেশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সে ভাবলো...

উন্মাদ লোকটা বাইরের স্ক্রিন দরজাটার হুক খুলে বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে কিছু একটা বের করে। একটা সাকশন কাপ, হয়তো পেন্সিল কাটার শার্পনার।

রান্নাঘরের দরজাটার কোমর সমান উঁচু কাঠের অংশের আড়ালে উপুড় হয়ে লোকটা কাঁচের মধ্য দিয়ে উঁকি মেরে দেখে। জিভ বের ক'রে কাপটা চেটে নেয় সে, কাঁচের মধ্যে চেপে ধরে আঁটকে দেয় সেটা। ছোট্ট একটা কাঁচকাটার যন্ত্র কাপে লাগিয়ে নিয়ে বৃত্তাকারে কাঁচটা কেঁটে ফেলো।

আলতো ক'রে টান দিলে বৃত্তাকারের কাঁচটা আলগা হয়ে যায়। আস্তে ক'রে কাঁচটা সাকশন কাপসহ নিচে নামিয়ে রাখে। কাঁচের ওপর যে তার থুতু লেগে আছে এই ব্যাপারটা সে খেয়ালই করে না।

হাতমোজা পরা একটা হাত সাপের মতো কাঁচের গোল অংশটার ভেতর দিয়ে গলে ভেতরে ঢুকে লক্‌টা খুঁজে পেয়ে সেটা আস্তে ক'রে খুলে ফেলে। নিঃশব্দে খুলে যায় দরজাটা। ভেতরে ঢুকে পড়ে সে। চুলার উপরে বাতির কারণে তার নিজের দেহটা এই রান্নাঘরে খুবই অদ্ভুত দেখায়। বাড়ির ভেতরের ঠাণ্ডা বাতাসটা খুবই প্রশান্তিময়।

উইল গ্রাহাম দুটো ডি-জেল খেলো। পকেট থেকে ওগুলো বের ক'রে খোলার সময় সেলোফেন পেপারের শব্দ একটু উত্যক্ত করলো তাকে। লিভিংরুমের ভেতর দিয়ে হেটে গেলো হাতে ফ্লাশলাইটটা জ্বালিয়ে। যদিও সে ফ্লোর-প্ল্যানটা ভালো করেই দেখছে তারপরও সিঁড়িটা খুঁজে পেতে একটু বেগ পেলো। সিঁড়িটা খ্যাচ্ খ্যাচ্ ক'রে উঠলো না।

মাস্টার বেডরুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এখন। ফ্লাশলাইটটা ছাড়া সবকিছু আবছা আবছা দেখছে। নাইটস্ট্যান্ডের ওপর একটা ডিজিটাল ঘড়ি। বাথরুমের পাশে একটা কমলা রঙের ডিমলাইট জ্বলছে। রঙের ঝাঁঝালো গন্ধটা তার নাকে এসে লাগলো।

অন্ধকারে চোখ দুটো সয়ে এলে ভালোভাবে দেখতে পেলো সে। উন্মাদ লোকটি মিঃ লিড্‌স থেকে তার বউকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলো। আর এ কাজটা করার জন্যে এ ঘরে পর্যাপ্ত আলোই ছিলো। মিঃ লিড্‌সের চুলটা খামচে ধরে তার গলা কেঁটে ফেলেছিলো সে! তারপর? দেয়ালের সুইচের পাশে ফিরে গিয়ে মিসেস লিড্‌সের জন্যে অপেক্ষা করা এবং গুলি ক'রে তাকে স্তব্ধ ক'রে দেয়া?

বাতিটা জ্বালাতেই দেয়াল এবং মেঝেতে লেগে থাকা ছোপছোপ রক্তের দাগ গ্রাহামের দিকে যেনো চিৎকার করতে শুরু ক'রে দিলো। বাতাসও যেনো তার সঙ্গে যোগ দিয়ে চিৎকার জুড়ে দিচ্ছে।

মাথাটা শান্ত হবার আগপর্যন্ত গ্রাহাম মেঝেতে ব'সে রইলো। শান্ত হও, শান্ত হও।

রক্তের দাগের সংখ্যা আর বৈচিত্র্যতা আটলান্টার গোয়েন্দাদেরকে অপরাধ দৃশ্যের পুণর্গঠনের কাজে বেশ হতভম্ব ক'রে ফেলেছিলো। নিহতেরা সবাই বিছানায় পড়ে ছিলো। রক্তের দাগগুলোর অবস্থানের সাথে এটা খাপ খায় না।

প্রথমে বিশ্বাস করা হয়েছিলো চার্লস্ লিড্‌স তার মেয়ের ঘরে আক্রান্ত হয়েছে এবং পরে তাকে টেনে আনা হয়েছে মাস্টার বেডরুমে। কিন্তু রক্তের ছোপগুলোর প্যাটার্ন পর্যবেক্ষণ ক'রে এটা পুণর্মূল্যায়ন করতে হয়েছে।

এই ঘরে খুনির চলাফেরা সম্পর্কে সঠিক ধারণা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

এখন ল্যাব আর অটোপ্‌সি রিপোর্টের সাহায্যে উইল গ্রাহাম দেখতে শুরু করলো এটা কিভাবে ঘটেছিলো।

অনুপ্রবেশকারী বউয়ের পাশে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় চার্লস লিডসের গলা কেটেছে। সুইচবোর্ডের পাশে গিয়ে বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়েছিলো সে—চুল আর মিঃ

লিডসের মাথার তেল হাতমোজা থেকে সুইচবোর্ডে লেগে গেছে এজন্যে। মিসেস লিডস্ ঘুম থেকে উঠতেই সে তাকে গুলি করে। এরপরই বাচ্চাদের ঘরের দিকে যায়।

কাটাগলা নিয়েই উঠে দাঁড়ায় লিডস্, বাচ্চাদেরকে রক্ষা করার জন্যে তাদের ঘরের দিকে এগোয়। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণের পরও সে লড়াই করে। তার গলায় আবারো আঘাত করে সে, ফলে তার মেয়ের ঘরে ঘরে পড়ে থাকে মহিলা।

দু'জন ছেলের মধ্যে একজনকে বিছানায় গুলি করা হয়। অন্য ছেলেটাকেও বিছানায় মৃত পেয়েছে পুলিশ, তবে তার মাথার চুলে ধূলো লেগেছিলো। পুলিশের ধারণা তাকে বিছানার নিচ থেকে টেনে বের ক'রে গুলি করা হয়েছে।

যখন সবাই মরে গেলো, অবশ্য মিসেস লিডস্ ছাড়া, তখনই আয়না ভাঙা শুরু হয়েছিলো। ভাঙা আয়নার টুকরো দিয়ে মিসেস লিডসের দিকে আবার মনোযোগ দিয়েছিলো খুনি।

অটোপ্সির সবগুলো প্রোটোকলই গ্রাহামের হাতে আছে। এই তো মিসেস লিডসের অটোপ্সি রিপোর্টটা। বুলেট তার নাভির ডান দিক দিয়ে প্রবেশ ক'রে পেছনের স্পাইনে আঁটকেছিলো। তবে মহিলা মারা গেছে শ্বাসরোধে।

সেরোটোনিনের বৃদ্ধি আর হিস্টামাইন স্তর বলে দিচ্ছে গুলি খাওয়ার পরেও সে কমপক্ষে পাঁচ মিনিট বেঁচেছিলো। হিস্টামাইন ছিলো সেরেটোনিনের চেয়েও অনেক বেশি, সুতরাং সে পনেরো মিনিটের বেশি বেঁচে ছিলো না। তার শরীরের অন্য আঘাতগুলোর বেশিরভাগই সম্ভবত পোস্টমর্টেম করার ফলে সৃষ্ট।

অন্য আঘাতগুলো যদি পোস্টমর্টেমের কারণে হয়ে থাকে তাহলে মিসেস লিড্স যতোটুকু সময় বেঁচে ছিলো খুনি তখন কী করছিলো? গ্রাহাম ভাবতে লাগলো। মিঃ লিডসের সঙ্গে ধস্তাধস্তি এবং বাচ্চাদের খুন করা, হ্যা, কিন্তু তাতে তো এক মিনিটেরও কম সময় লাগার কথা। আয়না ভাঙা। কিন্তু আর কি?

আটলান্টার গোয়েন্দারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব খতিয়ে দেখেছে। তারা মাপজোখ নিয়েছে, ছবি তুলেছে বিস্তারিতভাবে, ভ্যাকুম দিয়ে তল্লাশী ক'রে দেখেছে কিছু পাওয়া যায় কিনা। তারপরও গ্রাহাম নিজে একটু দেখতে চাচ্ছে।

পুলিশের ছবিতে এক ম্যাট্রেসের দাগ দেখে গ্রাহাম দেখতে পেলো মৃতদেহগুলো কোথায় পাওয়া গিয়েছিলো। আলামতগুলোর আঘাতের জন্যে বিছানার চাদরে নাইট্রেট ট্রেস করা হয়েছে—এটাতে দেখা যাচ্ছে তারা যেখানে খুন হয়েছিলো প্রায় সেখানেই ওগুলো পাওয়া গেছে।

কিন্তু রক্তের দাগের পরিমাণ আর হলঘরের কার্পেটের বীতস্রস্ত চিহ্নের কোনো ব্যাখ্যা নেই। একজন গোয়েন্দা অনুমান ক'রে বলেছে, নিহতদের একজন খুনির হাত থেকে বাঁচার জন্যে হামাগুঁড়ি দিয়ে চলে যেতে চেয়েছিলো। গ্রাহাম এটা বিশ্বাস করে না—স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে তারা মারা যাবার পরই খুনি তাদেরকে সরিয়ে নিয়েছে, তারপর আবার তাদেরকে যেখানে হত্যা করা হয়েছিলো সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

মিসেস লিড্‌সের সাথে সে যা করেছে সেটা নিশ্চিত বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু বাকিদের বেলায় কী হয়েছিলো? সে তাদেরকে আর বিকৃত করে নি, যেমনটি করেছে মিসেস লিডস্‌কে। বাচ্চাগুলোকে মাথায় একটা ক'রে গুলি ক'রে হত্যা করা হয়েছে। চার্লস্‌ লিডস্‌ প্রচুর রক্তক্ষরণে আর দম আঁটকে মারা গেছে। তারা মারা যাবার পর খুনি তাদেরকে কী করেছিলো?

তার কাছে থাকা বাক্স থেকে গ্রাহাম পুলিশের ছবিগুলো বের করলো। সেই সাথে ল্যাব রিপোর্ট যাতে রক্তের গ্রুপ আর অন্যান্য সব বিষয়ের বিস্তারিত রিপোর্টও রয়েছে।

উপরের তলায় চলে গেলো, সবকিছু খতিয়ে দেখার চেষ্টা করলো সে। মাস্টার বেরডরুমের প্রতিটি রক্তের ছিটা হিসাব ক'রে দেখলো। রক্তের ফিনকি হিসেব ক'রে দেখলো একটা যন্ত্র দিয়ে। আশা করলো এভাবে সে মৃতদেহের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবে।

বেডরুমের দেয়ালের এক কোণে তিনটি রক্তের দাগ পরপর লেগে আছে। এখানে কার্পেটের নিচে আরো তিনটি আবছা আবছা রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে। চার্লস লিডসের বিছানাতে, যেদিকটায় সে ঘুমাতো, সেদিকের হেডবোর্ডেও রক্তের দাগ আছে। গ্রাহামের ফিল্ডস্কেচটা কতোগুলো বিন্দুর সংযোগের মতো দেখালো। ওগুলোর দিকে তাকিয়ে ঘরের চারপাশে তাকালো সে, তারপর আবারো স্কেচটার দিকে, যতোক্ষণ না তার মাথা ধরা শুরু হলো।

বাথরুমে গিয়ে নিজের কাছে থাকা অবশিষ্ট দুটো বাফারিন নিয়ে পানি দিয়ে মুখে ঝাপটা মেরে মুখটা মুছে নিলো শার্টের হাতা দিয়ে। মেঝেতে পানি গড়িয়ে পড়তে দেখলো সে, ভুলে গিয়েছিলো ড্রেন থেকে ট্র্যাপটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এ ছাড়া বাথরুমটা একেবারে ঠিকই আছে। কেবল আয়না ভাঙা আর আঙুলের ছাপ নেবার জন্যে ব্যবহৃত এক ধরণের পাউডারের ছোপছোপ দাগ ছাড়া। এই পাউডারকে বলা হয় ড্রাগনের রক্ত। ট্রুথব্রাশ, ফেশিয়াল ক্রিম, রেজার, সবই ঠিক জায়গাতে আছে।

বাথরুমটাকে দেখে মনে হচ্ছে এটা যেনো এখনও এই পরিবারটা ব্যবহার করছে। তোয়ালের র‍্যাকে মিসেস লিডসের প্যান্টিহোসটা ঝুলছে। সে দেখতে পেলো পা জোড়া কেটে ফেলেছে মিসেস লিড্‌স। যাতে ক'রে দৌড়ানো এবং সাধারণ, দু'ক্ষেত্রেই এটা ব্যবহার করা যায়। টাকা বাঁচানো আর কি। মলিও ঠিক এই কাজটা করে।

গ্রাহাম জানালা দিয়ে বারান্দার ছাদে নামলো। এখানে কিছুক্ষণ বসে রইলো সে।

আটলান্টার বাতিগুলো রাতের আকাশে তারাগুলোকে দেখতে দিচ্ছে না। কিজ-এ রাত অনেক বেশি পরিষ্কার। মলি আর উইলির সঙ্গে সে আকাশে তারা খসা দেখতে পেতো। তারা খসার হুস্‌ হুস্‌ করা শব্দটা পর্যন্ত তারা শুনতে পারতো স্পষ্ট।

আবারো কেঁপে উঠে বিড়বিড় ক'রে উঠলো সে। এখন সে মলির কথা ভাবতে চাচ্ছে না। এরকমটি করলে তার মুখ বিস্বাদ হয়ে যায়।

স্বাদ নিয়ে গ্রাহামের অনেক সমস্যা রয়েছে। প্রায়শই তার চিন্তাভাবনাগুলো স্বাদহীন হয়ে যায়। তার মস্তিষ্কে কোনো কার্যকর পার্টিশান নেই। সে যা দেখে এবং শেখে তা তার জানা সবকিছুকেই স্পর্শ করে। এইসব কম্বিনেশনের কিছু কিছুর সাথে বসবাস করাটা বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তবে সে ওগুলোকে আঁচ করতে পারে না, পারে না বাধা দিতে কিংবা দমিয়ে রাখতেও।

সে তার নিজের মানসিকতাকে খুব কুৎসিতভাবে পর্যালোচনা করে, তবে সেটা বেশ কার্যকরী, অনেকটা হরিণের চামড়া দিয়ে তৈরি চেয়ারের মতো। এ ব্যাপারে তার কিছুই করার নেই।

লিডস্ হাউজের বাতি নিভিয়ে রান্না ঘরে চলে এলো গ্রাহাম। বারান্দার শেষ মাথায় ফ্লাশলাইটের আলোতে সে একটা বাইসাইকেল আর কুকুরের একটা নোংরা বিছানা খুঁজে পেলো। বাড়ির পেছনের আঙিনায় কুকুরের একটা ঘর আছে। সিঁড়ির ধাপে কুকুরের একটা বোলও।

ফ্লাশলাইটটা থুতনী দিয়ে বুকে চেপে ধরে সে একটা মেমো লিখলো : *জ্যাক, কুকুরটা কোথায়?*

হোটেলে ফিরে এলো গ্রাহাম। সাড়ে চারটা বাজে রাস্তাঘাটে যানবাহন কম থাকা সত্ত্বেও তাকে গাড়ি চালাতে খুব বেশি মনোসংযোগ ঘটাতে হয়েছে। তার মাথাটা এখনও ব্যথা করছে, তাই সারা রাত খোলা থাকে এমন একটা ফার্মেসির খোঁজ করলো সে।

পিচট্'তে এরকম একটা পেয়েও গেলো। ঢুলুঢুলু চোখে দোকানে ঢুকলো গ্রাহাম। এক অল্পবয়সী ফার্মাসিস্ট বসে আছে। গ্রাহাম অল্পবয়সী ফার্মাসিস্টদের অপছন্দ করে।

"আর কিছু?" ফার্মাসিস্ট বললো। তার আঙুল ক্যাশ রেজিস্টারের দিকে নির্দেশ করছে। "আর কিছু?"

আটলান্টার এফবিআই অফিস তাকে শহরের কাছাকাছি পিচট্ এলাকার বাজে একটা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করেছে।

ঔষুধ কিনে গ্রাহাম সোজা হোটেলে ফিরে এলো। রাজনৈতিক দলের কনভেশনে যোগ দিতে আসা দু'জন লোক লবির দিকে আসছে।

"ডেস্কের দিকে দেখো ইয়োন্ডার—এ হলো উইলমা আর তারা এইমাত্র এসেছে," বড়সড় আকৃতির লোকটা বললো। "ধ্যাত্, আমি এটাকে ছিড়ে ফেলতে পারলে ভালো হোতো।"

"আরে, ঐ শালীকে পোঙ মেরে যাও যতোক্ষণ না তার নাক দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে," অন্য লোকটা বললো।

"তুমি কি জানো মেয়েদের কেন পা থাকে?"

"কেন?"

"যাতে তারা শামুকের মতো কোনো পদচিহ্ন রেখে না যেতে পারে।"

লিফটের দরজাটা খুলে গেলো।

"এটাই কি সেটা? এটাই তো," বড়সড় লোকটা বললো। সে বের হতেই লোকটা ফেসিংয়ের দিকে ঝুঁকলো।

"এক অন্ধ আরেক অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে," অন্য লোকটা বললো।

গ্রাহাম কার্ডবোর্ড বাক্সটা তার ঘরের ড্রেসারের ভেতরে রেখে দিলো যাতে এটা তার চোখে খুব সহজে না পড়ে। এ জীবনে সে অনেক চোখ-খোলা মৃতদেহ দেখেছে। মলিকে ফোন করতে চাইলো কিন্তু খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে।

আটলান্টা পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আটটা বাজে একটা মিটিং রয়েছে। ওখানে বলার মতো খুব কম জিনিসই রয়েছে তার কাছে।

ঘুমাতে চেষ্টা করতো সে। তার মাথার মধ্যে যুক্তি তর্ক ঘুরঘুর করছে। নিজেকে অসাড় মনে হচ্ছে তার। দুই পেগ হুইস্কি পান ক'রে বাথরুমের বাতিটা জ্বালিয়ে বিছানায় গেলো সে। ভান করলো মলি বাথরুমে চুল আঁচড়াচ্ছে। একা এবং অন্ধকারে তার ভেতরে একটা ভয় জেঁকে বসেছে এখন।

অটোপ্সির লেখাগুলো তার মাথার ভেতরে তার নিজের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে, যদিও সে ওগুলো জোরে জোরে পড়ে নি : "...মল বের হয়ে গিয়েছে...ট্যালকম পাউডারের চিহ্ন পাওয়া গেছে ডান দিকের পায়ের নিম্নাংশে। অরবিট ওয়ালের মাঝখানে কাঁচ ভাঙার ক্ষতচিহ্ন..."

গ্রাহাম সুগারলোফ কি'র সমুদ্র সৈকতের কথা ভাবার চেষ্টা করলো। সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ শোনারও চেষ্টা করলো সে। মনে মনে তার কাজের টেবিলটা, আর উইলির কথাও ভাবলো। চেষ্টা করলো 'হুইস্কি রিভার' গানটা গাইতে, আর মাথার ভেতরে 'ব্ল্যাক মাউন্টেন র‍্যাগ'-এর সুরটা বাজাতে চাইলো সে। মলির পছন্দের গান এটা। ডক ওয়াটসনের গিটার বাজানোর অংশটা ঠিকই আছে। মলি তাকে যুগল নৃত্য শেখানোর চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু হতাশ হয়েছিলো সে, শেষপর্যন্ত দেখা গেলো গ্রাহাম নাচার বদলে ঝিমুচ্ছে।

এক ঘণ্টার মধ্যে জেগে উঠলো সে। থর থর ক'রে কেঁপে একেবারে ঘেমে উঠেছে। বাথরুমের বাতির আলোতে অন্য পাশের বালিশে একটা ছায়া পড়েছে আর সেটা দেখে তার মনে হচ্ছে মিসেস লিড্স ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় তার পাশে শুয়ে আছে। চোখেমুখে রক্ত আর রক্ত। সেই দৃশ্যটা দেখার জন্যে সে মাথা ঘোরাতে পারলো না। মাথার ভেতরটা ফায়ার অ্যালার্মের মতো বাজছে। হাতটা দিয়ে পাশে শুকনো চাদরটা স্পর্শ করলো সে।

সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তি পেয়ে উঠে বসলো সে, তার হৃদপিণ্ডে হাতুড়ি পেটা হচ্ছে এখন। একটা টি-শার্ট পরে নিলো। বাথটাবে ছুড়ে মারলো ঘামে ভিঁজে যাওয়া শার্টটা। একটা তোয়ালে এনে বিছানার ভেঁজা অংশটাতে মেলে রেখে তার ওপর সে শুয়ে পড়লো। হাতে তার মদের গ্লাস। তৃতীয় বারের মতো নিঃশেষ করলো গ্রাহাম।

কোনো কিছু ভাবার চেষ্টা করলো সে। যেকোনো কিছু। যে ফার্মেসি থেকে সে বাফারিন কিনেছে তার কথা মনে পড়লো; সম্ভবত সারাটা দিনে এটাই একমাত্র বিষয় যার সাথে হত্যাকাণ্ডের কোনো সম্পর্ক নেই।

সোডা ফাউন্টেন্‌সসহ পুরনো ঔষধের দোকানটার কথাও মনে করতে পারলো। ছোটোবেলায় সে ভাবতো পুরনো ঔষধের দোকানের বাতাস কিছুটা গুমোট। তুমি যখনই ওখানে যাবে, সবসময়ই তুমি দরকার লাগুক আর না-ই লাগুক রাবার কেনার কথা ভাববে। শেলফে এমন কিছু জিনিস থাকে যার দিকে তুমি বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারবে না।

যে ফার্মাসি থেকে সে বাফারিন কিনেছে সেখানে কনডমগুলো সুন্দর সুন্দর কেসে ক'রে কাউন্টারের পেছনের দেয়ালে রাখা ছিলো, যেনো ওগুলো কোনো শিল্পকর্ম।

শৈশবে সে ঔষুধের দোকান খুব পছন্দ করতো। এখন তার বয়স প্রায় চল্লিশ। সে সময়কার কথাগুলো নতুন ক'রে অনুভব করতে শুরু করেছে সে।

স্মুটের কথা ভাবলো। বৃদ্ধ স্মুট ছিলো সোডা পাগল আর ফার্মেসির ম্যানেজার। কাজের সময় মদ খেয়ে কফি পটের বৈদ্যুতিক প্লাগটা খুলতে ভুলে গিয়েছিলো। ফলাফল, অগ্নিনির্বাপক বাহিনীকে ডেকে আনতে হয়েছিলো সেখানে। স্মুট বাচ্চাদের কাছে বাকিতে কোন আইসক্রিম বেঁচতো।

স্মুট তার মালিকের অনুপস্থিতিতে পঞ্চাশটা কিউপাই পুতুল বিক্রি ক'রে দেয়াতে তার মালিক ফিরে এসে এক সপ্তাহের জন্যে তাকে বরখাস্ত করেছিলো।

ঐ পুতুলগুলোর চোখ ছিলো বড় বড় আর নীল রঙের। ওগুলোর দিকে গ্রাহাম দীর্ঘ সময় ধরে চেয়ে থাকতো। সে জানতো ওগুলো নিছকই পুতুল, কিন্তু তাদের দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তার মনে হোতে ওরা তার দিকে চেয়ে আছে। অনেক লোকই ওদের দিকে তাকাতো।

গ্রাহাম বিছানায় একটু আরাম বোধ করতে শুরু করলো এবার। চুমুক দিলো মদে। অটোপ্‌সি প্রটোকল থেকে লিডসের বাচ্চাদের ফাইলটা বের ক'রে বিছানায় মেলে ধরলো সে।

কর্নারে তিন তিনটি রক্তের দাগ, কার্পেটেও সেরকম দাগ আছে। তিনটি বাচ্চার রক্তের নমুনা পাওয়া গেছে। ভাই, বোন আর বড় ভায়ের। মিলে গেছে। মিলে গেছে। মিলে গেছে।

তাদেরকে এক সারিতে দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে রাখা হয়েছে। একজন শ্রোতা। এক মৃত শ্রোতা। আর লিড্‌স। বিছানার হেডবোর্ডের সাথে পেট-বুক বাধা অবস্থায়। এমনভাবে রাখা হয়েছে যেনো বিছানায় ব'সে আছে সে।

তারা কি দেখছিলো? কিছুই না। তারা সবাই মৃত ছিলো। কিন্তু তাদের চোখ দুটো ছিলো খোলা। তারা এক উন্মাদের কীর্তি আর মিসেস লিড্‌সকে দেখছিলো। তার পাশেই ছিলো মিঃ লিডস্। একজন শ্রোতা। উন্মাদটা তাদের মুখগুলো দেখতে পাচ্ছে।

গ্রাহাম ভাবলো সে একটা মোমবাতি জ্বালিয়েছিলো কিনা। আলোতে তাদের চেহারার অভিব্যক্তিটা পরিষ্কার বোঝা যেতো। কোনো মোম পাওয়া গেলো না। হয়তো পরের বার সে এটা করার কথা ভাববে...

খুনি সম্পর্কে ছোট্ট এই সংযোগটার কথা গ্রাহামকে ছারপোকার মতো চুলকাতে লাগলো। বিছানার চাদরটা কামড়ে ধরে ভাবতে শুরু করলো সে।

তুমি তাদেরকে আবার সরিয়েছিলে কেন? তাদেরকে ওভাবে কেন রেখে দিলে না? গ্রাহাম জিজ্ঞেস করলো। *তোমার এমন কিছু আছে যা তুমি আমাকে দেখাতে চাচ্ছো না। কেন, এমন কিছু কি আছে যার জন্যে তুমি লজ্জিত। অথবা এমন কিছু যা তুমি আমাকে দেখাতে পারো না?*

তুমি কি তাদের চোখ খুলে রেখেছিলে?

মিসেস লিড্‌স দেখতে খুব সুন্দর, তাই না? মি: লিডসের গলা কাটার পর তুমি বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছিলে যাতে মিসেস লিড্‌স তার ছটফটানিটা দেখতে পায়, তাই না? মহিলাকে স্পর্শ করার সময় হাতের দস্তানা পরাটা অস্বস্তিকর ছিলো, তাই না?

মিসেস লিডসের পায়ে ট্যালকম লেগে ছিলো।

বাথরুমে তো কোনো ট্যালকম ছিলো না।

মনে হচ্ছে অন্য কেউ এই দুটো বিষয়ের ব্যাপারে সাদামাটা কণ্ঠে কথা বললো।

তুমি তোমার গ্লোভটা খুলে রেখেছিলে, রেখেছিলে না? ওটা খোলার সময় রাবারের সঙ্গে লেগে থাকা পাউডার তোমার হাতে লাগে, তাই না, শুয়োরের বাচ্চা? খালি হাতে মহিলাকে স্পর্শ ক'রে তারপর আবার হাতে গ্লোভ পরেছো, তারপর তাকে টেনে নামিয়েছো। কিন্তু গ্লোভ খুলে রাখার পর, তুমি কি ওদের চোখগুলো খুলে দিয়েছিলে?

পাঁচ বার রিং হবার পর জ্যাক ক্রফোর্ড জবাব দিলো। রাতের বেলায় তাকে অনেক ফোনের জবাব দিতে হয়, তাই সে ফোন পেয়ে মোটেও অবাক হলো না।

"জ্যাক, উইল বলছি।"

"হ্যা, বলো উইল।"

"প্রাইস কি ল্যাটেন্ট প্রিন্টে আছে এখনও?"

"হ্যা। সে তো খুব বেশি বাইরে যায় না। একটা সিঙ্গেল প্রিন্ট ইনডেক্স-এ কাজ করছে।"

"মনে হচ্ছে তাকে আটলান্টায় আসতে হবে।"

"কেন? তুমি না বলেছিলে ওখানে যে লোক আছে সে খুব দক্ষ।"

"সে দক্ষ তবে প্রাইসের চেয়ে বেশি না।"

"তার কাছ থেকে তুমি চাচ্ছোটা কি? সে কী দেখবে?"

"মিসেস লিডসের হাত আর পায়ের নখ। ওগুলোতে রঙ করা ছিলো, এছাড়া সবার চোখের কর্নিয়া। আমার মনে হচ্ছে সে তার হাতের গ্লোভ খুলেছিলো, জ্যাক।"

"হায় ঈশ্বর, প্রাইসকে তাহলে এক্ষুণিই কাজে নেমে পড়তে হবে," ক্রফোর্ড বললো। "আজ বিকেলেই তো শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে।"

অধ্যায় ৩

"আমার মনে হয় সে মহিলাকে স্পর্শ করেছিলো," দেখা হতেই কথাটা বললো গ্রাহাম।

আটলান্টা পুলিশ সদর দফতরের কোক মেশিন থেকে একটা কোক বের ক'রে গ্রাহামের দিকে বাড়িয়ে দিলো ক্রফোর্ড। সকাল সাতটা পঞ্চাশ বাজে।

"অবশ্যই সে মহিলাকে স্পর্শ করেছে," ক্রফোর্ড বললো। "মহিলার কোমর আর ঘাড়ে হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। কিন্তু ওগুলো সবই গ্লাভস পরা হাতের ছিলো। ভেবো না, প্রাইস এখানে আছে। শালার বানচোতটা বেশ দক্ষ। সে এখন শেষকৃত্যানুষ্ঠানের হোমে যাচ্ছে। গতরাতে মর্গ থেকে মৃতদেহটা রিলিজ করা হয়েছে, তবে ফিউনারেল হোম এখন পর্যন্ত কিছুই করে নি। তোমাকে খুব বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। ঘুমাও নি?"

"এক ঘণ্টার মতো হবে। আমার মনে হচ্ছে সে মহিলাকে খালি হাতেই স্পর্শ করেছে।"

"আশা করি তোমার কথা যেনো ঠিক হয়। তবে আটলান্টা ল্যাব খুব জোর দিয়েই বলেছে, সে নাকি একজন সার্জনের মতোই কাজগুলো সেরেছে," ক্রফোর্ড বললো।

"আয়নার টুকরোগুলোতে গ্লাভসের ছাপ ছিলো।"

"ওটার উপর সে পালিশ করেছে, যাতে ক'রে সে তার ঐ নোংরা মুখটা দেখতে পায়," গ্রাহাম বললো।

"মহিলা মুখে একটা ছাপ পাওয়া গেলেও সেটা রক্তের কারণে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। চোখেরটাও সেরকমই। সে কখনই তার গ্লাভ খোলে নি।"

"মিসেস লিডস্ দেখতে খুব সুন্দরী ছিলেন," গ্রাহাম বললো। "তুমি পারিবারিক ছবিগুলো দেখেছো, ঠিক? আমি হলে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে তাকে স্পর্শ করতাম, তুমি কি করতে না?"

"ঘনিষ্ঠ?" ক্রফোর্ডের কণ্ঠে তিক্ততার বর্হিপ্রকাশ দেখা গেলো। কোনো কথা না বলে সে আচম্‌কা পকেটের খুচরো পয়সাগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো যেনো।

"ঘনিষ্ঠ—তারা একান্তে সময় পেয়েছিলো। বাকি সবাই তো মরে গিয়েছিলো তখন। সে তাদের চোখ খুলে অথবা বন্ধ ক'রে রাখতে পারে, তার যেরকম খুশি।"

"তার যেরকম খুশি," ক্রফোর্ড বললো। "তারা মহিলার চামড়া থেকে ছাপ নেবার চেষ্টা করেছে অবশ্য। কিছুই পাওয়া যায় নি। তারা কেবল তার ঘাড়ে আঙুলের দাগ পেয়েছে।"

"রিপোর্টে নখের ডাস্টিং করার ব্যাপারে কিছু উল্লেখ ছিলো না।"

"আমার ধারণা হাতের নখগুলোতে কিছু লেগে থাকলেও সেগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। মহিলা লোকটাকে খামচাতে পারে নি।"

"তার পাগুলো খুব সুন্দর ছিলো," গ্রাহাম বললো।

"উম্মম। চলো উপরে যাই," ক্রফোর্ড বললো। "ট্রুপসরা সব কিছু জড়ো করতে শুরু করবে।"

জিমি প্রাইসের কাছে অনেক যন্ত্রপাতি আছে—দুটো ভারি বাক্স, তার ক্যামেরা ব্যাগ এবং ক্যামেরা স্ট্যান্ড। আটলান্টার লোমবার্ট ফিউনারেল হোমে ঢোকার সময় সদর দরজায় জিনিসপত্রগুলো ঠোকাঠুকি হলো। সে একজন ভগ্ন স্বাস্থের বৃদ্ধ মানুষ, তার মেজাজ দীর্ঘ ট্যাক্সি ভ্রমনে বিগড়ে আছে।

পরিপাটি ক'রে আঁচড়ানো চুলের এক তরুণ অফিসার তাকে সুন্দর ছিমছাম একটা অফিসে নিয়ে গেলো। অফিসের ডেস্কটা একেবারে খালি, কেবল 'প্রার্থনার হাত' নামক একটি ভাস্কর্য ছাড়া।

লোমবার্ট অফিসে এসেই প্রাইসের পরিচয়পত্রটা দেখতে চাইলো। খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেটা দেখলো সে।

"আপনার আটলান্টা অফিস নাকি এজেন্সি, যাই বলুন না কেন, আমাকে তারা ফোন করেছিলো, মিঃ প্রাইস। গতরাতে ন্যাশনাল *ট্যাটলার*-এর এক ঘৃণ্য হারামজাদা লাশের ছবি তোলার চেষ্টা করলে আমরা পুলিশে খবর দিই। তাই একটু বেশি সতর্কতা দেখাচ্ছি। আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন। মিঃ প্রাইস, লাশটা আমরা রাত একটা বাজে হাতে পেয়েছি কেবল। আর আজকে বিকেল পাঁচটা বাজেই শেষকৃত্য হবে। আমরা আর দেরি করতে পারবো না।"

"আমার খুব বেশি সময় লাগবে না," প্রাইস বললো। "যদি আপনাদের কাছে থাকে তো আমাকে একজন সাহায্যকারী দেবেন। লাশটা কি আপনারা স্পর্শ করেছেন, মিঃ লোমবার্ট?"

"না।"

"খুঁজে দেখুন কে কে স্পর্শ করেছে। আমি তাদের সবার আঙুলের ছাপও নেবো।"

লিডস্ কেসের উপর সকাল বেলার বৃফিংয়ে গোয়েন্দা ভদ্রলোক দাঁত নিয়েই বেশি গুরুত্ব দিলো।

আটলান্টার গোয়েন্দা প্রধান আর.জে (বাডি) স্প্রিংফিল্ড, একজন মোটাসোটা লোক, হাফহাতা শার্ট পরে আছে সে। তেইশজন গোয়েন্দা ঘরে ঢোকার সময় সে ডক্টর ডমিনিক প্রিন্সির সাথে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো।

"ঠিক আছে ছেলেরা, এবার দাঁত বের ক'রে হাসো তো," স্প্রিংফিল্ড বললো।

"ডক্টর প্রিন্সিকে তোমরা তোমাদের দাঁতগুলো দেখাও। হায় ঈশ্বর, চক্‌চক্ করছে দেখি। আরে, এগুলো কি তোমাদের মুখ নাকি তোমরা স্টিলের কোনো ডিশ গিলেছো? নাড়াতে থাকো।"

ঘরের বুলেটিন বোর্ডে সামনের দাঁতের একটা ছবি আঁটকানো আছে। গ্রাহাম আর ক্রফোর্ড ব'সে আছে ঘরের পেছনে।

আটলান্টা পাবলিক সেফটি কমিশনার গিলবার্ট লুইস এবং তার পাবলিক রিলেসন্স অফিসার ব'সে আছে তাদের ঠিক পাশেই। একঘণ্টার মধ্যে লুইসকে একটা সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হতে হবে।

গোয়েন্দা প্রধান স্প্রিংফিল্ড বলতে শুরু করলো।

"ঠিক আছে। এবার আজেবাজে কথার সিজ ফায়ার হোক। আসল কথায় আসি এখন। তোমরা যদি আজ সকালে পড়ে দেখো তবে দেখতে পাবে কোনো উন্নতিই হয় নি।

"ঘটনাস্থলের চার ব্লক বৃত্তের মধ্যে থাকা বাড়িগুলোর প্রতিটাতে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত থাকবে। বার্মিংহাম এবং আটলান্টাতে আর অ্যান্ড আই দু'জন কেরাণীর সহায়তায় এয়ারলাইন রির্জাভেশন আর গাড়ি ভাড়ার তালিকাগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে দেখবে।

"এয়ারপোর্ট এবং হোটেলের তথ্যগুলো আজ আবারো খতিয়ে দেখা হবে। হ্যা, আজকে, আবারো। প্রত্যেক মেইড আর ওয়েট্রেস এবং সেইসাথে ডেস্কে যারা কাজ করে সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। লোকটা কোথাও না কোথাও নিজেকে সাফসুতরো ক'রে নিয়েছে, আর সে হয়তো কিছু জিনিস পরিত্যক্তও ক'রে থাকবে। তোমরা যদি এমন কাউকে পাও যে কিনা কোনো কিছু সাফ করেছে, তাহলে খুঁজে বের করবে ঘরে কে ছিলো। রুমটা সিল মেরে লন্ড্রিতেও তল্লাশী চালাবে। এখন তোমাদেরকে কিছু দেখাবো। ডক্টর প্রিন্সি?"

ফুলটন কাউন্ট্রির চিফ মেডিক্যাল এক্সামিনার ডক্টর ডমিনিক প্রিন্সি দাঁতের ড্রইংটার নিচে এসে দাঁড়ালো। হাতে একটা দাঁতের খাঁজ তুলে ধরলো সে।

"জেন্টেলমেন, খুনির দাঁতগুলো ঠিক এই দাঁতের মতোই। ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান মিসেস লিডসের শরীরের কামড়ের চিহ্ন থেকে এবং ফ্রিজে রাখা পনিরের কামড় থেকে এই জিনিসটা তৈরি করেছে," প্রিন্সি বললো।

"দেখতেই পাচ্ছো, তার রয়েছে একটু বাঁকা কর্তন দাঁত—দাঁতগুলো এখানে আর এখানে আছে।" প্রিন্সি তার হাতের খাঁজটা এবং পেছনের ড্রইংটার দিকে ইঙ্গিত

করলো। "দাঁতগুলো আঁকাবাঁকা আর মাঝখানের কর্তন দাঁত থেকে এই কোণারটা নেই। অন্য কর্তন দাঁতটা অমসৃণ, এই যে, এখানে। এটা দেখতে অনেকটা 'দর্জির কাটিংয়ের মতো।"

"শুয়োরের বাচ্চাটার দাঁত আঁকাবাঁকা," কেউ বিড়বিড় ক'রে বললো।

"ডক্টর, আপনি কিভাবে জানতে পারলেন পনিরে এবং মহিলার গায়ের কামড়টা ও খুনির?" সামনে বসা লম্বা এক গোয়েন্দা জানতে চাইলো।

তাকে 'ডক্টর' বলাটা অপছন্দ করে প্রিন্সি। কিন্তু তাকে এটা হজম করতে হলো। "পনির থেকে এবং মহিলার শরীরের কামড় থেকে লালা নিয়ে রক্তের গ্রুপ বের ক'রে ম্যাচ ক'রে দেখা হয়েছে," সে বললো। "নিহতদের দাঁত আর রক্তের গ্রুপের সঙ্গে ওটা মেলে নি।"

"চমৎকার, ডক্টর," স্প্রিংফিল্ড বললো। "আমরা দাঁতের ছবিগুলো নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় দেখাবো।"

"পত্রিকায় দেবার ব্যাপারটা কি হবে?" পাবলিক রিলেশন্স অফিসার সিমকিন্স বললো। " 'এই দাঁতগুলো কি আপনি দেখেছেন' এ জাতীয় আর কি।"

"আমি তো এতে আপত্তির কিছু দেখছি না," স্প্রিংফিল্ড বললো। "কমিশনার, এ ব্যাপারটার কি হবে?"

লুইস মাথা নেড়ে সায় দিলো।

সিমকিন্স সন্তুষ্ট হতে পারলো না। "ডক্টর প্রিন্সি, পত্রপত্রিকাগুলো তো জানতে চাইবে কেন এই দাঁতের ব্যাপারটা জানাতে চার দিন লাগলো। আর এগুলো কেন ওয়াশিংটনে করা হলো।"

স্পেশাল এজেন্ট ক্রফোর্ড তার কলম নিয়েই বেশি মনোযোগী।

প্রিন্সি বিরক্ত হলেও তার কণ্ঠ শান্ত থাকলো। "লাশ নিয়ে বেশি টানাটানি করলে কামড়ের দাগগুলো নষ্ট হয়ে যায়, মিঃ সিমসন—"

"সিমকিন্স।"

"আচ্ছা, মিঃ সিমকিন্স। আমরা কেবল নিহতের শরীরের কামড় থেকেই এটা বের করি নি। পনিরের ব্যাপারটাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পনির অপেক্ষাকৃত বেশি সলিড। তবে ওটা থেকে খাঁজ তৈরি করাটা বেশ কঠিন। আপনাকে প্রথমে তেল ব্যবহার করতে হবে, কাস্টিং উপাদান থেকে আদ্রতা বের করার জন্যে। সাধারণত একবারের বেশি এটা করাও যায় না। স্মিথসোনিয়ান এই কাজ এর আগেও এফবিআই'র জন্যে করেছে। আমাদের এখানকার চেয়ে তারা সব দিক থেকেই দক্ষ এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির মালিক। তাদের রয়েছে একজন ফরেনসিক ওডেন্টোলজিস্ট, আমাদের তা নেই। আর কিছু?"

"তাহলে এটা বলা কি সঙ্গত হবে যে, দেরিটা এফবিআই'র জন্যে হয়েছে, আমাদের জন্যে নয়?"

প্রিন্সি তার দিকে আবার ঘুরলো। "মিঃ সিমকিন্স, মাত্র দু'দিন আগে আপনার লোকজন ঐ জায়গাটা তল্লাশী করার পর স্পেশাল এজেন্ট ক্রফোর্ড রেফ্রিজারেটর থেকে পনিরটা খুঁজে পেয়েছেন—এটা বলা কি সঙ্গত হবে? আমার অনুরোধে তিনি ল্যাবের কাজটা ওখানে বেশ দ্রুত করেছেন। এটা বলা সঙ্গত হবে যে, আমি বেশ স্বস্তি বোধ করছি কারণ আপনাদের কেউ ঐ পনিরটাতে কামড় বসান নি।"

কমিশনার লুইস অবশেষে মুখ খুললেন। তার গম্ভীর কণ্ঠটা স্কোয়াড রুমে গমগম ক'রে উঠলো। "আপনার বিচারবুদ্ধির ওপরে কেউ প্রশ্ন করছে না, ডক্টর প্রিন্সি। সিমকিন্স, এফবিআই'র সঙ্গে ফালতু প্রতিযোগীতা শুরু করাটা আমি বরদাশত করবো না। কাজের কথায় আসো এবার।"

"আমরা সবাই একই উদ্দেশ্যে কাজ করছি," স্প্রিংফিল্ড বললো। "জ্যাক, আপনার লোকজন কি আরো কিছু যোগ করতে চায়?"

ক্রফোর্ড ফ্লোর নিলো। যে মুখগুলো সে দেখতে পাচ্ছে সেগুলো যে সবই বন্ধুত্বপূর্ণ সেটা বলা যাবে না। এ ব্যাপারে তাকে কিছু একটা করতে হবে।

"আমি পরিবেশটা সুস্থ করতে চাই, চিফ। কয়েক বছর আগেও কৃতিত্ব নেয়ার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা হোতো। প্রত্যেকেই নিজেদেরকে কৃতিত্বের দাবিদার বলতো। ফেডারেল আর বাকিরা সবাই কেবল নিজেদের কথাই বলতো। এতে করে যে দূরত্ব বা ফাঁক তৈরি হোতো সেই ফাঁক গলে অপরাধী আরামসে সট্‌কে পড়তো। বুরোর নীতিমালা এখন এরকম নয়। অন্য কেউ কৃতিত্ব পেলে আমি তাদেরকে খাটো করবো না। তদন্তকারী গ্রাহামও তাই করবে। সে এখানেই বসে আছে। এই জঘন্য কাজটা যে লোক করেছে সে যদি ময়লা ফেলার ট্রাকে নিচে পড়ে মারা যায় তবে আমি খুশিই হবো। মনে হয় আপনারাও খুশি হবেন।"

ক্রফোর্ড গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে আশা করলো তারা এতে ক'রে শান্ত হবে। কমিশনার লুইস তার সঙ্গে কথা বললো।

"তদন্তকারী গ্রাহাম এরকম কেসে এর আগেও কাজ করেছে।"

"জি, স্যার।"

"মিঃ গ্রাহাম, আপনি কি কিছু যোগ করবেন, কোনো সাজেশন আছে?"

ক্রফোর্ড ভুরু তুলে গ্রাহামের দিকে তাকালো।

"আপনি কি একটু সামনে আসবেন?" স্প্রিংফিল্ড বললো।

গ্রাহামের ইচ্ছে হলো স্প্রিংফিল্ডের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে। এভাবে সামনে যেতে তার ইচ্ছে হচ্ছে না। তবুও সে গেলো।

বিধ্বস্ত আর রোদে পোড়া গ্রাহামকে দেখে ফেডারেল তদন্তকারী ব'লে মনে হয় না। স্প্রিংফিল্ড ভাবলো তাকে দেখতে এমন একজন রঙমিস্ত্রীর মতো লাগছে যে কিনা সুট-টাই পরে আদালতে হাজির হয়েছে।

একটু নড়েচড়ে বসলো গোয়েন্দারা।

গ্রাহাম ঘরটার মুখোমুখি দাঁড়ালে তার বাদামী মুখে বরফশীতল নীল চোখ দুটো চকমক ক'রে উঠলো যেনো।

"কয়েকটা জিনিসই বলা আছে," সে বললো। "আমরা ধারণা করতে পারি না সে একসময় মানসিক রোগী ছিলো অথবা এমন কেউ যার যৌন অপরাধের রেকর্ড রয়েছে। তার কোনো রকম রেকর্ড না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। যদি থাকেও সেটা খুবই তুচ্ছ যৌন বিষয়ক হবে।

"তার হয়তো কামড়ানোর রেকর্ড থাকতে পারে—বারে মারামারি অথবা শিশু নিপীড়ন জাতীয় কিছু আর কি। শিশু কল্যাণে যারা কাজ করে অথবা এমার্জেন্সি রুমের লোকজনের কাছ থেকেই আমরা সেরা সাহায্যটি পেতে পারি।

"যেকোনো বড়সড় কামড়ের ঘটনা তারা রের্কড ক'রে রাখে।"

সামনের সারিতে বসা এক লম্বা গোয়েন্দা হাত তুলে কথা বলতে শুরু ক'রে দিলো।

"কিন্তু এ পর্যন্ত তো সে কেবল মহিলাদেরকেই কামড়িয়েছে, তাই না?"

"আমাদের জানামতে তাই। যদিও সে অনেক বেশি কামড়িয়েছে। মিসেস লিড্‌সকে ছয়টি মারাত্মক কামড় দিয়েছে, মিসেস জ্যাকোবিনকে আটটা। এটা গড়পড়তার চেয়ে বেশি।"

"কিসের গড়পরতা?"

"যৌন হত্যায় গড়পড়তায় তিনটি কামড়ের ঘটনা থাকে। সে কামড়াতে ভালোবাসে।"

"মেয়েদেরকে।"

"যৌন আক্রমণে বেশির ভাগ কামড় কিংবা চুমু খাওয়ার দাগ, মানে আমরা যাকে সাক মার্ক বলি, মাঝখানে হয়ে থাকে। এসবে তা নেই। ডঃ প্রিন্সি তার অটোপ্‌সি রিপোর্টে এটা উল্লেখ করেছেন। আমি এটা মর্গে গিয়েও দেখে এসেছি। কোনো সাক মার্ক নেই। তার বেলায় হয়তো কামড়ানোটা যৌন আচরণের চেয়ে আক্রমণাত্মক প্রবণতা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।"

"খুবই দূর্বল," গোয়েন্দা বললো।

"এটা খতিয়ে দেখার দাবি রাখে," গ্রাহাম বললো। "যে কোনো কামড়ই খতিয়ে দেখার দাবি রাখে। এটা কিভাবে ঘটেছে সে ব্যাপারে লোকজন মিথ্যে বলে। কামড় খাওয়া শিশুদের বাবা-মা দাবি করে কোনো পশু কামড়িয়েছে। হাসপাতালে খোঁজ নিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

"আমার এই বলার ছিলো।" গ্রাহামের উরুর মাংসপেশীতে ব্যথা শুরু হলে সে ব'সে পড়লো।

"আমরা হাসপাতালের জিজ্ঞেস করবো," গোয়েন্দা প্রধান স্প্রিংফিল্ড বললো। "এখন সেফ এবং লফট স্কোয়াড লারসেনিকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবেশিদের জিজ্ঞাসাবাদ

করছে। কুকুরের বিয়টা নিয়ে একটু কাজ করো। ফাইলে তোমরা আপডেট ছবিগুলো দেখতে পাবে। কোনো আগন্তুককে কুকুরসহ দেখলে তল্লাশী করবে। ভাইস এবং নারকোটিকস ডিপার্টমেন্টকে বলছি, দিনের কাজ শেষ হলে কে-ওয়াই কাউবয় এবং চামড়ার বারগুলো নিয়ে নিও। মার্কাস এবং হুইটম্যান—তোমরা শেষকৃত্যের উদ্দেশ্যে রওনা হও। তোমাদের কাছে পরিবারের বন্ধু কিংবা আত্মীয়স্বজন আছে যাদেরকে লাইন-আপ করা যাবে? ভালো। ফটোগ্রাফারের ব্যাপারটা কি? ঠিক আছে। আর এ্যান্ড আই'র কাছে শেষকৃত্যের অতিথি-বইটা দিয়ে দিও। বার্মিংহামের জন্যে তাদের কাছে ইতিমধ্যে এরকম একটা আছে। বাকি অ্যাসাইনমেন্টগুলো কাগজে লেখা আছে। এবার চলো, কাজে নেমে পড়া যাক।"

"একটা ব্যাপার," কমিশনার লুইস বললো। "আমি শুনেছি এই মামলার তদন্তে নিয়োজিত অফিসাররা নাকি খুনিকে 'টুথ ফেইরি' ব'লে ডেকে থাকে। আপনারা নিজেদের মধ্যে এসব নিয়ে কে কি নামে ডাকেন সেটা অবশ্য আমার দেখার বিষয় নয়। তবে আমি চাই না কোনো পুলিশ জনসম্মুখে খুনিকে 'টুথ ফেইরি' বলে ডাকুক। এটা শুনতে রসিকতার মতো শোনায়। আভ্যন্তরীণ কোনো মেমোরান্ডামেও এটার ব্যবহার হোক সেটাও আমি চাই না।

"এই বলার ছিলো, আমার।"

স্প্রিংফিল্ডের পেছন পেছন তার অফিসে চলে এলো ক্রফোর্ড এবং গ্রাহাম। ক্রফোর্ড যখন সুইচবোর্ডে মেসেজ পাঠাতে ব্যস্ত গোয়েন্দা প্রধান তখন তাদের জন্যে কফি দিলো।

"গতকাল আপনি এখানে এলে কোনো কথা বলার সুযোগই পাই নি," স্প্রিংফিল্ড বললো গ্রাহামকে। "এই জায়গাটা শালার পাগলা গারদ ছিলো। আপনি উইল, তাই না? আপনার যা যা দরকার তা কি আমার ছেলেরা আপনাকে দিয়েছে?"

"হ্যা, তারা খুব চমৎকার সাহায্য করেছে।"

"আমাদের কাছে বাজে কোনো কিছু নেই, আর এটা আমরা নিজেরাও জানি," স্প্রিংফিল্ড বললো। "ওহ্, ভালো কথা, আমরা পায়ের ছাপ থেকে হাটার ধরণটা কি রকম সেটার একটা প্রতিচ্ছবি তৈরি করেছি। সে জঙ্গল আর কাদাতেও হেটেছে তাই জুতার সাইজ এবং উচ্চতা ছাড়া বাকিগুলোর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে না। বাম দিকের ছাপটি একটু বেশি গভীর, তাই মনে হচ্ছে সে কিছু বহন করছিলো। এটা অবশ্য একেবারে নির্ভুল নয়। কয়েক বছর আগে এক সিঁদেল চোরকে ধরেছিলাম। পরে দেখা গেলো তার ডান পায়ের ছাপ গভীর হবার কারণ পার্কিনসন রোগ।"

"আপনাদের কাছে ভালো লোকবল রয়েছে," গ্রাহাম বললো।

"হ্যা, তাই। তবে এই মামলাটা আমাদের জন্যে খুবই অভিনব, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। সোজাসুজি একটা কথা বলি, আপনারা কি সবসময়ই একসঙ্গে কাজ করেন—আপনি, জ্যাক এবং ডঃ ব্লুম—নাকি কেবল এই মামলায় এক হয়েছেন?"

"এর আগেও কাজ করেছি," গ্রাহাম বললো।

"তাহলে তো পুণর্মিলনী হয়েছে বলা যায়। কমিশনার বলছিলেন, আপনি নাকি তিন বছর আগে ডক্টর লেকটারকে পাকড়াও করেছিলেন।"

"মেরিল্যান্ড পুলিশের সঙ্গে আমরা সবাই ছিলাম," গ্রাহাম বললো। "তাকে গ্রেফতার করেছিলো মেরিল্যান্ড স্টেট ট্রুপাররা।"

স্প্রিংফিল্ড বোকা নয়। সে স্পষ্ট দেখতে পেলো গ্রাহাম অস্বস্তিতে ভুগছে। সে নিজের চেয়ারে ব'সে কিছু নোট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

"আপনি কুকুরের কথা বলছিলেন, এখানে তা আছে। গতরাতে এখানে একজন পশু চিকিৎসক এসেছিলো যাকে লিডসের ভাই ডেকেছিলো। তার কাছে কুকুর ছিলো। লিডস্ এবং তার বড় ছেলে যেদিন খুন হলো সেদিন বিকেলে কুকুরটা তার কাছে নিয়ে এসেছিলো। ওটার পেটে সূচ ফোঁটানো ছিলো। পশু চিকিৎসক অপারেশন ক'রে সারিয়ে তোলে সেটা। ডাক্তারের ধারণা কুকুরটাকে প্রথমে গুলি করা হয়েছিলো। তবে সে কোনো গুলি খুঁজে পায় নি। তার ধারণা বরফ কাটার পিক দিয়ে ওটাকে আঘাত করা হয়েছিলো। অথবা কোনো পেঁচা। আমরা বাড়ির আশপাশের লোকজনদেরকে জিজ্ঞেস করেছি তারা কাউকে কুকুরটা নিয়ে খেলতে দেখেছে কিনা। আমরা আজকে স্থানীয় পশু হাসপাতালে ফোন ক'রে জেনে নিচ্ছি কোনো কাঁটাছেঁড়া পশু আছে কিনা।"

"কুকুরটার গলায় কি লিডসের নাম লেখা কোনো কলার ছিলো?"

"না।"

"বার্মিংহামের জ্যাকোবির কি কোনো কুকুর ছিলো?" গ্রাহাম জানতে চাইলো।

"সেটা আমরা খুঁজে বের করবো," স্প্রিংফিল্ড বললো। "দাঁড়ান, আমাকে একটু দেখতে দিন।" সে একটা ইন্টারকম হাতে তুলে নিলো। "লেফটেনান্ট ফ্লাট হলো আমাদের বার্মিংহামের লিয়াঁজো...হ্যা, ফ্লাট। জ্যাকোবিদের কি কুকুর ছিলো? আহ্...এক মিনিট।" ফোনে হাত দিয়ে চাপা দিয়ে বললো সে, "কোনো কুকুর নেই। তারা বাথরুমে বেড়ালের বাক্স পেয়েছিলো, কিন্তু বেড়াল পাওয়া যায় নি। প্রতিবেশীরা ওটার খুঁজে দেখছে।"

"আপনি কি বার্মিংহামকে বলবেন আঙিনায় এবং ভবনের পেছনে একটু খোঁজ নিতে," গ্রাহাম বললো। "বাচ্চারা হয়তো সেটাকে মাটি চাপা দিয়ে রেখে থাকবে। আপনি জানেন তো, বেড়ালরা কি করে। তারা মারা যাবার সময় লুকিয়ে থাকে, আর কুকুরেরা ফিরে আসে নিজের ঘরে। আপনি কি জিজ্ঞেস করবেন ওটার কোনো কলার পরা ছিলো কিনা?"

"তাদেরকে বলো তাদের কি মিথেইন সার্ভে করার দরকার আছে কিনা, আমরা তবে একটা পাঠিয়ে দেবো," ক্রফোর্ড বললো। "এতে ক'রে অনেক খোঁড়াখুঁড়ির দরকার হয় না।"

স্প্রিংফিল্ড সেটা ফোনে জানিয়ে দিয়ে ফোনটা রাখতেই সেটা আবার বেজে উঠলো। জ্যাক ক্রফোর্ডের কাছে এসেছে এই ফোনটা। লোমবার্ট ফিউনারেল হোম থেকে জিমি প্রাইস করেছে। অন্য একটা ফোন থেকে বোতাম টিপে ক্রফোর্ড ফোনটা গ্রহণ করলো।

"জ্যাক, আমার কাছে একটা খণ্ডিত অংশ আছে, সেটা সম্ভবত বুড়ো আঙুল এবং তালুর কিছু অংশ হবে।"

"জিমি, তুমি আমার জীবনের আলো।"

"জানি। এটা নিয়ে কী করা যেতে পারে সেটা ফিরে এসে ভেবে দেখবো। বড় ছেলেটার বাম চোখ থেকে পেয়েছি। এরকমটি আমি জীবনেও করি নি। গুলির আঘাতেও ওটা অক্ষত ছিলো।"

"তুমি কি সেটা চিহ্নিত করতে পেরেছো?"

"এটা খুবই সম্ভাব্য, জ্যাক। তার ছাপ যদি ইনডেক্সে থাকে তবে চিহ্নিত করা যাবে। তালুর ছাপটা মিসেস লিডসের বাম পায়ের গোড়ালী থেকে পাওয়া গেছে। এটা কেবল তুলনা করার জন্যে ভালো হতে পারে। ওটা থেকে আমরা ছয় পয়েন্ট পেলে নিজেদেরকে ভাগ্যবান বলেই মনে করবো। এস.এ.সি'র সহকারী সাক্ষী হয়েছেন আর নোটারি করেছে লোমবার্ট। *ইন সিটু* অবস্থার ছবিগুলো আমার কাছে আছে। তাতে কি কাজ হবে?"

"শেষকৃত্য-হোমের কর্মচারীদের ছাপগুলো বাদ দেয়ার ব্যাপারটার কি হলো?"

"সেগুলো করেছি। এখন আমার ডার্করুমে যেতে দিন। দেখি পানিতে কি পাওয়া যায়—কে জানে কচ্ছপ পাওয়া যেতেও তো পারে?

"আমি এক ঘণ্টার মধ্যে ওয়াশিংটনের প্লেন ধরবো, ফ্যাক্স ক'রে আপনার কাছে ছাপগুলো পাঠিয়ে দেবো দুপুরের মধ্যে।"

ক্রফোর্ড একটু ভাবলো। "ঠিক আছে, জিমি। কিন্তু কিছু কপি আটলান্টা, বার্মিংহাম পিডি এবং বুরো'তে পাঠিয়ে দিও।"

"ঠিক আছে। এখন আপনাদের কাছ থেকে আমাকে অন্য কিছু পেতে হবে।"

ক্রফোর্ড ছাদের দিকে তাকালো গোল গোল চোখ ক'রে। "জিমি, তোমার জন্যে আজকে ভালো কিছুই নেই।"

আঙুলের ছাপ সংক্রান্ত কথাবার্তার সময় গ্রাহাম জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো।

"ঈশ্বরের কৃপায়, এটা তো অসাধারণই বলা চলে," স্প্রিংফিল্ড কেবল এটাই বললো।

গ্রাহামের মুখটা একেবারে অভিব্যক্তিহীন। অনেকটা মৃতমানুষের মুখের মতো, স্প্রিংফিল্ড ভাবলো।

দরজা দিয়ে বের হয়ে যাবার সময় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গ্রাহামকে দেখলো সে।

ক্রফোর্ড আর গ্রাহাম স্প্রিংফিল্ডের অফিস থেকে বের হতেই ফয়ারের অনুষ্ঠিত পাবলিক সেফটি কমিশনারের কনফারেন্সটা শেষ হলো। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো পত্রিকার সাংবাদিকেরা। টিভি রিপোর্টাররা যার যার ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে রেকর্ডিং শুরু ক'রে দিয়েছে ইতিমধ্যে।

ক্রফোর্ড আর গ্রাহাম যখন সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলো তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো এক ছোটোখাটো লোক। বলা নেই কওয়া নেই ছবি তুলে ফেললো সে।

"উইল গ্রাহাম!" সে বললো, "আমাকে চিনতে পেরেছেন—ফ্রেডি লাউন্ডস? আমি *ট্যাটলার*-এ লেকটারের রিপোর্টটা করেছিলাম। পরে ওটা নিয়ে পেপারব্যাক বের করেছিলাম।"

"মনে আছে," গ্রাহাম বললো। সে আর ক্রফোর্ড সিঁড়ি দিয়ে নামতেই থাকলো, থামলো না। লাউন্ডসও নামতে থাকলো তাদের সঙ্গে সঙ্গে।

"তারা আপনাকে কখন ডেকে এনেছে, উইল? আপনি কি খুঁজে পেলেন?"

"আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো না, লাউন্ডস।"

"এই লোকটার সঙ্গে লেকটারের কি রকম তুলনা হতে পারে? সে কি তাদের সাথে—"

"লাউন্ডস।" গ্রাহামের কণ্ঠটা চড়া হলে ক্রফোর্ড তাদের দু'জনের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। "লাউন্ডস তুমি *ন্যাশনাল ট্যাটলার*-এ মিথ্যে সব কথা লিখেছো। যত্তসব আজেবাজে জিনিস। আমার কাছ থেকে দূরে থাকো তুমি।"

ক্রফোর্ড গ্রাহামের হাতটা চেপে ধরলো। "যাও তো লাউন্ডস। নিজের কাজ করো। উইল, চলো, একটু নাস্তা করি। আরে আসো তো।" তারা দ্রুত কর্নারের দিকে চলে গেলো।

"আমি দুঃখিত, জ্যাক। এই বানচোতটাকে আমি সহ্যই করতে পারি না। হাসপাতালে যখন ছিলাম, সে আমার কাছে এসে—"

"আমি জানি," ক্রফোর্ড বললো। "তাকে আমি ঘাড় ধরে বের ক'রে দিয়েছিলাম। ভালোই করেছিলাম।" লেকটারের মামলাটা শেষ হবার পর *ন্যাশনাল ট্যাটলার*'র ছবিটার কথা ক্রফোর্ডের মনে পড়ে গেলো। গ্রাহাম যখন ঘুমিয়েছিলো তখন লাউন্ডস হাসপাতালে এসে চাদর সরিয়ে গ্রাহামের ক্ষতবিক্ষত পেটের ছবি তুলেছিলো। ছবিটা পত্রিকায় ছাপালে সেটার ক্যাপশানে লেখা হয় : "উন্মাদ পুলিশ।"

ডিনারটা বেশ ভালোই হলো। গ্রাহামের হাত কেঁপে কফি পড়ে গেলো তার প্লেটে।

সে দেখতে পেলো ক্রফোর্ডের সিগারেটের কারণে আশেপাশের অনেকে বিব্রত হচ্ছে।

আগামীকাল সকালে ক্রফোর্ডকে ওয়াশিংটনে এক মামলায় জবানবন্দী দিতে হবে। তার আশংকা এই মামলাটা তাকে কয়েক দিন ব্যস্ত রাখবে। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে সে গ্রাহামের দিকে তাকালো।

"আটলান্টা এবং বার্মিংহাম তাদের জানা যৌন অপরাধীদের আঙুলের ছাপগুলো মিলিয়ে দেখতে পারে," ক্রফোর্ড বললো। "আমরাও সেটা করতে পারবো, প্রাইস ফাইন্ডার প্রোগ্রামে ঢুকিয়ে দেখবে। তুমি চলে যাবার পর আমরা এটা অনেক বার ব্যবহার করেছি। অভ্যস্ত হয়ে গেছি বলা চলে।"

ফাইন্ডার (FINDER) হলো এফবিআই'র স্বয়ংক্রিয় আঙুলের ছাপ রিড করার যন্ত্র। এটা কম্পিউটার প্রযুক্তি। ডাটাবেজে থাকা অসংখ্য আঙুলের ছাপ থেকে ইনপুট করা নতুন ছাপটি মিলিয়ে দেখে।

"তাকে আমরা ধরতে পারলে তার আঙুলের ছাপ আর দাঁত আমরা ডাটাবেজে ঢুকিয়ে দেবো," ক্রফোর্ড বললো। "আমাদেরকে যা করতে হবে তাহলো সে কী রকম হতে পারে সেটা আন্দাজ করা। ধরা যাক, আমরা বেশ ভালো একজন সন্দেহভাজন গ্রেফতার করলাম। তুমি তাকে দেখে আসলে। তার কোন্ জিনিসটা দেখে তুমি অবাক হবে না?"

"আমি জানি না, জ্যাক। তার কোনো চেহারা নেই, অন্তত আমার কাছে। আমরা আমাদের আবিষ্কৃত লোকজন খুঁজে বেড়াতে অনেক সময় নিতে পারি। তুমি কি ব্লুমের সঙ্গে কথা বলেছো?"

"গতরাতে ফোনে কথা বলেছি। লোকটার আত্মহত্যা প্রবণতার ব্যাপারে ব্লুমের সন্দেহ রয়েছে। হেইমলিখও তাই মনে করে। ব্লুম তোমাকে তার সঙ্গে কথা বলতে বলেছে, সে এখন পিএইচডির এক ছাত্রকে নিয়ে ব্যস্ত আছে। শিকাগোতে তার ফোন নাম্বারটা কি তোমার কাছে আছে?"

"আছে।"

ড: এলান ব্লুমকে খুব পছন্দ করে গ্রাহাম। ছোটোখাটো, গাট্টাগোট্টা ধরণের বিষণ্ন চোখের একজন মানুষ। একজন ভালো ফরেনসিক সাইকিয়াট্রিক, সম্ভবত সেরা একজন। ড: ব্লুম কখনও তার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ খুঁজে বেড়ায় নি ব'লে গ্রাহামের বেশ ভালো লাগে। এটা সাইকিয়াট্রিস্টদের বেলায় খুব বেশি ঘটে না।

"ড: ব্লুম বলেছে টুথ ফেইরি যদি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তবে সে খুব একটা অবাক হবে না। সে আমাদের কাছে একটা নোট লিখতে পারে," ক্রফোর্ড বললো।

"শোবার ঘরের দেয়ালে।"

"ব্লুম মনে করে তার মুখে কিংবা শরীরে বিকৃতি আছে অথবা এরকমটি সে মনে ক'রে থাকে। তবে এ ব্যাপারটা আমি যেনো খুব বেশি গুরুত্ব না দেই সেটাও বলেছে। 'আমি কোনো ভূয়া লোকের পেছনে ছুটতে পারি না, জ্যাক,' এ কথাটাই সে

আমাকে বলেছে। 'এটা করলে বিপথে যাওয়া হবে, ঝামেলা বাড়বে বৈ কমবে না।' বলেছে গ্র্যাজুয়েট স্কুল তাকে এরকম কথা বলতে শিখিয়েছে।"

"সে ঠিকই বলেছে।"

"তুমি তার সম্পর্কে কিছু বলতে পারো তা না হলে তুমি আঙুলের ছাপটা খুঁজে পাবে না," ক্রফোর্ড বললো।

"ঐ দেয়ালে একটা আলামত ছিলো, জ্যাক। তবে এ ব্যাপারে আমার কাছ থেকে খুব বেশি আশা কোরো না, ঠিক আছে?"

"ওহ্, আমরা তাকে ধরতে পারবো। তুমিও সেটা জানো, তাই না?"

"জানি। কোনো না কোনোভাবে এটা হবেই।"

"কোন্‌ভাবে?"

"আমরা খেয়াল করি নি এরকম কোনো আলামত খুঁজে বের করবো।"

"আর?"

"সে তার কাজ অব্যাহত রাখবে। যতোক্ষণ না এক রাতে কোনো এক মহিলার স্বামী ঠিক সময়ে বন্দুক নিয়ে তাকে ঘায়েল করে।"

"এছাড়া আর কোনো সম্ভাবনা নেই?"

"তোমার ধারণা আমি তাকে একগাদা মানুষের মাঝ থেকে খুঁজে বের করতে পারবো? না, এতো সহজ না। এই টুথ ফেইরি তার কাজ চালিয়ে যাবে, যতোক্ষণ না আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, অথবা আমরা বেশ স্মার্ট হয়ে উঠি। সে থামবে না।"

"কেন?"

"কারণ এ কাজে তার বেশ রুচি আছে।"

"দেখলে তো, তুমি তার সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছো," ক্রফোর্ড বললো।

ফুটপাতে আসার আগপর্যন্ত গ্রাহাম আর কোনো কথা বললো না। "আগামী পূর্ণিমার আগপর্যন্ত অপেক্ষা করো," সে ক্রফোর্ডকে বললো। "তারপর আমাকে বোলো তার সম্পর্কে আমি কতোটুকু জানি।"

গ্রাহাম তার হোটেল ফিরে গিয়ে আড়াই ঘণ্টা ধরে ঘুমিয়ে রইলো। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে গোসল ক'রে কফি আর স্যান্ডউইচ অর্ডার দিলো সে। বার্মিংহামের অ্যাকোবির ফাইলটা নিয়ে অধ্যয়ন করার সময় এখন। রিডিংগ্লাসটা পরে জানালার পাশে বসে প্রথম কয়েক মিনিট আশপাশের মানুষের পায়ের শব্দ আর লিফটের আওয়াজ শুনলেও কিছুক্ষণ পর ফাইল ছাড়া আর কিছুই তার মাথায় ঢুকলো না।

ট্রে হাতে ওয়েটার দরজার সামনে এসে দরজায় নক্ ক'রে অনেকক্ষণ অপেক্ষায় থেকে আবারো নক্ করলো। অপেক্ষা আর অপেক্ষা। অবশেষে দরজার বাইরে ট্রে-টা রেখে নিজেই বিলে স্বাক্ষর ক'রে দিলো।

অধ্যায় ৪

জর্জিয়া পাওয়ার কোম্পানির মিটার রিডার হয়েট লুইস তার ট্রাকটা গলির একটা বড় গাছের নীচে থামিয়ে লাঞ্চ বক্স খুললো। কাজের সময় লাঞ্চ করাটা তার কাছে মজার কোনো বিষয় নয়।

স্যান্ডউইচে মাত্র কামড় দিতে যাবে অমনি একটা উচ্চকণ্ঠ তাকে চমকে দিলো।

"আমার মনে হয় এই মাসে আমার বিদ্যুৎ বিল হয়েছে এক হাজার ডলার, ঠিক বলি নি?"

লুইস ঘুরে দেখতে পেলো জানালার সামনে এইচ.জি পারসনের লাল মুখটা। পারসন বারমুডা শর্টস পরে আছে, তার হাতে আছে বাগানের একটা কাস্তে।

"আপনি কি বললেন বুঝতে পারছি না।"

"আমার মনে হয় তুমি বলবে আমি এ মাসে এক হাজার ডলারের বিদ্যুত খরচ করেছি। এবার কি আমার কথা শুনতে পেয়েছো?"

"আমি জানি না আপনার বিল কতো হয়ছে, কারণ এখনও আপনার মিটার আমি দেখি নি, মিঃ পারসন। মিটার দেখার পর আমি সেটা বলতে পারবো।"

বিলের পরিমাণ নিয়ে পারসন বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে আছে। পাওয়ার কোম্পানিতে সে এই ব'লে অভিযোগ করেছে যে, তার বিল বেশি করা হচ্ছে।

"আমার ঘরে যা আছে আমি কেবল সেসবই ব্যবহার করি," পারসন বললো। "এ ব্যাপারটা নিয়েও আমি পাবলিক সার্ভিস কমিশনে যাবো।"

"আপনি আমার সাথে মিটার রিড করার সময় থাকতে চাচ্ছেন? তাহলে চলুন, এক্ষুণি—"

"আরে আমি জানি মিটার কিভাবে দেখতে হয়। আর তুমিও যে মিটার রিড করতে জানো সেটাও আমি জানি।"

"একটু চুপ করুন, মিঃ পারসন।" লুইস ট্রাক থেকে নেমে পড়লো। "কেবল একটু চুপ থাকুন। বুঝলেন। গত বছর আপনি আপনার মিটারে চুম্বক লাগিয়ে রেখেছিলেন। আপনার বউ বলেছিলো আপনি নাকি হাসপাতালে আছেন। তাই আমি আর কোনো কথা না বলে চুম্বকটা খুলে নিয়ে চলে গিয়েছিলাম। তারপরেও উল্টাপাল্টা করলে আমি রিপোর্ট করতে বাধ্য হয়েছি। আমি খেয়াল ক'রে দেখেছি আপনাকে বেশি চাপ না দিলে আপনি বিল পরিশোধ করেন না।

"আপনি নিজে আপনার বাড়ির ইলেক্ট্রিক লাইনের তারগুলো লাগিয়ে দেবার পর থেকে বিল বেড়ে গেছে। এ কথা আমি বলেই যাবো যতোক্ষণ না আমার মুখ নীল হয়ে যায় : আপনার বাড়ি থেকে কারেন্ট অন্য কোথাও চলে যায়। এটা খুঁজে বের

করার জন্যে কি আপনি একজন ইলেক্ট্রিশিয়ান ভাড়া ক'রে নিয়ে আসবেন? না, আপনি সেটা না ক'রে অফিসে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে আজেবাজে কথা বলবেন। এটা আমি বাজি ধরে বলতে পারি," লুইস রেগেমেগে লাল হয়ে গেলো।

"আমি এর শেষ দেখে ছাড়বো," নিজের বাড়ির দিকে যেতে যেতে পারসন বললো। "তারা তোমার ব্যাপারে খোঁজ করছে, মিঃ লুইস। আমি দেখেছি অন্য একজন তোমার আগেই তোমার রুটগুলোতে রিড করছে," বাড়ির বেড়ার ওপাশে গিয়ে সে বললো। "খুব জলদি তুমিও আর সবার মতো সোজা হয়ে যাবে।"

লুইস তার ট্রাকটা স্টার্ট দিয়ে গলি ধরে এগোতে লাগালো। অন্য কোথাও গিয়ে তাকে লাঞ্চটা সারতে হবে। এই বড় গাছটার নীচে ব'সে লাঞ্চ করতে তার ভালো লাগে। এখানে লাঞ্চ করতে না পেরে তার মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেলো।

এই গাছটা চার্লস লিডসের বাড়ির ঠিক পেছনেই।

সাড়ে পাঁচটার দিকে হয়েট লুইস তার নিজের গাড়িটা নিয়ে ক্লাউড নাইন লাউঞ্জে গেলো, সেখানে কয়েকজন বয়লার মেকারের সাথে আড্ডা দিলে খোশ মেজাজে থাকে সে।

যখন তার ক্ষ্যাপাটে বউকে ফোন করলো তখন কেবল এই কথাটাই সে বলতে পারলো, "আমার মনে হয় তুমি এখনও আমার লাঞ্চ তৈরি করছো।"

"তুমি এরকমটিই ভাববে, মিঃ স্মার্টি," কথাটা বলেই তার বউ ফোন রেখে দিলো।

জর্জিয়া পাওয়ার স্টেশনের কয়েকজন লাইনম্যান আর ডিসপ্যাচারের সাথে শাফলবোর্ড খেলার ভীড়টার দিকে তাকালো লুইস। ধ্যাত্তরি, এয়ারলাইনের কেরাণীরা ক্লাউড নাইনে আসা যাওয়া শুরু করেছে। তাদের সবারই দেখি ছোটো ছোটো গোঁফ আর পিংকি রিং আছে। খুব জলদিই তারা এখানকার পরিবেশ নষ্ট ক'রে ফেলবে। কোনো কিছুর উপরেই তুমি ভরসা রাখতে পারো না।

"আরে হয়েট। আসো, তোমার সাথে এক বোতল বিয়ারের বাজি ধরে একটা খেলা খেলি," সুপারভাইজার বিলি মিকস্ বললো।

"বিলি, তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।"

"কি হয়েছে?"

"তুমি ঐ পারসন বানচোতটাকে তো চেনোই, সারাক্ষণ যে ফোন ক'রে আমাদের বিরক্ত করে?"

"সত্যি বলতে কি কয়েক দিন আগেই সে আমাকে ফোন করেছিলো," মিকস্ বললো। "তার আবার কি হয়েছে?"

"সে বলেছে আমার আগে নাকি অন্য কেউ এসে আমার রুটের মিটারগুলো রিড ক'রে গেছে। কেউ হয়তো ভেবেছে আমি ঠিকমতো ডিউটি করছি না। তুমি কি মনে করো আমি বাড়িতে ব'সে ব'সে মিটার রিড করি?"

"না।"

"তাহলে তুমি তা মনে করো না। আমি বলতে চাচ্ছি, আমার ব্যাপারে কেউ যদি কোনো রকম সন্দেহ করে তো আমি চাইবো সে আমাকে কথাটা সরাসরি বলবে।"

"ঠিক আছে, তাহলে আমার কথা শোনো। কেউ যদি তোমার রুট চেক করতে যায় আমি সেটা জানবো। তোমার এক্সিকিউটিভরা সব সময়ই এরকম পরিস্থিতির ব্যাপারে সচেতন থাকে। কেউ তোমার রুট চেক করতে যায় নি, হয়েট। পারসনের কথা কানে তুলবে না। ও ব্যাটা বুড়ো হয়ে গেছে, আবোল তাবোল বলে। কয়েক দিন আগে সে আমাকে ফোন ক'রে বলেছে, 'কংগ্রাচুলেশন, হয়েট লুইসের ব্যাপারে বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে।' আমি তার কথা আমলেই নেই নি।"

"আমার ইচ্ছে করে তার বিরুদ্ধে মিটার নিয়ে ঘাপলা করা জন্যে মামলা ক'রে দেই," লুইস বললো। "আরে, আজকে ওর বাড়ির সামনের ঐ বড় গাছটার নীচে ব'সে কেবল লাঞ্চ করতে শুরু করেছি, ব্যাটা আমার উপরে হামলে পড়লো। তার পাছায় একটা লাথি মারলে ভালো হোতো।"

"ঐ রুটে কাজ করার সময় আমিও ঐ গাছটার নীচে প্রায়ই বসতাম," মিকস্ বললো। "উফ্, একবার মিসেস লিডস্‌কে আমি দেখেছিলাম—কি আর বলবো, এখন তো সে মরে গেছে, তাই তাকে নিয়ে আর কিছু বলবো না—কিন্তু দুয়েকবার তাকে দেখেছি, সুইমিং সুট পরে আঙিনায় এসে সূর্যস্নান করছে। ওয়াও! তার পেটটা দারুণ সুন্দর। যারা তার সাথে ঐ জঘন্য কাজটা করেছে তাদের গালি না দিয়ে পারছি না। মহিলা সত্যিই চমৎকার একজন মানুষ ছিলেন।"

"তারা কি কাউকে এখন পর্যন্ত ধরতে পারে নি?"

"না।"

"আরে ঐ ব্যাটা পারসন তো খুব কাছেই ছিলো, তাকে না ধরে লিডস্ পরিবারকে কেন যে ধরতে গেলো বদমাশটা, বুঝতে পারলাম না," লুইস বললো।

"আমি তোমাকে বলছি, আমি আমার বুড়ি বউকে কখনও বাড়ির আঙিনায় সুইমিং সুট পরে শুয়ে থাকতে দেবো না। আমার বউ বলে 'আমার পেটে তো মেদ আছে, আমাকে আর কে দেখতে যাবে?' তাকে আমি বলেছি, তুমি জানো না কতো জাতের বানচোত আছে, তোমার উপরেও ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো উন্মাদ বহু রয়েছে। পুলিশ কি তোমার সাথে কথা বলেছে? তোমাকে জিজ্ঞেস করেছে, কাউকে দেখেছো কিনা?"

"হ্যা। আমার মনে হয় ঐ রুটে যারাই কাজ করে তাদের সবাইকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এমন কি ডাকপিয়নকেও।" লুইস বিয়ার তুলে নিলো। "তুমি বললে কয়েক দিন আগে পারসন তোমাকে ফোন করেছিলো?"

"হ্যা।"

"তাহলে সে হয়তো কাউকে দেখেছে তার মিটার রিড করতে। তা না হলে সে আজ আমার সাথে এরকম করতো না। তুমি বলছো তুমি কাউকে ওখানে পাঠাও নি, আর এটাও নিশ্চিত সে আমাকে দেখে নি।"

"হয়তো সাউথইস্টার্ন কোম্পানির কেউ হবে।"

"তা হতে পারে।"

"যদিও ওখানে তাদের সাথে আমরা কোনো ইলেক্ট্রিক পোস্ট শেয়ার করি না।"

"তুমি কি মনে করো পুলিশকে আমার এটা জানানো উচিত?"

"তাতে কোনো কাজ হবে না," মিকস্ বললো।

"না, এতে ক'রে পারসন একটু ভড়কে যাবে। পুলিশ তাকে জেরা করলে ভয়ে বানচোতটা হাগামুতা ক'রে দেবে।"

অধ্যায় ৫

গ্রাহাম বিকেলের শেষ দিকে লিডস্ হাউজে আবারো গেলো। সামনের দরজা দিয়ে ঢুকলেও সে খুনির রেখে যাওয়া ধ্বংসযজ্ঞের দিকে ফিরেও তাকালো না। এ পর্যন্ত সে কেবল ফাইলটাই দেখেছে; হত্যাযজ্ঞের ছবি আর মাংসের টুকরো—বীভৎস সব ছবি। তারা কিভাবে মারা গেছে সে ব্যাপারে তার বেশ ভালো ধরাণাই রয়েছে। আজকে কেবল সে ভাবছে তারা কিভাবে জীবনযাপন করতো।

তাহলে একটু খতিয়ে দেখতে হয়। গ্যারাজে একটা ভালো স্কি বোট আছে, আরো আছে একটা স্টেশন ওয়াগন। গলফ খেলার সরঞ্জাম আর একটা ট্রেইল বাইক। পাওয়ার টুলগুলো একেবারেই অব্যবহৃত অবস্থায় আছে। বড়দের খেলনা।

গ্রাহাম গলফ ব্যাগ থেকে একটা সরঞ্জাম বের ক'রে গন্ধ শুঁকে দেখলো। চামড়ার গন্ধ। চার্লস্ লিডসের জিনিসপত্র এগুলো।

গ্রহাম বুঝতে পারলো পুরো বাড়িতেই চার্লস লিডস্ চষে বেড়াতো। তার ভারি ভারি সব বইগুলো সব সারি ক'রে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সি.এস ফরেস্টারের একটা বই টেবিলের উপর পড়ে আছে খোলা অবস্থায়।

ডেনের ক্লোসেটে একটা ভালো স্কিট গান, একটা নাইকন ক্যামেরা আর বোলেক্স সুপার এইট মুভি ক্যামেরাসহ একটা প্রজেক্টরও রয়েছে।

গ্রাহাম, যার কিনা এসবের কিছুই নেই, সে কেন জানি জিনিসগুলো দেখে একটু ঈর্ষা বোধ করলো। তবে কারণটা সে খুঁজে পেলো না।

লিডস্ কে ছিলো? একজন সফল ট্যাক্স অ্যাটর্নি, ফুটবলার, লম্বা একজন মানুষ, যে কিনা হাসতে পছন্দ করতো, এমন একজন মানুষ যে ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখে নিজের গলা কাটা হয়ে গেছে।

গ্রাহাম পুরো বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো অদ্ভুত এক তাগিদ অনুভব করে।

তার সম্পর্কে জানতে হলে আগে তার বউয়ের সম্পর্কে জানতে হবে। গ্রাহাম বুঝতে পারছে তার বউই সেই দানবকে আকর্ষিত করেছে, ঠিক যেমনটি লাল চোখের মাছিকে ঝিঁঝিঁপোকা ডেকে আনে নিজের মৃত্যুর জন্যে।

তাহলে মিসেস লিডস্।

উপর তলায় মিসেসের একটা ছোট্ট ড্রেসিংরুম আছে। শোবার ঘরের দিকে না তাকিয়েই গ্রাহাম সেখানে চলে গেলো। হলুদ রঙের ঘরটা একেবারে পরিপাটি, কেবল ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা বাদে। একজোড়া এল এল বিন মোকাসিন ক্লোসেটের সামনে মেঝেতে পড়ে আছে। যেনো মহিলা এইমাত্র ওগুলো খুলে রেখেছে। মহিলা যে একটু অগোছালো ছিলো সেটা বোঝা যাচ্ছে।

ড্রেসিং টেবিলের একটা ছোটো ভেলভেটের বাক্সে মিসেস লিডসের ডায়রিটা দেখা যাচ্ছে। সেই বাক্সের চাবিটাতে পুলিশের চেক করার চিহ্ন হিসেবে ট্যাগ মার্ক লাগিয়ে রাখা হয়েছে। গ্রাহাম পাশের একটা সাদা চেয়ারে ব'সে ডায়রির পাতা ওল্টাতে লাগলো :

২৩শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার, মা'র বাড়ি। বাচ্চারা ঘুমিয়ে আছে। মা যখন সান পোর্চে কাঁচ লাগালো তখন আমার খুব খারাপ লেগেছিলো, তবে জিনিসটা খুবই স্বস্তিদায়ক ছিলো, আমি সেখান থেকে বসে বসে বাইরের তুষার দেখতে পারি। আর কয়টা ক্রিসমাস সে তার নাতি-নাতনী নিয়ে করতে পারবে? আশা করি, অনেক।

গতকাল আটলান্টা থেকে তুষারপাতের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ গাড়ি চালিয়ে আসাটা ছিলো খুবই কঠিন একটি কাজ। আমাদেরকে আস্তে আস্তে চালাতে হয়েছিলো। সবাইকে রেডি করাটা ছিলো ক্লান্তিকর। চ্যাপেল হিলের বাইরে চার্লি গাড়িটা থামিয়ে বের হয়ে আসে। আমার জন্যে একটা মার্টিনি বানাবার জন্যে সে কয়েকটা গাছের ডাল ভেঙেছিলো। তুষারপাত ডিঙিয়ে সে আবার গাড়িতে ফিরে আসলে আমি তার চোখে-মুখে আর চুলে তুষার লেগে থাকতে দেখলাম। আমার মনে পড়ে গেলো তাকে আমি ভালোবাসি।

আশা করি পার্কা সোয়েটারটা তার শরীরে ফিট হয়েছে। বরফগুলো খুবই পরিষ্কার। সূর্যের আলো গাড়ির জানালার কাঁচ দিয়ে ঢোকার সময় কাঁচে লেগে থাকা বরফ কণার কারণে প্রিজম সৃষ্টি করেছিলো। রঙগুলো যেনো আমি আমার হাতে অনুভব করতে পারছিলাম।

আমি এই ক্রিসমাসে তার কাছ থেকে কি চাই জানতে চাইলে আমি তাকে জড়িয়ে ধরে কানে কানে বললাম : তোমার বড়সড় ওটা। শুনতে নিশ্চয় খুব ছেলেমানুষী শোনাচ্ছে।

তার মাথার পেছনের গোলাকার টাকের অংশটি লাল-হয়ে উঠেছিলো। বাচ্চা-কাচ্চারা শুনে ফেলবে ব'লে সে সবসময়ই ভয়ে ভয়ে থাকে। ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা বলতে পুরুষ মানুষের আত্মবিশ্বাস থাকে না।

গোয়েন্দার সিগারেটের ছাইয়ের কারণে পাতাটায় দাগ লেগে আছে।

আলো নিভে আসতে আসতে গ্রাহাম আবার পড়তে লাগলো। মেয়ের গলায় টনসিল থেকে মিসেস লিডসের স্তনে একটা চাকা আবিষ্কার পর্যন্ত। সেটা জুন মাসের ঘটনা। (হায় ঈশ্বর, বাচ্চারা তো অনেক ছোটো।)

তিন পৃষ্ঠা পরে সেই ভয়ংকর চাকাটি নিরীহ একদলা মাংস বা টিউমারে পরিণত হলো, যা খুব সহজেই সরিয়ে ফেলা হয়েছিলো।

ডা: জানোভিচ আজ বিকেলে আমাকে ছেড়ে দিলেন। হাসপাতাল থেকে আমরা সোজা পুকুর পাড়ে চলে এলাম। অনেক দিন ধরে সেখানে আমরা যাই নি। সময় অবশ্য খুব বেশি ছিলো না। চার্লির কাছে দু'বোতল শ্যাম্পেইন ছিলো, বরফ দিয়ে প্রচুর পান ক'রে আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানে থাকলাম। পানির দিকে মুখ ক'রে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলো, আমার মনে হয় ও একটু কেঁদেছে।

সুজান বললো আমরা হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরে আসবো নতুন একটা ভাই নিয়ে, এ নিয়ে নাকি সে খুব উদ্বিগ্ন। বাড়ি!

বেডরুম থেকে একটা ফোন বেজে ওঠার শব্দ শুনতে পেলো গ্রাহাম। একটা ক্লিক্ হতেই এনসারিং মেশিনটা চালু হয়ে গেলো। "হ্যালো, আমি ভ্যালেরি লিডস্ বলছি। এই মুহূর্তে ফোনটা ধরতে পারছি না ব'লে আমি দুঃখিত। তবে আপনি যদি আপনার নাম আর ফোন নাম্বারটা বলেন তো আমি পরে যোগাযোগ করবো। আপনাকে ধন্যবাদ।"

বিপ্ হবার পর গ্রাহাম ক্রফোর্ডের কণ্ঠটা শোনার প্রত্যাশা করলো, কিন্তু কিছুই শোনা গেলো না। যে ফোন করেছে সে ফোনটা রেখে দিয়েছে।

গ্রাহাম মহিলার কণ্ঠটা শুনেছে; এখন তাকে দেখতে চাইছে সে।

• • •

তার পকেটে চার্লস লিডস্দের একটা মুভি ফিল্মের রিল ছিলো। মৃত্যুর তিন সপ্তাহ আগে লিডস্ একজন ড্রাগিস্টকে এটা দিয়েছিলো প্রসেস করবার জন্যে। কিন্তু সেটা আর তুলে নিতে আসেনি সে। পুলিশ লিডসের পকেট থেকে রিসিপ্টটা পেলে সেই ড্রাগিস্টের কাছ থেকে ফিল্মটা উদ্ধার করে।

গোয়েন্দারা এই পারিবারিক ফিল্মটি দেখে ইন্টারেস্টিং কোনো কিছু খুঁজে পায় নি।

গ্রাহাম জীবিত লিডস্দের দেখতে চাইছে। পুলিশ স্টেশনে গোয়েন্দারা গ্রাহামকে তাদের একটা প্রজেক্টর দেবার কথা বলেছিলো। তবে সে নিজ বাড়িতে ব'সে ফিল্মটা দেখতে চায়। একান্ত অনিচ্ছায় তারা প্রোপার্টি রুমে গিয়ে তাকে খুঁজতে দিলো।

ড্রইংরুমের ক্লোসেটের মধ্যেই গ্রাহাম প্রজেক্টের আর স্ক্রিনটা খুঁজে পেলো। চার্লস্ লিডসের বিশাল চামড়ার চেয়ারে বসেই সে ফিল্মটা দেখলো। চেয়ারের হাতলে, নিজের তালুতে আঠালো কিছু টের পেলো সে—কোনো বাচ্চা ক্যান্ডি খেয়ে সেই হাতে এটা ধরেছে বলে এমনটি হয়েছে।

ছোট্ট নির্বাক ছবিটা দেখতে খুবই প্রীতিকর। খুবই সুন্দর। ড্রইংরুমের কার্পেটে একটা ধূসর বর্ণের কুকুর শুয়ে আছে—এরকম একটা দৃশ্য দিয়ে ছবিটা শুরু। ছবি তোলার সময় কুকুরটা ক্ষণিকের জন্যে বিরক্ত হলেও আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

এরপর ছবিটা একলাফে চলে গেলো কুকুরটা কান খাড়া ক'রে ঘেউ ঘেউ করার দৃশ্যে। ক্যামেরা কুকুরটাকে অনুসরণ ক'রে রান্না ঘরে চলে যাচ্ছে। লেজ নাড়াতে নাড়াতে যাচ্ছে ওটা।

গ্রাহাম নিজের নীচের ঠোঁট কামড়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। পর্দায় দেখা গেলো মিসেস লিডস্ হাতে ক'রে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে দরজা খুলে ঢুকছে। সামনে ক্যামেরা দেখে মহিলা একটু অবাক হয়ে খুশিতে নিজের খালি হাতটা দিয়ে চুল ঠিক ক'রে নিলো। বাচ্চারা ছুটে এলো তার পেছন পেছন। তাদের হাতে ছোটো ছোটো ঠোঙা। মেয়েটার বয়স ছয়, ছেলে দুটোর বয়স আট আর দশ।

বোঝাই যাচ্ছে অল্পবয়সী ছেলেটা এইসব হোমমুভির ব্যাপারে বেশ ভালোই অভিজ্ঞ, সে ফিটফাট হয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। তবে ক্যামেরাটা খুব উঁচুতে। কোরোনারের রিপোর্ট অনুযায়ী মিঃ লিডসের উচ্চতা পচাত্তর ইঞ্চি।

গ্রাহামের বিশ্বাস ছবিটার বেশির ভাগ অংশই বসন্তকালের শুরুতে শুট করা। ছেলেমেয়েরা সব উইন্ডব্রেকার পরে আছে। মিসেস লিডস্‌কে একটু ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে ছবিতে। মর্গে তাকে রোদেপোড়া চামড়ায় দেখা গেছে।

এরপর দেখা গেলো বাচ্চারা বেসমেন্টে পিংপং খেলছে। সুজান নামের বাচ্চাটি এক মনে র‍্যাপিং পেপারে মোড়ানো উপহার নিয়ে ব'সে আছে। ক্যামেরা দেখেই সে তার মায়ের মতো মুখের সামনে থাকা চুলগুলো সরিয়ে ফেললো।

দৃশ্যটা জাম্প ক'রে সুজানের গোসল করার দৃশ্যে চলে গেলো। বড়সড় একটা শাওয়ার ক্যাপ পরে আছে সে। ক্যামেরাটা এলোমেলো ঘুরছে, এটা নির্ঘাত তার ভায়ের কাজ। দৃশ্যটা শেষ হলো মেয়েটার চিৎকার চেঁচামেচি দিয়ে; নিজের ছয় বছর বয়সী খোলা বুকটা দু'হাত দিয়ে আড়াল করার চেষ্টা করছে সে।

পুরো ছবিটা শেষ হয় নি। মিঃ লিডস্ শাওয়ারের থাকা মিসেস লিডস্‌কে চমকে দিলো। শাওয়ারের পর্দাটা হাতে ধরে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করলো মিসেস লিডস্। তার অন্য হাতে বড়সড় একটা বাথস্পঞ্জ। সাবানের ফেনায় ক্যামেরার লেন্স ঢেকে যাওয়ার মধ্য দিয়ে এই দৃশ্যটার সমাপ্তি হলো।

ছবিটা শেষ হলো টেলিভিশনে নরম্যান ভিনসেন্ট পিলের বক্তৃতা আর চেয়ারে ব'সে চার্লস লিডসের নাক ডাকার দৃশ্য দুটো দিয়ে। ঠিক এই চেয়ারটাতেই গ্রাহাম এখন ব'সে আছে।

ফাঁকা স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে গ্রাহাম। লিডস্‌দের তার পছন্দ হয়েছে। তাদেরকে সে মর্গে দেখেছে ব'লে তার খারাপ লাগছে এখন। যে উন্মাদটি তাদের বাড়িতে এসেছিলো সেও তার মতো তাদেরকে পছন্দ করেছিলো ব'লে ধারণা করলো সে। কিন্তু সেই উন্মাদ তাদেরকে আরো ভালোভাবে দেখতে পেয়েছিলো।

গ্রাহামের মনে হলো তার মাথাটা ফাঁকা, নিজেকে খুব বোকা বোকাও লাগছে। হোটেলের সুইমিংপুলে অনেকক্ষণ ধরে সাঁতার কাটলো আর একই সাথে দুটো বিষয় নিয়ে ভেবে গেলো—প্রশান্তিময় মার্টিনি আর মলির ঠোঁটের উষ্ণতা।

সে নিজে প্লাস্টিকের গ্লাসে মার্টিনি বানিয়ে মলিকে ফোন করলো।

"হ্যালো, গরম মসলা।"

"হায় বেবি! কোথায় তুমি?"

"ভালোই আছো?"

"আমি খুব একা।"

"আমিও।"

"গরম হয়ে উঠছি।"

"আমিও তো!"

"তোমার সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো।"

"তো আমার সাথে মিসেস হোপারের বেশ কথা কাটাকাটি হয়েছে। সিটে হুইস্কির দাগসহ একটা পোশাক সে আমাকে ফিরিয়ে দিতে চায়। এটা নিশ্চিত, জিনিসটা সে জেসির মতো কাজ করে নষ্ট করেছে।"

"তুমি কি বললে?"

"তাকে বলেছি, তার কাছে ওটা আমি এই অবস্থায় বিক্রি করি নি।"

"তো, মহিলা কি বললো?"

"বললো, পোশাক ফিরিয়ে দিতে তার কখনও কোনো সমস্যা হয় নি। আর এজন্যেই নাকি সে অন্য জায়গা থেকে না কিনে আমার এখান থেকে শপিং করে।"

"তারপর তুমি কি বললে?"

"ওহ্, আমি বলেছি, আমি খুব হতাশ কারণ উইল টেলিফোনে গর্দভের মতো কথা বলেছে।"

"আচ্ছা!"

"উইলি ভালোই আছে। কুকুরগুলো মাটি খুঁড়ে যেসব কচ্ছপের ডিম বের করেছে সেগুলো আবার মাটির নীচে লুকিয়ে রাখছে সে। এখন বলো, তুমি কি করছো।"

"রিপোর্টগুলো পড়ছি আর জাংকফুড খাচ্ছি।"

"আশা করি একটু ভালোভাবে ভাবতে পারছো।"

"হ্যা।"

"আমি কি সাহায্য করতে পারি?"

"কোনো কিছুতে মনোযোগ দিতে পারছি না, মলি। খুব বেশি তথ্যও আমার কাছে নেই। তবে যা আছে তাতেও খুব বেশি মনোযোগ দিতে পারি নি।"

"কিছু দিনের জন্যে কি আটলান্টায় আসবে? আমি অবশ্য তোমাকে বাড়ি আসতে চাপাচাপি করছি না, তোমার জন্যে বলছি আর কি।"

"বুঝতে পারছি না। এখানে আরো কয়েকটা দিন থাকতে হবে। তোমাকে খুব মিস্ করছি।"

"সেক্স নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছো?"

"আমার মনে হয় না এসব কথাবার্তা আমি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারবো। মনে হয় এটা না করলেই বেশি ভালো হবে।"

"কী না করলে?"

"সেক্স করা নিয়ে কথা বলা।"

"ঠিক আছে, আমি যদি এসব নিয়ে ভাবি তবে নিশ্চয় তুমি কিছু মনে করবে না?"

"অবশ্যই মনে করবো না।"

"আমাদের একটা নতুন কুকুর এসেছে।"

"আরে বাবা।"

"দেখে মনে হচ্ছে হাউন্ড আর পিকিংডগের শংকর।"

"চমৎকার।"

"ওর বিচি দুটো বেশ বড়।"

"ওর বিচি নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবে না।"

"ওগুলো প্রায় মাটি ছুঁয়ে যায়। দৌড়ানোর সময় বিচি দুটো ভেতরের দিকে টেনে নিতে হয় তাকে।"

"এটা সে করতে পারে না।"

"অবশ্যই করতে পারে। তুমি জানো না।"

"আরে আমি জানি।"

"তুমি কি তোমারগুলো ওভাবে টেনে নিতে পারো?"

"আমার মনে হচ্ছে আমরা আবার ঐ বিষয়েই চলে যাচ্ছি।"

"তাই নাকি?"

"তুমি যদি জানতে চাও তো বলি, একবার আমি ওরকম করেছিলাম।"

"সেটা কখন?"

"ছোটোবেলায়। খুব দ্রুত আমাকে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙাতে হয়েছিলো তখন।"

"কেন?"

"আমি অন্যের ক্ষেত থেকে একটা তরমুজ নিয়ে পালাচ্ছিলাম।"

"তুমি পালাচ্ছিলে? কার কাছ থেকে?"

"আমার পরিচিত এক শূকরের খামার মালিকের কাছ থেকে।"

"সে কি তোমাকে গুলি করেছিলো?"

"হ্যা। তবে পেছন ফিরে আর তাকাই নি।"

"বেড়াটা কি ডিঙাতে পেরেছিলে?"

"আরামসে।"

"সেই বয়সেও এতো ক্রিমিনাল বুদ্ধি ছিলো তোমার!"

"আমার কোনো ক্রিমিনাল বুদ্ধি নেই।"

"অবশ্যই নেই। আমি রান্নাঘর রঙ করার কথা ভাবছি। তোমার কোন্ রঙটা পছন্দ? উইল? তুমি কি আমার কথা শুনছো?"

"হ্যা, হ্যা। হলুদ। হলুদ রঙ ক'রে ফেলো।"

"আমার জন্যে হলুদ খুব বাজে রঙ। নাস্তার সময় আমি সবুজ রঙ দেখতে পছন্দ করবো।"

"তাহলে নীল।"

"নীল খুব শীতল রঙ।"

"তাহলে, বাচ্চাদের হাগুর মতো রঙ করো। শোনো...আমার খুব দেরি হবে না। বাড়িতে আসলে রঙ কিনবো, ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে। বুঝতে পারছি না, আমি তোমার সাথে এসব নিয়ে কথা বলছি কেন। শোনো, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে খুব মিস্ করছি। আর তুমি যা করছো খুব ভালো কাজই করছো। আমাকে নিয়ে ভেবো না, যখন ফিরে আসবে আমি তোমার হয়ে যাবো। অথবা তুম চাইলে আমি তোমার সাথে যেকোনো জায়গায় দেখা করতে পারি।"

"ডার্লিং মলি। শোনো শোনো। বিছানায় চলে যাও।"

"ঠিক আছে।"

"গুডনাইট।"

গ্রাহাম তার হাত দুটো মাথার পেছনে রেখে মলির সাথে ডিনার করার সময়গুলো ভাবলো।

কিন্তু 'ক্রিমিনাল বুদ্ধি' কথাটা বলার সময় সে মলির সাথে রুক্ষ আচরণ করেছে। অথচ ওটা ছিলো একেবারে নির্দোষ একটি মন্তব্য। গাধা।

গ্রাহাম বুঝতে পারলো মলি তার জন্যে খুবই উদগ্রীব হয়ে আছে।

পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ফোন ক'রে স্প্রিংফিল্ডের জন্যে মেসেজ রাখলো যে, সকালবেলা সে গবেষণা কাজে তাকে সাহায্য করতে শুরু করবে। এছাড়া আর কোনো কিছু করার নেই।

জিন খাওয়ার ফলে ভালো ঘুম হলো তার।

অধ্যায় ৬

লিডস কেসের ওপর সমস্ত রকমের ফোন কলের হিজিবিজি নোটগুলো বাডি স্প্রিংফিল্ডের ডেস্কের উপর রাখা আছে। মঙ্গলবার সকাল সাতটা বাজে স্প্রিংফিল্ড যখন নিজের অফিসে এসে পৌছালো তখন সেগুলোর তেষট্টিটি ছিলো। সবার উপরেরটাতে লাল-ফ্ল্যাগ দেয়া আছে।

এতে বলা আছে, বার্মিংহাম পুলিশ জ্যাকোবির গ্যারাজের পেছনে কবর দেয়া একটা বেড়াল খুঁজে পেয়েছে জুতার বাক্সের মধ্যে। বেড়ালটার থাবার মধ্যে একটা ফুল ছিলো আর সেটা একটা তোয়ালে দিয়ে পেঁচানো অবস্থায় পাওয়া গেছে। বাক্সের ঢাকনার উপর বেড়ালের নামটা বাচ্চা মানুষের হাতে লেখা। একটা তার দিয়ে বাক্সটা বাধা ছিলো। বার্মিংহাম মেডিকেল এক্সামিনার বলেছে বেড়ালটাকে শ্বাসরোধ ক'রে মারা হয়েছে। সে বেড়ালের লোম চেছে দেখেছে কোনোরকম আঘাত কিংবা কাটাছেঁড়া নেই।

স্প্রিংফিল্ড নিজের চশমার ডাটি দাঁতে ঠুকলো বার কয়েক।

নরম মাটি দেখতে পেয়ে তারা জায়গাটা খুঁড়ে দেখে। কোনো ধরণের মিথেইন গ্যাসের দরকার নেই, গ্রাহামের কথাটাই আবার সত্য ব'লে প্রমাণিত হলো।

গোয়েন্দা প্রধান নিজের বুড়ো আঙুল চাটতে চাটতে বাকি নোটগুলো দেখলো। বিগত সপ্তাহে আশেপাশে সন্দেহজনক যানবাহনের ব্যাপারেই বেশিরভাগ রিপোর্টে। অস্পষ্ট বর্ণনায় কেবল যানবাহনের রঙ আর মডেলের কথাই বলা হয়েছে। চারটা অজ্ঞাত পরিচয়ধারী ফোন কলার বলেছে আটলান্টা রেসিডেন্টকে : "আমি লিডস্‌দের মতো কিছু একটা করতে যাচ্ছি।"

হয়েট লুইসের রিপোর্টটা আছে নোটগুলোর মঝখানে।

স্প্রিংফিল্ড রাত্রিকালীন ওয়াচ কমান্ডারকে তলব করলো।

"এই পারসন নামের লোকটা মিটার রিডারের ব্যাপারে যা বলেছে সেটা কি?"

"আমরা গতরাতে গ্যাস-পানি-বিদ্যুৎ সব চেক ক'রে দেখেছি চিফ, এটা দেখতে যে, ওখানে তাদের অন্য কোনো লোক আছে কিনা," ওয়াচ কমান্ডার বললো। "তারা আজ সকালে আমাদের কাছে ফিরে আসবে।"

"তাদের কাছে কাউকে পাঠাও এক্ষুণি," স্প্রিংফিল্ড বললো। "স্যানিটেশন আর সিটি ইঞ্জিনিয়ারকে চেক ক'রে দেখো, ওখানে কনস্ট্রাকশন করার অনুমতি কার কাছে নিতে হয় জেনে আমাকে জানাও।"

উইল গ্রাহামের নাম্বারটা ডায়াল করলো সে। "উইল? তোমার হোটেলের সামনে দশ মিনিটের মধ্যে চলে আসো। আমি থাকবো। একটু ঘুরে আসতে হবে মনে হয়।"

বাড়ির সামনের রাস্তায় সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে গাড়িটা পার্ক করলো স্প্রিংফিল্ড। সে আর গ্রাহাম বাকিটা পথ হেটেই গেলো। এতো সকালেও বেশ কড়া রোদ উঠেছে।

"তোমার একটা টুপি পরা দরকার," স্প্রিংফিল্ড বললো। তার নিজের মাথায় টুপি আছে।

লিডস্‌দের বাড়ির পেছন দিকের আঙিনার সামনে শিকল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। তারা এসে পাশের থাম্বার উপরে লাগানো লাইট মিটারের কাছে থামলো।

"সে যদি এখান দিয়ে আসে তো পুরো বাড়ির পেছনটাই দেখতে পাবে," স্প্রিংফিল্ড বললো।

মাত্র পাঁচ দিনেই লিডস্‌দের বাড়িটা একেবারে পরিত্যাক্ত ব'লে মনে হচ্ছে। বাড়ির লনের ঘাসগুলো বেড়ে গেছে। সেই ঘাসের মাঝে মাঝে বন্য পেঁয়াজ মাথা চাড়া দিয়ে উঁকি মারছে। গাছ-পালার ছোটো ছোটো ভাঙা ডাল পড়ে আছে এখানে সেখানে। বাড়িটা যেনো ঘুমিয়ে আছে। গ্রাহামের চোখ পেছন দিককার জানালার দিকে গেলো। খুনি যেভাবে যে দৃষ্টিতে বাড়িটা দেখেছে সেভাবেই সে দেখতে লাগলো। বাচ্চাদের একটা দোলনা বাতাসে মৃদু দুলে উঠলে সেটার দিকে তাকালো গ্রাহাম।

"দেখে তো পারসন্সের মতো লাগছে," স্প্রিংফিল্ড বললো। দুই বাড়ির পরে এইচ.জি পারসন্স ফুলের বাগনে কাজ করছে। গ্রাহাম আর স্প্রিংফিল্ড পারসন্সের বাড়ির গার্বেজ ক্যানগুলোর পাশে এসে দাঁড়ালো। বেড়ার সাথে ক্যানগুলো শিকল দিয়ে বাঁধা।

লাইট মিটারের উচ্চতা টেপ দিয়ে মেপে নিলো স্প্রিংফিল্ড। লিডস্‌দের সব প্রতিবেশী সম্পর্কেই তার কাছে নোট আছে। তার নোট বলছে পারসন্স তার সুপারভাইজারের অনুরোধে পোস্ট অফিস থেকে অকালেই অবসর নিয়েছে। সুপারভাইজার রিপোর্ট করেছিলো 'দিন দিন ভুলোমনা হয়ে উঠছে পারসন্স।'

স্প্রিংফিল্ডের নোটে অনেক গালগল্পও রয়েছে। প্রতিবেশীরা বলেছে, পারসন্সের বউ বেশির ভাগ সময় নিজের বোনের কাছেই থাকে, আর তার ছেলে নিজের বাবাকে কখনও ফোন করে না।

"মিঃ পারসন্স। মিঃ পারসন্স," স্প্রিংফিল্ড তাকে ডাকলো।

মিঃ পারসন্স তাদের দেখে বেড়ার কাছে চলে এলো। সাদা মোজার সাথে পায়ে স্যান্ডেল পরেছে সে। ঘাস আর মাটি লেগে রয়েছে তাতে। তার মুখটা উজ্জ্বল গোলাপী।

আর্টেরিওসেলোরোসিস, গ্রাহাম ভাবলো। সে তার পিল খেয়েছে এইমাত্র।

"হ্যা?"

"আপনার সাথে কি কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি? আশা করি আপনি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন," স্প্রিংফিল্ড বললো।

"আপনারা কি বিদ্যুৎ অফিস থেকে এসেছেন?"

"না, আমি বাডি স্প্রিংফিল্ড, পুলিশ ডিপার্টমেন্টের লোক।"

"তাহলে তো খুনের ব্যাপার। ঐ সময় আমি আর আমার বউ ম্যাকোনে ছিলাম, পুলিশকে তো এটা আমি বলেছি—"

"আমি জানি, মিঃ পারসন্স। আমরা আপনার লাইট মিটারের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করবো। কেউ কি—"

"যদি মিটার রিডার বলে থাকে আমি মিটারে কোনো ঘাপলা করেছি তাহলে সে—"

"না, না, মিঃ পারসন্স, গতসপ্তাহে আপনি কি কোনো অপরিচিত লোককে মিটার রিড করতে দেখেছেন?"

"না।"

"আপনি নিশ্চিত? আমার মনে হয় আপনি হয়েট লুইসকে বলেছেন যে, তার আগে একজন অপরিচিত লোক আপনার মিটার দেখে গেছে।"

"তা বলেছি। পাবলিক সার্ভিস কমিশন এ ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ একটা রিপোর্ট পাবে।"

"জি স্যার। আমি নিশ্চিত তারা এটা গুরুত্বের সাথেই দেখবে। কাকে আপনি মিটার রিড করতে দেখেছেন?"

"সে অপরিচিত কেউ না। জর্জিয়া বিদ্যুৎ অফিসের একজন।"

"এ কথা আপনি কি ক'রে জানলেন?"

"মানে, তাকে দেখে মিটার রিডার বলেই মনে হয়েছে আমার।"

"সে কি পরেছিলো?"

"তারা যেরকমটি সবসময় পরে থাকে। ধূসর বর্ণের পোশাক আর টুপি।"

"আপনি কি তার মুখটা দেখেছেন?"

"দেখলেও বলতে পারবো না। আমি রান্নাঘরের জানালা দিয়ে তাকে দেখেছি। তার সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু যখন রোব পরে বের হয়ে এলাম দেখি লোকটা চলে গেছে।"

"তার কি ট্রাক ছিলো?"

"মনে পড়ছে না। কেন, কি হয়েছে? এসব আপনি জানতে চাইছেন কেন?"

"ঘটনাস্থলের আশেপাশে গত সপ্তাহে যাদেরকে দেখা গেছে তাদের সবার ব্যাপারেই আমরা খোঁজ নিচ্ছি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মিঃ পারসন্স, একটু মনে করার চেষ্টা করুন তো।"

"তাহলে খুনটার সম্পর্কেই জানতে এসেছেন, আপনারা তো এখন পর্যন্ত কাউকে ধরতে পারেন নি, তাই না?"

"হ্যা।"

"গত রাতে আমি রাস্তার দিকে নজর রেখেছিলাম, পনেরো মিনিট ধরে রাস্তায় কোনো স্কোয়াডের গাড়িও দেখি নি। লিডস্‌দের সাথে যা হয়েছে তা খুবই ভয়ংকর

ঘটনা। আমার বউ তো দারুণ ভয় পেয়েছে। তাদের বাড়িটা কে কিনবে ভেবে পাচ্ছি না। অন্য একদিন আমি কয়েকজন নিগ্রোকে ঐ বাড়িটার দিকে লক্ষ্য করতে দেখেছি। লিডস্‌দের সাথে আমার সম্পর্ক ভালোই ছিলো, অবশ্য এটাও ঠিক, তারা আমার কথামতো নিজেদের আঙিনার ঘাস কাটে নি। আমি অবশ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে নালিশ দিয়েছিলাম। বন্য পেঁয়াজ গাছগুলো যখন তারা উপড়ে ফেললো আমার তো দম বন্ধ হবার জোগাড় হলো।"

"মিঃ পারসন্স, আপনি ঐ লোকটাকে ঠিক কখন দেখেছিলেন?" স্প্রিংফিল্ড জিজ্ঞেস করলো।

"নিশ্চিত ক'রে বলতে পারছি না। আমাকে একটু ভাবতে হবে।"

"কখন, সকালে না বিকেলে? নাকি দুপুর বেলায়?"

"আরে দিনের কখন কোন্‌টাকে কি বলে সেটা আমি জানি, নাম বলার দরকার নেই। হয়তো দুপুরে। তবে মনে করতে পারছি না।"

স্প্রিংফিল্ড নিজের ঘাড়ের পেছনটা চুলকালো। "একটু নির্দিষ্ট ক'রে বলতে হবে যে। আমরা কি আপনারা রান্নাঘরে যেতে পারি, যাতে ক'রে আপনি দেখাতে পারেন কোত্থেকে তাকে দেখেছিলেন?"

"আপনাদের পরিচয়পত্র দেখান। দু'জনেরই।"

বাড়ির ভেতরটার নীরব, ঝকঝকে পরিষ্কার। বৃদ্ধ দম্পতিদের গুছিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা।

গ্রাহামের মনে হলো বাড়ির বাইরে থাকলেই ভালো হোতো। রান্নাঘরের সিঙ্কের উপর জানালা দিয়ে পেছনের আঙিনাটা বেশ ভালো মতোই দেখা যায়।

"এই যে, এখান থেকে। এখন কি সন্তুষ্ট হয়েছেন," পারসন্স জানতে চাইলো। "এখান থেকে বাইরের দৃশ্য দেখতে পাবেন। ঐ লোকাটার সাথে আমি কোনো কথা বলি নি, আর তার চেহারা কি রকম সেটা আমার মনেও পড়ছে না। তো, যা জানার সেটা তো জানলেনই, আমাকে অনেক কাজ করতে হবে এখন।"

এই প্রথম গ্রাহাম কথা বললো। "আপনি বলেছেন আপনি আপনার রোবটা আনতে গিয়েছিলেন, আর যখন সেটা পরে ফিরে আসলেন দেখলেন লোকটা চলে গেছে। তার মানে আপনি পোশাক পরা ছিলেন না?"

"না।"

"দুপুর বেলায়? আপনার কি শরীর খারাপ ছিলো তখন, মিঃ পারসন্স?"

"আরে, আমার বাড়িতে আমি যা খুশি তাই করবো তাতে কার কি। চাইলে আমি এই ঘরের মধ্যে ক্যাঙ্গারু সুট পরে থাকবো। আপনারা খুনিকে বাইরে খুঁজছেন না কেন? কারণ, খুব সম্ভবত বাইরে বেশ ঠাণ্ডা।"

"আমি জানি আপনি অবসরে আছেন মিঃ পারসন্স। সুতরাং, প্রতিদিন পোশাক পরেন আর নাই পরেন তাতে কিছু আসে যায় না। অনেক সময় আপনি কোনো পোশাকই পরেন না, তাই না?"

পারসন্সের মাথায় খুন চেপে গেলো। "আমি অবসরপ্রাপ্ত ব'লে আমার পোশাক পরার দরকার নেই, আমার কোনো ব্যস্ততা নেই, এটা কি কোনো কথা হলো! একটু গরম লাগছিলো, তাই গোসল ক'রে এসেছিলাম। আগাছা সাফ করার কাজ করছিলাম। দুপুরের মধ্যে কাজটা শেষ করেছিলাম আমি। আপনাদের কাজের চেয়েও এটা অনেক বেশি পরিশ্রমের।"

"আপনি কি করছিলেন?"

"আগাছা সাফ।"

"কোন্ দিন আপনি আগাছা সাফ করেন?"

"শুক্রবার। এটা ছিলো গত শুক্রবারের। তারা সকালে যন্ত্রপাতিগুলো ডেলিভার দিয়েছিলো আর আমি...সারা দিনই তো সেটা নিয়ে কাজ করলাম। আপনারা চাইলে গার্ডেন সেন্টারে গিয়ে খোঁজ নিতে পারেন, ওটা করতে কতো সময় লাগে।"

"আপনি গরম হয়ে গেলেন এবং গোসল ক'রে নিলেন। রান্নাঘরে আপনি কি করছিলেন?"

"একগ্লাস আইস টি বানাচ্ছিলাম।"

"আপনার কাছে বরফ ছিলো? কিন্তু ফ্রিজটা তো ওখানে, জানালার কাছে থেকে বেশ দূরে।"

পারসন্স দূরে রাখা ফ্রিজটার দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকালো। তারপর তার ভড়কে যাওয়া চোখ দুটো চকচক ক'রে উঠলো আচম্কা। সে সিঙ্কের পাশে ক্যাবিনেটের দিকে গেলো।

"আমি আসলে এখানে ছিলাম চিনি নেবার জন্যে। বুঝলেন। তো, এখন যদি আপনাদের কাজ শেষ..."

"আমার মনে হয় উনি হয়েট লুইসকে দেখেছেন," গ্রাহাম বললো।

"আমারও তাই মনে হচ্ছে," স্প্রিংফিল্ড জানালো।

"আরে ও হয়েট লুইস ছিলো না। ওকে আমি ভালো করেই চিনি।" পারসন্সের চোখ দুটো ছল ছল ক'রে উঠলো।

"আপনি কি ক'রে বুঝলেন?" স্প্রিংফিল্ড বললো। "ওটা হয়েট লুইসই হবে, কিন্তু আপনি ভেবেছেন—"

"আরে লুইসকে রোদে বাদামী রঙের দেখায়। তার চুল আধা কাচাপাকা আর তেলতেলে।" পারসন্সের কণ্ঠটা বেশ চড়া হয়ে উঠলো, কথাও বলতে লাগলো খুব দ্রুত। "আমি তাকে ভালো করেই চিনি। ঐ লোকটা লুইস ছিলো না। ঐ লোকটা তো ফ্যাকাশে মুখ আর আর সোনালী চুলের। ক্লিপবোর্ডে লেখার সময় সে মুখটা ঘোরালে আমি টুপির নীচে তার মুখটা দেখেছি। চুলটাও। পেছন দিকটা স্কয়ারকাট করা।"

স্প্রিংফিল্ড ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলো। তার কণ্ঠে সন্দেহের আভাস। "তার মুখটা কেমন?"

"আমি জানি না। মনে হয় মোচ আছে।"

"লুইসের মতো?"

"লুইসের কোনো মোচ নেই।"

"ওহ্, তাই তো," স্প্রিংফিল্ড বললো।

"মিটারটা কি তার চোখ বরাবর ছিলো?"

"মনে হয়।"

"আবার যদি তাকে দেখতে পান তবে কি চিনতে পারবেন?"

"না।"

"তার বয়স কতো?"

"খুব বেশি বয়স হবে না। আমি জানি না।"

"ঐ লোকটার আশেপাশে কি লিডস্‌দের কুকুরটাকে দেখেছেন?"

"না।"

"দেখুন, মিঃ পারসন্স, আমি বুঝতে পারছি আমার ধারণা ভুল," স্প্রিংফিল্ড বললো। "আপনি আমাদের খুব সাহায্যে এসেছেন। আপনি যদি কিছু মনে না করেন আমি আমাদের শিল্পীকে আপনার কাছে পাঠাবো। আর আপনি যদি তাকে এই রান্নাঘরে বসতে দেন তো মনে হয় আপনি তাকে বলতে পারবেন লোকটা দেখতে কেমন ছিলো। আমি নিশ্চিত ওটা লুইস ছিলো না।"

"পত্রপত্রিকায় আমার নাম ছাপা হোক সেটা আমি চাই না।"

"তা হবে না।"

পারসন্স তাদের পেছনে পেছনে বাড়ির বাইরে চলে এলো।

"এই উঠানটাতে আপনি বেশ দারুণ কাজ করেছেন, মিঃ পারসন্স," স্প্রিংফিল্ড বললো। "এজন্যে আপনি পুরস্কার পেতে পারেন।"

পারসন্স কিছু বললো না। তার মুখটা লাল আর চোখ দুটো ভেজাভেজা। সে তাদের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো কেবল। তারা চলে যেতেই উদভ্রান্তের মতো মাটি খুঁড়তে শুরু করলো সে।

গাড়ির রেডিও ফোন থেকে স্প্রিংফিল্ড চেক্ ক'রে দেখলো বিদ্যুৎ-পানি-গ্যাস বিভাগ কিংবা সিটি এজেন্সি থেকে কোনো লোক খুন হবার আগের দিন এই এলাকায় আসে নি। পারসন্সের দেয়া বর্ণনাটা রিপোর্ট ক'রে আর্টিস্টকে নির্দেশনা দিয়ে দিলো সে।

"তাকে বোলো, মিটার আর সেটার থাম্বাটা আগে আঁকতে। তারপর সেখান থেকে শুরু করতে। সে যেনো সাক্ষীকে সহজ ক'রে নিতে পারে।

"আমাদের আর্টিস্ট বাড়িঘরে যেতে অভ্যস্ত নয়," যানবাহনের ভীড়ে গাড়িটা নিয়ে ঢুকতেই গোয়েন্দা প্রধান গ্রাহামকে কথাটা বললো। "সাক্ষী তার অফিসে ব'সে

থাকলে সে ছবি আঁকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। ছবিটা হাতে পাওয়া মাত্রই আমরা বাড়িবাড়ি তল্লাশী শুরু ক'রে দেবো।

"আমার মনে হচ্ছে আমরা একটা কিছু পেয়ে গেছি, বুঝলে উইল। তেমন কিছু না, তবে বেশ ভালো কাজে দেবে। তুমি কি মনে করো?"

"আমরা যে লোকটাকে খুঁজছি সেটা যদি ঐ লোকটা হয়ে থাকে তাহলে এই খবরটা খুবই দারুণ," গ্রাহাম বললো। খুব অসুস্থ বোধ করছে সে।

"ঠিক বলেছো। এর মানে সে বাস থেকে নেমে হুট ক'রে কোনো বাড়িতে ঢুকে পড়ে না। তার একটা পরিকল্পনা থাকে। আগের দিন রাতে সে শহরেই থাকে। কোথায় যাবে কি করবে সবই সে আগেভাগে ঠিক ক'রে রাখে। জায়গাটা রেকি করে, পোষাপ্রাণী খুন করে, তারপর পরিবারের উপর চড়াও হয়। এটা কি ধরণের আইডিয়া?" স্প্রিংফিল্ড একটু থামলো। "এটা তো তোমার ক্ষেত্র, তাই না?"

"হ্যা। এটা একদম আমার ক্ষেত্র।"

"আমি জানি এ ধরণের জিনিস তুমি এর আগেও দেখেছো। অন্য একদিন যখন আমি লেকটারের কথা তোমাকে বলেছিলাম তুমি সেটা পছন্দ করো নি। কিন্তু এ নিয়ে তোমার সাথে আমার কথা বলার দরকার।"

"ঠিক আছে।"

"সে নয়জন লোককে হত্যা করেছে, তাই না?"

"আমাদের জানা মতে নয়জন। অন্য দু'জন মরে নি।"

"তাদের কি হয়েছিলো?"

"একজন বাল্টিমোর হাসপাতালের কর্মচারী। অন্যজন ডেনভারের এক প্রাইভেট মেন্টাল হাসপাতালে আছে।"

"সে এসব করে কেন, সে কতোটা উন্মাদ?"

গ্রাহাম গাড়ির জানালা দিয়ে ফুটপাতের লোকজনের দিকে তাকালো। তার কথা শুনে মনে হলো সে কাউকে দিয়ে চিঠি লেখাচ্ছে।

"সে এটা করে কারণ কাজটা করতে তার ভালো লাগে। এখনও তার ভালো লাগে। ডক্টর লেকটার কোনো উন্মাদ নয়, মানে উন্মাদ বলতে আমরা যেরকম বুঝি সে ওরকম কিছু নয়। সে কিছু জঘন্য কাজ করেছে নিজের ভালো লাগে বলে। তবে চাইলে সে একেবারে সুস্থ মানুষের মতো কাজ করতে পারে।"

"মনোবিজ্ঞানীরা এটাকে কি বলে—তার সমস্যাটা কি?"

"তারা বলে সে একজন সোশিওপ্যাথ। এর কারণ তারা জানে না, এছাড়া তাকে আর কি নামে ডাকবে সেটাও জানে না তারা। সোশিওপ্যাথ হবার মতো কিছু বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে আছে। তার অবশ্য কোনো অপরাধবোধ কিংবা অনুশোচনা নেই। সে একজন—ভয়াবহ রকমের মর্ষকামী। আশৈশব একজন নরপশু।"

স্প্রিংফিল্ড মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"কিন্তু তার মধ্যে অন্য কোনো চিহ্ন নেই," গ্রাহাম বললো। "সে কোনো ভবঘুরে নয়, আইন ভঙ্গ করার কোনো রেকর্ড নেই তার। সোশিওপ্যাথদের মতো সে ছোটোখাটো জিনিস চরিতার্থ করে না। তার স্পর্শকাতরতাও অনেক প্রখর। তারা জানে না তাকে কি নামে ডাকবে। তার ইলেক্ট্রইনসেফালোগ্রাম্‌সে কিছু অদ্ভুত প্যাটার্ন পাওয়া গেছে। তবে ওসব দেখে খুব বেশি কিছু বলার কোনো উপায় নেই।"

"তুমি তাকে কি বলবে?" স্প্রিংফিল্ড জানতে চাইলো।

গ্রাহাম ইতস্তত করলো কথাটা বলতে।

"মানে তুমি নিজে তাকে কি নামে ডাকবে?"

"সে একজন দানব। মানসিক দিক থেকে সে তাই, তবে তাকে দেখে স্বাভাবিকই মনে হয়। কেউ তাকে দেখলে এটা বলতে পারবে না।"

"বাল্টিমোরে চিফের সহকারী আমার কয়েকজন বন্ধু আছে। তাদেরকে আমি বলেছিলাম তারা লেকটারকে কিভাবে চিহ্নিত করবে। তারা বলেছে, তারা জানে না। তুমি হলে কি করতে? ওকে দেখে তোমার প্রথম অনুভূতিটা কি রকম হয়?"

"এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার," গ্রাহাম বললো। "ছয় নাম্বার শিকারটি তার ওয়ার্কশপেই খুন হয়েছিলো। তার কাছে কাঠের কাজের যন্ত্রপাতি ছিলো, সঙ্গে ক'রে সে ওটা নিয়ে গিয়েছিলো। কাঠের পাটাতনে ফেলে লোকটাকে সে কাটাছেঁড়া করেছে। আঘাতগুলো দেখে আমার একটা জিনিস মনে পড়েছিলো। ওটা কি জিনিস আমি ভাবতেও পারি নি।"

"তবু তোমাকে পরের জন পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে হয়েছে।"

"হ্যা। লেকটার খুবই ক্ষেপে গিয়েছিলো। নয় দিনে তিনটি শিকার করেছিলো সে। তার ঊরুতে দুটো পুরনো ক্ষত আছে। প্যাথলজিস্ট স্থানীয় হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে দেখেছে যে, সে পাঁচ বছর আগে যখন তীর নিয়ে শিকার করছিলো তখন তার পায়ে একটা তীর লাগে আর গাছ থেকে পড়েও গিয়েছিলো।

"রেকর্ডের ডাক্তার একজন সার্জন ছিলেন—কিন্তু লেকটার নিজেই নিজের চিকিৎসা করেছে প্রথম। সে ইমার্জেন্সি রুমে ডিউটিতে ছিলো। এডমিশন লগে তার নাম দেখা গেছে। দুর্ঘটনাটি অনেক দিন আগের হলেও, আমার মনে হয় তীরের আঘাতটির কথা বললে লেকটারের হয়তো কিছু মনে পড়ে যাবে। তাই আমি তার অফিসে গিয়েছিলাম।

"সে সময় সে মনোবিজ্ঞান চর্চা করছিলো। চমৎকার একটা অফিস ছিলো তার। অনেক এ্যান্টিক ছিলো সেখানে। সে আমাকে বললো তীরের আঘাতের ব্যাপারে সে কিছু মনে করতে পারছে না।

"আমার কেন জানি খটকা লাগলো। ক্রফোর্ড আর আমি এ নিয়ে উঠে পড়ে লাগলাম। ফাইলগুলো চেক ক'রে দেখলাম, লেকটারের কোনো রেকর্ড নেই। আমি নিজে তার অফিসে গিয়ে খোঁজ করতে চাইলাম, কিন্তু আমরা কোনো ওয়ারেন্ট পেলাম না। দেখানোর মতো কিছু আমাদের কাছে ছিলো না। তাই আমি আবার তার ওখানে গেলাম।

"ঐদিন ছিলো রোববার, রোববারই সে রোগী দেখতো। তার ওয়েটিং রুমে কয়েকজন লোক ছাড়া পুরো ভবনটাই ছিলো খালি। সঙ্গে সঙ্গেই সে আমাকে সাক্ষাত করতে দিলো। আমরা কথাবার্তা বললাম। তার মাথার উপরে থাকা পুরনো মেডিকেল বইয়ের শেল্‌ফ থেকে একটা বই তুলে নিতে সে আমাকে ভদ্রভাবে সাহায্যও করলো।

"তার দিকে যখন তাকালাম, হয়তো আমার মুখভঙ্গী বদলে গিয়েছিলো, আমি জানি না, তবে বুঝে গিয়েছিলাম এটাই সেটাই, আর সেও বুঝে গিয়েছিলো আমি বুঝে ফেলেছি। যদিও এখনও আমি আসল কারণটা জানি না। আমাকে এটা বের ক'রে নিতে হয়েছিলো। তো, আমি বিড়বিড় ক'রে কিছু বলে সেখান থেকে হলে চলে আসি। হলে একটা পেফোন ছিলো। আমি যখন পুলিশ সুইচবোর্ডে কথা বলছিলাম সে সার্ভিস ডোর দিয়ে পায়ে মোজা পরে আমার পেছনে চলে আসে। তার আসার ব্যাপারটা আমি একটুও শুনতে পাই নি। কেবল তার নিঃশ্বাসের শব্দ...তারপরেই।"

"তুমি কিভাবে জানতে পারলে?"

"আমার মনে হয় এক সপ্তাহ পরে হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে এটা আমি বের করতে পেরেছিলাম। ওটা ছিলো *উন্ডম্যান*—অনেক পুরনো চিত্রসম্বলিত একটা মেডিক্যাল বই। ওতে বিভিন্ন ধরণের যুদ্ধে আহত হবার ছবি আছে। সবটাই একটা মাত্র শরীরের। প্যাথলজিস্ট হিসেবে সার্ভিস কোর্স করার সময় ঐ বইটা আমি দেখেছিলাম। তার ষষ্ঠ শিকারের অবস্থাটা *উন্ডম্যান*-এর ছবির সাথে বেশ মিল ছিলো।"

"*উন্ডম্যান* বললে? কেবল এটাই তোমার মনে হয়েছিলো?"

"হ্যা, ঠিক তাই। এই বইটা যে আমি দেখেছিলাম সেটা কাকতালীয় ব্যাপার ছিলো। সৌভাগ্য বলতে পারো।"

"সৌভাগ্যই বটে।"

"তুমি যদি আমার কথা বিশ্বাস না করো তবে আমাকে এসব বালের প্রশ্ন করছো কেন?"

"এটা আমি শুনি নি।"

"বেশ ভালো। আমি সেটা বলতে চাই নি। যদিও এভাবেই ঘটনাটা ঘটেছিলো।"

"ঠিক আছে," স্প্রিংফিল্ড বললো। আমাকে কথাটা বলার জন্যে ধন্যবাদ। এরকম কথা আমার শোনা দরকার ছিলো।"

পারসন্সের দেয়া লোকটার বর্ণনা আর বেড়াল এবং কুকুরের তথ্যগুলো খুনির সম্ভাব্য পদ্ধতির একটা ইঙ্গিত বহন করছে : মনে হচ্ছে খুনি প্রথমে একজন মিটার রিডার সেজে ঐ বাড়িতে গেছে, তারপর পুরো পরিবারটাকে খুন করার আগে বাড়ির পোষা প্রাণী দুটোকে মেরেছে।

পুলিশের সমস্যাটা হলো, তারা তাদের তত্ত্বটি প্রচার করবে নাকি করবে না।

জনগণকে খুনির পদ্ধতি জানিয়ে সচেতন ক'রে পরবর্তী আক্রমণের ব্যাপারে সতর্ক ক'রে দেয়া—কিন্তু খুনিও হয়তো সেই খবরটা জেনে যাবে।

নিজের অভ্যাস বদলে ফেলবে সে।

পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ভাবলো এই তথ্যটি গোপন রাখাই বাঞ্ছনীয়। কেবল পোষা প্রাণী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোকে সতর্ক ক'রে দেয়া যেতে পারে, তাদের কাছ থেকে পোষা প্রাণীর কাটাছেঁড়ার ঘটনা রিপোর্ট করতেও বলা হবে।

তার মানে জণগনকে সতর্ক করা হবে না। এটা নীতিগত একটা প্রশ্ন, পুলিশ নিয়ে এ নিয়ে বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলো।

তারা শিকাগোর ডাঃ অ্যালান ব্লুমের সাথে আলোচনা করলো। ডাঃ ব্লুম বলেছেন খুনি যদি সতর্ক করার খবরটি পড়ে ফেলে তবে সে হয়তো তার পদ্ধতি বদলে ফেলবে। ডাঃ ব্লুম এ ব'লে সন্দেহ করলেন যে, খুনি পোষাপ্রাণী হত্যা করা বন্ধ করবে না। ঝুঁকি থাকলেও। মনোবিজ্ঞানী মহোদয় বলেছেন, পুলিশের হাতে পঁচিশ দিনের বেশি সময় নেই কাজ করবার জন্যে—পরবর্তী পূর্ণিমার আগপর্যন্ত, যা ২৫শে আগস্টে হবে।

জুলাইর ৩১ তারিখ সকালে পারসন্স তার বর্ণনা দেবার তিন ঘণ্টা পর, বার্মিংহাম এবং আটলান্টা পুলিশের সাথে টেলি-কনফারেন্সের মাধ্যমে ক্রফোর্ড একটা সিদ্ধান্তে এলো : পশুচিকিৎসকদের কাছে তারা প্রাইভেট বুলেটিন পাঠাবে, আর শিল্পীর আঁকা ছবিটা নিয়ে প্রতিবেশীদের মাঝে তিন দিন প্রচারণা চালাবে। এরপরই তথ্যটা জানানো হবে সংবাদপত্রগুলোতে।

এই তিন দিন, গ্রাহাম এবং আটলান্টার গোয়েন্দারা লিডস্‌দের বাড়ির আশেপাশে আঁকা ছবিটা লোকজনকে দেখিয়ে গেলো। তাদের আশা কেউ না কেউ চিনতে পারবে ছবির লোকটাকে।

অনেকেই দরজা খুলে তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকৃতি জানালো। রাতে নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে সে নতুন কোনো আইডিয়ার জন্যে ভাবলেও তার মাথায় কিছুই এলো না।

এরমধ্যে আটলান্টায় চারটা দূর্ঘটনাজনিত আহত হবার ঘটনা ঘটে গেলো। প্রাউলারের ফোনকল বেড়ে গেলো কয়েক গুন। আর অর্থহীন সব টিপসে ভরে উঠলো পুলিশ হেডকোয়ার্টারের বাস্কেট। ফ্লু'র মতো ছড়িয়ে পড়লো গুজব।

ক্রফোর্ড তৃতীয় দিন শেষে ওয়াশিংটন থেকে ফিরে এসেই গ্রাহামের বাড়িতে চলে এলো। তার পায়ের ভেজা মোজার দিকে দৃষ্টি গেলো তার।

"বেশ খাটুনি গেছে দেখছি?"

"সকাল সকাল স্কেচটা হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো," গ্রাহাম বললো।

"না, আজ রাতে খবরে ওটা যাবে। সারাদিন কি ঘুরে বেরিয়েছো?"

"আমি তো আর গাড়ি নিয়ে তাদের সবার আঙিনায় ঢুকতে পারি নি।"

"আমার মনে হয় না এই কাজে কোনো লাভ হবে," ক্রফোর্ড বললো।

"তাহলে তুমি আমার কাছ থেকে কি চাচ্ছো?"

"তোমার সেরা কাজ।" ক্রফোর্ড উঠে দাঁড়ালো। "খুব বেশি কাজের চাপ থাকলেও কখনও কখনও আমার কাছে সেটা মাদক গ্রহণ করার মতো মনে হয়। আমার মনে হয় তোমারও একই অবস্থা হয়।"

গ্রাহাম রেগে গেলো। অবশ্য ক্রফোর্ডের কথাটা ঠিক।

গ্রাহাম হলো প্রকৃতিগতভাবেই একজন অলস। সে নিজেও এটা ভলো ক'রে জানে।

অন্য আরো কিছু সে করতে পারতো, কয়েক দিন ধরেই সে এটা ভেবেছে। পূর্ণিমার আগপর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে পারে। অথবা সে এখই সেটা করতে পারে। তাতে হয়তো কিছুটা কাজে আসবে।

সে একটা মতামত চায়। খুবই অদ্ভুত একটা দৃষ্টিভঙ্গী শেয়ার করতে চাচ্ছে সে।

এটা তার মধ্যে রোলার কোস্টারের আচম্‌কা লাফিয়ে ওঠার মতোই উদয় হলো। নিজের পেটটা আনমনে ধরে গ্রাহাম কথাটা প্রায় উচ্চারণ করেই ফেললো।

"লেকটারের সাথে আমাকে দেখা করতে হবে।"

অধ্যায় ৭

চিজাপিক স্টেট হাসপাতালের চিফ অব স্টাফ ডাঃ ফ্রেডারিক চিলটন নিজের ডেস্ক থেকে উঠে এসে উইল গ্রাহামের সাথে হাত মেলালো।

"ডাঃ ব্লুম আমাকে গতকাল ফোন করেছিলেন, মিঃ গ্রাহাম—অথবা আমি কি আপনাকে ডাঃ গ্রাহাম বলে ডাকবো?"

"আমি ডাক্তার নই।"

"ডাক্তার ব্লুমের কাছ থেকে ফোন পেয়ে আমি খুশি হয়েছি। দীর্ঘদিন ধরে তার সাথে আমার পরিচয়। ঐ চেয়ারটায় বসুন।"

"আমরা আপনার সাহায্যের কথা মনে রাখবো, ডাঃ চিলটন।"

"সত্যি বলতে কি, কখনও কখনও আমার মনে হয় আমি ডক্টর লেকটারের সেক্রেটারি, তার রক্ষক নই," চিল্টন বললো। "তার কাছে আসা চিঠিগুলোই একটা বিশাল ঝামেলার ব্যাপার। আমার মনে হয় গবেষকদের কাছে লোকটা বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। আমি তার চিঠিপত্র সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টে ফ্রেমে ক'রে রাখতে দেখেছি। মাঝে মাঝে মনে হয় এই ক্ষেত্রের প্রত্যেক পিএইচডি ক্যানডিডেট তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে চায়। আপনাকে এবং ডাক্তার ব্লুমকে সহযোগীতা করতে পেরে আমিও খুশি।"

"আমি ডক্টর লেকটারের সাথে যতোটা সম্ভব একান্তে কথা বলতে চাই," গ্রাহাম বললো। "তাকে হয়তো আরেকবার দেখতে আসবো, অথবা ফোন করবো।"

চিলটন মাথা নেড়ে সায় দিলো। "ডক্টর লেকটার নিজের ঘরেই আছে, ওখানেই তাকে মুক্তভাবে রাখা হয়। তার ঘরের একটা দেয়াল ডাবল ক্যারিয়ার। সেটাই খোলা থাকে। গ্রিল দেয়া থাকে অবশ্য। আমি আপনাকে একটা চেয়ার দিতে পারি। চাইলে একটা পর্দাও দিতে পারি।

"আমি আপনাকে বলবো, ক্লিপ আর স্টেপল ছাড়া কাগজ ব্যতীত তাকে কোনো কিছু দেবেন না। পেন্সিল, কলম অথবা বাইন্ডার্স দেবেন না। তার কাছে ফেল্ট-টিপড কলম আছে।"

"আমি হয়তো তাকে এমন কিছু দেখাবো যাতে সম্ভবত সে উত্তেজিত বোধ করতে পারে," গ্রাহাম বললো।

"নরম কাগজের জিনিস হলে আপনি যা খুশি তাই দেখাতে পারেন। স্লাইডিংফুড ট্রে'র মাধ্যমে আপনি ওসব ওর কাছে পাঠাতে পারবেন। গৃল দিয়ে কিছু দেবেন না, নেবেনও না। ফুড ট্রে দিয়েই আপনার কাগজপত্র আপনাকে ফিরিয়ে দেবে সে। আমি

গটাতে বেশ জোর দিচ্ছি। ডাঃ ব্লুম এবং মিঃ ক্রফোর্ড আমাকে আশ্বস্ত করেছেন, আপনি আমার সাথে এ ব্যাপারে সহযোগীতা করবেন।"

"তাই করবো," গ্রাহাম বললো। কথাটা বলেই সে উঠে দাঁড়ালো।

"আমি জানি এ ব্যাপারটা নিয়ে আপনি উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন, মিঃ গ্রাহাম। আপনাকে আমি একটা কথা বলতে পারি, এটা আপনাকে বেশ আগ্রহী ক'রে তুলবে।

"আপনাকে এবং সবাইকে লেকটারের ব্যাপারে সতর্ক ক'রে দেয়াটা মনে হতে পারে উদারতা আর কৃতজ্ঞতার ব্যাপার। কিন্তু সে একেবারেই নিরস্ত্র। এখানে তাকে নিয়ে আসার পর একবছর ধরেই সে ভালো ব্যবহার ক'রে যাচ্ছে, থেরাপিও নিচ্ছে। আমাদের সাথে ভালো সহযোগীতা করছে সে। এর ফলে—এটা বিগত প্রশাসকদের আমলের কথা—তার চারপাশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিছুটা শিথিল করা হয়েছে।

"১৯৭৬ সালের ৮ই জুলাইয়ের বিকেলে, সে তার বুক ব্যথা করার কথা জানায়। তার ইলেক্ট্রোকার্ডিয়াম করার জন্যে সমস্ত বাধন খুলে ফেলা হয়। তার রক্ষীদের একজন সিগারেট খেতে বাইরে চলে গেলে অন্যজন যেই না একটু মুখ সরালো কয়েক মুহূর্তের জন্যে, কি আর বলবো...নার্স মেয়েটা খুবই শক্তিশালী ছিলো। কোনো রকম নিজের একটা চোখ বাঁচাতে পেরেছিলো বেচারি।

"আপনি হয়তো এটাতে খুব আগ্রহবোধ করতে পারেন।" চিলটন তার ড্রয়ার থেকে একটা টেপ নিয়ে ডেস্কের উপর রাখলো। আঙুল দিয়ে টেপের একটা জায়গা দেখিয়ে বললো, "এই যে, এক্সামিন টেবিলে এটা ছিলো। পাল্‌স বাহাত্তর। সে নার্সের মাথাটা ধরে যখন কামড়ে দেয়, এ্যাটেন্ডান্টকে যখন ধরাশয়ী করে তখনও তার পাল্‌স পঁচাশির বেশি ছিলো না। এমন কি নার্সের জিভটা ছিঁড়ে ফেলার সময়ও এর চেয়ে বেশি ওঠে নি।"

চিলটন গ্রাহামের মুখে কোনো ভাবান্তরই দেখতে পেলো না। সে নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে ব'সে আছে। আল্‌তো ক'রে গাল চুলকালো কেবল।

"আপনি জানেন, লেকটারকে যখন প্রথম ধরা হলো তখন আমরা ভেবেছিলাম যে হয়তো আমাদের জন্যে সোশিওপ্যাথ সম্পর্কে গবেষণার একটা সুযোগ ক'রে দেবে," চিলটন বললো, "এরকম একজনকে জীবিত অবস্থায় ধরাটা বিরল ব্যাপার। লেকটার খুবই যুক্তিবাদী, খুবই স্পর্শকাতর; তার মনোবিজ্ঞানের উপর প্রশিক্ষণ রয়েছে...সে একজন গণহত্যাকারী। তাকে দেখে মনে হয় সে খুব সহযোগীতা পরায়ণ। আমরা তাকে এ ধরণের অস্বাভাবিকতার ব্যাপারে একটা জানালা হিসেবেই গণ্য করি।

"কিন্তু দেখা গেলো, তাকে এখানে নিয়ে আসার সময় সে যেমন ছিলো, আজ পর্যন্তও তেমনি আছে। দুর্বোধ্য। একটুও বোঝা যায় না। আপনি কি লেকটারের সাথে কখনও কথা বলেছেন?"

"না। আমি তাকে দেখেছিলাম...যখন তাকে কোর্টে নিয়ে আসা হয়। ডাঃ ব্লুম জার্নালে তার আর্টিকেলগুলো আমাকে দেখিয়েছেন," গ্রাহাম বললো।

"তাহলে তার সম্পর্কে ভালোই জানেন। সে আপনাকে ভাবনার খোরাক ভালোই দিয়েছে।"

"তার সাথে আপনি কয়টি সেশন কাটিয়েছেন?"

"বারোটি। সে অপ্রবেশ্য। তাকে নিয়ে পরীক্ষা করতে গেলে ফল ভালো হয় না। এডওয়ার্ড ফ্রাবার, এমনকি ডাঃ ব্লুম নিজেও তাকে নিয়ে নাকানি চুবানি খেয়েছেন। তাদের নোট আমার কাছে আছে। তাদের কাছেও সে একটা প্রহেলিকা। সে কি ভাবছে, মুখে যা বলছে মনে মনে সেটা ভাবছে কিনা বোঝা একদম অসম্ভব। অবশ্য, *দি আমেরিকান জার্নাল অব সাইকিয়াট্রি* এবং *দ্য জেনারেল আর্কাইভ*-এ সে বেশ ভালো কিছু লেখা দিয়েছে। কিন্তু সেগুলো এমন সব সমস্যা নিয়ে যা তার নিজের মধ্যে নেই। আমার মনে হয়, সে এই ভেবে ভয় পায় যে, তাকে যদি আমরা বুঝে ফেলি তবে তার ব্যাপারে আর আগ্রহ দেখাবো না। এই জেলে পচে পচে মরবে সারাটা জীবন।"

চিলটন একটু থামলো। আঁড়চোখে গ্রাহামের দিকে তাকালো সে। তার বিশ্বাস গ্রাহাম এটা খেয়াল করে নি।

"আমরা একমত, তাকে আপনি অনেকের চেয়ে ভালো বোঝেন। মিঃ গ্রাহাম, আপনি কি তার সম্পর্কে আমাকে কিছু জানাবেন?"

"না।"

"কিছু স্টাফ এ নিয়ে খুব আগ্রহী : আপনি যখন লেকটারের হাতে খুন হওয়া লোকদের দেখেছেন, তখন কি আপনি লেকটারের ফ্যান্টাসিগুলো বুঝতে পেরেছিলেন? এটা কি তাকে ধরার ব্যাপারে আপনাকে কোনো সাহায্য করেছে?"

গ্রাহাম কোনো জবাব দিলো না।

"এরকম জিনিসের অনেক ঘাটতি আছে আমাদের। *দ্য জার্নাল অব এ্যাবনরমাল সাইকোলজি*'তে একটা জিনিস আছে। কিছু স্টাফের সঙ্গে কথা বলবেন কি—না, না, এই ট্রিপে না—এ ব্যাপারে ডাঃ ব্লুম আমাকে বেশ ভালো মতোই বলেছেন। আমরা আপনাকে একাই রেখে যাবো। পরের ট্রিপে আর কি।"

ডাঃ চিলটন অনেক শত্রুতাবাপন্ন আচরণ দেখেছে। ঠিক এই মুহূর্তে সে সেরকম কিছুই দেখছে।

উঠে দাঁড়ালো গ্রাহাম। "আপনাকে ধন্যবাদ, ডাক্তার। আমি এখনই লেকটারকে দেখতে চাচ্ছি।"

ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি সেকশনের লোহার দরজাটা গ্রাহামের পেছনে বন্ধ হয়ে গেলো। দরজাটার খিড়কি লাগার শব্দ শুনতে পেলো সে।

গ্রাহাম জানে সকালের বেশিরভাগ সময় লেকটার ঘুমিয়ে কাটায়। করিডোরের দিকে তাকালো। এখান থেকে লেকটারের সেলটা দেখা যাচ্ছে না। তবে শেষ মাথায় মৃদু আলোর সেলটার প্রতিফলিত আলো সে দেখতে পাচ্ছে।

গ্রাহাম চাচ্ছে ডক্টর লেকটার যেনো ঘুমিয়ে থাকে।

নিজের পায়ের শব্দ আড়াল করার জন্যে সে তার সামনে দিয়ে একটা চাকাওয়ালা খাওয়ার গাড়ি ঠেলতে থাকা আরদার্লির পেছন পেছন এগোতে লাগলো। ডক্টর লেকটারকে ফাঁকি দেয়াটা খুব কঠিন কাজ।

হলের একপাশে সারি সারি সেল। প্রতিটি সেলের সম্মুখভাগ লোহার গৃল দিয়ে আঁটকানো। গৃলের পরে, ধরাছোয়ার বাইরে, ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত নাইলনের জাল লাগানো। গৃলের ফাঁক দিয়ে গ্রাহাম দেখতে পেলো টেবিল-চেয়ারগুলো মেঝেতে বোল্ট দিয়ে আঁটকানো। টেবিলে নরম মলাটের বইয়ের স্তুপ আর চিঠিপত্র। গৃলের কাছে গিয়ে তার উপর হাত রাখতেই হাতটা আবার সরিয়ে ফেললো গ্রাহাম।

ডক্টর হ্যানিবাল লেকটার তার খাটে শুয়ে আছে। বালিশে মাথা, আর বুকের উপর আলেকজান্ডার দুমার *লো গ্র্যাঁ দিকশোনেয়া দ্য কুইজিন।*

গ্রাহাম মাত্র পাঁচ সেকেন্ড গৃলের ফাঁক দিয়ে লেকটারের দিকে তাকিয়েছে, অমনি সে চোখ খুলে ফেলে বললো, "ঠিক এই জঘন্য আফটার শেভটাই তুমি আদালতে যখন এসেছিলে তখন ব্যবহার করেছিলে।"

"এটা আমি ক্রিসমাসের সময় উপহার পাই।"

ডক্টর লেকটারের চোখ দুটো মেরুন রঙের। আর তাতে লাল আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। গ্রাহাম টের পেলো তার শরীরের সমস্ত পশম খাড়া হয়ে গেছে। সে তার হাতটা পেছনে নিয়ে নিলো।

"ক্রিসমাস, হ্যা," লেকটার বললো। "তুমি কি আমার কার্ডটা পেয়েছো?"

"পেয়েছি। ধন্যবাদ আপনাকে।"

এফবিআই'র ক্রাইম ল্যাবরেটরি থেকে লেকটারের কার্ডটা গ্রাহামের কাছে পাঠানো হলে বাড়ির পেছনে নিয়ে গিয়ে সে ওটা পুড়িয়ে ফেলে। মলিকে স্পর্শ করার আগে নিজের হাতটাও ধূয়ে নিয়েছিলো সে।

ডক্টর লেকটার উঠে টেবিলের কাছে এলো। ছোটোখাটো, শক্তসামর্থ্য একজন লোক। খুবই পরিপাটী। "তুমি বসছো না কেন, উইল? আমার মনে হয় হলের ওখানে ক্লোসেটে কিছু ফোল্ডিং চেয়ার আছে।"

"আরদার্লি নিয়ে আসছে।"

গ্রাহাম বসার আগপর্যন্ত লেকটার বসলো না। "অফিসার স্টুয়ার্ট কেমন আছে?" সে জানতে চাইলো।

"স্টুয়ার্ট ভালোই আছে," অফিসার স্টুয়ার্ট ডক্টর লেকটারের বেসমেন্ট দেখার পর আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। একটা মোটেলে উঠেছে সে। গ্রাহাম এটা বললো না। লেকটারের কাছ থেকে কোনো মেইল পেলে স্টুয়ার্ট যে খুশি হবে না সেটা সে জানে।

"দুর্ভাগ্যজনক যে, তার আবেগীয় সমস্যাগুলোই তার সবচাইতে ভালো দিক। আমার মনে হয় সে খুবই সম্ভাবনাময় তরুণ অফিসার। তোমার কি কখনও সমস্যা হয়েছিলো, উইল?"

"না।"

"অবশ্যই তোমার হবে না।"

গ্রাহাম টের পেলো লেকটার তার মাথার পেছন দিকে তাকাচ্ছে। তার মনোযোগ এমনই যেনো উড়ন্ত কোনো মাছি দেখছে সে।

"আমি খুশি হয়েছি, তুমি এসেছো। কতো দিন হলো, তিন বছর? আমার সেলের সবাই পেশাদার। ব্যানাল একজন ক্লিনিক্যাল মনোবিজ্ঞানী। পেন্সিল চোষারা নিজেদের মেয়াদ রক্ষা করার চেষ্টা করছে জার্নালে টুকটাক লেখার মাধ্যমে।"

"ডাক্তার ব্লুম আপনার লেখা *দ্য জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রি*'তে প্রকাশিত আর্টিফেলগুলো আমাকে দেখিয়েছেন।"

"আর?"

"খুবই ইন্টারেস্টিং, এমন কি একজন অদক্ষ লোকের কাছেও।"

"অদক্ষ লোক...অদক্ষ লোক। ইন্টারেস্টিং টার্ম," লেকটার বললো। "অনেক শিক্ষিত লোক এসব পড়ে। অনেক এক্সপার্ট সরকারী অনুদান পায়। আর তুমি বলছো, তুমি একজন অদক্ষ। কিন্তু তুমিই তো আমাকে ধরেছো, তাই নয় কি, উইল? তুমি কি জানো কিভাবে তুমি ওটা করেছো?"

"আমি নিশ্চিত লেখাগুলো পড়েছেন। এসব লেখা ওখানে ছিলো।"

"না, ছিলো না। তুমি কি জানো, ওটা কিভাবে করেছো, উইল?"

"ট্রান্সক্রিপ্টে আছে। তাতে এখন কিছুই যায় আসে কি?"

"আমার কাছে এটা আর কিছু যায় আসে না। উইল।"

"আমি চাই আপনি আমাকে সাহায্য করবেন, ডক্টর লেকটার।"

"হ্যা, আমিও তাই মনে করি।"

"এটা আটলান্টা এবং বার্মিংহামের ব্যাপার।"

"হ্যা।"

"এ ব্যাপারে আপনি পড়েছেন, আমি নিশ্চিত।"

"পত্রিকায় পড়েছি। ওগুলো কেটে রাখতে পারি নি। তারা আমাকে কেঁচি দেয় না। মাঝেমধ্যে তারা আমাকে আমার বইপত্র কেড়ে নেয়ার হুমকি দেয়। আমি চাইবো না তারা ভাবুক আমি বিষাদগ্রস্ত কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকি।" সে হেসে ফেললো। ডক্টর লেকটারের দাঁত ছোটো ছোটো আর ঝকঝকে সাদা। "তুমি জানতে চাচ্ছো, সে কিভাবে ওদেরকে বেছে নেয়, তাই না?"

"আমার মনে হয় এ সম্পর্কে আপনার কাছে কিছু আইডিয়া আছে। আমি আপনাকে বলবো, আমাকে সেগুলো জানান।"

"কেন জানাবো?"

গ্রাহাম জানতো এই প্রশ্নটা করা হবে।

"কিছু জিনিস আছে যা আপনার কাছে নেই," গ্রাহাম বললো। "গবেষণার ফলাফল। ফিল্ম স্টৃপ ইত্যাদি। আমি চিফ অব স্টাফের সাথে কথা বলবো।"

"চিলটন। তুমি এখানে আসার সময়ই তো তাকে দেখেছো। মজার, তাই না? আমাকে সত্য কথাটা বলো, সে তোমার পেছনে আঠার মতো লেগে ছিলো না? অনেক কিছু জানতে চায় সে। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, তবে সে আমাকে থেমাটিক অ্যাপ্রিসিয়েশন টেস্ট দেবার চেষ্টা করেছিলো। চেশায়ার বেড়ালের মতো ওখানে বসে বসে অপেক্ষা করেছে সে এম.এফ-১৩ পাওয়ার আশায়। হ্যা। ক্ষমা করবে, ভুলে গেছিলাম, তুমি ওদের মধ্যে পড়ো না। এটা একটা কার্ড, যাতে বিছানায় একটা মেয়ে আর মাটিতে একটা লোক আছে। আমি সেক্সুয়াল ইন্টারপ্রেটেশন এড়িয়ে গেছি। আমি হেসে ফেললে সে রেগেমেগে সবাইকে বলে বেরিয়েছে আমি বন্দী অবস্থায় গ্যান্সার সিন্ড্রোম এড়িয়ে চলছি—বাদ দাও, এটা খুবই বিরক্তিকর।"

"আপনি এ.এম.এ ফিল্মস্টৃপ লাইব্রেরিতে প্রবেশ করতে পারবেন।"

"আমার মনে হয় না আমি যা চাই তুমি সেটা আমাকে দিতে পারবে।"

"বলেই দেখুন না।"

"আমি একটু ভালোভাবে পড়তে চাই।"

"আপনি এই কেসের ফাইলটা দেখতে পাবেন। আরেকটা কারণ আছে।"

"বলো।"

"আমার মনে হয় আপনি এটা জানতে আগ্রহী হয়ে উঠবেন যে, ঐ লোকটা আপনার তুলনায় কতোটা স্মার্ট।"

"তাহলে তুমি মনে করো তুমি আমার চেয়ে বেশি স্মার্ট, যেহেতু তুমি আমাকে ধরেছো।"

"না। আমি জানি আমি আপনার চেয়ে বেশি স্মার্ট নই।"

"তাহলে আমাকে তুমি ধরলে কিভাবে, উইল?"

"আপনার কিছু সমস্যা রয়েছে।"

"কি সমস্যা?"

"আপনি একজন উন্মাদ।"

"তোমার চামড়া তামাটে হয়ে গেছে, উইল।"

গ্রাহাম কোনো জবাব দিলো না।

"তোমার হাতটা রুক্ষ হয়ে গেছে। ওগুলো দেখে পুলিশের হাত ব'লে মনে হয় না। শেভিং লোশন এমন জিনিস যা বাচ্চারাই বেছে নেবে। ঐ বোতলে একটা জাহাজের ছবি আছে না?" ডক্টর লেকটার খুব কমই নিজের মাথাটা উঁচু ক'রে রাখে। কোনো প্রশ্ন করার সময় সে মাথাটা তুলে থাকে, যেনো অন্যের মুখের কৌতুহলটা আরো জাগিয়ে তোলা যায়। একটু চুপ থেকে লেকটার বললো, "আমার বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নাসিকতা ব্যবহর ক'রে আমাকে পটানোর চেষ্টা করবে না।"

"আমার মনে হয় না আমি সেটা করবো। হয় আপনি এটা করবেন, না হলে করবেন না। ডাঃ ব্লুম এ ব্যাপারে কাজ ক'রে যাচ্ছেন। তিনি হলেন সবচাইতে—"

"তোমার সঙ্গে কি ফাইলটা আছে?"

"হ্যা, আছে।"

"ছবিগুলো?"

"হ্যা।"

"ওগুলো আমাকে দাও, তারপর ভেবে দেখবো।"

"না।"

"তুমি কি খুব বেশি স্বপ্ন দ্যাখো, উইল?"

"গুডবাই, ডক্টর লেকটার।"

"তুমি এখন পর্যন্ত আমার বইপত্র কেড়ে নেয়ার হুমকি দাও নি।"

গ্রাহাম চলে যেতে উদ্যত হলো।

"তাহলে ফাইলটা আমাকে দাও। আমি তোমাকে বলবো আমার ভাবনার কথা।"

স্লাইডিং ট্রে দিয়ে ফাইলটা দিয়ে দিলো গ্রাহাম।

"সবার উপরে একটা সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন আছে। এটা আপনি এখনই পড়তে পারেন," গ্রাহাম বললো।

"আমি যদি এটা একান্তে পড়ি তবে কি তুমি কিছু মনে করবে? আমাকে একঘণ্টা সময় দাও।"

লাউঞ্জের মৃদু আলোতে একটা প্লাস্টিকের সোফায় ব'সে গ্রাহাম অপেক্ষা করলো। আরদার্লিরা কফি নেবার জন্যে এলেও কারো সাথেই কথা বললো না সে। দু'দুবার বাথরুমে গেলো। তার নিজেকে অসাড় অসাড় লাগছে।

আবারো তাকে ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি সেকশনে যেতে হলো।

লেকটার তার টেবিলে ব'সে আছে। তার দু'চোখে ভাবনা খেলে যাচ্ছে। গ্রাহাম জানে সে বেশিরভাগ সময়ই ছবিগুলো দেখেছে।

"ছেলেটা খুবই লাজুক, উইল। তার সাথে দেখা করতে ইচ্ছে করছে...তুমি কি এটা বিবেচনায় নিয়েছো তার শারীরিক বিকৃতি আছে? অথবা সে ভাবে সে শারিরীকভাবে বিকৃত?"

"আয়নার কথা বলছেন?"

"হ্যা। খেয়াল করেছো, সবগুলো আয়নাই ভেঙে ফেলে সে। এটা এজন্যে নয় যে, আয়নার টুকরোগুলো ওর দরকার। সে কেবল আয়না ভাঙার জন্যে আয়না ভাঙে না। ভাঙা আয়নায় সে নিজেকে দেখে। তাদের চোখে—মিসেস জ্যাকোবি এবং...অন্য নামটা যেনো কি?"

"মিসেস লিড্‌স।"

"হ্যা।"

"এটা খুবই ইন্টারেস্টিং," গ্রাহাম বললো।

"এটা মোটেও 'ইন্টারেস্টিং' নয়। তুমি এটা আগেই ভেবেছিলে।"

"আমি এটা বিবেচনায় নিয়েছিলাম।"

"তুমি এখানে এসেছো আমাকে দেখতে। পুরনো গন্ধটা কেবল একটু পেতে। তাই না? তুমি তোমার নিজের গন্ধ শুঁকো না কেন?"

"আমি আপনার মতামত জানতে চাই।"

"এ মুহূর্তে দিতে পারছি না।"

"যখন পারবেন, তখনই দেবেন।"

"ফাইলটা কি আমি রেখে দিতে পারি?"

"সেটা এখনও ভেবে দেখি নি," গ্রাহাম বললো।

"এখানে গ্রাউন্ডের কোনো বর্ণনা নেই কেন? বাড়িটার সামনের অংশ দেখা যাচ্ছে। ঘরবাড়ির ফ্লোর-প্ল্যান, ডায়াগ্রাম। যেসব ঘরে হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটেছে আর কি। কিন্তু গ্রাউন্ডের কোনো উল্লেখ নেই। আঙিনাগুলো দেখতে কেমন?"

"পেছনের আঙিনাগুলো বেশ বড়, চার দিকে বেড়া দেয়া। কেন?"

"কারণ, মাইডিয়ার উইল, এই মুশাফির যদি চাঁদের সাথে বিশেষভাবে জড়িয়ে থাকে, তাহলে সে বাইরে যাবে সেটা দেখার জন্যে। নিজেকে পরিষ্কার করার আগে। বুঝতে পেরেছো। পূর্ণিমাতে কি রক্ত দেখেছো, উইল? ওটা দেখতে একেবারে কালো দেখায়। কেউ যদি নগ্ন থাকে তাহলে এধরণের জিনিসের জন্যে আউটডোর প্রাইভেসির দরকার হবে। প্রতিবেশীকে কিছু দেখানোর কথাও ভাববে সে। হুমমম?"

"আপনি মনে করছেন সে শিকার বেছে নেয়ার সময় বাড়ির আঙিনাগুলো একটা বিবেচ্য বিষয় থাকে?"

"হ্যা। আরো শিকার হবে, মনে রাখবে। আমার কাছে ফাইলটা রেখে যাও, উইল। আমি পড়ে দেখবো। তোমার কাছে আরো ফাইল থাকলে সেগুলোও দেখতে চাইবো। তুমি আমাকে ফোন করতে পারো। মাঝে মাঝে, খুব বিরল সময়ে আমার আইনজীবি ফোন করলে তারা আমার কাছে ফোন এনে দেয়। অবশ্য তারা আঁড়িপেতে সব কথাই শোনে। তুমি কি তোমার বাসার নাম্বারটা আমাকে দেবে?"

"না।"

"তুমি জানো আমাকে কিভাবে তুমি ধরেছো, উইল?"

"গুডবাই, ডক্টর লেকটার। ফাইলে একটা নাম্বার আছে, ঐ নাম্বারে আপনি আমার জন্যে মেসেজ রেখে দিতে পারেন।" গ্রাহাম হাটতে শুরু করলো।

"তুমি জানো আমাকে কিভাবে তুমি ধরেছিলে?"

গ্রাহাম লেকটারের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো।

"আমরা দু'জন একই রকম, সে কারণেই তুমি আমাকে ধরতে পেরেছো।" লোহার দরজাটা দিয়ে বের হবার সময় কেবল এ কথাটিই গ্রাহাম শুনতে পেলো। তার সমস্ত শরীরটা যেনো অসাড় হয়ে গেছে। মাথা নীচু ক'রে হেটে গেলো সে, কারো সাথে কোনো কথা বললো না। নিজের রক্তপ্রবাহের শব্দ যেনো শুনতে পাচ্ছে। বাইরের দৃশ্যটা খুব কাছের ব'লে মনে হচ্ছে তার কাছে। ওটা কেবল একটা বিল্ডিং। লেকটার আর বাইরের এই পরিবেশের মাঝে মাত্র পাঁচটি দরজা। লেকটার তার সাথে হেটে রাস্তায় চলে এসেছে, এরকম অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে তার। চারপাশে তাকিয়ে দেখলো সে। নিজেকে আশ্বস্ত করলো, একাই আছে।

রাস্তার অপর পাড়ে একটা গাড়ি, তার লংলেন্স জানালার কাঁচের বাইরে উঁকি মারছে। ফ্রেডি লাউন্ডস গ্রাহামের চমৎকার একটা ছবি তুলতে সক্ষম হলো, যার মাথার উপর লেখাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে : 'চিজাপিক স্টেট হাসপাতাল, অপরাধজনিত উন্মাদদের জন্যে।'

ন্যাশনাল ট্যাটলার গ্রাহামের মুখের ছবি আর শেষ দুটো শব্দ তাদের ছবিটাতে ঠাঁই দিলো।

অধ্যায় ৮

গ্রাহাম চলে যাবার পর ডক্টর হ্যানিবাল লেকটার সেলের বাতি নিভিয়ে খাটে শুয়ে পড়লো। কয়েক ঘণ্টা কেটে গেলো এভাবে।

কিছুক্ষণ সে নিজের বালিশের সূতার ভাঁজ নিয়ে ভাবলো।

তারপর গন্ধ; নিজের মনে সেটা ঢুকিয়ে খেলতে শুরু করলো সে। কিছু বাস্তবিক, আর কিছু বাস্তবিক নয়। তারা ড্রেনে ক্লোরেক্স দিয়েছে। হলের দিকে তারা মরিচ বিতরণ করছে। গ্রাহাম তাকে তার বাসার ফোন নাম্বার দেয় নি। ককলবার আর চা পাতার সবুজ কটু গন্ধ।

লেকটার উঠে দাঁড়ালো। লোকটা হয়তো বেশ ভদ্রগোছের। ইলেক্ট্রিক ঘড়ির উষ্ণ পিতলের গন্ধের মতো লাগছে তার এই চিন্তাটা।

বার কয়েক চোখ পিট পিট করলো লেকটার। তার ভুরু জোড়াও কপালে উঠে গেলো। বাতি জ্বালিয়ে সে চিলটনকে একটা চিরকূট লিখলো তার কাউন্সেলরকে ফোন করার জন্যে যে তার একটা ফোনের দরকার।

নিজের উকিলের সাথে একান্তে কথা বলার অধিকার তার রয়েছে। এই অধিকারটি সে অপ্যবহার করে নি। যেহেতু চিলটন তাকে ফোনের কাছে যেতে দেয় না, তাই তার কাছেই ফোন নিয়ে আসা হয়।

দু'জন রক্ষী ফোনটা নিয়ে এলো। একজন গার্ডের হাতে চাবি আরেকজনের হাতে এক ক্যান মরিচের স্প্রে।

"নিজের সেলের দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে দাঁড়ান, ডক্টর লেকটার। আমি তালা মেরে যাবার আগে যদি ঘুরে দাঁড়ান, কিংবা গৃলের কাছে আসার চেষ্টা করেন, আমি আপনার মুখে মরিচের স্প্রে দিতে বাধ্য হবো। বুঝেছেন?"

"অবশ্যই," লেকটার বললো। "টেলিফোন নিয়ে আসার জন্যে তোমাদেরকে ধন্যবাদ।"

শিকাগো ইনফর্মেশন তাকে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ এ্যালান ব্লুমের নাম্বারটা দিলে সাইকিয়াট্রিক ডিপার্টমেন্টের সুইচবোর্ডে ফোন করলো সে।

"আমি ডাঃ এ্যালান ব্লুমকে একটু চাচ্ছিলাম।"

"আমি নিশ্চিত নই তিনি আজ অফিসে এসেছেন কিনা, তবে আমি সংযোগ দিয়ে দিচ্ছি।"

"একটু দাঁড়ান, তার সেক্রেটারির নামটা আমি ভুলে গেছি।"

"লিন্ডা কিং।"

"ধন্যবাদ আপনাকে।"

ফোনটা তোলার আগে আরেকবার রিং হলো।

"লিন্ডা কিংয়ের ডেস্ক থেকে বলছি।"

"হাই লিন্ডা?"

"লিন্ডা শনিবার আসে না।"

ডক্টর লেকটার কথাটা মনে রাখলো। "হয়তো আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। আমি ব্লেইন এ্যান্ড এডওয়ার্ডস পাবলিকেশন্স থেকে বব গৃয়ার বলছি। ডাঃ ব্লুম আমাদেরকে ওভারহোলসারের *দ্য সাইকিয়াট্রিস্ট এ্যান্ড দ্য ল* বইটি পাঠাতে বলেছেন উইল গ্রাহামকে, লিন্ডা আমাদের কাছে তার বাসার নাম্বারটা দেবার কথা বলেছিলো, কিন্তু নাম্বারটা তো এখন পর্যন্ত দিলো না।"

"আমি তো গ্রাজুয়েট এ্যাসিসটেন্ট, এসব আমি জানি না, লিন্ডা সোমবার—"

"পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাকে ফেডারেল এক্সপ্রেসে বইটা পাঠাতে হবে। এই সামান্য জিনিসটার জন্যে ডাঃ ব্লুমের বাড়িতে ফোন করাটা ঠিক হবে না, যেহেতু তিনি লিন্ডাকে ঠিকানাটা দিয়ে দিতে বলেছেন অনেক আগেই। আমি চাই না লিন্ডা তার কাছ থেকে বকুনি খাক। ঠিকানাটা তার ডেস্কেই আছে। আপনি যদি ঠিকানাটা আমাকে পড়ে শোনান, তবে আমি আপনার বিয়েতে নাচবো।"

"এরকম কিছু তো দেখছি না।"

"পাশের একটা ড্রয়ারে দেখুন না, ওখানে হয়তো আছে।"

"হ্যা, পেয়েছি।"

"ঝটপট ওটা আমাকে জানিয়ে দিন, আমি আর আপনার সময় নষ্ট করবো না।"

"নামটা যেনো কি বললেন?"

"গ্রাহাম। উইল গ্রাহাম।"

"ঠিক আছে। তার বাসার নাম্বারটা হলো ৩০৫ জে.এল ৫-৭০০২।"

"আমার তো তার বাড়ির ঠিকানাটা দরকার।"

"এখানে তার বাড়ির ঠিকানা নেই।"

"ওখানে আছে কি?"

"ফেডারেল বুরো অব ইনভেস্টিগেশন, দশ পেনসিলভানিয়া, ওয়াশিংটন ডি.সি। পোস্ট অফিস বক্স ৩৬৮০, ম্যারাথন, ফ্লোরিডা।"

"চমৎকার। আপনি আসলে মানুষ না, পরী।"

"ধন্যবাদ।"

লেকটারের খুব ভালো লাগছে। অন্য কোনো সময় সে ফোন ক'রে গ্রাহামকে অবাক ক'রে দেবে। আর ঐ লোকটা যদি ভদ্রগোছের না হয়ে থাকে তবে সে হয়তো হাসপাতাল-সাপ্লাই থেকে গ্রাহামকে একটা কলোস্টমি ব্যাগ পাঠিয়ে দেবে পুরনো দিনের খাতিরে।

অধ্যায় ৯

দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে সাতশো মাইল দূরে, সেন্ট লুইয়ের গেটওয়ে ফিল্ম ল্যাবটেরির ক্যাফেটেরিয়ায় ফ্রান্সিস ডোলারাইড হ্যামবার্গারের জন্যে অপেক্ষা করছে। ক্যাশ রেজিস্টারের পাশের টেবিলে ব'সে কফিতে চুমুক দিচ্ছে সে।

লাল-চুলের এক তরুণী ল্যাবরেটরির এ্যাপ্রোন পরে ক্যাফেটেরিয়ায় ঢুকে ক্যান্ডি মেশিনটা নেড়েচেড়ে দেখলো। ফ্রান্সিস ডোলারাইডের পেছনটা বার কয়েক দেখে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরলো সে। শেষমেষ তার কাছে এসে বললো, "মি: ডি?"

ডোলারাইড ঘুরে তাকালো। ডার্করুমের বাইরে সে সব সময়ই লাল গগল্‌স পরে থাকে। সেই গগল্‌সের নোজপিসের দিকে চেয়ে আছে মেয়েটা।

"আপনি কি আমার সাথে কিছুক্ষণ বসবেন? আমি আপনাকে কিছু বলবো।"

"কি বলবে, এলিন?"

"আমি খুব দুঃখিত। সে খুবই মাতাল ছিলো, আর আপনি তো জানেনই, সব সময় সে ভাঁড়ামো ক'রে বেড়ায়। বুঝেশুনে কিছু বলে নি। প্লিজ আসুন, একটু বসি। আসবেন কি?"

"উমমম।" ডোলারাইড কখনও 'হ্যা' বলতে পারে না, যেহেতু 'এস' বর্ণটা উচ্চারণ করতে তার সমস্যা হয় আর *হ্যা*'র ইংরেজি শব্দ ইয়েস-এ 'এস' অক্ষরটা রয়েছে তাই।

তারা বসলো। মেয়েটা হাতে একটা রুমাল নিয়ে মোচড়াচ্ছে।

"পার্টিতে সবাই বেশ আনন্দ-ফূর্তি করেছে, আপনি আসাতে খুশি হয়েছি আমরা," সে বললো। "অনেক খুশি হয়েছি। অবাকও হয়েছি, বলতে পারেন। আপনি তো জানেন, বব কেমন, সব সময় বেশি কথা বলে—তার উচিত রেডিওতে কাজ করা। জোক বলা, একেবারে নিগ্রোদের মতো কথা বলতে পারা ছাড়াও দু'তিন রকম আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে পারে সে। অন্য মানুষের কণ্ঠও নকল করতে পারে। যখন ওরকম কথা বলে তখন সে এটা কাউকে কষ্ট দেবার জন্যে করে না। এতোটাই মাতাল থাকে যে, কাকে কি বলছে জানে না।"

"তারা সবাই হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছিলো তারা...তারপর আর তারা হাসে নি।" ডোলারাইড বলতে পারে না 'স্টপ,' কারণ 'এস' বর্ণটি।

"বব তখন বুঝতে পেরেছিলো সে কি করেছে।"

"তারপরও সে ওসব বলে গেছে।"

"আমি জানি," মেয়েটা বললো। রুমাল থেকে চোখ সরিয়ে তার গগল্‌সের দিকে আবার তাকালো। "এটাও আমি তাকে বলেছি। সে বলেছে, কোনো কিছু

মিন করে সে বলে নি। সে কেবল জোক করার চেষ্টা করেছিলো। আপনি তো দেখেছেনই, তার মুখটা কেমন লাল হয়ে গিয়েছিলো।"

"সে আমাকে তার সাথে ডুয়েট করার জন্যেও বলেছে।"

"সে আপনাকে জড়িয়ে ধরেছিলো, চাচ্ছিলো আপনি তার জোক শুনে হাসুন, মিঃ ডি।"

"আমি তো হেসেছিলাম, এলিন।"

"ববের খুব খারাপ লাগছিলো।"

"তো, আমি চাই নি তার খারাপ লাগুক। আমার যদি ববের মতো প্রতিভা থাকতো আমিও জোক...করতাম সবসময়।" জোকের বহুবচনটা এড়িয়ে গেলো ডোলারাইড, কারণ 'এস' বর্ণের উপস্থিতি। "অচিরেই আমাদের আবার দেখা হবে। তাকে বুঝতে হবে আমার কেমন লাগছিলো।"

"ভালো। মিঃ ডি, আপনি বুঝতে পেরেছেন সে সবসময়ই ঠাট্টাতামাশা করে। তবে সে খুব স্পর্শকাতর ব্যক্তি।"

"আমি বাজি ধরে বলতে পারি। আমার ধারণা সে বেশ চমৎকার।" ডোলারাইডের কণ্ঠটা তার হাতের কারণে চাপা পড়ে গেলো। যখন সে কোথাও বসে তখন সে তার বুড়ো আঙুলটা নাকের নীচে চেপে রাখে।

"কি বললেন?"

"আমার মনে হয়, তার জন্যে তুমি খুব ভালো, এলিন।"

"আমিও তাই মনে করি। আসলেই। সে কিন্তু সবসময় মদ খায় না, কেবল সপ্তাহান্তে একটু রিলাক্স হবার জন্যে খায়। তার বউ আমাকে ফোন করে। তার বউয়ের সাথে আমি যখন কথা বলি তখন সে ভেংচি কাঁটতে থাকে। তবে এরপর যে সে নিজের ভুল বুঝতে পারে সেটা আমি জানি। একজন মেয়ে সেটা বুঝতে পারে।" সে ডোলারাইডের হাতের উপর হাত রাখলে গগল্‌স থাকা সত্ত্বেও বুঝতে পারলো তার চোখ দুটো কেঁপে উঠছে। "ঘাবড়াবেন না, মিঃ ডি। আমি খুশি হয়েছি আপনি আমার সাথে বসে কথা বললেন ব'লে।"

"আমিও, এলিন।"

মেয়েটার চলে যাওয়া দেখলো ডোলারাইড। তার হাটুর পেছনে চুমুর দাগ। সে সত্যিকারভাবেই বুঝতে পারলো যে, এলিন তার কথায় মোটেও খুশি হয় নি। কেউই আসলে তার কথায় খুশি হয় না।

বড়সড় ডার্করুমটা শীতল আর কেমিক্যালের গন্ধে ভরা। ট্যাংকে থাকা ডেভেলপারটা চেক ক'রে দেখলো ফ্রান্সিস ডোলারাইড। সমগ্র কাউন্টি থেকে আসা শতশত ফিট হোম মুভি-ফিল্ম আসে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। কেমিক্যালের তাপমাত্রা এবং তাজা থাকাটা খুবই জরুরি ব্যাপার। ফিল্মগুলো ড্রাইয়ারে যাবার আগে তার

দায়িত্বেই থাকে। দিনের অনেকটা সময় সে ফিল্মগুলোর ফ্রেম ধরে ধরে চেক ক'রে দেখে। ডার্করুমটা বেশ নীরব। ডোলারাইড তার সহকারীদেরকে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে নিরুৎসাহিত করে, তাদের সাথে সাধারণত ইশারাই বেশি ব্যবহার করে সে।

সান্ধ্যকালীন শিফটটা শেষ হয়ে গেলে সে ডার্করুমেই থেকে গেলো নিজের একটা ফিল্ম ডেভেলপ করার জন্যে।

রাত দশটার দিকে বাড়িতে গেলো ডোলারাইড। তার নানা-নানীর রেখে যাওয়া বিশাল একটা বাড়িতে সে একা থাকে। বাড়িটা সেন্ট লুইয়ের মিসৌরি নদীর তীরে অবস্থিত। আশেপাশে সবচাইতে কাছে যে প্রতিবেশী থাকে তাও আধমাইল দূরে।

বাড়িতে এসেই ডোলারাইড সারা বাড়িতে তল্লাশী ক'রে দেখে। কয়েক বছর আগে তার বাড়িতে চুরি হয়েছিলো। প্রতিটি ঘরে বাতি জ্বালিয়ে সে চেক ক'রে দেখে। বাইরের অনাহুত কেউ বুঝতে পারবে না সে এখানে একাই থাকে। তার নানা-নানীর কাপড়-চোপড় এখনও আগের মতোই নিজেদের ঘরে ঝোলানো আছে। তার নানীর নকল দাঁতের পাটিটা এখনও রাখা আছে টেবিলের উপর একটা গ্লাসে। গ্লাসের পানি অবশ্য শুকিয়ে উধাও হয়ে গেছে। তার নানী মারা গেছে দশ বছর আগে।

(শেষকৃত্যের পরিচালক তাকে বলেছিলো, "মিঃ ডোলারাইড, আপনি কি আপনার নানীর দাঁতগুলো আমাকে আনতে দেবেন না?" সে জবাবে বলেছিলো, "কফিনের ঢাকনা লাগান।")

বাড়িতে সে একাই আছে এটা নিশ্চিত হবার পর উপর তলায় চলে গেলো ডোলারাইড। গোসল ক'রে নিজের চুল মুছে নিলো সে।

গায়ে একটা সিনথেটিকের কিমোনো চাপিয়ে নিলো, এটা সে শৈশবেও পরতো। তার নানীর হেয়ারড্রাইয়ারটার একটা প্লাস্টিকের ক্যাপ আর হোস আছে। ওটা দিয়ে চুল ড্রাই করতে করতে একটা ফ্যাশন ম্যাগাজিন পড়তে লাগলো সে। কিছু কিছু ছবিতে ঘৃণ্য আর পাশবিকতা আছে, তা একেবারেই অসাধারণ।

খুবই উত্তেজিত বোধ করতে শুরু করলো সে। মেটাল শেডের রিডিং ল্যাম্পটা দেয়ালে টাঙানো একটা ছবির দিকে ঘুরিয়ে রাখা আছে। ছবিটা উইলিয়াম ব্লেকের *দ্য গ্রেট রেড ড্রাগন এ্যান্ড দি ওম্যান ক্লোথড উইথ দ্য সান*।

ছবিটা প্রথম দেখেই সে বিস্মিত হয়েছিলো। তার জীবনে সে এরকম ছবি দেখে নি। এটা তার চিত্রগত ভাবনার জগতে একেবারেই অভিনব ছিলো। তার মনে হয়েছিলো ব্লেক অবশ্যই তার কানে উঁকি মেরে রেড ড্রাগনটাকে দেখেছে।

কয়েক সপ্তাহ ধরে সে বিচলিত ছিলো তার সব চিন্তাভাবনা বুঝি কান দিয়ে গলে গলে বের হয়ে যাচ্ছে। সেটা হয়তো ডার্করুমে দেখা যাবে, তাতে বুঝি নষ্ট হয়ে যাবে ফিল্মগুলো। এরপর আশংকা করলো কটনস্টিক দিয়ে কান পরিষ্কার করলে বুঝি কানটা বিস্ফোরিত হয়ে যাবে। স্টিল-উলের স্টিক দিয়ে চেষ্টা করলো সে, ফলে কান দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করলো। অবশেষে আয়রন করার বোর্ড কভারের কাপড় কেটে কানে ঢুকিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ করেছিলো সে।

দীর্ঘদিন ধরে রেড ড্রাগনই তার কাছে থাকা একমাত্র জিনিস। তবে এখন আর সেটা একা নেই। টের পেলো তার যৌন উত্থান ঘটছে।

সে চেয়েছিলো ধীরে ধীরে এই পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যাবে, কিন্তু এখন আর সে অপেক্ষা করতে পারলো না।

ডোলারাইড নীচের তলার পার্লারের জানালার উপর ভারি পর্দাটা ফেলে দিয়ে সেটাতে প্রজেক্টরের আলো নিক্ষেপ করলো। তার নানা-নানীর নিষেধ সত্ত্বেও পার্লারের একটা লা-জেড-বয় আরাম কেদারা বসিয়েছিলো। এবার ডোলারাইড খুশি হলো। এটা খুবই আরামদায়ক। চেয়ারের হাতলে একটা তোয়ালে রাখলো সে।

ল্যাম্পটা বন্ধ ক'রে অন্ধকার ঘরে সে ব'সে রইলো। যেকোনো জায়গাতেই সে এটা দেখতে পারতো। ছাদে ভালো একটা লাইট-মেশিন লাগানো আছে। ওটা ঘুরতে পারে। বিভিন্ন ধরনের রঙ দেয়ালে আর ফ্লোরে প্রক্ষেপ করতেও পারে। তার গায়েও সেগুলো ঠিকরে পড়ে চমৎকারভাবে। তখন তার মনে হয় কোনো নভোযানের চেয়ারে ব'সে আছে সে। চোখ বন্ধ করলেই টের পায় আলোর বিন্দুগুলো তার উপর নড়ছে। চোখ খুললে মনে হয় এসব বাতিগুলো শহরের বাতি, তার উপর-নীচে খেলা করছে। নীচে অথবা উপরে কিছু নেই। যতোই গরম হয় লাইট মেশিনটার গতি আরো বেড়ে যায়। আর আলোর বিন্দুগুলোও তার চারপাশে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়তে থাকে। দেয়াল আর আসবাবপত্রে আছড়ে পড়ে, যেনো উল্কাপিণ্ড আছড়ে পড়ছে দেয়ালে, মেঝেতে।

একটা জায়গাই কেবল এসব আলো থেকে আড়ালে থাকে। মেশিনের কাছে একটা কার্ডবোর্ড রেখে দিয়েছে সে, ফলে মুভি-স্ক্রিনের উপর আলো পড়ে না।

কখনও কখনও সে ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে পরিবেশটাকে আরো অদ্ভুত ক'রে তোলে। তবে এখন সেটার দরকার নেই।

প্রজেক্টরের সুইচ টিপে সেটা চালু ক'রে দিলো ডোলারাইড। রান্নাঘরের দরজাটা দিয়ে ধূসর রঙের স্কটি কুকুরটা কান খাড়া ক'রে চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখা গেলো। তার লেজটা নাচছে। সেখান থেকে দৃশ্যটা কাট ক'রে চলে গেলো স্কটিটা দৌড়ানোর দৃশ্যে।

এবার মিসেস লিডস্ হাতে জিনিসপত্র নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলো। হেসে নিজের চুলটা ঠিক ক'রে নিলো মহিলা। তার পেছনেই ছেলেমেয়েরা চলে এলো হুরমুর ক'রে।

সেখান থেকে দৃশ্যটা কাট হয়ে চলে এলো ডোলারাইডের নিজের শোবার ঘরে। খুব বাজে আলোতে দৃশ্যটা ধারণ করা হয়েছে। *দ্য গ্রেট রেড ড্রাগন এ্যান্ড দি ওম্যান ক্লোথড উইথ দ্য সান*-এর পাশে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার চোখে 'কমব্যাট গ্লাস।' এটা হকি প্লেয়াররা ব্যবহার ক'রে থাকে। তার যৌন উত্থান ঘটেছে, হাত দিয়ে সেটা আরো বাড়িয়ে তুললো।

রঙঢঙ ক'রে ক্যামেরার কাছে এগিয়ে আসতেই ফোকাসটা ঘোলাটে হয়ে গেলো। নিজের হাতে ফোকাসটা ঠিক ক'রে সে ক্যামেরার কাছে মুখটা আনলো। খুব কাছ থেকেই এবার তার চেহারাটা দেখা যাচ্ছে। তার উপরের বিকৃত ঠোঁটটা উল্টাতে দেখা যাচ্ছে। দাঁতের ভেতর থেকে জিভটা বের হয়ে এলো। একটা চোখ এখনও ফ্রেমে দেখা যাচ্ছে। আরেকটু কাছে চলে এলে শুধু মুখ-গহ্বরটা দেখা যেতে লাগলো। পুরো লেন্সটা যেনো সে গিলে ফেললো এরকম এটা দৃশ্যের পরই অন্ধকার হয়ে এলো পর্দাটা।

পরের অংশটা যে খুব কষ্টসাধ্য ছিলো সেটা বোঝা যাচ্ছে।

মুভি লাইটের উজ্জ্বল আলো একটা বিছানায় পরিণত হলো, চার্লস্ লিড্স আধশোয়া, মিসেস লিডস ব'সে আছে। নিজের দু'চোখ ঢেকে তাকালো লিডসের দিকে, তাকে জড়িয়ে ধরে বিছানা থেকে গড়িয়ে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। ক্যামেরাটা ঝাঁকি খেয়ে ছাদের দিকে চলে গেলে হঠাৎ করেই দৃশ্যটা আবার স্থির হয়ে গেলো যেনো। মিসেস লিডস্ ম্যাট্রেসের উপর এখন। তার নাইটড্রেসে কালো একটা দাগ দেখা যাচ্ছে। লিডস্ তার কাঁধে হাত রেখে চোখ গোল গোল ক'রে তাকিয়ে আছে। পর্দায় পাঁচ সেকেন্ডের জন্যে অন্ধকার নেমে এলো। তারপরই দুটো দৃশ্যের সংযোগ হবার একটা চিহ্ন স্পষ্ট বোঝা গেলো পর্দায়।

ক্যামেরাটা এবার টাইপড নামের ক্যামেরা স্ট্যান্ডের উপরে, তাই দৃশ্যটাও স্থির হয়ে আছে। এখন তারা সবাই মৃত। সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বাচ্চা দুটোকে দেয়ালে হেলান দিয়ে বিছানার দিকে মুখ ক'রে বসিয়ে রাখা হয়েছে। মিঃ এবং মিসেস লিডস্ বিছানার উপর পড়ে আছে, তাদের উপর চাদর দেয়া। মিঃ লিডসের মাথাটা বিছানার হেডবোর্ডের সাথে ঠেস্ দেয়া আছে। তার বুকে জড়িয়ে আছে একটা দড়ি। মাথাটা একপাশে কাত হয়ে আছে তার।

ডোলারাইড বাম দিক থেকে ফ্রেমে প্রবেশ করলো ব্যালে ড্যান্সারদের মতো ভঙ্গী করতে করতে। তার সারা শরীরে রক্ত, পুরোপুরি নগ্ন সে, কেবল চোখে সান

গ্লাস আর হাতে গ্লোভ পরা। সে মৃতদের মাঝে এমন ভঙ্গী করলো যেনো সে ওগুলোকে আক্রমণ করছে। মিসেস লিডসের কাছে ছুটে গিয়ে তার শরীরের উপরে থাকা চাদরটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিলো, যেনো সে ভেরোনিকাকে হত্যা ক'রে প্রদর্শন করছে।

এখন তার নানার পার্লারে বসে সে এ দৃশ্যটা দেখছে। তার সমস্ত শরীর ঘেমে উঠেছে। তার ভারি জিহ্বাটা নড়ছে অনবরত। উপরের ঠোঁটের কাটা অংশটি ভেজা আর চকচক করছে।

নিজের আনন্দের চরম সীমায় পৌছেও পর্দায় নিজের ছবি দেখে মর্মাহত হলো। তার চাল চলনের যে ভঙ্গী তাতে কোনো আভিজাত্য নেই, অনেকটা শূকরের মতো লাগছে নিজেকে। কোনো নাটকীয় বিরতি নেই, ক্লাইমেক্সের দৃশ্যও দেখা যাচ্ছে না। কেবল চরম নির্মমতা।

যাইহোক, এটা খুবই চমৎকার। ছবিটা দেখাই দারুণ একটি ব্যাপার। তবে যে কাজ করা হয়েছে তা মোটেও চমৎকার কিছু নয়।

দুটো বড়সড় খুঁত আছে, ডোলারাইড টের পেলো। ছবিতে সে লিডস্‌দের আসল মৃত্যুর দৃশ্যগুলো ধারণ করে নি, আর তার নিজের পারফর্মেন্সও ছিলো খুব বাজে। বিশেষ ক'রে শেষের দিকে। মনে হচ্ছে সে তার সমস্ত মূল্যবোধ হারাতে বসেছে। এভাবে তো রেড ড্রাগন কাজটা করতো না। বেশ। তাকে অনেক ছবি বানাতে হবে, অভিজ্ঞতা তাকে আরো ভালোভাবে ছবি বানাতে সাহায্য করবে বলেও আশা করলো সে। এমন কি কিছু ঘনিষ্ঠ দৃশ্যও হয়তো রাখা হবে।

খুব শীঘ্রই সেটা শুরু করতে হবে। তার সহকর্মী পারফর্মারদের বেছে নিতে হবে দ্রুত। ফোর্থ অব জুলাইতে পরিবারগুলো বাইরে গিয়ে ঘোরার সময় অনেকগুলো ছবি থেকে সে কিছু ছবি কপি ক'রে রেখেছে। গ্রীষ্মের শেষ দিকে, জুলাইর চার তারিখের ছুটিতে হাজার হাজার পরিবার বাইরে গিয়ে ছুটি উপভোগ করে। সে সময় তোলা হোম-মুভির ফিল্মগুলো প্রসেস করার জন্যে তাদের কাছেই আসে। কাজের খুব চাপ থাকে তখন। থ্যাংকস গিভিংয়ের সময় এই চাপটা আরো বেড়ে যায়।

প্রতিদিন পরিবারগুলো তার কাছে তাদের ফিল্ম ডেভেলপ করার আবেদনের চিঠি পাঠায়।

অধ্যায় ১০

ওয়াশিংটন টু বার্মিংহামের প্লেনটা অর্ধেকই খালি। গ্রাহাম জানালার পাশে বসেছে, তার পাশে কেউ বসে নি।

স্টুয়ার্ড যে বিরিক্তকর স্যান্ডউইচ সেধেছিলো সেটা ফিরিয়ে দিয়ে টেবিলে জ্যাকোবির ফাইলটা নিয়ে বসেছে। প্রথম দিকেই সে জ্যাকোবি আর লিডস্‌দের মধ্যেকার মিলগুলো তালিকাবদ্ধ করলো।

উভয় দম্পতিই ত্রিশের কোঠায়, উভয়েরই সন্তান আছে—দুটো ছেলে, একটা মেয়ে। আগের বিয়েতে এডওয়ার্ড জ্যাকোবির আরেকটা ছেলে রয়েছে। কিন্তু পরিবারটি খুন হওয়ার সময় সে ছিলো তার কলেজের হোস্টেলে।

দুটো কেসেই মা-বাবাদের কলেজ ডিগ্‌ রয়েছে। তারা উভয়েই মফস্বলের একটা দোতালা বাড়িতে বসবাস করতো। মিসেস জ্যাকোবি এবং মিসেস লিডস্‌ উভয়েই দেখতে খুব আকর্ষণীয়া ছিলো। দুই পরিবারই একই প্রতিষ্ঠানের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতো, একই জনপ্রিয় ম্যাগাজিনের গ্রাহকও ছিলো তারা।

এখানেই মিলগুলো শেষ। চার্লস লিডস্‌ একজন ট্যাক্স এ্যাটর্নি, এডওয়ার্ড জ্যাকোবি একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং মেটালারজিস্ট। লিডস্‌রা প্রেসবিটেরিয়ান, জ্যাকোবিরা ক্যাথলিক। লিডস্‌রা আজীবন আটলান্টায় বসবাস ক'রে আসছে, কিন্তু জ্যাকোবিরা মাত্র তিনমাস আগে বার্মিংহামে এসেছিলো ডেট্রয়েট থেকে।

'দৈবচয়ন' শব্দটা গ্রাহামের মাথায় বার বার প্রতিধ্বনি করছে। 'শিকারদের দৈবচয়নের মাধ্যমে বেছে নেয়া হয়,' 'কোনো স্পষ্ট মোটিভ নেই,'—সংবাদপত্র এইসব পদবাচ্য ব্যবহার করেছে। কিন্তু হোমিসাইড স্কোয়াডরুমে গোয়েন্দারা এসব শব্দ শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে থুথু ফেলে। তারা একেবারে বিভ্রান্ত।

'দৈবচয়ন' শব্দটি যদিও সঠিক নয়, গ্রাহাম জানে গণহত্যাকারী এবং সিরিয়াল কিলাররা তাদের শিকার দৈবচয়নের ভিত্তিতে বেছে নেয় না।

লিডস্‌ আর জ্যাকোবিদেরকে যে লোক খুন করেছে সে তাদের মধ্যে এমন কিছু দেখতে পেয়েছে যা তাকে তাদের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। কাজটা করতে প্রলুব্ধ করেছে বলা যায়। সে হয়তো তাদেরকে বেশ ভালো করেই চেনে—গ্রাহাম সেরকমই আশা করলো—অথবা আদৌ সে তাদেরকে চেনে না। কিন্তু খুনি তাদেরকে খুন করার আগেই তাদরকে দেখেছে, এই ব্যাপারে গ্রাহাম নিশ্চিত। মহিলাদ্বয়ের মধ্যে এমন কিছু সে দেখেছিলো যাতে ক'রে এমন একটা কাজ সে করেছে। সেটা কি?

তবে অপরাধ দুটোর মধ্যে কিছু পার্থক্যও রয়েছে।

এডওয়ার্ড জ্যাকোবি টর্চ হাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার সময় গুলিবিদ্ধ হয়েছে—সম্ভবত কোনো শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো।

মিসেস জ্যাকোবি এবং বাচ্চাদেরকে মাথায় গুলি ক'রে হত্যা করা হয়। মিসেস লিডস্‌কে গুলি করা হয় পেটে। সবগুলো গুলিই করা হয়েছে নাইন মিলিমিটার স্বয়ংক্রিয় পিস্তল দিয়ে। ক্ষতস্থান থেকে স্টিল উডের চিহ্ন পাওয়া গেছে, তার মানে হোমমেইড সাইলেন্সার ব্যবহার করা হয়েছে। বুলেটের খোসার গায়ে কোনো আঙুলের ছাপ পাওয়া যায় নি।

কেবল চার্লস্‌ লিডসের বেলায়ই ছুরি ব্যবহার করা হয়েছে। ডাঃ প্রিন্সির মতে ছুরিটা খুবই পাতলা আর ধারালো ছিলো।

অবশ্য বাড়িতে প্রবেশ করার পদ্ধতি ছিলো ভিন্ন। জ্যাকোবির ক্ষেত্রে প্যাটিওর দরজা দিয়ে আর লিডস্‌দের বাড়িতে ঢোকা হয়েছে দরজার কাঁচ কেটে।

বার্মিংহামের অপরাধের ছবিগুলো দেখে লিডস্‌দের ওখানে রক্তের পরিমাণটা বোঝা যায় নি। তবে শোবার ঘরের দেয়ালে, দেড়-দুই ফুট উপরে রক্তের ছিটা দেখা গেছে। বার্মিংহামের পুলিশ নিহতদের শরীরে আঙুলের ছাপ আছে কিনা দেখেছে, নখের নীচে কোনো চামড়ার অংশ আছে কিনা তাও দেখেছে তারা, কিছুই পায় নি। লিডস্‌দের এক ছেলের শরীরে যে আঙুলের ছাপ ছিলো সেটা নষ্ট হয়ে গেছে গ্রীষ্মকালে কবর দেয়ার কারণে।

উভয় জায়গাতেই একই সোনালী চুল, একই থু থু আর লালা পাওয়া গেছে।

দুই পরিবারের হাসিমুখের দুটো ছবি নিয়ে গ্রাহাম অনেকক্ষণ ধরে দেখে গেলো।

তাদের মধ্যে কি এমন ছিলো যে, খুনিকে আকর্ষণ করবে? গ্রাহাম মনেপ্রাণে বিশ্বাস করছে খুব জলদিই সে তাদের মধ্যে কমন একটা ফ্যাক্টর খুঁজে পাবে। তা না হলে তাকে আরো অনেক বাড়িতে গিয়ে দেখতে হবে টুথ ফেইরি কি রেখে গেছে।

এয়ারপোর্ট থেকে ফোনেই বার্মিংহামের ফিল্ড অফিস থেকে গ্রাহাম ডিরেকশন পেয়ে গেলো। যে গাড়িটা সে ভাড়া নিয়েছে সেটার এয়ারকন্ডিশন থেকে চুইয়ে চুইয়ে তার হাতে উপর পানি পড়ছে।

তার প্রথম যাত্রাবিরতি হলো ডেনিশন এভিনুর গৃনহ্যাম রিয়েলটি অফিসে।

লম্বা আর টেকো মাথার গৃনহ্যাম তাকে উঠে এসে অভ্যর্থনা জানালো। কিন্তু গ্রাহাম তার পরিচয়পত্র দেখাতেই লোকটার মুখ থেকে হাসি উধাও হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। তার কাছ থেকে জ্যাকোবির বাড়ির চাবিটা চাইলো গ্রাহাম।

"পোশাক পরা পুলিশ কি থাকবে আজকে?" মাথায় হাত দিয়ে চুলকাতে চুলকাতে জানতে চাইলো লোকটা।

"আমি জানি না।"

"আমি আশা করবো তারা যেনো না থাকে। আজ বিকেলে ওটা আমাকে দু'দুবার দেখাতে হয়েছে। বাড়িটা চমৎকার। লোকে এটা দেখে, কিন্তু কেনে না। এক দম্পতিকে বাড়িটা দেখালাম গত বুধবার। অমনি পুলিশের আগমন ঘটলো। আর যায় কোথায়। পুলিশ তো তাদেরকে পুরো ঘটনাটা বললোই, এমনকি খুন হবার জায়গাগুলোও ঘুরিয়ে আনলো বেশ উৎসাহ নিয়ে। তারপর আর কি, বিদায় গ্রাহ্যাম। আপনাকে কষ্ট দেবার জন্যে দুঃখিত। তারা আর কিছুই শুনলো না। সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠলো।"

"একক কোনো ব্যক্তি কি বাড়িটা দেখার জন্যে বলেছিলো আপনাকে?"

"আমাকে জিজ্ঞেস করে নি। অনেক জায়গাতে এটার নাম তালিকাবদ্ধ আছে। তবে, আমার মনে হয় করে নি। ভেতরটা সাফ করার আগে পুলিশ বাড়িটা রঙও করতে দেয় নি আমাদেরকে। বাইরে এখনও কাজ চলছে। জায়াগটা দর্শনীয় স্থান হয়ে উঠেছে।"

"রাজ্য সরকার নিষেধের আগে আপনারা এটা কেমনে বিক্রি করবেন?"

"আমাকে কিছু একটা করতে হবে। আমার একজন সহযোগী ঐসব কাগজপত্র দেখাশোনা করছে। দিনরাত কাজ হচ্ছে।"

"মিঃ জ্যাকোবির এক্সিকিউটার কে?"

"বায়রন মেটকাফ, মেটকাফ এ্যান্ড বার্নস ফার্মের মালিক। ওখানে আপনি কতোক্ষণ থাকবেন?"

"জানি না। যতোক্ষণ লাগে আর কি।"

"আপনি চাবিটা মেইলে ড্রপ ক'রে যেতে পারেন। এখানে আসার দরকার নেই।"

জ্যাকোবি হাউজে যাবার সময় গ্রাহামের মনে হলো একটা কিছু সে খুঁজে পাবে।

তারা খুন হয়েছে একমাসেরও বেশি আগে। তাহলে সে তখন কি করছিলো? একটা পয়ষট্টি ফিটের রাইরোভিচের পেটে ডিজেল ঢোকাচ্ছিলো। আরিয়াগাকে ইশারায় জানাচ্ছিলো ক্রেনটা আরো আধ ইঞ্চি নামানোর জন্য। মলি বিকেলে এসেছিলো খাবার নিয়ে। একটা নৌকায় ব'সে মলি আর আরিয়ানা ওসব খেয়েছিলো।

একশো গজ দূর থেকেই সে রিয়েলটরের সাইনবোর্ডটা দেখতে পেলো। রাস্তার ডান দিকে জ্যাকোবিদের বাড়িটাই হলো একমাত্র বাড়ি। একটা জানালার কাছে মই রাখা আছে। বাড়ির কাছে গ্রাহামকে দেখামাত্রই একজন শ্রমিক তার দিকে হাত নাড়লো।

একটা প্যাটিওর পাশেই বিশাল একটা ওক্ গাছ আছে। রাতের বেলায় এই গাছটাই ফ্লাডলাইটের আলো বাধা দেয়। এখান দিয়েই টুথ ফেইরি প্রবেশ করেছিলো। আগের স্লাইডিং ডোরটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সেই কাঁচের স্লাইড ডোরটায় জায়গায় এখন এলুমিনিয়ামের শক্ত দরজা লাগানো হয়েছে। বেসমেন্টের দরজাটাও নতুন—লোহার এবং শক্ত বোল্টের।

গ্রাহাম ভেতরে ঢুকলো। খালি ফ্লোর আর মৃত বাতাস। ফাঁকা বাড়িটাতে প্রতিধ্বনিত হলো তার পায়ের শব্দ।

বাথরুমের নতুন আয়নায় জ্যাকোবিদের কিংবা সেই খুনির ছবি আর কখনও প্রতিফলিত হবে না। মাস্টার বেডরুমের এক কোণে একটা ভাঁজ করা কাপড় পড়ে আছে। বিছানায় অনেকক্ষণ ধরে গ্রাহাম বসে রইলো।

এখানে কোনো কিছু নেই। একদমই কিছু নেই।

জ্যাকোবিরা খুন হওয়ার পরপরই যদি সে এখানে আসতো তবে কি লিডস্‌রা এখনও বেঁচে থাকতো? গ্রাহাম ভাবতে লাগলো। এই বোঝাটা সে আগেও বয়েছে।

বাইরে বেরিয়ে গ্রাহাম একটা গাছের নীচে দাঁড়ালো। একটু দূর থেকে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তার দু'হাত পকেটে, কাঁধটা একটু অবনত।

টুথ ফেইরি কিভাবে জ্যাকোবিদের বাড়িতে এসেছিলো? তাকে গাড়ি নিয়ে আসতে হয়েছে। কোথায় পার্ক করেছিলো? বাড়ির সামনে মাঝরাতে পার্ক করলে শব্দটা খুব জোরে শোনা যেতো, গ্রাহাম ভাবলো। বার্মিংহাম পুলিশ অবশ্য একমত হয় নি।

যতোদূর সম্ভব বাড়িটা থেকে দূরে হেটে গেলো সে।

জ্যাকোবিদের বাড়ির সম্মুখে, রাস্তার ওপারে স্টোনবৃজে যাবার একটাই প্রবেশ পথ আছে। সাইনবোর্ড বলছে স্টোনবৃজে প্রাইভেট টহল সার্ভিস আছে। অচেনা কোনো গাড়ি এখানে ঢুকলে অনেকেই খেয়াল করবে। তাহলে লোকটা কি মাঝরাতে হেটে এসেছে, স্টোনবৃজে পার্ক করেছে?

গ্রাহাম বাড়িটাতে ফিরে গিয়ে টেলিফোনটা সচল দেখে বিস্মিতই হলো। সে ওয়েদার বুরোতে ফোন ক'রে জেনে নিলো জ্যাকোবিরা যেদিন খুন হয় সেদিনের আগের দিন তিন ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছিলো। তাহলে ড্রেনগুলো ভরা ছিলো। টুথ ফেইরি তবে রাস্তার পাশে গাড়িটা লুকিয়ে রাখতে পারে নি।

জ্যাকোবির বাচ্চাদের আর বিড়ালটাকে যেখানে হত্যা করা হয়েছিলো সেই জায়গাটা এলোমেলো দেখে সে থেমে গেলো। স্প্রিংফিল্ডের সাথে আটলান্টা পুলিশ স্টেশনে এটা নিয়ে তারা যে কথা বলেছিলো সেটাও ভাবলো সে। ভবনের বাইরের যে ছবিটা দেখেছিলো সেটা সাদা রঙের ছিলো, বাস্তবে এটা গাঢ় সবুজ রঙের।

বাচ্চারা বেড়ালটাকে একটা তোয়ালে মুড়িয়ে জুতার বাক্সে ভরে সেটার দু'থাবার মাঝে একটা ফুল দিয়ে কবর দিয়েছিলো।

বাড়ির বেড়ার গায়ে হাত রেখে গ্রাহাম দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

পোষাপ্রাণীর শেষকৃত্য, শৈশবের অতি স্বাভাবিক একটা রীতি।

গ্রাহাম টের পেলো রোদ এসে পড়েছে তার ঘাড়ের উপর। আর ঠিক সে সময়ই তার মনে এটা উদয় হলো : টুথ ফেইরি বিড়ালটি হত্যা করেছে, সে বাচ্চাদেরকে দেখেছে বিড়ালটা কবর দিতে। এটা সে দেখেছে।

এখানে সে দু'বার আসে নি। একবার বিড়ালটা মেরে দ্বিতীয়বার জ্যাকোবিদেরকে হত্যা করে নি সে। বিড়ালটা মেরে সে অপেক্ষা করেছে বাচ্চারা ওটা খুঁজে পায় কিনা দেখার জন্যে।

বাচ্চারা ঠিক কোথায় বিড়ালটা খুঁজে পেয়েছিলো সেটা নিশ্চিত ক'রে বলার উপায় নেই। জ্যাকোবিদের খুন হবার দশ ঘণ্টা আগে তারা কারো সাথে কথা বলেছে ব'লে পুলিশ জানতে পারে নি।

টুথ ফেইরি কিভাবে এখানে এলো? কোথায় সে অপেক্ষা করেছিলো?

পেছন দিককার বেড়ার দিকে আগাছা শুরু হয়েছে, মাথা সমান উঁচু হয়ে সেটা চলে গেছে ত্রিশ ফিট দূরের গাছগুলোর কাছে। গ্রাহাম পকেট থেকে মানচিত্রটা বের ক'রে বেড়ার উপর মেলে ধরলো। এতে দেখা যাচ্ছে জ্যাকোবির বাড়ির পেছন দিকে আধমাইল দীর্ঘ একটা বন রয়েছে। তারপরই আছে একটা সড়ক। সেটা জ্যাকোবির বাড়ির সামনের রাস্তার সমান্তরালে চলে গেছে।

গ্রাহাম বাড়ি থেকে হাইওয়ে'তে চলে গেলো গাড়িটা নিয়ে। সঙ্গে থাকা ওডোমিটার দিয়ে দূরত্বটা মেপে নিলো সে। তার বর্তমান অবস্থা জ্যাকোবির বাড়ির ঠিক পেছনেই।

এখানে রাস্তাটা শেষ হয়েছে নিম্ন আয়ের লোকদের একটা হাউজিং প্রকল্পের কাছে গিয়ে। ম্যাপে এটার উল্লেখ নেই। পার্কিং-লটে গাড়িটা নিয়ে ঢুকলো সে। বেশিরভাগ গাড়িই পুরনো। কিছু কিছু একেবারেই অচল। কৃষ্ণাঙ্গ বাচ্চারা নেট ছাড়া একটা জায়গায় জড়ো হয়ে বাস্কেট বল খেলছে। গ্রাহাম তার গাড়ির ফেন্ডারে ব'সে কিছুক্ষণ খেলা দেখলো।

নিজের জ্যাকেটটা খুলে ফেলতে ইচ্ছে করলেও বগলের নীচে থাকা পয়েন্ট ৪৪ অটোমেটার জন্যে খুললো না। কোমরে একটা ছোটো সাইজের ক্যামেরাও আছে।

এসব দেখলে সবার মনোযোগ আকর্ষিত হবে। তার পিস্তলের দিকে লোকজন আগ্রহভরে তাকিয়ে থাকলে গ্রাহামের খুব অস্বস্তি লাগে।

আটজন খেলোয়াড় শার্ট পরে আছে। খালি গায়ের আছে এগারোজন। সবাই একসাথে একযোগে খেলছে।

ছোটোখাটো খালি গায়ের এক ছেলে এসে তাদের মধ্যে কুকি বিতরণ করছে এখন।

একটাই গোল, একটাই বাস্কেট বল। আবারো তার মনে এটা উদয় হলো : লিডস্‌দের কি পরিমাণ জিনিস ছিলো। জ্যাকোবিদেরও। বার্মিংহাম পুলিশ কোনো রকম চুরির ঘটনা নাকচ ক'রে দিয়েছে। বোট, স্পোর্টিং আর ক্যাম্পিং সরঞ্জাম, ক্যামেরা, বন্দুক এবং মাছ ধরার রড। আরেকটা জিনিস দুটো পরিবারেই কমন ছিলো।

এই চিন্তাটা গ্রাহামের মাথায় আসতেই সে আর খেলার দিকে মনোযোগ দিতে পারলো না। একটা গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে বনের মধ্য দিয়ে চলতে শুরু করলো।

ঘন গাছপালার আড়াল থেকে গ্রাহাম জ্যাকোবিদের দোতলাটা দেখতে পাচ্ছে।

টুথ ফেইরি ঠিক এখান দিয়ে বাড়ির পেছন দিকে প্রবেশ ক'রে থাকতে পারে। ঘন বনের আড়াল থেকে সে বাড়িটাকে দেখেছে। বিড়ালটাকে প্রলুব্ধ ক'রে বনের ভেতর নিয়ে গিয়ে শ্বাসরোধ ক'রে হয়তো মেরেছে।

টুথ ফেইরি এটা দিনের বেলায়ই করেছে, কারণ বাচ্চারা রাতের বেলায় বিড়ালটা খুঁজে পেতো না, কবরও দিতে পারতো না।

তারা যেনো মরা বিড়ালটা খুঁজে পায় সেজন্যে সে অপেক্ষা করেছে। এই ঘন বনের মধ্যে প্রচণ্ড গরমে সে কি বাকি দিনটা অপেক্ষা ক'রে গেছে? বোঝাই যাচ্ছে সে গাছের নীচে ছিলো।

বার্মিংহাম পুলিশ বোকা নয়। তারা আশেপাশে সবখানে তল্লাশী চালিয়েছে। তবে সেটা বিড়ালটা খুঁজে পাবার আগে। তারা ক্লু খুঁজছিলো, ফেলে যাওয়া কোনো জিনিস, পায়ের ছাপ।

জ্যাকোবিদের বাড়ির পেছন দিককার বনে ভেতর আরো কয়েক গজ ঢুকে একটা উঁচু জায়গা খুঁজে পেলো সে। এখান থেকে বাড়ির আঙিনার কিছু অংশ দেখা যায়।

এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে সে খুঁজে গেলো, তারপরই মাটিতে একটা তীক্ষ্ণ আলোর দিকে চোখ পড়লো তার। এটা সে হারিয়ে ফেলেছিলো, খুঁজেও পেলো আবার। সফট ড্রিং ক্যান দিয়ে তৈরি একটা রিং পুল ট্যাব। একটা দেবদারু গাছের নীচে অর্ধেক মাটিতে পোঁতা আছে।

জিনিসটা দেখার পর পাঁচ মিনিট পর্যন্ত সে জায়গামতো দাঁড়িয়ে রইলো। এই সময় চারপাশটা ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলো সে। খুব সাবধানে জিনিসটার দিকে এগোলো যাতে অন্য কোনো ছাপ বা ক্লু নষ্ট না হয়। গাছের গুঁড়ির নীচে পাতাগুলো আস্তে আস্তে সরালো। কোনো পায়ের ছাপ নেই।

এলুমিনিয়ামের ট্যাবের পাশেই পিঁপড়ায় খাওয়া এক টুকরো শুকনো আপেল খুঁজে পেলো। বিচিগুলো পাখিরা খেয়ে ফেলেছে। সেই জায়গার মাটিটা আরো দশ মিনিট ধরে পরীক্ষা ক'রে গেলো সে। অবশেষে দু'পা ছড়িয়ে সেই গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসলো গ্রাহাম।

একটা মরা পাতার নীচে শুঁয়ো পোকা হামাগুঁড়ি দিচ্ছে। তার মাথার উপরে একটা বুটের ছাপ আছে। কাদার ছাপ।

গ্রাহাম তার কোটটা একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে বিপরীত দিকের গাছটাতে উঠতে শুরু করলো। একটু উপরে উঠে সামনের গাছের গুঁড়ির উপরে বুটের কাদার ছাপটা দেখলো সে। সেখান থেকে ত্রিশ ফিট উঁচুতে উঠে দূরে জ্যাকোবিদের বাড়িটা দেখতে পেলো; বাড়িটা ১৭৬ গজ দূরে। এই উচ্চতা থেকে বাড়িটা দেখতে অন্যরকম লাগছে। ছাদের রঙটাই বেশি চোখে পড়ছে। পেছনের আঙিনাটাও দেখতে পাচ্ছে সে। দূরবীন থাকলে বাড়ির লোকজনের মুখও দেখা সম্ভব।

দূরের যানবাহনের শব্দ শুনতে পেলো গ্রাহাম।

আরেকটু উপরে উঠে ডান দিকে প্রসারিত হওয়া বড়সড় একটা ডালের উপর উঠে সেখান থেকে জ্যাকোবিদের বাড়িটা দেখলো।

ড্রিংকের ক্যানটা উপর থেকে দেখে নিলো গ্রাহাম। ঠিক তার নীচেই পড়ে আছে সেটা।

"এটাই তো চাচ্ছিলাম," গ্রাহাম চাপা কণ্ঠে বললো। "ওহ্, জিশু, হ্যা। এই ক্যানটা।"

তারপরও বলা যায়, এটা হয়তো কোনো বাচ্চা ফেলে গেছে।

আরো উপরের দিকে উঠলো সে। তারপর সেখান থেকে নীচের দিকে তাকালো।

ডালটার উপরিভাগের ছাল তোলা। একটা কার্ডের আকৃতি জায়গা চেঁছে ফেলা হয়েছে, ফলে বাকলের নীচে সবুজ রঙটা দেখা যাচ্ছে। ঠিক সেখানে খোদাই ক'রে একটা জিনিস আঁকা হয়েছে। গ্রাহাম দেখলো :

খুবই ধারালো চাকু দিয়ে খোদাইর কাজটা করা হয়েছে। এটা কোনো বাচ্চা ছেলের কাজ নয়।

চিহ্নটার ছবি তুলে নিলো গ্রাহাম। আশেপাশে আরো কয়েকটা ছবি তুলে নিলো সে। এসব করার সময় কেবল বিড় বিড় ক'রে গেলো।

আমার মনে হয়, তুমি বিড়ালটা মারার পর এখানে এই গাছের ডালে উঠে অপেক্ষা করেছো। বাচ্চাদেরকে দেখেছো আর স্বপ্ন দেখে সময় পার করেছো। রাত নেমে এলে তুমি তাদেরকে দেখেছো জানালা দিয়ে। তারপর একের পর এক ঘরের বাতি নিভে যেতে দেখলে একটু সময় নিয়ে গাছ থেকে নেমে ওদের পিছু নিয়েছো। তাই না? টর্চ থাকলে উজ্জ্বল চাঁদের আলোতে এরকম গাছে থেকে নামা এমন কোনো কঠিন কাজ নয়।

তবে গ্রাহামের জন্যে গাছ থেকে নামাটা খুব কঠিন কাজ বলেই মনে হলো। একটা ছোট্ট ডাল হাতে নিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা ক্যানের মুখে ঢুকিয়ে সেটা তুলে নিলো। ক্যানের গায়ে স্পর্শ করলো না সে, পাছে আঙুলের ছাপ নষ্ট হয়ে যায় এই ভয়ে।

হাউজিং প্রজেক্টে ফিরে এসে গ্রাহাম দেখতে পেলো তার গাড়ির জানালার কাঁচের ধূলোর আস্তরনের উপর কেউ একজন লিখে রেখেছে 'লিভন হলো ডু-ডু মাথার।' লেখাটার উচ্চতা বলে দিচ্ছে এখানকার সবচাইতে কমবয়সী বাসিন্দারাও বেশ ভালো রকম শিক্ষিত।

সে ভাবলো, তারা কি টুথ ফেইরির গাড়িতেও এরকম কিছু লিখেছিলো কিনা।

গ্রাহাম আরো কয়েক মিনিট ব'সে থেকে সারি সারি জানালাগুলো দেখে গেলো একমনে। সংখ্যায় মনে হচ্ছে একশো ইউনিট হবে। মাঝরাতে কোনো শ্বেতাঙ্গকে পার্কিংলটে গাড়ি রাখতে কেউ দেখে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে। একমাস পেরিয়ে গেলেও এটা চেষ্টা ক'রে দেখলে লাভ হতে পারে। বাসিন্দাদের সবাইকে দ্রুততার সাথে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হলে বার্মিংহাম পুলিশের সাহায্য লাগবে তার।

ড্রিংকের ক্যানটা সরাসরি ওয়াশিংটনের জিমি প্রাইসের কাছে পাঠিয়ে দেবার লোভটা সামলাতে হলো তাকে। বার্মিংহাম পুলিশকে জনবলের জন্যে বলতে হবে। তার কাছে যা আছে তা তাদেরকে দিয়ে দেয়াটাই ভালো। ক্যান থেকে আঙুলের ছাপ নেয়াটা খুব সহজ কাজ। তবে এসিডের সাহায্যে আঙুলের ছাপ তুলে নেয়াটা অন্য কথা। বার্মিংহাম পুলিশ এটা থেকে আঙুলের ছাপ নেবার পরও জিমি প্রাইস এটা থেকে ছাপ নিতে পারবে। তবে ক্যানে হাত দেয়া যাবে না ততোক্ষণ পর্যন্ত। পুলিশকে দিয়ে দেয়াটাই ভালো হবে। সে জানে, এফবিআই এটা পেলে হামলে পড়বে।

জ্যাকোবি হাউজ থেকে বার্মিংহামের হোমিসাইডে ফোন করলো সে। রিয়েলটর গৃনহ্যাম আসার পর পরই গোয়েন্দারা এসে হাজির হলো সেখানে। সঙ্গে ক'রে একজন ক্রেতা নিয়ে এসেছে রিয়েলটর।

অধ্যায় ১১

এলিন *ন্যাশনাল ট্যাটলার*'র 'আপনার রুটিতে ময়লা!' নামের একটা আর্টিকেল পড়ছে, ঠিক তখনই ডোলারাইড ক্যাফেটেরিয়াতে ঢুকলো। এইমাত্র এলিন তার টুনা সালাদ খেয়েছে।

লাল গগল্‌সের পেছন থেকে ডোলারাইড *ন্যাশনাল ট্যাটলার* পত্রিকাটার দিকে ভালো ক'রে তাকালো। রুটির খবরটাও চোখে পড়লো তার, সেই খবরের পাশে আছে এলভিস প্রিসলির গোপন প্রেম কাহিনী। সঙ্গে একটা এক্লুসিভ ছবি! 'ক্যান্সার রোগীদের জন্যে সুখবর! বিস্ময়কর আবিষ্কার।' আর তার পাশেই বড় ব্যানারে লেখা : 'মানুষখেকো হ্যানিবাল আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার লোককে সাহায্য করছে।' বড় হেডলাইনের নীচে সাব হেডলাইন: 'টুথ ফেইরির হত্যাকাণ্ডগুলোর ব্যাপারে পুলিশ তার সাথে কথা বলেছে।'

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সে কফিতে চুমুক দিয়ে গেলো উদাসভাবে। যতোক্ষণ না এলিনের ওঠার শব্দটা তার কানে গেলো। কফির কাপটা ট্র্যাশে ফেলে সংবাদপত্রটি যখন ফেলতে যাবে অমনি ডোলারাইড তার কাঁধটা স্পর্শ করলো।

"পত্রিকাটি কি আমি নিতে পারি, এলিন?"

"অবশ্যই, মি: ডি। আমি এটা জ্যোতিষের ভবিষ্যৎবাণী পড়ার জন্যে কিনেছিলাম।"

দরজা বন্ধ ক'রে ডোলারাইড পত্রিকাটি পড়লো।

প্রধান খবরটি জ্যাকোবি আর লিডস্‌দের হত্যাকাণ্ডের উপর। পুলিশ যেহেতু খুব বেশি জানতে পারে নি তাই সাংবাদিক ফ্রেডি লাউন্ডস নিজের মনগড়া কাহিনী বিবৃত ক'রে গেছে একেবারে বিস্তারিতভাবে।

ডোলারাইডের মনে হলো এগুলো একেবারেই বিরক্তিকর। মূল খবরের ভেতরে বক্স ক'রে আরেকটা খবর আছে, সেটা আরো বেশি কৌতুহলোদ্দীপক :

যে উন্মাদের হাতে খুন হতে যাচ্ছিলো তার সাথেই সিরিয়াল খুনের ব্যাপারে আলোচনা করছে এক পুলিশ অফিসার

প্রতিবেদক—ফ্রেডি লাউন্ডস

চিজাপিক, মেডিকেল—ফেডারেল কর্তৃপক্ষ তাদের 'টুথ ফেইরি' নামক খুনিকে ধরার জন্যে আরেক খুনি এবং মানুষখেকোর শরণাপন্ন হয়েছে। তিন বছর আগে এই ডক্টর হ্যানিবাল লেকটারের অবর্ণনীয় কুকীর্তির

কথা আমাদের পত্রিকায় ছাপা হয়েছিলো। সেই কুখ্যাত লেকটারের সাথে জেলখানায় দেখা করতে গিয়েছেন এক সময় তারই হাতে খুন হতে যাওয়া তদন্তকারী কর্মকর্তা উইলিয়াম গ্রাহাম।

এই গ্রাহামকে লেকটার প্রায় খুনই ক'রে ফেলেছিলো, কিন্তু অল্পের জন্যে বেঁচে যায় সে। লেকটারকেও অবশেষে ধরতে পেরেছিলো এই তুখোর গোয়েন্দা।

অসময়ে অবসরে যাওয়া গোয়েন্দাকে আবারো ফিরিয়ে আনা হয়েছে 'টুথ ফেইরি' নামক সিরিয়াল কিলারকে ধরার জন্যে।

এই দুই চিরশত্রুর মধ্যেকার সাক্ষাতের সময় কি ঘটেছিলো? গ্রাহাম কি করেছিলো?

"কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা," একজন ফেডারেল অফিসার আমাদেরকে বলেছেন। মানুষখেকো ডক্টর হ্যানিবাল লেকটার সিরিয়াল কিলারের পাশাপাশি একজন মনোবিজ্ঞানীও বটে।

নাকি গ্রাহামকে রেফার করেছে সে???

ট্যাটলার জানতে পেরেছে, এক সময় গ্রাহাম চার সপ্তাহের জন্যে মানসিক হাসপাতালে ছিলো। এফবিআইএ'র এই ফরেনসিক ইন্সট্রাক্টর, যার কিনা মানসিক ভারসাম্যহীনতার রেকর্ড আছে, এমন একজনকে কেন এই রকম গুরুত্বপূর্ণ কেসে জড়ানো হলো প্রশ্ন করলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনো জবাব দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

গ্রাহামের মানসিক রোগের ধরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় নি, তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সাবেক মনোবিজ্ঞানী আমাদের জানিয়েছেন, রোগটা ছিলো 'ডিপ ডিপ্রেশন।'

বেথেসডা নাভাল হাসপাতালের সাবেক প্যারা প্রফেশনাল গারমন ইভান্স বলেছেন, গ্যারেট জ্যাকব নামের এক ভয়ঙ্কর খুনিকে হত্যা করার পরই গ্রাহামকে মানসিক বিভাগে ভর্তি করানো হয়েছিলো। সেটা ১৯৭৬ সালের কথা। মিনিয়াপোলিস শহরে এই খুনি দীর্ঘ আট মাস ধরে ত্রাস সৃষ্টি ক'রে গেছে, অবশেষে গ্রাহামের গুলিতে সে প্রাণ হারায়।

ইভান্স বলেছেন, হাসপাতালে প্রথম সপ্তাহটিতে গ্রাহাম কোনো কিছু খেতে কিংবা বলতে অস্বীকৃতি জানাতো।

গ্রাহাম কখনই এফবিআই এজেন্ট ছিলো না। অভিজ্ঞ মহলের মতে, এটা বুরোর অত্যন্ত গোপন একটি কর্মকাণ্ড ছিলো।

ফেডারেল সোর্স কেবল জানিয়েছে, গ্রাহাম আসলে এফবিআইএ'র ল্যাবরেটরিতে কাজ করতো। ল্যাবে এবং মাঠপর্যায়ে অসাধারণ কাজ করার পর তাকে প্রশিক্ষক হিসেবেও নিয়োগ দেয়া হয়। ওখানেই সে 'স্পেশাল ইনভেস্টিগেটর' হিসেবে কাজ করেছে।

ট্যাটলার আরো জানতে পেরেছে, ফেডারেল সার্ভিসে থাকার আগে গ্রাহাম নিউঅরলিন্স পুলিশের হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে কাজ করেছে।

ওখান থেকেই সে জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টে গ্র্যাজুয়েট করার জন্যে যায়।
গ্রাহামের সাথে কাজ করতো নিউ অরলিন্স পুলিশের এরকম একজন আমাদের বলেছেন, "আপনারা তাকে অবসরপ্রাপ্ত বলতে পারেন। তবে ফেডারেল তাকে সবসময় নিজেদের লোকই মনে করে। বাড়ির নীচে থাকা বিরাট কিং সাপের মতোই ব্যাপারটা। আপনি হয়তো তাকে দেখছে না, তবে আপনি জানেন সে ওখানে আছে।"
ডক্টর লেকটার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত। তাকে যদি কখনও সুস্থ হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয় তবে নয় ন'টি নরহত্যার দায়ে তার বিচার কাজ শুরু হবে।
লেকটারের আইনজীবি জানিয়েছেন, এই খুনি সায়েন্টিফিক জার্নালগুলোতে নিয়মিত আর্টিকেল লিখে সময় কাটান। চিঠির মাধ্যমে তিনি অসংখ্য মনোবৈজ্ঞানিক আলোচনা ক'রে থাকেন প্রখ্যাত সব মনোবিজ্ঞানীদের সঙ্গে।

ডোলারাইড পড়া থামিয়ে ছবিটার দিকে তাকালো। দুটো ছবি আছে। একটা লেকটারের, পুলিশের গাড়িতে ব'সে আছে। অন্য ছবিটা উইল গ্রাহামের, চিজাপিক স্টেট হাসপাতালের ঠিক বাইরে থেকে লাউন্ডস নিজেই সেটা তুলেছে। প্রতিবেদনের সাথে লাউন্ডসের একটা ছোট্ট ছবিও দেয়া আছে।

দীর্ঘ সময় ধরে ডোলারাইড ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো। ছবিগুলোর উপর আঙুল বুলিয়ে এক ধরণের উত্তেজনা অনুভব করলো সে। তার হাতের আঙুলে একটু কালিও লেগে গেলো। জিভ দিয়ে ভাঁজ করা অংশটা চেটে ভিজিয়ে নিয়ে ঐ অংশটা ছিঁড়ে পকেটে ভরে নিলো সে।

কাজ থেকে ফিরে আসার সময় ডোলারাইড বিশেষ ধরণের টয়লেট পেপার আর নাকের সাহায্যে নেয়া যায় এমন একটা ইনহেলার কিনে নিলো।

নিজের মধ্যে একটা তাড়াহুড়ো ভাব থাকা সত্ত্বেও তার খুব ভালো লাগছে।

একটা ট্রাকের কারণে যখন মিসৌরি নদীর তীরে তাকে দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো, খুব শান্তভাবেই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা ক'রে গেলো সে। তার কালো রঙের ভ্যানের স্টেরিও প্লেয়ারে গান বাজছে।

গানের তালে তালে স্টিয়ারিংয়ের উপর তার হাতের আঙুলগুলো নেচে যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে নিজের নাকেও চাপড় মারছে সে।

তার পাশেই একটা গাড়িতে দু'জন মহিলা বসে আছে। শর্টস আর ব্লাউজ পরে আছে তারা। খুবই আঁটাসাঁটা পোশাক। ডোলারাইড তাদের দিকে তাকালো। মনে

হচ্ছে তারা বেশ ক্লান্ত। প্যাসেঞ্জার সিটে বসা মহিলা মাথাটা জানালার কাঁচে হেলান দিয়ে রেখেছে। তার পা দুটো ড্যাশের উপর তুলে রাখা। এতে ক'রে মহিলার পেটে দুটো ভাঁজ পড়েছে। ডোলারাইড তার ঊরুর নীচের দিকে চুমুর দাগ দেখতে পাচ্ছে। মহিলা যখন বুঝলো তার দিকে সে চেয়ে আছে সঙ্গে সঙ্গে পা দুটো নামিয়ে ফেললো। মহিলার মুখে সে তীব্র বিরক্তি আর ঘেন্না দেখতে পাচ্ছে এখন।

হুইলে বসা মহিলাকে কিছু একটা বললো পাশের জন। তারা দু'জনেই সামনের দিকে তাকালো। সে জানে তারা এখন তাকে নিয়েই কথা বলছে। এজন্যে তার মধ্যে যে ক্রোধের উন্মেষ ঘটলো না সেজন্যে সে খুব খুশিই হলো। খুব কম জিনিসই অবশ্য তাকে রাগিয়ে দেয়। সে জানে নিজের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ তৈরি করছে সে।

গানটা খুবই স্বস্তিদায়ক।

ডোলারাইডের সামনে থাকা যানবাহনগুলো নড়তে শুরু করলেও তার পাশে থাকা গাড়ির লেনটা এখনও থেমে আছে। বাড়িতে যাবার জন্য সে সামনের দিকে এগিয়ে চললো এবার।

কিন্তু যাবার আগে পাশের গাড়িতে ব'সে থাকা মহিলার দিকে থুতু ছুঁড়ে মারলো। মহিলার অভিসম্পাত শোনা গেলো বেশ উচ্চস্বরে। তবে কথাগুলো মিঁইয়ে গেলো গাড়িটা দ্রুত সামনের দিকে এগোতেই।

ডোলারাইডের বিশাল লেজারটা কমপক্ষে একশো বছরের পুরনো। কালো চামড়ায় বাঁধানো। এতোটাই ভারি যে, উপর তলার একটা ক্লোসেটে রাখা হয় স্টাডি মেশিন টেবিলের উপর। সেন্ট লুইয়ের একটি দেউলিয়া নিলামের সময় যখন এটি সে প্রথম দেখেছিলো, সে জানতো জিনিসটা তার হয়ে গেছে। এটা তাকে পেতেই হবে।

এখন, গোসল করার পর কিমোনো পরে ক্লোসেটটা খুলে লেজারটা বের ক'রে মেলে ধরলো। বইটার মাঝখানে *দ্য গ্রেট রেড ড্রাগন*-এর ছবিটা বের ক'রে চেয়ারে আরাম ক'রে বসলো ডোলারাইড। কাগজটার পুরনো গন্ধ তাকে সব সময়ই মোহিত করে।

প্রথম পৃষ্ঠার, বড় বড় অক্ষরে সে নিজেই বাইবেলের রিভিলেশন থেকে একটা কথা জ্বলজ্বল অক্ষরে লিখে রেখেছে : "আর সেখানে বিশাল রেড ড্রাগনও এসেছিলো..."

এই বইতে একটা ছবিও আছে। ডোলারাইডের শৈশবের একটা ছবি। তার নানীর সাথে বাড়ির সিঁড়ির ধাপে তোলা সেটা। নানীর স্কার্ট ধরে রেখেছে সে। তার নানী বুকের কাছে হাত ভাঁজ ক'রে একেবারে বুক টান টান করে দাঁড়িয়ে আছে।

ছবিটার পৃষ্ঠা তাচ্ছিল্যভরে সে উল্টে দিলো। যেনো এটা তার কাছে কোনো আগ্রহের বিষয়ে নয়। ভুল ক'রে পৃষ্ঠাটা খুলে ফেলেছে।

লেজারে অনেক ক্লিপিং আছে। সবচাইতে পুরনো যেটা তাতে আছে সেন্ট লুই আর টোলেডো'তে নিখোঁজ হওয়া দু'জন বয়স্ক মহিলার খবর। ক্লিপিংগুলোর মাঝখানের পৃষ্ঠাগুলোতে ডোলারাইড নিজের হাতে কালো কালিতে কিছু কথা লিখে রেখেছে। সেটা একেবারে উইলিয়াম ব্লেকের হাতের লেখার মতোই।

বার্মিংহামের জ্যাকোবির ক্লিপিংগুলোর সাথে ফিল্মের কার্টিজ আর স্লাইডগুলো আঠা দিয়ে লাগলো সে।

লিডস্‌দের ক্লিপিংগুলোও একইভাবে লাগানো আছে।

আটলান্টার পত্রপত্রিকার আগে 'টুথ ফেয়ারি' শব্দটা কেউ ব্যবহার করে নি। লিডস্‌দের কাহিনীতে এই নামটা ব্যবহার করা হয়েছে। সেটা লাল কালিতে দাগিয়ে রেখেছে ডোলারাইড।

লেজারের একটা নতুন পৃষ্ঠা উল্টালো সে। ওখানে গ্রাহামের খবরটার ক্লিপিং লাগিয়ে রাখলো। গ্রাহামের ছবিটাও কি থাকবে? 'অপরাধজনিত উন্মাদ' শব্দটি গ্রাহামের ছবির উপরে আছে, সেটা তার পেছনের হাসপাতাল ভবনের। এই শব্দটি ডোলারাইডকে ক্ষেপিয়ে তুললো। কোনো ধরণের হাসপাতাল কিংবা বন্দীশালা তার খুবই অপছন্দের। ছবিটা পাশে সরিয়ে রাখলো সে।

কিন্তু লেকটার...লেকটার। এটা ডক্টরের সবচাইতে ভালো ছবি নয়। ডোলারাইডের কাছে এর চেয়েও ভালো ছবি রয়েছে। ক্লোসেটের একটা বাক্স থেকে সেটা বের করলো। ছবিতে লেকটারে চোখ দুটো চমৎকার দেখা যাচ্ছে। তারপরও ডোলারাইড সন্তুষ্ট হতে পারছে না। ডোলারাইডের মনে লেকটারের ছবিটা রেনেসাঁ আমলের অন্ধকারাচ্ছন্ন তৈলচিত্রে আঁকা কোনো যুবরাজের ছবি। কেবল লেকটারের কাছে সেই সূক্ষ্মবোধ যা ডোলারাইডের এই পরিবর্তন আর রূপান্তরটি বোধগম্য করতে পারবে।

ডোলারাইড মনে করে লেকটারই একমাত্র তাকে বুঝতে পারবে, বুঝতে পারবে তার চিন্তাধারা। রক্ত আর নিঃশ্বাস যে তার রূপান্তরের একমাত্র নিয়ামক সেটাও লেকটার বুঝতে পারবে। আলোর উৎস যেমন আগুন।

তার ইচ্ছে করছে লেকটারের সাথে দেখা করতে, তার সাথে কথা বলতে, ভাব বিনিময় করতে। লেকটার যেনো তাকে এমনভাবে স্বীকৃতি দেয়, ঠিক যেভাবে জন দ্য ব্যাপিস্ট তার পরবর্তীতে আগমণকারীকে দিয়েছিলেন। ব্লেকের ৬৬৬ রিভিলেশন বিয়েজে যেভাবে ড্রাগন বসেছিলো সেভাবে তার সামনে ব'সে থাকতে ইচ্ছে করছে। তার মৃত্যুর দৃশ্য ফিল্মবন্দী করতেও চাইছে সে। মরার সময় সে ড্রাগনের শক্তি অর্জন ক'রে মরবে।

ডোলারাইড নতুন একজোড়া রাবারের গ্লোভ নিয়ে ডেস্কে ফিরে গিয়ে টয়লেট পেপারের রোলটার সাতটা টুকরো ছিঁড়ে নিলো সে।

লেকটারের উদ্দেশ্যে বাম হাতে টিসুর উপর লিখতে শুরু করলো ডোলারাইড।

একজন লোক কিভাবে লেখে সেটা কখনও বক্তব্যের মধ্যে প্রকাশ পায় না। ডোলারাইডের বক্তব্য তার লেখার চেয়ে একেবারেই আলাদা। তার লেখা চমকে দেয়ার মতো। তারপরও তার মনে হলো সবচাইতে গুরুত্বপুর্ণ কথাটা সে লিখতে পারে নি।

লেকটারের কাছ থেকে চিঠি পেতে চায় সে। লেকটারকে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলার আগে তার কাছ থেকে কথা শুনতে চায়।

এটা সে কিভাবে সামলাতে পারবে? লেকটারের ক্লিপিংগুলো আবারো পড়লো।

শেষে তার মনে খুব সহজ একটা পন্থা উদয় হলে সে লিখতে বসলো।

চিঠিটা যখন আবার পড়লো তখন তার কাছে খুবই লাজুক ব'লে মনে হলো। স্বাক্ষরের জায়গা সে লিখলো : 'উচ্ছ্বসিত একজন ভক্ত।'

স্বাক্ষরটা নিয়ে কয়েক মিনিট চর্চা ক'রে গেলো।

উচ্ছ্বসিত একজন ভক্তই বটে। আনন্দের আতিশয্যে রক্তিম হয়ে উঠলো তার গাল দুটো।

গ্লোভসহ হাতটার বুড়ো আঙুল মুখে ঢোকালো সে। তার নকল পাটি দাঁতটা খুলে টিসুপেপারের উপর রাখলো।

উপরের প্লেটটা একেবারেই অন্যরকম। দাঁতটা একেবারে স্বাভাবিক আর সোজা এবং সাদা। কিন্তু উপরের অংশটা গোলাপী একরলিক আর আঁকাবাঁকা। এটা হয়েছে আঠার কারণে। যে প্লেটের সাথে এটা লাগানো সেটা নকল দাঁতের প্লাস্টিকের মাড়ি। এতে ক'রে কথা বলতে সুবিধা হয় তার।

ডেস্ক থেকে একটা ছোট্ট কেস বের করলো। ওটাতে আরেক সেট দাঁত রয়েছে। উপরের অংশটা একই রকম, তবে কোনো প্রসথোসিস নেই। বাঁকানো দাঁতগুলো কালচে দাগবিশিষ্ট, এটা থেকে মৃদু দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

নীচের তলায় তার নানীর দাঁতের পাটির সাথে এটার মিল রয়েছে।

ডোলারাইডের নাকে গন্ধটা এসে লাগলো। মুখ খুলে ওগুলো জায়গামতো রেখে জিভ দিয়ে ভেজাতে লাগলো সে।

চিঠির স্বাক্ষরের জায়গাটাতে শক্ত ক'রে কামড়ে ধরলে দেখা গেলো স্বাক্ষরটা তার দাঁতের ওভাল আকারের ছাপের মধ্যে ব্রাকেট বন্দী হয়ে গেছে। এটা তার নোটারি সিল।

অধ্যায় ১২

এ্যাটর্নি বায়রন মেটকাফ টাইটা খুলে ফেললো। পাঁচটা বাজে, একটু ওয়াইন খেয়ে নিজের ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়ালো সে।

"আপনি নিশ্চিত আপনার এটা লাগবে না?"

"অন্য কোনো সময় নেবো," গ্রাহাম বললো। এসির বাতাসটা তার ভালোই লাগছে।

"আমি জ্যাকোবিদেরকে ভালোমতো চিনতাম না," মেটকাফ বললো, "মাত্র তিন মাস আগে তারা এখানে এসেছিলো। আমি আর আমার বউ ওদের ওখানে কয়েকবার গেছিলাম ড্রিংক করার জন্যে। এখানে ট্রান্সফার হয়ে আসার পর এড জ্যাকোবি নতুন একটা উইল করার জন্যে আমার কাছে এসেছিলো। তখনই আমাদের পরিচয় হয়।"

"কিন্তু আপনি তো তার এক্সিকিউটর।"

"হ্যা। তার স্ত্রীকে প্রথমে এক্সিকিউটর হিসেবে তালিকাবদ্ধ করা হয়, পরে তার স্ত্রী মারা গেলে কিংবা তার অনুপস্থিতিতে আমাকে এক্সিকিউটর করা হয়। তার এক ভাই থাকে ফিলাডেলফিয়ায়। তবে আমার মনে হয়, তাদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো না।"

"আপনি একজন এ্যাসিসটেন্ট ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নি ছিলেন।"

"হ্যা, ১৯৫৮ থেকে '৭২ পর্যন্ত। ৭২-এ আমি ডি.এ পদের জন্যে দাঁড়িয়েছিলাম। হেরে গেছি। এজন্যে এখন আমার কোনো দুঃখ নেই।"

"ওখানে কি ঘটেছে ব'লে আপনি মনে করেন?"

"প্রথমে আমি ভেবেছিলাম জোসেফ ইয়াবলোনাস্কির কথা, শ্রমিক নেতা?"

গ্রাহাম মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"কোনো উন্মাদের ভান ক'রে খুন করা আর কি। আমরা এড জ্যাকোবির সমস্ত কাগজপত্র তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখছি। ডিএ অফিসের জেরি অ্যাসট্রজ আমার সাথে ছিলো।

"কিছুই পাওয়া যায় নি। এড জ্যাকোবির মৃত্যুতে কেউই লাভবান হবার মতো ছিলো না। তার বেতন বেশ ভালো ছিলো। প্রচুর টাকা কামাতো। তবে খরচও করতো দু'হাতে। সবই করতো বউ আর বাচ্চাদের পেছনে। ক্যালিফোর্নিয়াতে তাদের একটা বাড়ি আছে। তার বেঁচে যাওয়া ছেলের জন্যে খুব বেশি কিছু নেই। তার কলেজের ফি আরো তিন বছর ধরে আমাকে দিয়ে যেতে হবে। আমি নিশ্চিত ততো দিনে সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারবে।"

"নাইল্‌স জ্যাকোবি।"

"হ্যা। ছেলেটা এডকে খুব কষ্ট দিয়েছিলো। সে তার মা'র সাথে ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকে। চুরি করতে গিয়ে চিনোতে ধরা পড়েছিলো সে। গত বছর তাকে দেখতে গিয়েছিলো এড। তারপর বার্মিংহামে তাকে নিয়ে এসে বার্ডওয়েল কলেজে ভর্তি করিয়ে দেয়। তাকে তার বাড়িতেই রাখতে চেয়েছিলো, কিন্তু ছেলেটা একেবারে বখাটে। আজেবাজে বন্ধু নিয়ে সবাইকে জ্বালিয়ে খেয়েছে। মিসেস জ্যাকোবি প্রথম দিকে এসব সহ্য করলেও পরে আর করেন নি। ছেলেটাকে ডরমিটরিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।"

"সে কোথায় ছিলো?"

"জুনের ২৮ তারিখের রাতে?" মেটকাফ চোখ বড় ক'রে গ্রাহামের দিকে তাকালো। "আমার মতো পুলিশও এটা নিয়ে ভেবেছে। একটা সিনেমা দেখে সে স্কুলে ফিরে গেছিলো। এটা খোঁজ নিয়ে জানা গেছে। তাছাড়া, তার রক্তের গ্রুপ ও পজিটিভ। মিঃ গ্রাহাম, আমাকে আধ ঘণ্টার মধ্যে আমার বউকে তুলে নিতে হবে। চাইলে আমরা কালকে কথা বলতে পারি। আমাকে বলুন, আমি আর কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"আমি জ্যাকোবিদের ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলো দেখতে চাই। ডায়রি, ছবি, যা আছে সব।"

"খুব বেশি তো নেই। এখানে আসার আগে ডেট্রয়টে থাকার সময় আগুনে তাদের ওসব জিনিস পুড়ে গিয়েছিলো। সন্দেহজনক কিছু না—এড বেসমেন্টে ওয়েল্ডিং করতে গিয়ে আগুনটা বাধায়।

"কিছু ব্যক্তিগত চিঠিপত্র অবশ্য আছে। লক বক্সে রেখে দিয়েছি ওসব। ডায়রি আছে কিনা মনে করতে পারছি না। নাইল্‌সের কাছে হয়তো কিছু ছবি রয়েছে। তবে আমার সন্দেহ আছে তাতে। আমি সাড়ে ন'টা বাজে কোর্টে যাবো, এরপরই আপনাকে ব্যাংকে নিয়ে যেতে পারবো।"

"চমৎকার," গ্রাহাম বললো। "আরেকটা ব্যাপার। এসবের কপিগুলো আমি ব্যবহার করতে পারবো, এস্টেটের বিরুদ্ধে দাবি করা, উইলের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি, চিঠিপত্র। সবই আমার দরকার।"

"আটলান্টার ডিএ অফিস এরইমধ্যে এসব কাগজপত্র আমার কাছে চেয়েছে। আটলান্টায় লিডস্‌দের এস্টেটের সাথে তুলনা ক'রে দেখবে মনে হয়," মেটকাফ বললো।

"তারপরও আমি আমার জন্যে একটা কপি চাই।"

"ঠিক আছে। আপনি মনে করছেন না টাকার জন্যে এটা করা হয়েছে, তাই না?"

"হ্যা।"

"আমিও তাই মনে করি।"

গার্ডওয়েল কলেজের মোট চারটা আবাসিক হল রয়েছে। গ্রাহাম যখন ওখানে গেলো তখন সেখানে প্লেয়ারে গান শোনার একটা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

দুটো ডরমিটরি, মুখোমুখি, স্পিকারে জোরে জোরে গান বাজানো হচ্ছে। *কিস্* গ্যাঙের গান আর বিটোফেনের *১৮১২ ওভারচুর* পাল্লা দিচ্ছে সমান তালে। গ্রাহামের মাথার দশ ফিট উপরে একটা পানির বেলুন আচমকা ফেঁটে গেলো।

নাইল্স জ্যাকোবির ঘরের দরজাটা আধখোলা। ঘরের ভেতর থেকে জোরে জোরে গান ভেসে আসছে। গ্রাহাম নক্ করলো। কোনো সাড়া নেই।

দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো সে। লম্বা একটা ছেলে, মুখের ছিট ছিট দাগ, দুটো বিছানার একটাতে বসে চার ফুট লম্বা বঙ পাইপ চুষছে। উদ্ভট পোশাক পরা এক তরুণী অন্য বিছানাটাতে শুয়ে আছে।

গ্রাহামকে দেখে ছেলেটা চমকে গেলো। তার মাথায় কিছু ঢুকছে না। ভেবে পাচ্ছে না লোকটা কে।

"আমি নাইল্স জ্যাকোবিকে চাচ্ছিলাম।"

ছেলেটাকে বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকতে দেখে গ্রাহাম স্টেরিও প্লেয়ারটা বন্ধ ক'রে দিলো।

"আমি নাইল্স জ্যাকোবিকে চাচ্ছিলাম।"

"আমার হাপানির জন্যে এটা একটু নিচ্ছিলাম। অন্য কিছু না। আপনি নক্ করবেন না?"

"জ্যাকোবি কোথায়?"

"আমি জানলেও আপনাকে সেটা বলবো না। তার কাছে আপনি কি চান?"

গ্রাহাম তাকে টিনের কৌটাটা দেখালো। "একটু কষ্ট ক'রে মনে করার চেষ্টা করো।"

"উফ্, এ আবার কে," মেয়েটা বললো।

"মাদক নিয়ন্ত্রণ বিভাগের লোক। শালা। আমাকে ঘেটে লাভ হবে না। আমার কথা শুনুন, আমি সব আপনাকে বলছি।"

"জ্যাকোবির কথা বলো, সে কোথায়।"

"মনে হয় তাকে খুঁজে বের ক'রে দিতে পারবো," মেয়েটা বললো।

মেয়েটা অন্যসব ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে গেলে গ্রাহাম অপেক্ষা করতে লাগলো। যে ঘরেই মেয়েটা যাচ্ছে কমোড ফ্লাশ করার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

ঘরে নাইল্‌স জ্যাকোবির খুব কম চিহ্নই আছে—কেবল ড্রেসিং টেবিলে জ্যাকোবি পরিবারের একটা ছবি।

গ্রাহাম বরফ গলা পানির একটা গ্লাস নিয়ে ভেজা রিংটা হাতার স্লিভ দিয়ে মুছে নিলো।

মেয়েটা ফিরে এলো। "হেটফুল স্লেক বারে চেষ্টা ক'রে দেখুন," সে বললো।

হেটফুল স্লেক বারটার জানালার কাঁচ সবুজ রঙের। গাড়িগুলো অদ্ভুতভাবে পার্ক ক'রে রাখা আছে। বিভিন্ন ধরণের গাড়ি।

গ্রাহাম ঢুকে পড়লো বারের ভেতর।

জনাকীর্ণ জায়গাটাতে তীব্র কটূ গন্ধ। বার টেন্ডার মহিলা একটা ওভারঅল পরে আছে। সে-ই এখানকার একমাত্র নারী। গ্রাহামের দিকে একটা কোক বাড়িয়ে দিলো মেয়েটা।

হালকা পাতলা নাইল্‌স জ্যাকোবি জুক বক্সে আছে। সে মেশিনে টাকা ঢুকাচ্ছে আর তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা বোতাম চেপে দিচ্ছে।

জ্যাকোবিকে দেখে মনে হচ্ছে একটা স্কুলবালক। তবে সে যে মিউজিক বেছে নিচ্ছে সেটা বাচ্চাছেলেদের নয়।

জ্যাকোবির সঙ্গীটি খুবই অদ্ভুত ধরণের : তার পুরুষালী চেহারা, পেশীবহুল শরীর। টিশার্ট আর জিন্স পরে আছে। বাম হাতের বাহুতে একটা টাট্টু। সেটা বলছে 'বর্ন টু ফাক।' অন্য হাতে আরেকটা টাট্টু, সেটাতে লেখা আছে 'র‍্যান্ডি।' তার মাথার চুল ছোটো ছোটো ক'রে কাটা। জুক বক্সের বাতিগুলোর দিকে হাতটা নেয়ার সময় গ্রাহাম দেখলো তার বাহুতে একটা ছোট্ট মেডিকেল টেপ লাগানো।

গ্রাহামের পেটটা মোচড় দিয়ে উঠলো।

নাইল্‌স জ্যাকোবি আর 'র‍্যান্ডির' পেছন পেছন একটা বুথে ঢুকলো সে।

টেবিল থেকে দুই ফিট দূরে থাকতেই থেমে গেলো গ্রাহাম।

"নাইল্‌স, আমার নাম উইল গ্রাহাম। তোমার সাথে আমি কয়েক মিনিট কথা বলতে চাই।"

র‍্যান্ডি একটা নকল হাসি দিয়ে তাকালো। তার সামনের একটা দাঁত নষ্ট। "আমি কি আপনাকে চিনি?"

"না। নাইল্‌স, আমি তোমার সাথে একান্তে কথা বলতে চাচ্ছি।"

নাইল্‌সের ভুরু কুচকে গেলো। গ্রাহাম ভাবলো চিনোতে চুরি করতে গিয়ে তার কি হয়েছিলো!

"আমরা এখানে একান্তে কথা বলার জন্যেই এসেছি। পাছা তুলে বিদায় হন," র‍্যান্ডি বললো।

গ্রাহাম র‍্যান্ডির হাতের কাটা দাগগুলোর দিকে তাকালো। নিজের চাকু দিয়ে হাত কাটা ছেলেটার অভ্যাস। চাকুবাজ লড়াকু ছেলে।

আমি র‍্যান্ডিকে ভয় পাচ্ছি, তেড়ে যাও, না হলে পিছু হটো।

"আপনি কি আমার কথা বোঝেন নি?" র‍্যান্ডি বললো। "পাছা তুলুন।"

গ্রাহাম তার জ্যাকেটের বোতাম খুলে নিজের পরিচয়টা টেবিলের উপর রাখলো।

"তুমি বসো, র‍্যান্ডি। ওঠার চেষ্টা করবে তো দুটো গুলি ঢুকিয়ে দেবো।"

"আমি দুঃখিত, স্যার," সঙ্গে সঙ্গে বাধ্য ছেলের মতো বললো সে।

"র‍্যান্ডি, আমি চাই তুমি আমার জন্যে ছোট্ট একটা জিনিস করবে। তোমার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দুই আঙুলের সাহায্যে চাকুটা ধরে টেবিলের উপর রাখবে... ধন্যবাদ, তোমাকে।"

চাকুটা গ্রাহাম তার নিজের পকেটে ঢুকিয়ে ফেললো। জিনিসটা তেলতেলে ঠেকলো তার কাছে।

"এখন, তোমার অন্য পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করো। তুমি আজ নিজের রক্ত বিক্রি করেছো। তাই না?"

"তাতে কি হয়েছে?"

"তারা তোমাকে যে স্লিপটা দিয়েছে সেটা আমাকে দাও। টেবিলে রাখো সেটা।"

র‍্যান্ডির গ্রুপের রক্তও ও-পজেটিভ।

"জেল থেকে ক'দিন আগে বের হয়েছো?"

"তিন সপ্তাহ।"

"তোমার প্যারোল অফিসার কে ছিলো?"

"আমি প্যারোলে বের হই নি।"

"সম্ভবত এটা মিথ্যে বলছো।" গ্রাহাম চাচ্ছে র‍্যান্ডি চলে যাক। এরকম একটা মদ্যপানের জায়গায় আসাটা প্যারোলের নিয়ম লঙ্ঘন করা। গ্রাহাম জানে, সে র‍্যান্ডির উপর রেগে আছে কারণ এই ছেলেটা তাকে ভড়কে দিয়েছে।

"র‍্যান্ডি।"

"কি?"

"এখান থেকে চলে যাও।"

"জানি না আমি কি বলবো, আমি আমার বাবাকে ভালোভাবে চিনতাম না," গ্রাহাম নাইল্‌স জ্যাকোবকে স্কুলে নিয়ে আসার সময় ছেলেটা একথা বললো। "আমার

বয়স যখন তিন তখন সে আমার মা'কে ছেড়ে চলে যায়। এরপ আমি আর তাকে দেখি নি—আমার মা দেখা করতে দিতো না।"

"তিনি তোমাকে দেখতে গত বসন্তে এসেছিলেন।"

"হ্যা।"

"চিনোতে।"

"আপনি জানেন তাহলে।"

"সোজাসুজি বলবে, কি হয়েছিলো?"

"মা'র কাছ থেকে তার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছিলাম, তবে তাকে দেখে আমার অতোটা খারাপ মনে হয় নি।"

"তিনি কি বলেছিলেন?"

"ভিজিটর হিসেবে এসেছিলো। আমি আশা করেছিলাম সে এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরবে। বেশিরভাগ ভিজিটর তো তাই করে। কিন্তু সে কেবল আমাকে বলেছিলো, আমি স্কুলে যাবার কথা ভাবছি কিনা। সে আরো বলেছিলো আমি যদি স্কুলে যাই তবে তার কাস্টডিতে থাকবো আমি। তারপর বলেছিলো, 'তোমাকে সব কিছু নিজে নিজেই করতে হবে। আমি তোমাকে স্কুলে দেখতে যাবো।' এ জাতীয় কথাবার্তা আর কি।"

"কতো দিন আগে তুমি বের হয়েছো?"

"দু'সপ্তাহ।"

"নাইল্‌স, চিনো'তে থাকার সময় তুমি কি তোমার পরিবার সম্পর্কে তোমার জেলখানার সহবন্দী কিংবা অন্য কারোর সাথে কথা বলেছিলে?"

নাইলস্ জ্যাকোব চট ক'রে গ্রাহামের দিকে তাকালো। "ওহ্। বুঝেছি। না। আমার পরিবার সম্পর্কে কিছু বলি নি। বাবার সম্পর্কেও না। অনেক বছর ধরে তাকে দেখি নি, তার সম্পর্কে বলতে যাবো কেন?"

"এখানে কাউকে বলেছো? তুমি কি তোমার বন্ধুদের মধ্যে কাউকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলো?"

"আমাদের বাড়িতে। না। ঐ মহিলা তো আমার মা ছিলো না।"

"ওখানে কাউকে কি কখনও নিয়ে গিয়েছিলে? স্কুলের বন্ধু অথবা..."

"অথবা কোনো আজেবাজে কাউকে, তাই না, অফিসার গ্রাহাম?"

"ঠিক।"

"না।"

"কখনও না?"

"কখনও না।"

"সে কি তোমার কাছে কখনও কোনো হুমকি ধামকির ব্যাপারে বলেছিলো, অথবা দু'মাস তিনমাস আগে এমন কিছুর কথা যা তাকে চিন্তিত ক'রে থাকবে?"

"শেষবার যখন তার সাথে কথা বলি তাকে আমার খুব বিপর্যস্ত মনে হয়েছিলো। তবে সেটা আমার গ্রেড নিয়ে। আমার অবস্থা ভালো ছিলো না। সে আমার জন্যে অ্যালার্ম ঘড়ি কিনে দিয়েছিলো। এ ছাড়া আর কিছু নেই যা আমি জানি।"

"তার কোনো ব্যক্তিগত কাগজপত্র তোমার কাছে আছে? চিঠিপত্র, ছবি?"

"না।"

"তোমার কাছে তো পরিবারের একটা ছবি আছে। তোমার ঘরে দেখেছি। বঙের পাশেই।"

"ওটা আমার বঙ না। আমি আমার মুখে নোংরা জিনিস ঢুকাই না।"

"ছবিটা আমার দরকার। ওটা কপি ক'রে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো। তোমার কাছে আর কি আছে?"

জ্যাকোবি তার সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের ক'রে পকেট হাতরাতে লাগলো দেয়াশলাইয়ের জন্যে। "এই তো। আর কিছু নেই। ওই ছবিটা আমাকে কেন দেয়া হয়েছিলো আমি জানি না। আমার বাবা মিসেস জ্যাকোবির দিকে চেয়ে হাসছে, আর ঐসব পোংটা বাচ্চাগুলো আছে সঙ্গে। আপনি ওটা নিতে পারেন।"

জ্যাকোবিদেরকে জানার দরকার আছে গ্রাহামের। বার্মিংহামে তাদের প্রতিবেশীরা তাদেরকে খুব ভালো ক'রে চেনে না। ওদের কাছ থেকে তেমন সাহায্য পাওয়া যাবে না।

বায়রন মেটকাফ তাকে লকবক্সের চাবিটা দিয়েছে। একগাঁদা চিঠি পড়লো সে, যার বেশির ভাগই ব্যবসায়িক। জুয়েলারি আর রূপার অলংকারগুলো হাতিয়ে দেখলো সে।

রাতে মেটকাফ তাকে সাহায্য করলো। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখা হলো সবকিছু। পুলিশের তোলা ছবিগুলো, যাতে জ্যাকোবিদের বাড়িতে জিনিসগুলো ছিলো সেটা বেশ ভালোমতোই সাহায্য করলো।

বেশিরভাগ আসবাবই নতুন। ডেট্রয়েটে আগুন লাগার পর যে ইন্সুরেন্সের টাকা পাওয়া গিয়েছিলো তা দিয়ে কেনা। নিজেদের জিনিসপত্রে আঙুলের ছাপ ফেলার মতো খুব বেশি সময় তারা পায় নি।

একটা জিনিসেই আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে : একটা বেডসাইড টেবিল। ওটাই গ্রাহামের মনোযোগ আকর্ষণ করলো। টেবিলের মাঝখানে সবুজ রঙের মোমের গলিত ফোটা আছে।

দ্বিতীয় বারের মতো সে ভাবলো, খুনি মোমবাতি পছন্দ করে কিনা।

বার্মিংহাম ফরেনসিক ইউনিট সব কিছু শেয়ার করার ব্যাপারে বেশ ভালো।

সফট ড্রিংকের ক্যানটা নিয়ে বার্মিংহাম, জিমি প্রাইস আর ওয়াশিংটন বেশ ভালো কাজ করতে পারবে।

এফবিআইএ'র ফায়ার আর্মস এ্যান্ড টুলমার্কস সেকশন গছের খণ্ডিত ডালের ব্যাপারে রিপোর্ট দিয়েছে। যে ব্লেড দিয়ে এটা কাটা হয়েছে সেটা বেশ পুরু। তবে যার পিচটা খুব সংকীর্ণ। এটা বোল্ট কাটার দিয়ে করা হয়েছে।

বাকলের উপরের চিহ্নটি ল্যাঙ্গলে'র এশিয়ান স্টাডিজে পাঠাবার জন্যে ডকুমেন্ট সেকশন রেফার করেছে।

গ্রাহাম ওয়্যারহাউজের একটা প্যাকিংকেসের উপর ব'সে দীর্ঘ রিপোর্টটা পড়লো। এশিয়ান স্টাডিজ জানিয়েছে, চিহ্নটি একটি চায়নিজ শব্দের, যার মানে 'তুমি ওটা আঘাত করো,' অথবা 'তুমি ওটার মাথায় আঘাত করো'—এই কথাটা কখনও কখনও জুয়া খেলায় ব্যবহার করা হয়। এটাকে 'ইতিবাচক' হিসেবে দেখা হয়। অক্ষরটা মাহ-জং'র মধ্যেও দেখা যায়, এশিয়ান বিশেষজ্ঞ বলেছেন, এটা রেড ড্রাগনের প্রতীক।

অধ্যায় ১৩

ক্রফোর্ড এফবিআই'এর হেডকোয়ার্টার থেকে বার্মিংহাম এয়ারপোর্টে গ্রাহামের সাথে যখন ফোনে কথা বলছে তখন তার সেক্রেটারি অফিসে ঢুকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করলো।

"ডা: চিলটন, চিজাপিক হাসপাতা থেকে ২৭০৬-এ আছেন। তিনি বলছেন এটা নাকি খুব জরুরি।"

ক্রফোর্ড মাথা নেড়ে সায় দিলো। "একটু ধরো, উইল," সে টেলিফোনটার লাইন পাঞ্চ ক'রে লাইন বদলে নিলো। "ক্রফোর্ড বলছি।"

"ফ্রেডারিক চিলটন, আমি চিজাপিক—"

"হ্যা, ডাক্তার বলুন।"

"আমার কাছে একটা বা দুটো নোট আছে, মনে হচ্ছে, যে লোকটা আটলান্টায় হত্যা করেছে তার লেখা নোট।"

"আপনি এটা কোত্থেকে পেলেন?"

"হ্যানিবাল লেকটারের সেলের ভেতর থেকে। এটা টয়লেট টিসুর উপর লেখা। দাঁতের ছাপও আছে তাতে।"

"ওটা হাতে না ধরে আপনি কি লেখাগুলো আমাকে পড়ে শোনাতে পারবেন?"

চিলটন পড়ে শোনালো :

প্রিয় ডক্টর লেকটার,

আমি বলতে চাই, আপনি যে আমার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন সেজন্যে আমি খুবই আনন্দিত। আপনার চিঠি পেলে আমি অসম্ভব খুশি হবো। আমি বিশ্বাস করি না আপনি তাদেরকে বলবেন, আমি কে। এমন কি আপনি যদি জানেনও। তাছাড়া, আমি বর্তমানে ঠিক কোন্ শরীরে অবস্থান করছি সেটা জানা জরুরি।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আমি কিসে রূপান্তরিত হচ্ছি। কি হয়ে উঠছি। আমি জানি, কেবলমাত্র আপনিই সেটা বুঝতে পারবেন। আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই। কোনো একদিন, সম্ভবত, যদি পরিস্থিতি অনুকূলে থাকে। আশা করি আমরা চিঠি আদান-প্রদান করতে পারবো...

"মি: ক্রফোর্ড, এখানে একটা ফুঁটো আছে। তারপর আরো বলছে :

অনেক বছর ধরে আমি আপনার গুণমুগ্ধ ভক্ত। আপনার সম্পর্কিত সমস্ত খবরের ক্লিপিং আমার সংগ্রহে আছে। সত্যি বলতে কি, আমি মনে করি ওগুলো আপনার প্রতি অবিচার ক'রে লেখা হয়েছে। যেমন অবিচার আমার সাথে করা হয়। তারা অপমান্য আর হাস্যকর ডাক নাম দিয়ে থাকে, তাই না? *টুথ ফেইরি।* এর চেয়ে অর্থহীন

আর বেঠিক কি হতে পারে? আপনিও যে আমার মতো তাদের উপর চটে আছেন, সেটা আমি জানি।

তদন্তকারী কর্মকর্তা গ্রাহাম আমার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী। সে দেখতে খুব হ্যান্ডসাম নয়, তবে খুব দৃঢ়প্রতীজ্ঞ।

আপনার উচিত তাকে এই শিক্ষাটা দেয়া, সে যেনো সব গুলিয়ে না ফেলে।

কাগজটার জন্যে ক্ষমা করবেন। এটা আমি বেছে নিয়েছি যাতে আপনি এটা খুব দ্রুত নষ্ট করতে পারেন।

"এখানে একটা টুকরো নেই, মিঃ ক্রফোর্ড। নীচের শেষ অংশটুকু পড়ছি :

আপনার কাছ থেকে চিঠি পেলে পরের বার আমি হয়তো আপনার কাছে ভেজা কিছু পাঠাবো। আজ এ পর্যন্তই।

আপনার উচ্ছ্বসিত একজন ভক্ত

চিলটনের পড়া শেষ হলে নীরবতা নেমে এলো। "আপনি কি লাইনে আছেন?"

"হ্যা, আছি। লেকটার কি জানে এটা আপনি নিয়ে নিয়েছেন?"

"এখনও জানে না। তার কোয়ার্টারটা আজ সকালে পরিষ্কার করার আগে তাকে হোল্ডিংসেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ক্লিনিংম্যানই এটা খুঁজে পেয়ে আমাকে দিয়েছে। তারা যা পায় সবই আমাকে দিয়ে দেয়।"

"লেকটার এখন কোথায়?"

"এখনও হোল্ডিংসেলে আছে।"

"ওখান থেকে সে কি তার সেলটা দেখতে পায়?"

"একটু ভেবে দেখতে হবে...না, দেখতে পায় না।"

"একটু দাঁড়ান, ডক্টর।" চিলটনকে লাইনে রেখে ক্রফোর্ড গ্রাহামের লাইনটা চালু ক'রে দিলো।

"উইল, একটা নোট পাওয়া গেছে, সম্ভবত টুথ ফেইরির কাছ থেকে। চিজাপিকে লেকটারের সেলে লুকিয়ে রাখা ছিলো সেটা। মনে হচ্ছে ভক্তের কোনো চিঠি। সে লেকটারের কাছে স্বীকৃতি চায়। তোমার ব্যাপারে সে আগ্রহী। তোমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছে সে।"

"লেকটার কিভাবে তার প্রশ্নের জবাব দেবে?"

"তা জানি না। তবে লেকটার যদি না জানে আমরা ব্যাপারটা জেনে গেছি, তবে সে কোনো না কোনোভাবে যোগাযোগ করবেই। আমি নোটটা ল্যাবে পাঠাতে চাই, তবে সেটা হবে ঝুঁকিপূর্ণ। যদি লেকটার জেনে যায়, তবে বানচোতটাকে কিভাবে

সতর্ক ক'রে দেবে কে জানে। তাদের মধ্যেকার এই লিংকটা জানার দরকার আছে আমাদের, আবার নোটটারও প্রয়োজন রয়েছে।"

ক্রফোর্ড গ্রাহামকে জানালো এখন লেকটারকে কোথায়, কিভাবে রাখা হয়েছে। কিভাবে নোটটা পাওয়া গেছে। সব। "চিজাপিক এখান থেকে আশি মাইল দূরে, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারবো না। তোমার কি মনে হয়?"

"এক মাসে দশজন লোক মারা গেছে—আমরা দীর্ঘ চিঠি চালাচালি করার খেলা খেলতে পারি না। আমি বলবো, চলে যাও।"

"তাই করি," ক্রফোর্ড বললো।

"দু'ঘণ্টার মধ্যে তোমার সাথে দেখা হচ্ছে।"

ক্রফোর্ড তার সেক্রেটারিকে বললো, "একটা হেলিকপ্টার অর্ডার দাও। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি ছাদে যেতে চাই। ডকুমেন্টস বিভাগকে ফোন করো। তাদের বলো, একটা ডকুমেন্ট কেস্ আছে। হার্বাটকে একটা তল্লাশীদল গঠন করতে বলো। ছাদে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে।"

চিলটনের লাইনটা আবার চালু করলো সে।

"ডাঃ চিলটন, আমরা লেকটারের অজ্ঞাতে তার সেলটা তল্লাশী করতে চাই। আপনার সাহায্য দরকার। এই ঘটনাটি কি আর কাউকে বলেছেন?"

"না।"

"যে লোকটা এটা পেয়েছে, সে কোথায়?"

"আমার অফিসে।"

"তাকে ওখানেই রাখুন। তাকে তার মুখ বন্ধ রাখতে বলেন। লেকটার তার সেলের বাইরে কতোক্ষণ ধরে আছে?"

"আধঘণ্টা।"

"এটা কি সচরাচর সময়ের চেয়ে বেশি?"

"না, এখন পর্যন্ত না। তবে আধ ঘণ্টার বেশি কখনও লাগে না। খুব জলদিই সে ভাবতে শুরু করবে কিছু একটা হয়েছে।"

"ঠিক আছে, আমার জন্যে এটা করুন : আপনার বিল্ডিং সুপারিন্টেডেন্ট অথবা ইঞ্জিনিয়ারকে ডাকুন। তাকে বলুন বিল্ডিংয়ের পানি সরবরাহ বন্ধ ক'রে দিতে, লেকটারের সেলের সার্কিট ব্রেকারটা বন্ধ ক'রে রাখতে বলেন। জিনিসপত্র হোল্ডিংসেলের সামনে দিয়ে নিয়ে যান। তাকে খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে থাকতে হবে, যেনো কোনো প্রশ্নের জবাব দেবার সময় নেই—বুঝেছেন। তাকে বলবেন, আমি তাকে ব্যাখ্যা করবো। গারবেজ তুলে নেয়ার দলটি না এসে থাকলে আজকের মতো তাদেরকে আসতে না ক'রে দিন। নোটটা স্পর্শ করবেন না, ঠিক আছে? আমরা আসছি।"

ক্রফোর্ড সাইন্টিফিক এ্যানালিসিস সেকশনের চিফকে ফোন করলো।

"ব্রায়ান, আমার কাছে একটা নোট আছে, এক্ষুণি ওটা হাতে পাবো। সম্ভবত টুথ ফেইরির নোট। এক নম্বর অগ্রাধিকার। ওটা যেখান থেকে পাঠানো হয়েছে সেখানেই ফেরত পাঠাতে হবে এক ঘণ্টার মধ্যে। ওটা হেয়ার এবং ফাইবার, প্রিন্ট আর ডকুমেন্ট বিভাগেও যাবে। তারপর তোমার কাছে, সুতরাং তাদের সাথে সমন্বয় করো, বুঝলে?..হ্যা। আমি নিজে তোমার কাছে ওটা তুলে দেবো।"

ক্রফোর্ড যখন নোটটা নিয়ে ফিরে এলো তখন তার মধ্যে দারুণ উত্তেজনা কাজ করছে। হেলিকপ্টারের প্রচণ্ড বাতাসের কারণে এলোমেলো হয়ে আছে তার চুলগুলো। হেয়ার অ্যান্ড ফাইবার সেকশনের পৌছতে পৌছতে নিজের মুখটা মুছে নিলো।

হেয়ার অ্যান্ড ফাইবার সেকশনটা খুবই ছোটো আর শান্ত পরিবেশের, তবে খুব ব্যস্ত থাকে তারা। তাদের কমন-রুম পুলিশের কাছ থেকে পাঠানো প্রমাণ আর নমুনার বাক্সে ঠাসা।

বেভারলি কাত্জ চোখ গোলগোল ক'রে দরজা দিয়ে উঁকি দিলো।

ক্রফোর্ড তার ঠোঁটের নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে। সে জানে মেয়েটা কি বলছে।

"পেয়েছি।"

এটাই সে সব সময় বলে।

"এখন পর্যন্ত এটার প্রিন্ট নেয়া হয় নি, তাই না?"

"হ্যা, নেয়া হয় নি।"

"আমি পাশের এক্সামিন রুমে সেটআপ করেছি।" ক্রফোর্ড ডকুমেন্ট কেসটা খোলার সময় মেয়েটা হাতে গ্লোভ পরে নিলো।

নোটটা দুটো টুকরাতে। সেটা রাখা আছে দুটো প্লাস্টিকের ফিল্মের মাঝে। বেভারলি কাত্জ দাঁতের ছাপটি দেখে ক্রফোর্ডের দিকে তাকালো। প্রশ্ন ক'রে সময় নষ্ট করলো না সে।

ক্রফোর্ড মাথা নেড়ে সায় দিলো : চিজাপিক থেকে আনা জিনিসটার সাথে খুনির দাঁতের ছাপ মিলে গেছে।

বেভারলি নোটটা একটা সাদা কাগজের উপর আঁটকে রেখে তুলে ধরলো। তারপর পাওয়ার গ্লাসের সাহায্যে তাকালো সেটার দিকে।

ক্রফোর্ড তার হাত ঘড়িতে সময় দেখে নিলো আড়চোখে।

নোটটা থেকে চুলের মতো অতি পাতলা আর মিহি একটা জিনিস তুলে নিলো বেভারলি।

শক্তিশালী ম্যাগনিফাইং গ্লাসের নীচে নোটটা রেখে সে ছবি তুলে নোটটা আবার কেসে রেখে দিলো। কেসে আরেক জোড়া হাত গ্লোভও রাখলো সে। একজোড়া সাদা গ্লোভ—স্পর্শ না করার একটা সিগনাল—আঙুলের ছাপ নেয়ার আগ পর্যন্ত এটা করা হয়।

"এই তো," কেসটা ক্রফোর্ডের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বললো বেভারলি। "একটা চুল পাওয়া গেছে, এক ইঞ্চির ৩২ ভাগের এক ভাগ। কিছু নীল রঙের দানাও। ওগুলো নিয়ে কাজ করবো। আপনার কাছে আর কি আছে?"

ক্রফোর্ড তাকে তিনটি মার্ক করা খাম দিলো। "লেকটারের চিরুনী থেকে সংগৃহীত চুল। ইলেক্ট্রিক রেজর থেকে নেয়া দাড়ি-গোঁফের অংশ। আর পরিষ্কার কাজে নিয়োজিত লোকটার চুল। এবার কাজে নেমে পড়ো।"

"দেখা হবে তাহলে," বেভারলি বললো। "আপনার চুলগুলো ভীষণ পছন্দ হয়েছে আমার।"

টয়লেট পেপারটা দেখে ল্যাটেন্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেকশনের জিমি প্রাইস ভুরু কুচকালো। তার যে টেকনিশিয়ান টয়লেট পেপারটা নিয়ে কাজ করছে তার কাঁধের পেছন থেকে উঁকি মেরে দেখছে সে। টেকনিশিয়ান কাগজটাতে ফ্লুরোসেন্ট দিয়েছে, ফলে কাগজটার মধ্যে অনেক অদেখা বস্তু ফুঁটে উঠলো। তবে সেগুলো উল্লেখযোগ্য কিছু না।

ক্রফোর্ড তাকে প্রশ্ন করতে চাইলেও প্রশ্ন না ক'রে অপেক্ষা করতে লাগলো।

"আমরা জানি তিনজন লোক এটা গ্লোভ ছাড়া ধরেছে। ঠিক?" প্রাইস বললো।

"হ্যা। পরিষ্কার করে যে লোকটা, লেকটার আর চিলটন।"

"তাদের হাত তৈলাক্ত থাকার কারণে এটাতে তেল লেগে গেছে। তবে এটা খুবই ভয়ঙ্কর জিনিস।"

প্রাইস কাগজটা আলোর দিকে তুলে ধরলো। "আমি এটার থেকে গন্ধ নিতে পারছি, জ্যাক। তবে তুমি এটা হাতে পাবার পর এটার আয়োডিন উধাও হয়ে গেছে কিনা আমি নিশ্চিত ক'রে বলতে পারবো না।"

"নিনথাইড্রিন? তাপের সাহায্যে বাড়িয়ে নেবে?" সাধারণত ক্রফোর্ড টেকনিক্যাল ব্যাপারে জিমি প্রাইসকে কোনো সাজেশান দেয় না। কিন্তু এখন সে মরিয়া। আশাব্যঞ্জক কিছু শুনতে চাইলেও প্রাইসের কণ্ঠটা বিমর্ষ শোনাচ্ছে এখন।

"না। আমি এটা থেকে কোনো আঙুলের ছাপ তোমাকে দিতে পারবো না। এখানে এরকম কিছু নেই।"

"শালা," ক্রফোর্ড বললো।

প্রাইস তার দিকে ফিরে তাকালে ক্রফোর্ড তার কাঁধে হাত রেখে আবার বললো, "জিমি, এখানে যদি কোনো ছাপ থাকে তবে তোমাকে সেটা যে করেই হোক বের করতেই হবে।"

প্রাইস কোনো জবাব দিলো না।

হতাশা নিয়ে ক্রফোর্ড ডকুমেন্ট সেকশনের লয়েড বাওম্যানের কাছে গেলো।

"আপনার হেয়ারস্টাইলের জন্যে আমি আপনাকে কংগ্রাচুলেট করতে চাই।"

ক্রফোর্ড নোটটা তার হাতে তুলে দিলে বাওম্যান আবার বললো, "কতোক্ষণ এটা আমি রাখতে পারবো?"

"সর্বোচ্চ বিশ মিনিট।"

বাওম্যান অতি উজ্জ্বল আলোর নীচে দু'টুকরো টিসু পেপারের নোটটা রাখলো।

"আসল ব্যাপারটা হলো, লেকটার কিভাবে এই চিঠির জবাব দেবে," বাওম্যান নোটটা পড়া শেষ করলে ক্রফোর্ড বললো।

"কিভাবে জবাব দেবে সে ব্যাপারে যে ইনস্ট্রাকশন দেয়া হয়েছিলো সম্ভবত সেই অংশটা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।" বাওম্যান নোটের ফুটোটার দিকে ইঙ্গিত করলো। "এই যে, এখানে, সে বলছে, 'আশা করি আমরা যোগাযোগ করতে পারবো...' তারপরই ফুটোটা আছে। লেকটার তার ফেল্ট-টিপ কলম দিয়ে হয়তো ফুটোটা করেছে।"

"কেটে ফেলার মতো কোনো কিছু তার কাছে নেই।"

নোটের দাঁতের ছাপের একটা ছবি তুলে বাওম্যান আবারো একটা অতি উজ্জ্বল আলোর নীচে নোটটা রাখলো।

"এখন আমরা একটু *মাশ* করতে পারবো।"

'আশা করি আমরা যোগাযোগ করতে পারবো' বাক্যটি টিভি পর্দায় বড় ক'রে দেখানো হলো। সেইসাথে ফুটোটাও।

"রঙ্গিন বালি, ম্রিয়মান হয়ে গেছে," বাওম্যান বললো। "মনে হচ্ছে এখানে 'টি' অক্ষর ছিলো। শেষের অক্ষরটা হতে পারে 'এম' অথবা 'এন'। কিংবা 'আর।' " একটা ছবি তুলে বাওম্যান বাতিটা নিভিয়ে দিলো।

"জ্যাক, তোমাদেরকে অন্ধকারে রেখে সে দু'ধরণের মাধ্যম ব্যবহার ক'রে যোগাযোগ করতে পারে—ফোন এবং পাবলিকেশন্স। লেকটার কি ফোনকল নিতে পারে?"

"ফোনকল নিতে পারে, তবে সেটা হাসপাতালের সুইচবোর্ডের মাধ্যমে।"

"তাহলে পাবলিকেশন্স হলো একমাত্র নিরাপদ পন্থা।"

"আমরা জানি এই বানচোতটা, মানে খুনি *ট্যাটলার* পড়ে থাকে। গ্রাহাম আর লেকটার সম্পর্কিত খবরটা ঐ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে। সে অন্য আর কোনো পত্রিকা পড়ে কিনা আমি জানি না।"

"এখানে যে 'টি' আর 'আর' আছে সেটা *ট্যাটলার*'এরই। ব্যক্তিগত কলামে মনে হচ্ছে, তুমি কি বলো? ঐ জায়গাতেই যোগাযোগ করার জন্যে মেসেজ বেছে নেয়া হতে পারে।"

ক্রফোর্ড এফবিআই'র লাইব্রেরিতে চেক ক'রে দেখলো। তারপর শিকাগোর ফিল্ড ইনস্ট্রাকশন অফিসারকে ফোন করলো সে।

কাজ শেষ ক'রে বাওম্যান কেসটা ক্রফোর্ডের কাছে ফেরত দিয়ে দিলো।

"*ট্যাটলার* বের হয়েছে আজ সন্ধ্যায়," ক্রফোর্ড বললো, "এটা শিকাগোতে সোম আর বৃহস্পতিবার ছাপা হয়েছে। আমরা ব্যক্তিগত পাতাগুলোর প্রুফ পেয়ে যাবো।"

"আমার আরো কিছু জিনিস লাগবে—উল্লেখযোগ্য কিছু না," বাওম্যান বললো।

"তেমন কোনো খবর থাকলে, সোজা শিকাগোতে জানিয়ে দেবে। আশ্রম থেকে ফেরার পর আমাকে জানাবে সেটা," দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় ক্রফোর্ড বললো।

অধ্যায় ১৪

ওয়াশিংটনের মেট্রো সেন্ট্রালের টার্নস্টাইল মেশিনটি গ্রাহামের ফেয়ার কার্ডটা উগলে দিলে উষ্ণ বিকেলের আবহাওয়ায় ফ্লাইট-ব্যাগটা নিয়ে বের হয়ে এলো।

টেন স্ট্রিটে অবস্থিত জে.এডগার হুভার ভবনটা দেখে এই গরমের মধ্যে বিশাল কংক্রিটের খাঁচা ব'লে মনে হচ্ছে। গ্রাহাম যখন ওয়াশিংটন ছেড়ে আসলো তখন এফবিআই তাদের নতুন ভবনে চলে এসেছিলো। এখানে সে কখনই কাজ করে নি।

প্রবেশদ্বারের সামনে ক্রফোর্ড তাকে রিসিভ করলো। গ্রাহামকে দেখে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ক্রফোর্ড ভাবলো যখন সে জানতে পারবে খুনি তাকে নিয়ে ভাবছে তখন গ্রাহামের কেমন লাগবে।

গ্রাহামের হাত থেকে ফ্লাইট-ব্যাগটা নিয়ে নিলো ক্রফোর্ড।

"আমি সারাকে বলতে ভুলে গেছি তোমার কাছে একটা কার্ড পাঠাবার জন্যে।"

"তুমি কি লেকটারের কাছে নোটটা ভালোমতো ফিরিয়ে দিতে পেরেছো?"

"হ্যা," ক্রফোর্ড বললো। "আমি এইমাত্র ফিরে এসেছি। আমরা হলের মেঝেতে পানি ঢেলেছি। ভাঙা পাইপ আর বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের ভুয়া নাটক করেছি। আমাদের সঙ্গে সাইমন ছিলো—সে বর্তমানে এস.এ.এস বাল্টিমোরের একজন সহকারী—লেকটারকে তার সেলে নিয়ে যাবার সময় সে ওখানে ফ্লোর মোছার কাজ করেছে। সাইমন মনে করে সে কাজটা করতে পেরেছে।"

"প্লেনে ব'সে ব'সে আমি ভেবেছি, লেকটার নিজে তো এটা লেখে নি।"

"ওটা দেখার আগে আমিও এরকম কিছু ভেবেছিলাম। কিন্তু তার কামড়ের দাগটা মিলে গেছে। তাছাড়া লেখাটা বল পয়েন্টে, যা লেকটারের কাছে নেই। যে লোক এটা লিখেছে সে *ট্যাটলার* পড়ে। লোকটার এই পত্রিকাটা পায় না।"

"তাহলে তুমি কি মনে করছো?"

"শক্ত কোনো প্রমাণ পাওয়ার আগে নোটটা একেবারেই ফালতু," ক্রফোর্ড বললো। "কিছুক্ষণের মধ্যে ল্যাবের অন্যান্য ফলাফল পেয়ে যাবো।"

"তুমি হাসপাতাল থেকে করা মেইল আর ফোনটা পেয়েছো?"

"লেকটার যখনই কোনো কথা বলবে, তার ফোনটা ট্রেস করা হবে, সব কথা রেকর্ড করা হবে। শনিবার বিকেলে সে ফোন করেছে। সে চিল্টনকে বলেছে তার আইনজীবির সাথে নাকি কথা বলেছে। ওটা ডব্লিউএ.টি.এস লাইন। আমি নিশ্চিত হতে পারছি না।"

"তার আইনজীবি কি বললো?"

"কিছুই না। হাসপাতালের সুইচবোর্ড আমরা একটা লিজড লাইন বসিয়েছি, ভবিষ্যতে লেকটারের সুবিধার্থে। আমরা তার মেইলটা জাল করেছি, উভয় দিকে থেকেই। পরের ডেলিভারি থেকে সেটা শুরু হবে।"

ক্রফোর্ড একটা দরজার কাছে গিয়ে গ্রাহামে দিকে ফিরলো। "আমার নতুন অফিস। আসো। ডেকোরেটর ভেতরের সব ওলটপালট ক'রে রেখে গেছে। এই যে, নোটটা। এই কপিটা আসলটার আকৃতিরই।"

গ্রাহাম দু'দুবার পড়লো। নিজের নামটা নোটে দেখে একটু আগ্রহী হয়ে উঠলো সে।

"লাইব্রেরি নিশ্চিত করেছে তোমার আর লেকটারের খবরটা কেবলমাত্র *ট্যাটলার*'এ-ই প্রকাশিত হয়েছে," ক্রফোর্ড একটা অলকা-সেলৎজার খেতে খেতে বললো। "একটা লাগবে নাকি? তোমার জন্যে ভালো হবে। এটা এক সপ্তাহ আগে সোমবার রাতে প্রকাশ হয়েছিলো। বুধবার সারা দেশে প্রকাশিত হয়েছে। বৃহস্পতিবারের আগে কিছু কিছু জায়গায় এটা পৌছাবে না—আলাস্কা আর মেইনের মতো জায়গায়। টুথ ফেইরি ওটা মঙ্গলবারের আগে পায় নি। এটা সে পড়েছে, তারপর লেকটারের কাছে লিখেছে। লেকটারের হাসপাতালের গার্বেজ বিনে এখনও লোকজন খুঁজে যাচ্ছে এনভেলপটা। বাজে কাজ। তারা চিজাপিকে ডায়াপার আর পেপার আলাদা ক'রে চিনতে পারে না।

"ঠিক আছে। লেকটার টুথ ফেইরির কাছ থেকে নোটটা বুধবারের আগে পায় নি। কিভাবে চিঠির জবাব দেয়া হবে সেই অংশটা ছিঁড়ে ফেলেছে। আমি জানি না পুরোটা সে কেন ছিঁড়ে ফেললো না।"

"এটা প্যারাগ্রাফের মাঝখানের অংশ, কেবল প্রশংসায় ভরা," গ্রাহাম বললো। এটা ধ্বংস ফেলা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। এজন্যেই সে সবকিছু নষ্ট করে না।" হাত দিয়ে মাথা ঘষলো গ্রাহাম।

"বাওম্যান মনে করে লেকটার টুথ ফেইরিকে জবাব দেবার জন্যে *ট্যাটলার* পত্রিকাটাই বেছে নেবে। তুমি কি মনে করো, সে জবাব দেবে?"

"অবশ্যই। সে এ ব্যাপারে বেশ দক্ষ। চিঠি আদান প্রদানে সিদ্ধহস্ত।"

"তারা যদি *ট্যাটলার* ব্যবহার করে, তবে লোকটার আজরাতে যে সংখ্যাটা ছাপা হবে তাতে জবাব দেবার সুযোগ পাবে না বলেই মনে হচ্ছে। এমন কি টুথ ফেইরির নোটটা যেদিন সে পেয়েছে সেদিনও যদি স্পেশাল ডেলিভারি ব্যবহার করে জবাবটা পাঠিয়ে থাকে, তাতেও সেটা আজ ছাপা হবে না। শিকাগো অফিসের চেস্টার বিজ্ঞাপন চেক ক'রে দেখে থাকে। প্রিন্টারস্ এখন সব কাগজ একত্র করছে।"

"ঈশ্বর, দয়া ক'রে *ট্যাটলার*কে চাঙ্গা ক'রে তোলো না," গ্রাহাম বললো।

"শপ-ফোরম্যান মনে করে চেস্টার একজন রিয়েলটর বিজ্ঞাপনের উপর হামলে পড়ে। সে তার কাছে প্রুফ শিটগুলো একের পর এক বিক্রি করবে টেবিলের নীচ

দিয়ে। আমরা সবকিছুই পাচ্ছি। সব গোপনীয় জিনিস। কেবল কাজে লাগাতে হবে এখন। ঠিক আছে, ধরো আমরা জেনে গেলাম লেকটার কিভাবে জবাব দেবে, আর সেই পদ্ধতিটা নকল করলাম। তাহলে আমরা ট্রুথ ফেইরির কাছে একটা ভুয়া মেসেজ পাঠাতে পারবো—কিন্তু আমরা বলবোটা কি? আমরা এটা কিভাবে ব্যবহার করবো?"

"অবশ্যই তাকে চিঠিটা ফেলার সময়ই ধরার চেষ্টা করতে হবে," গ্রাহাম বললো। "সে এটা দেখতে চাইবে, বাজি ধরে বলছি। আমার সাথে কথা বলার সময় 'গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ' এর ব্যাপারে জেনেছে লেকটার। সে কিছু ভুল করেছে, আমরা অপেক্ষা করবো সেই ভুলগুলো পুণরাবৃত্তি হবার জন্যে।"

"এটা যদি সে করে তবে ধরে নিতে হবে সে একটা গদর্ভ।"

"জানি। জানতে চাচ্ছো সেরা টোপটা কি?"

"আমি নিশ্চিত নই।"

"লেকটারই হবে সবচাইতে সেরা টোপ," গ্রাহাম বললো।

"কিভাবে সেট-আপ করবে?"

"এটা করাই কঠিন কাজ হবে, আমি সেটা জানি। লেকটারকে ফেডারেল কাস্টডিতে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদেরকে। চিলটন এটা মেনে নেবে না—আমরা তাকে ভার্জিনিয়ার সাইক্রিয়াট্রিক হাসপাতালের ম্যাক্সিমোম সিকিউরিটিতে স্থানান্তর করবো। একটা ভুয়া পালিয়ে যাবার কাহিনী ফাঁদবো।"

"ওহ্ ঈশ্বর!"

"আমরা পরের সপ্তাহের *ট্যাটলার*-এ টুথ ফেইরির কাছে একটা বার্তা পাঠাবো, সেই পালানোর ঘটনার পরপর। লেকটার তাকে দেখা করার জন্যে বলবে।"

"আরে লেকটারের সাথে কে দেখা করতে চাইবে? মানে সে টুথ ফেইরি হলেও?"

"তাকে হত্যা করতে, জ্যাক।" গ্রাহাম উঠে দাঁড়ালো। ঘরে কোনো জানালা নেই যে, সে বাইরে তাকাবে। 'দশজন শীর্ষ ফেরারি সন্ত্রাসীর' তালিকার সামনে সে দাঁড়ালো। ক্রফোর্ডের ঘরে এটাই একমাত্র ডেকোরেশন। "এভাবেই টুথ ফেইরি নিজেকে আরো বড় প্রমাণ করতে পারবে। লেকটারকে শেষ ক'রে দিয়ে।"

"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি এ ব্যাপারে খুব নিশ্চিত।"

"আমি নিশ্চিত নই। কে নিশ্চিত বলো? নোটে সে বলেছে, 'আমার কাছে একটা জিনিস আছে আপনাকে দেখাবার। কোনো একদিন সম্ভবত দেখাবো, পরিস্থিতি যখন অনুকূলে থাকবে।' হতে পারে এটা খুবই সিরিয়াস একটি নিমন্ত্রণ। আমার মনে হয় না সে কথাটা ভদ্রতার খাতিরে বলেছে।"

"ভাবছি সে কি দেখাবে তাকে? তার শিকারদের কোনো কিছু তো তার কাছে নেই। কিছু চুল আর চামড়া ছাড়া। আর সেটাও সম্ভবত...ব্লুম এটা কিভাবে দেখছে?"

"দেখছে," গ্রাহাম বললো, "ঈশ্বরই জানে তার কাছে কি আছে। আমি নিশ্চিত যে লেকটার টুথ ফেইরিকে টেনে আনতে পারবে কিনা, জ্যাক। আমি বলবো, এটা একটা দারুণ আইডিয়া।"

"লোকজন যদি জানতে পারে লেকটার পালিয়েছে তবে হুড়োহুড়ি লেগে যাবে। সবগুলো পত্রপত্রিকাগুলো হৈহল্লা শুরু ক'রে দেবে। দারুণ আইডিয়া, তবে এটা আমাদেরকে আপাতত স্থগিত রাখতে হবে। শেষে হয়তো ব্যবহার করা যেতে পারে।"

"সে হয়তো চিঠিটা ফেলার জন্যে আসবে না। তবে লেকটার তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কিনা সেটা দেখতে চিঠিটা ফেলতে আসবে। যদি সে দূর থেকে এটা করতে পারে আর কি। আমরা এরকম একটি মেইলড্রপ বেছে নিয়ে পাহারাদারী করবো।" গ্রাহাম নিজে বললেও তার কাছে ব্যাপারটা একটু দূর্বল বলেই মনে হচ্ছে।

"সিক্রেট সার্ভিসের একটা সেট-আপ আছে যা তারা কখনই ব্যবহার করে না। তারা ওটা আমাদেরকে ব্যবহার করতে দেবে। কিন্তু আজকে যদি আমরা বিজ্ঞাপনটা দিতে না পারি তবে আগামী সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে পত্রিকা ছাপা শুরু হবে। এতে ক'রে শিকাগোতে আরো বাড়তি এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট পাওয়া যাবে লেকটারের বিজ্ঞাপনটার জন্যে।"

"লেকটারের বিজ্ঞাপনের ভাষাটা কি হবে?"

"চিঠিটা গোপনীয় বিজ্ঞাপনের ম্যানেজারের অফিসে দিতে হবে। তারা নাম আর রিটার্ন ঠিকানাটা মেইলিং লিস্টে দিয়ে দেবে—যে পাতায় একাকীত্বে ভোগা লোকজন, লার্ড চার্ম, সমকামী পার্টনার খোঁজা আর 'সুন্দরি এশিয়ান মেয়েদের সাথে মিলিত হোন,' জাতীয় বিজ্ঞাপন থাকে। অবশ্য *ট্যাটলার*কে সামলানোটা খুব মুশকিল হবে। এটা ভেবে দেখতে হবে কিন্তু।"

"শিকাগোতে যদি কোনো ফল না আসে তবে আমাদেরকে বিজ্ঞাপনটা দিতেই হবে। *ট্যাটলার*-এর ব্যাপারে যদি আমাদের ধারণা ভুলও হয় আমাদের হারানোর কিছু থাকবে না," গ্রাহাম বললো।

"আর আমাদের ধারণা যদি ঠিক হয় তবে আমরা *ট্যাটলার*কে ব্যবহার ক'রে লেকটারকে আঁটকাতে পারবো। তবে এটা যদি সে ধরে ফেলে, কিংবা তার কাছে সন্দেহের উদ্রেক করে তবে আমাদের কোনো লাভ হবে না। আমি তোমাকে বার্মিংহামের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি নি। কিছু আছে কি?"

"বার্মিংহাম সব বন্ধ ক'রে দিয়েছে। জ্যাকোবিদের বাড়িটা রঙ ক'রে বিক্রির জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদের সমস্ত জিনিসপত্র স্টোরেজে রাখা আছে প্রোবেইট করার জন্যে। আমি ওগুলো দেখেছি। যেসব লোকজনের সঙ্গে আমি কথা বলেছি তারা জ্যাকোবিদের সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না। তারা একটা কথাই কেবল বলে,

জ্যাকোবিদের মধ্যে খুব হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো। সবসময়ই তারা হাসিখুশি থাকতো। তাদের জিনিসপত্র ছাড়া এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই আমাদের কাছে। আমাদের কাছে যদি—"

"যদির কথা বাদ দাও, তুমি এতে ঢুকে পড়েছো।"

"গাছের গায়ে যে চিহ্নটা আঁকা ছিলো সেটার কি হলো?"

" 'মাথায় আঘাত করো'? ওটা তো আমার কাছে কিছুই মনে হচ্ছে না," ক্রফোর্ড বললো। "রেড ড্রাগন-এরও কোনো মানে হয় না। বেভারলি মা-জং'র বিষয়ে বেশ ভালো ভাবেই অবগত আছে, তার মাথা খুব ভালো, খুবই বুদ্ধিমতি সে। এসবের মধ্যে কোনো ব্লু খুঁজে পায় নি। তার চুল থেকে আমরা জানতে পেরেছি, সে কোনো চায়নিজ নয়।"

"সে বোল্ট কাটার দিয়ে অঙ্গচ্ছেদ করে। আমি তো কোনো—"

ক্রফোর্ডের ফোনটা বেজে উঠলো এ সময়। সংক্ষেপে কথা বললো সে।

"নোটটার ব্যাপারে ল্যাব প্রস্তুত, উইল। চলো জেলারের অফিসে যাই। এটা খুব বড়, তবে অতোটা ধূসর নয়।"

লয়েড বাওম্যানের সাথে তাদের দেখা হয়ে গেলো করিডোরেই। তার দু'হাতে কতোগুলো ছবি আর বগলে ফ্যাক্সের কপি। "জ্যাক, আমাকে চারটা পনোরোতে কোর্টে যেতে হবে," এগোতে এগোতে বললো সে। "আমি কি এটা সময়মতো করবো, নাকি প্রসিকিউটরকে ফোন করবো?"

"তাই করো," বললো ক্রফোর্ড। "এই তো আমরা এসে গেছি।"

জেলারের অফিসের সোফায় ব'সে থাকা বেভারলি কার্ত্জ গ্রাহামের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো। তার পাশেই ব'সে আছে জিমি প্রাইস।

সায়েন্টেফিক এ্যানালিসিস সেকশনের চিফ ব্রায়াল জেলার তার কাজের তুলনায় বেশ কম বয়সী। কিন্তু ইতিমধ্যেই তার মাথার চুল পাতলা হয়ে গেছে, চোখ উঠে গেছে বাই-ফোকাল চশমা। জেলারের ডেস্কের পেছনে গ্রাহাম দেখতে পেলো এইচ.জি ওয়েল্সের ফরেনসিক সায়েন্স টেক্সট, আর হপিকেন্সর *দ্য রেক অব দি ডয়েসল্যান্ড*-এর পুরনো একটি কপি।

"উইল, আমার মনে হয় জি.ডব্লিউ.ইউ-তে আমাদের একবার দেখা হয়েছিলো, সে বললো। "তুমি কি সবাইকে চেনো?...চমৎকার।"

ক্রফোর্ড একটু ঝুঁকে জেলারের ডেস্কের দিকে তাকালো। "কেউ কি ব্লকবাস্টার কিছু পেয়েছেন? ঠিক আছে, আপনারা কি এমন কিছু পেয়েছেন যাতে ক'রে মনে হতে পারে, নোটটা টুথ ফেইরির কাছ থেকে আসে নি?"

"না," বললো বাওম্যান, "আমি কয়েক মিনিট আগে শিকাগোতে কথা বলেছি নোটের পেছন থেকে যে ইমপ্রেসনটা পেয়েছি সে সম্পর্কে তাদের ধারণা দিয়েছি।

ছয়-ছয়-ছয়। আমি এটা পেলে আপনাকে দেখাবো। শিকাগোতে দুশো ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন রয়েছে।" সে গ্রাহামের হাতে ডাটাফ্যাক্স কপিগুলো হস্তান্তর করলো। "আমি এগুলো পড়েছি। সবটাই সাধারণ—বিয়ের প্রস্তাব, পালিয়ে যাওয়াদের প্রতি ফিরে আসার আহ্বান। যদি ওরকম কোনো বিজ্ঞাপন ওখানে থেকে থাকে তবে কিভাবে সেটা চিনবো বুঝতে পারছি না।"

মাথা ঝাঁকালো ক্রফোর্ড। "আমিও বুঝতে পারছি না। জিমি প্রাইস আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, কোনো ছাপ পায় নি। তোমার ব্যাপারটা কি, বেভারলি?"

"আমি একটা কিছু পেয়েছি। স্কেল কাউন্ট এবং কোর সাইজের স্যাম্পলগুলো হ্যানিবাল লেকটারের সাথে মিলে গেছে। রঙটাও। আটলান্টা এবং বার্মিংহাম থেকে নেয়া স্যাম্পলগুলোর মধ্যে রঙের ভিন্নতা রয়েছে। ব্রায়ানের কাছে তিনটি নীল রঙের দানা এবং কিছু কালো দাগ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।" সে ব্রায়ানের দিকে চোখ তুলে তাকালো।

"দানাগুলো কমার্শিয়াল ক্লিনার কাজে ব্যবহৃত ক্লোরিন," ব্রায়ান জেলার বললো। "এটা নির্ঘাত ক্লিনার লোকটার হাত থেকে এসেছে। খুব অল্প পরিমাণের রক্তের অণু পাওয়া গেছে। কিন্তু টাইপ বের করার মতো যথেষ্ট পরিমাণের নয়।"

"টুকরোগুলোর অজ্ঞাত অংশগুলো আসলে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে," বেভারলি বললো, "আমরা যদি কারো কাছে থাকা রোলটা পাই, আর সেটা যদি সে আবারো ছিঁড়ে না থাকে তবে আমরা নিশ্চিত, ম্যাচ করতে পারবো। আমি বলবো, একটা অর্ডার ইসু করা হোক, এক্ষুণি, যাতে ক'রে গ্রেফতার করতে যাওয়া পুলিশ অফিসাররা রোলটা নিশ্চিত খুঁজে পায়।"

ক্রফোর্ড মাথা নেড়ে সায় দিলো। "বাওম্যান?"

"আমার অফিসের শ্যারন পেপারের সন্ধানে বের হয়েছিলো, সে ম্যাচ করার মতো স্যাম্পল পেয়েছে। মেরিন হেড এবং মোটরহোমে ব্যবহৃত একটা টিসু পেপার। টেক্সারটা মিনিয়াপোলিসের ওয়েফোর কোম্পানির ব্র্যান্ড হিসেবে চিহ্নিত করা গেছে। এদের দেশব্যাপী ডিস্ট্রিবিউটর রয়েছে।"

বাওম্যান তার ছবিগুলো জানালার কাছে তুলে ধরলো। তার কণ্ঠটা তার শরীরের মতো হালকা পাতলা নয়। বেশ গুরু গম্ভীর।

"ডান হাতি লোক এটা লিখেছে বাম হাতে। আর ইচ্ছাকৃতভাবে ব্লক পাটার্নে লেখা হয়েছে সেটা। আপনারা দেখুন, স্ট্রোকের মধ্যে দৃঢ়তা নেই, অক্ষরগুলোর আকারও ভিন্ন ভিন্ন।

"অনুপাতটা আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছে, আমাদের লোকটার আনকারেক্টেড অ্যাস্টিগম্যাটিজম রোগে ভুগছে।

"নোটের দুটো অংশেই একই কলম ব্যবহার করা হয়েছে। বল পয়েন্ট। রয়্যাল ব্লু কালির। তবে সে দুটো কলম ব্যবহার করেছে। নোটের হারানো অংশের কোথাও সেটা ব্যবহার করেছে। আপনারা দেখতে পাবেন প্রথমটি কোথেকে স্কিপ করেছে। প্রথম কলমটি খুব ফ্রিকোয়েন্টলি ব্যবহৃত হয় নি—শুরুতে দাগগুলো দেখেছেন? তার মানে ডেস্কে লেখা হয়েছে। তাছাড়া পেপারটা যে জিনিসের উপর রেখে লেখা হয়েছে সেটা ব্লটার হওয়ারই কথা। কারণ খুব নরম। একটা ব্লটার যদি খুঁজে পান তো তাতে লেখার ছাপটা এখনও থাকবে।"

বাওম্যান নোটটার পেছন দিকের তোলা ছবিটা তুলে নিলো। ছবিতে নোটটা অনেক বড় ক'রে তোলা হয়েছে। "সে নোটটা ভাঁজ ক'রে নীচের অংশটা লিখেছে। এটাই পরে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। পেছন দিকটা দেখুন। আলোর কাছে নিয়ে তীর্যকভাবে ধরলে কিছু জিনিস চোখে পড়ে। আমরা '৬৬৬এন' দেখতে পাচ্ছি। হয়তো এখান থেকেই কলমটা নিয়ে তার সমস্যা হয়ছিলো তাই তাকে আবার ওভার রাইট করতে হয়েছিলো। কোনো বিজ্ঞাপনেই ৬৬৬ নেই। এখন পর্যন্ত।

"ভাঁজটা বলে দিচ্ছে এনভেলপের আকার স্ট্যান্ডার্ড লেটার সাইজের। নোটটা এমন একটা খামে ভরা হয়েছিলো যার মধ্যে কোনো প্রিন্টেড ম্যাটার ছিলো।

"এই তো, আর কিছু নেই," বাওম্যান বললো। "আপনার যদি আর কোনো প্রশ্ন না থাকে তবে আমি আদালতে যেতে পারি, জ্যাক।"

"ওগুলো রেখে দিন," ক্রফোর্ড বললো।

গ্রাহাম *ট্যাটলার*-এর ব্যক্তিগত কলামের দিকে তাকালো। ("আকর্ষণীয় কুইন-সাইজের মেয়ে, তরুণী ৫২, একজন খৃস্টান, সিংহ রাশির জাতক চাচ্ছেন যিনি অধূমপায়ী। বয়স হতে হবে ৪০-৭০। কোনো সন্তান সন্ততি যেনো না থাকে। কৃত্রিম অঙ্গ থাকলে স্বাগতম। কোনো ফোন করা চলবে না। ছবি পাঠান।")

তীব্র যন্ত্রণা আর বিজ্ঞাপনের দিকে উন্মুখ হয়ে থাকার কারণে সে খেয়াল করলো না বাকি সবাই চলে যাচ্ছে। বেভারলি কার্ত্জ কথা বললে বুঝতে পারলো সেটা।

"আমি দুঃখিত, বেভারলি। তুমি কি যেনো বলছিলে?"

"আমি বলছিলাম তোমাকে এখানে আবার দেখতে পেয়ে খুশি হয়েছি। তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।"

"ধন্যবাদ, বেভারলি।"

"সল কুকিংস্কুলে যাচ্ছে। এখনও সে ধাতস্থ হতে পারে নি। তুমি একটু ওর ব্যাপারটা দেখো।"

"দেখবো।"

জেলার তার ল্যাবের দিকে চলে গেলো। কেবল গ্রাহাম আর ক্রফোর্ড রয়ে গেলো ঘরে। ঘড়ির দিকে তাকালো তারা।

"*ট্যাটলার*-এর ছাপার সময় আর চল্লিশ মিনিট পরে," ক্রফোর্ড বললো। "আমি তাদের চিঠিপত্রগুলো দেখবো। তুমি কি বলো?"

"আমরও তাই মনে হয়।"

জেলারের ঘর থেকে ফোন করে ক্রফোর্ড কথাটা জানিয়ে দিলো শিকাগোতে। "শিকাগোরটা যদি পণ্ড হয়ে যায় তবে আমাদেরকে আরেকটা বিকল্প বিজ্ঞাপন প্রস্তুত রাখতে হবে, উইল।"

"ওতেই কাজ হবে।"

"ড্রপ, করার ব্যাপারটা আমি সেট-আপ করবো।" ক্রফোর্ড সিক্রেট সর্ভিসকে ফোন ক'রে দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলে গেলো। তার কথা যখন শেষ হলো তখনও গ্রাহাম আঁকিবুকি ক'রে যাচ্ছে।

"ঠিক আছে, চিঠিটা ফেলার ব্যাপার দারুণ হবে," শেষে ক্রফোর্ড বললো। "এটা আনাপোলিশের ফায়ার-এস্টিংগুইশার বিক্রির দোকানের বাইরের একটি মেইলবক্স। এটা লেকটারের জায়গা। টুথ ফেইরি বুঝবে লেকটার এ সম্পর্কে জানে। বর্ণানুক্রমিক পিজনহোল। লোকজন ওখানে গিয়ে এসাইনমেন্ট মেইল নিয়ে আসে। রাস্তার ওপারে থাকা একটা পার্ক থেকে আমাদের লোকটা ওটা নজরে রাখবে। সিক্রেট সার্ভিস জোর দিয়ে বলেছে, এটা বেশ ভালো কাজে দেবে। এখানে ঠিকানাটা আছে। মেসেজটা কি হবে?"

"আমরা একই সংস্করণে দুটো মেসেজ ব্যবহার করবো। প্রথমটায় টুথ ফেইরিকে সতর্ক ক'রে দেয়া হবে যে, তার শত্রুরা তার ধারণার চেয়েও বেশি কাছাকাছি এসে গেছে। আরো বলা হবে, সে আটলান্টাতে একটা ভুল করেছে, আবারো যদি সেই ভুল করে তবে সে ফাঁদে পড়ে যাবে। এতে বলা হবে, লেকটার তার জন্যে 'গোপন তথ্য' সংবলিত চিঠি পাঠিয়েছে, আমি লেকটারকে দেখিয়েছি আমরা কি করছি, কতোটা কাছাকাছি এসে পড়েছি। আমাদের কাছে ভালো তথ্য রয়েছে। এটা টুথ ফেইরিকে দ্বিতীয় মেসেজের প্রতি নির্দেশ করবে, আর সেটা শুরু হবে 'আপনার স্বাক্ষর'-এর সাথে।

"দ্বিতীয় মেসেজটা শুরু হবে 'উচ্ছ্বসিত একজন ভক্ত...' তাতে থাকবে চিঠিটা কোন্ মেইল বাক্সে ফেলা হবে তার ঠিকানা।"

"ভালো। খুবই ভালো। তুমি কি আমার অফিসে এসে পুরোটা শেষ করবে?"

"আমি বরং অন্য কিছু করবো। ব্রায়ান জেলারের সাথে আমার দেখা করা দরকার।"

"যাও, দেখা করো।"

গ্রাহাম সেকশন চিফকে সেরোলজি বিভাগে খুঁজে পেলো।

"ব্রায়ান, আপনি কি আমাকে কয়েকটা জিনিস দেখাতে পারেন?"

"অবশ্যই, কি দেখাতে হবে?"

"টুথ ফেইরিকে টাইপ করার জন্যে যেসব স্যাম্পল আপনি ব্যবহার করেছেন সেগুলো।"

জেলার গ্রাহামের দিকে চেয়ে রইলো। "রিপোর্টে কি এমন কিছু ছিলো যা আপনি বুঝতে পারেন নি?"

"না।"

"কোনো অস্পষ্টতা?"

"না।"

"অসমাপ্ত কিছু?" জেলারের চোখে মুখে চিন্তার ছাপ।

"আপনার রিপোর্টটা চমৎকার হয়েছে। এরচেয়ে ভালো কিছু আশা করা যায় না। আমি কেবল নিজের কাছে এভিডেন্সগুলো রাখতে চাচ্ছি।"

"আহ্, অবশ্যই। সেটা করা যাবে।" জেলার বিশ্বাস করে ফিল্ডে থাকা সবাই শিকারের ব্যাপারে খুব কুসংস্কারগ্রস্ত। "নীচের ঘরে সব আছে।"

গ্রাহাম তার পেছন পেছন চললো। "আপনি টেডেসি পড়েন?"

"হ্যা," জেলার পেছন ফিরে বললো, "আপনি তো জানেনই, আমরা এখানে কোনো ফরেনসিক মেডিসিনের কাজ করি না। কিন্তু এখানে টেডেসি খুব ভালো কাজে দেয়। গ্রাহাম। উইল গ্রাহাম। আপনি পোকামাকড়ের কারণে মৃত্যুর ব্যাপারে স্ট্যান্ডার্ড মনোগ্রাফে লিখে থাকেন, তাই না, আমি কি ঠিক বলেছি?"

"হ্যা লিখেছি," একটু থেমে আবার বললো, "আপনার কথা ঠিক। ম্যান্ট আর নুরটোভা টেডেসি পোকামাকরের ব্যাপারে বেশ ভালো।"

জেলার নিজের ভাবনাটা মিলে যাওয়াতে খুব খুশি। "এটাতে অনেক চিত্র রয়েছে, ইনভেশন ওয়েভও আছে। কোনো অফেন্স নেই।"

"অবশ্যই নেই। ওগুলো বেশ ভালো। আমি তাদেরকে তাই বলি।"

জেলার ক্যাবিনেট থেকে কিছু ভায়াল আর স্লাইড নিয়ে টেবিলের উপর রাখলো। "আপনি যদি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চান, তবে আমি যেখানেই থাকি না কেন আমাকে পেয়ে যাবেন। এই মাইক্রোস্কোপের স্টেজ লাইটটা ওখানে আছে।"

গ্রাহাম মাইক্রোস্কোপটা চাচ্ছে না। জেলারের ফাইন্ডিংসের ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ নেই। সে জানে না সে কি চাচ্ছে। ভায়াল আর স্লাইডগুলো সে আলোর দিকে তুলে ধরলো। সেইসাথে বার্মিংহামে পাওয়া সোনালি চুলটা যে কাঁচের এনভেলপে রয়েছে সেটাও। দ্বিতীয় এনভেলপে রয়েছে মিসেস লিডসের শরীর থেকে পাওয়া তিনটি চুল।

গ্রাহামের সামনে থুতু, চুল আর লালা রাখা আছে টেবিলের উপর।

সিলিংয়ে রাখা স্পিকারে একটা নারী কণ্ঠ ভেসে এলো। "গ্রাহাম। উইল গ্রাহাম। ক্রফোর্ডের অফিসের স্পেশাল এজেন্ট। অন রেড।"

সে দেখতে পেলে সারা তার হেডসেটটা পরে টাইপ করছে। ক্রফোর্ড মেয়েটার কাঁধের উপর দিয়ে তাকালো তার দিকে।

"৬৬৬-এর ব্যাপারে শিকাগোতে একটা অর্ডার আছে," ক্রফোর্ড হাত দিয়ে মুখটা এক পাশে আড়াল ক'রে বললো। "তারা এটা এখন সারাকে ডিকটেট করছে। তারা বলছে এটা নাকি এক ধরণের কোড।"

সারার টাইপরাইটারে কিছু লেখা টাইপ হতে লাগলো।

প্রিয় মুসাফির,
তুমি আমাকে সম্মানিত করেছো...

"এটাই। এটাই," গ্রাহাম বললো। "আমার সাথে কথা বলার সময় লেকটার তাকে মুসাফির নামে ডেকেছিলো।"

তুমি খুব সুন্দর...

"হায় ইশ্বর," ক্রফোর্ড বললো।

"আমি তোমার নিরাপত্তার জন্যে একশোবার প্রার্থনা করছি।"
জন ৬:২২, ৮:১৬, ৯:১-এর সাহায্যে খোঁজো।
লিউক ১:৭, ৩:১, গালাশিয়ান ৬:১১, ১৫:২; অ্যাক্টস ৩:৩, রিভিলেশন ১৮:৭; জোনাহ্ ৬:৮-এ খোঁজো...

সারা টাইপ করা শেষ করলে দেখা গেলো ধর্মগ্রন্থের রেফারেন্সের তালিকা হয়ে গেছে এটা। স্বাক্ষর করা হয়েছে 'আশীর্বাদ করি ৬৬৬' হিসেবে।

"এই তো," সারা বললো।

ফোনটা তুলে নিলো ক্রফোর্ড। "ঠিক আছে। চেস্টার, বিজ্ঞাপনের ম্যানেজারের সাথে কতোদূর এগোলে?...না, তুমি ঠিকই করেছো...কেউ যেনো কিছু না জানে, ঠিক আছে। ফোনের কাছেই থেকো। আমি আবার ফোন করবো।"

"কোড," গ্রাহাম বললো।

"সেটাই হবে। এটার পাঠোদ্ধার করতে পারলে একটা মেসেজ দেয়া যাবে। আমাদের কাছে মাত্র বাইশ মিনিট সময় রয়েছে। বাওম্যান অফিসেই আছে। তুমি তার সাথে এটা নিয়ে কথা বললে আমি সেই ফাঁকে ল্যাংলে'র ক্রিপ্টোগ্রাফির সাথে কথা বলতে পারবো। সিআইএ'র ক্রিপ্টোগ্রাফিতে একটা টেলেক্স ক'রে দাও। আমি তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি এটা আসছে।"

বাওম্যান মেসেজটা তার ডেস্কে রেখে দীর্ঘক্ষণ ধরে চেয়ে রইলো। গ্রাহামের কাছে মনে হচ্ছে অনেক বেশি সময় নিচ্ছে লোকটা।

দ্রুত কাজ করার সুনাম রয়েছে বাওম্যানের।

"আমাদের হাতে বিশ মিনিট আছে," গ্রাহাম বললো।

"বুঝতে পারছি। আপনি ল্যাংলে'তে ফোন করবেন?"

"ক্রফোর্ড করছে।"

বাওম্যান বাইবেল খুলে মেসেজটা আরো কয়েক বার পড়লো। পাঁচ মিনিট ধরে কেবল দু'জন মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেলো ঘরের মধ্যে।

"না," সে বললো। "আমরা সময়মতো এটা করতে পারবো না। আর কিছু করার মতো আছে কিনা দেখেন।"

গ্রাহাম তাকে তার খালি হাতটা দেখালো।

বাওম্যান আচমকা চশমা খুলে বললো, "আপনি কি মনে করেন, লেকটারের সঙ্গে শুধু চিঠির মাধ্যমেই আপনার টুথ ফেইরি যোগাযোগ করতে পারে?"

"হ্যা।"

"তাহলে কোডটা খুবই সহজ সরল। এটা কেবল সাধারণ পাঠকের চোখের আড়াল করার জন্যে করা হয়েছে। লেকটারের কাছে পাঠানো নোটটাতে কেবলমাত্র তিন ইঞ্চির একটা ফাঁক আছে। নির্দেশ দেবার জন্যে ঐটুকু জায়গা যথেষ্ট নয়। আমি অনুমান করছি এটা কোনো বুক-কোড হবে।"

ক্রফোর্ড তাদের সাথে এসে যোগ দিলো। "বুক-কোড?"

"দেখে তাই মনে হচ্ছে। প্রথম সংখ্যাটা '১০০ বার প্রার্থনা' হতে পারে পৃষ্ঠা সংখ্যা। ধর্মগ্রন্থের পংক্তি-অনুচ্ছেদ সংখ্যাগুলো হতে পারে লাইন আর অক্ষরের কিন্তু কোন্ ধর্মগ্রন্থ?"

"বাইবেল নয়?" ক্রফোর্ড বললো।

"না, বাইবেল নয়। প্রথমে আমি তাই ভেবেছিলাম। গ্যালাশিয়ান ৬:১১ আমাকে অন্য কিছু বলছে। 'তুমি দেখো কতো বড় একটা অক্ষর আমি তোমার জন্যে আমার নিজের হাতে লিখেছি।' এটা যথার্থ, তবে এটা কাকতালীয় কারণ এরপরই সে গ্যালাশিয়ান ১৫:২-এর উল্লেখ করেছে। গ্যালাশিয়ানের অধ্যায়ের সংখ্যা তো মাত্র ছয়টি। জোনার বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। ৬:৮। অথচ জোনার অধ্যায় সংখ্যা চারটা। সে বাইবেলের কথা বলছে না।"

"হাতে পারে লেকটারের মেসেজের কোথাও বইটার নাম দেয়া আছে," ক্রফোর্ড বললো।

বাওম্যান মাথা ঝাঁকালো। "আমার তা মনে হয় না।"

"তাহলে টুথ ফেইরি বইটার নাম উল্লেখ করেছে, লোকটারকে লেখা চিঠিতেই সেটা বলেছে," গ্রাহাম বললো।

"তাই তো মনে হচ্ছে," বাওম্যান বললো। "লেকটারকে বাজিয়ে দেখলে কেমন হয়? মানসিক হাসপাতালে ড্রাগ ব্যবহার ক'রে দেখা যেতে পারে—"

"তিন বছর আগে তারা তাকে সোডিয়াম এমিটাল প্রয়োগ ক'রে জানার চেষ্টা করেছিলো প্রিন্সটনের এক ছাত্রকে সে কোথায় মাটি চাপা দিয়ে রেখেছে," গ্রাহাম বললো। "সে তাদেরকে একটা রেসিপি দিয়ে বিভ্রান্ত করেছিলো। তাছাড়া, তাকে এভাবে ড্রাগ প্রয়োগ করলে আমরা কানেকশানটা হারাবো। টুথ ফেইরি যদি বইটার নাম বলে থাকে তবে সেটা লেকটারের সেলেই আছে ব'লে সে জানে।"

"আমি নিশ্চিত জানি, সে চিলটনের কাছ থেকে এরকম কিছু ধার কিংবা অর্ডার করে নি," ক্রফোর্ড বললো।

"যেসব বই পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, তার ব্যাপারটা কি, লেকটারের বইয়ের ব্যাপারে বলছি।"

"তার কাছে মেডিকেল, সাইকোলজি আর রান্নাবান্নার বই আছে।"

"তাহলে বইটা সে জাতীয় কিছুই হবে, টুথ ফেইরি ধরে নেবে যে, এ জাতীয় বই লেকটারের কাছে রয়েছে," বাওম্যান বললো। "লেকটারের কাছে যেসব বই আছে তার তালিকা আমাদের কাছে আছে, আছে না?"

"না," গ্রাহাম তার জুতার দিকে তাকিয়ে বললো। "আমি চিলটনের কাছ থেকে সেটা...দাঁড়ান। র‍্যানকিন-এবং উইলিংহ্যাম যখন তার সেলটাতে অভিযান চালিয়েছিলো তখন পোলারয়েডের ছবি তুলে রেখেছিলো। যাতে ক'রে সব কিছু আগের জায়গায় রেখে দেয়া যায়।"

"আপনি কি তাদেরকে আমার সাথে ছবিগুলো নিয়ে দেখা করতে বলবেন?" বাওম্যান বললো নিজের বৃফকেসটা গোছাতে গোছাতে।

"কোথায়?"

"লাইব্রেরি অব কংগ্রেসে।"

ক্রফোর্ড শেষবারের মতো সিআইএ'র ক্রিপ্টোগ্রাফি সেকশনে চেক ক'রে দেখলো। ওখানকার কম্পিউটার কোনো কূলকিণারা করতে পারে নি। তারা বাওম্যানের কথার সঙ্গে একমত। এটা একটা বুক-কোড।

ক্রফোর্ড হাত ঘড়ির দিকে তাকালো। "তিনটি চয়েজের সবগুলোই আছে, আমাদেরকে এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা লেকটারের মেসেজটা পত্রিকা থেকে তুলে নিলাম। আমাদের মেসেজটা বদলে অন্যভাবে উপস্থাপন করলাম। টুথ ফেইরিকে চিঠিটা ফেলার জন্যে আমন্ত্রণ জানালাম। অথবা, আমরা লেকটারের বিজ্ঞাপনটা প্রিন্ট হতে দিতে পারি।"

"আপনি কি নিশ্চিত, আমরা লেকটারের বিজ্ঞাপনটা *ট্যাটলার* থেকে এখনও তুলে নিতে পারবো?"

"চেস্টার মনে করে পাঁচশো ডলার দিলে শপফোরম্যান এটা করতে পারবে।"

"আমি পরিকল্পিত ভাষা ব্যবহার করার ব্যাপারটা ঘৃণা করি, জ্যাক। লেকটার হয়তো তার কাছ থেকে আর কোনো চিঠি পাবে না কখনও।"

"হ্যা। তবে আমি লেকটারের মেসেজটা আমাদের অজ্ঞাতে প্রকাশ হতে দেবার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছি না," ক্রফোর্ড বললো। "লেকটার তাকে কি বলতে পারবে যে, সে এটা জানে না? সে যদি জেনে যায়, আমাদের কাছে আংশিক বুড়ো আঙুলের ছাপ আছে, আর তার আঙুলের ছাপ আমাদের ফাইলে নেই, তাহলে সে তার বুড়ো আঙুলটা কেটে ফেলে নিজের দাঁত খুলে আদালতে বিশ্রী একটা হাসি উপহার দেবে।"

"লেকটারের কাছে দেয়া কেস্ সামারিতে বুড়ো আঙুলের ছাপের কথা নেই। আমার মনে হয়, লেকটারের মেসেজটা প্রচার হতে দেয়া উচিত। সেটাই ভালো হবে। এতে অন্তত টুথ ফেইরিকে আবারো তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে উদ্বুদ্ধ করবে।"

"সে যদি যোগাযোগ করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ না হয়ে অন্য কিছু করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহলে কি হবে?"

"দীর্ঘদিন ধরে আমরা অসুস্থবোধ করবো তাহলে," গ্রাহাম বললো। "তারপরেও এটা আমাদেরকে করতেই হবে।"

পনেরো মিনিট বাদে, শিকাগোতে *ট্যাটলার*-এর বিশাল প্রেসের মেশিনটা চালু হয়ে গেলো। এফবিআই এজেন্ট প্রথম ছাপা হওয়া একটা কপি সংগ্রহ করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে।

শিরোনামে আছে 'মাথা প্রতিস্থাপন!' আর 'নভোযাত্রীরা ঈশ্বরের চিহ্ন দেখেছে!'

এজেন্ট লেকটারের বিজ্ঞাপনটা আছে কিনা চেক ক'রে ওয়াশিংটনে পাঠানোর জন্যে এক্সপ্রেস ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেললো। সে এই পত্রিকাটি আবারো দেখতে পাবে, প্রথম পৃষ্ঠায় নিজের বুড়ো আঙুলের ছাপটাও স্মরণ করতে পারবে। তবে সেটা কয়েক বছর পর, যখন তার ছেলেমেয়েদেরকে এফবিআই'র হেডকোয়ার্টারে একটা বিশেষ প্রদর্শনীতে নিয়ে আসবে।

অধ্যায় ১৫

ভোরের আগে ক্রফোর্ড ঘুম থেকে উঠে গেলো। অন্ধকার ঘরে পাশে শোয়া বউয়ের প্রশস্ত পিঠটা দেখতে পেলো সে। টেলিফোনটা দ্বিতীয়বারের মতো বাজার আগপর্যন্ত বুঝতে পারলো না কেন ঘুম ভেঙে গেছে।

"জ্যাক, আমি লয়েড বাওম্যান বলছি। কোডটার অর্থ বের করেছি। এটা কি বলছে তা আপনার এক্ষুণি জানা দরকার।"

"ঠিক আছে, লয়েড," ক্রফোর্ড তার স্লিপারের জন্যে পা বাড়ালো।

"এটাতে বলছে : *গ্রাহামের বাড়ি ফ্লোরিডার ম্যারাথনে। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো। তাদের সবাইকে খুন করো।*"

"বলেন কি! আমাকে এখনই যেতে হবে।"

"আমি জানি।"

ক্রফোর্ড ফ্লোরিডায়ায় ফোন করলো দু'বার। এরপর একবার এয়ারপোর্টে, অবশেষে গ্রাহামের কাছে তার হোটেলে।

"উইল, বাওম্যান এইমাত্র কোডটার অর্থ বের করেছে।"

"ওটাতে কি বলা আছে?"

"বলছি। এখন শোনো। সব কিছু ঠিক আছে। আমি পুরো ব্যাপারটা দেখছি। ফোনের কাছে থাকো। আমি তোমাকে সব বলবো।"

"এখনই বলো।"

"তোমার বাড়ির ঠিকানা। লেকটার ঐ বানচোতটাকে তোমার বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দিয়েছে। দাঁড়াও, উইল। শেরিফের দুটো গাড়ি সুগারলোফের উদ্দেশ্যে চলে গেছে। কাস্টমস্ সমুদ্রপথটা দেখছে। এতো স্বল্প সময়ে টুথ ফেইরি কিছু করতে পারবে না। শোনো, আমি তোমার সাথে থাকলে তুমি আরো ভালোভাবে দ্রুতগতিতে কাজ করতে পারবে। এখন এটা শোনো।

"ডেপুটিরা মলিকে ভড়কে দেবে না। শেরিফের গাড়ি দুটো কেবল বাড়ির সামনে থাকবে। দু'জন ডেপুটি খুব কাছ থেকে বাড়িটাকে নজরদারী করবে। মলি ঘুম থেকে উঠলে তুমি তাকে ফোন করতে পারবে। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমি তোমাকে তুলে নিচ্ছি।"

"তখন আমি এখানে থাকবো না।"

"আটটার আগে কোনো প্লেন পাবে না তুমি। তাদেরকে এখানে নিয়ে আসা যাবে খুব দ্রুত। চিজাপিকে আমার ভায়ের বাড়িতে তারা থাকতে পারবে। আমার

মাথায় একটা ভালো পরিকল্পনা আছে, উইল। আমার জন্যে অপেক্ষা করো। তুমি যদি ওটা পছন্দ না করো তবে আমি তোমাকে প্লেনে তুলে দেবো।"

"আমি আর্মোরি থেকে কিছু একটা চাচ্ছি।"

"তোমাকে তুলে নেবার পরই আমরা সেটা পেয়ে যাবো।"

ওয়াশিংটনের প্রথম প্লেনেই মলি আর উইলিকে তুলে দেয়া হলো। ভীড়ের মধ্যে গ্রাহামকে খুঁজে পেলো মলি। এইমাত্র নামা শত শত পর্যটকদের ভীড়ে আছে সে। তার মুখে কোনো হাসি নেই।

গ্রাহামকে আপাদমস্তক দেখে হালকা একটা চুমু খেলো মলি। গ্রাহামের গালে তার ঠাণ্ডা হাতের আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলো সে।

গ্রাহামের কেন জানি মনে হচ্ছে উইলি সব বুঝে ফেলেছে। মলির সুটকেসটার ওজন নিয়ে হালকা একটা রসিকতা করতে করতে তারা এগোলো গাড়ির দিকে।

"ওটা আমি বহন করবো," উইলি বললো। তারা পার্কিংলটে আসতেই একটা ধূসর রঙের শেভ্রলটে এসে তাদের পাশে থামলো। গাড়িটার নাম্বার প্লেট মেরিল্যান্ডের।

গাড়িটা চলতে শুরু করলে কোত্থেকে যেনো একটা কণ্ঠ ভেসে এলো।

"ফক্স এডওয়ার্ড," তুমি একেবারে ক্লিন। যাত্রা শুভ হোক।"

গ্রাহাম ড্যাশবোর্ডের নীচে লুকিয়ে রাখা মাইক্রোফোনটা নেবার জন্যে হাত বাড়ালো।

"রজার, ববি।"

"নিশ্চিত হও কোনো সাংবাদিকের গাড়ি অথবা সেরকম কিছু ফলো করছে কিনা," গ্রাহাম বললো।

"আচ্ছা," বললো মলি।

মাঝ বিকেলে একটা জায়গায় থেমে তারা কাকড়া ভাজা খেয়ে নিলো পথের পাশে থাকা রেস্তোরাঁ থেকে। উইলি কাঁকড়াদের ট্র্যাংক দেখার জন্যে দৌড়ে ছুটে গেলো ভেতরে।

"আমি এটা মোটেও পছন্দ করছি না, মলি। আমি খুবই দুঃখিত," গ্রাহাম বললো।

"সে কি এখন তোমার পেছনে লেগেছে?"

"এরকম ভাবার কোনো কারণ আমাদের নেই। লেকটার কেবল তাকে একটা সাজেশন দিয়েছে। তাকে তাড়া দিচ্ছে আমার পেছনে লাগতে।"

"খুবই জঘন্য লাগছে ব্যাপারটা।"

"আমিও সেটা জানি। তুমি আর উইলি ক্রফোর্ডের ভায়ের বাড়িতে নিরাপদেই থাকবে। ক্রফোর্ড আর আমি ছাড়া এ পৃথিবীর কেউ জানে না তোমরা ওখানে থাকবে।"

"আমি ক্রফোর্ডের কথা শুনতে চাচ্ছি না।"

"জায়গাটা চমৎকার। দেখো।"

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো মলির মুখ দিয়ে। নিজের ভেতরে থাকা ক্রোধটাকে প্রশমিত করার চেষ্টা করলো সে। গ্রাহামের দিকে তাকিয়ে বাঁকা একটা হাসি দিলো। "কয়েক দিনের মধ্যেই ওখানে হাপিয়ে উঠবো। ক্রফোর্ডের কেউ কি ওখানে থাকবে?"

"না।" মলির হাতটা ধরলো গ্রাহাম। "উইলি কতোটুকু জানে?"

"অনেক। তার বন্ধু টমির মা সুপারমার্কেট থেকে পরিত্যক্ত সংবাদপত্র নিয়ে এসেছিলো। টমি ওগুলো উইলিকে দেখিয়েছে। ওখানে তোমার ব্যাপারে অনেক কথা লেখা ছিলো। খুবই বিকৃত তথ্য। খুব কমই সত্য আছে তাতে। হবস্‌দের কথা, লেকটার, সবকিছু। এসব পড়ে সে খুব আপসেট হয়ে পড়েছে। তার সাথে এ নিয়ে কথা বলবো কিনা তাকে বলেছিলাম। সে আমাকে বলেছে, আমি যদি এসব জানি তবে কথা বলতে পারি। আমি বলেছি, হ্যা, আমি জানি। তোমার সাথে আমি এ নিয়ে একবার কথা বলেছি। বিয়ের আগে তুমি আমাকে সব বলেছো। আমি তাকে বলেছি, তাকে আমি এ ব্যাপারে সব বলবো কিনা। সে বলেছে কথাটা নাকি সে তোমার কাছ থেকেই শুনবে।"

"বেশ ভালো। তার জন্যে সেটাই ভালো হবে। *ট্যাটলার*-এর খবরটা নাকি?"

"জানি না। মনে তো হয় সেটাই।"

"ফ্রেডি, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।" ফ্রেডি লাউন্ডসের উপর তার সুতীব্র ক্ষোভটা দৃশ্যমান হলো। নিজের আসন থেকে উঠে বাথরুমে গিয়ে ঠাণ্ডা পানিতে মুখটা ধুয়ে নিলো গ্রাহাম।

• • •

ফোনটা যখন বাজলো তখন সারা মাত্র বিদায় নিয়ে ক্রফোর্ডের কাছ থেকে চলে যেতে উদ্যত হয়েছে। পার্সটা রেখে ফোনটা ধরলো সে।

"স্পেশাল এজেন্ট ক্রফোর্ডের অফিস...না, মিঃ গ্রাহাম অফিসে নেই। আচ্ছা... একটু অপেক্ষা করুন, হ্যা, আগামীকাল বিকেলে থাকবেন তিনি, তবে..."

তার কণ্ঠটা শুনে ক্রফোর্ড কাছে এগিয়ে এলো।

সারা রিসিভারটা এমনভাবে ধরে রাখলো যেনো সেটা ডেড হয়ে গেছে। "সে উইলকে চাচ্ছিলো, বলেছে সে হয়তো আগামীকাল বিকেলে ফোন করবে...আমি ফোনটা আপনার কাছে দিতে চাচ্ছিলাম।"

"কে?"

"বলেছে, গ্রাহামকে বলবেন 'মুসাফির' ফোন করেছিলো। এটা তো ডক্টর লেকটার বলেছিলো—"

"টুথ ফেইরি," ক্রফোর্ড বললো।

গ্রাহাম গ্রোসারির দোকানে গেলে মলি আর উইলি কাপড় চোপড় বদলাতে শুরু করলো। বাড়িটা থেকে একটু দূরে গাড়িটা পার্ক ক'রে সে কিছুক্ষণ ব'সে রইলো। তার জন্যে মলিকে বাড়ি ছেড়ে আসতে হয়েছে ব'লে সে খুবই লজ্জিত।

ক্রফোর্ড তার সাধ্যমতো করেছে। এটা কোনো অজ্ঞাত ফেডারেল সেফ হাউজ নয়। খুবই চমৎকার একটি কটেজ। বাড়ির পেছন দিকটা ঢালু হয়ে চিজাপিক উপসাগরে গিয়ে মিশেছে।

জানালা দিয়ে নীল-সবুজ টিভির আলো দেখা যাচ্ছে। গ্রাহাম জানে মলি আর উইলি টিভিতে বেসবল খেলা দেখছে এখন।

উইলির বাবা একজন বেসবল খেলোয়াড় ছিলো। খুব ভালো খেলোয়াড়। একটা স্কুলবাসে মলির সাথে তার দেখা হয়, আর তারা বিয়ে করে কলেজে উঠেই।

ফ্লোরিডা স্টেট লিগের খেলা দেখতে যেতো তারা দল বেধে। উইলি জন্ম নেবার পর তাকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতো। চমৎকার সময় কাটতো তাদের। উইলির বয়স যখন হয় বছর তখন মলির বাবা মারা যান।

এখনও সুযোগ পেলে উইলি বেসবল খেলা দেখে। আর মলি দেখে কেবল মন খারাপ থাকলে।

গ্রাহামের কাছে কোনো চাবি নেই। তাই দরজায় নক্ করতে হলো তাকে।

"আমি খুলছি," উইলির কণ্ঠটা শোনা গেলো।

"দাঁড়াও," মলি বললো। "ঠিক আছে, খোলো।"

দরজা খুললো উইলি।

মলি এসে গ্রাহামের হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে নিলো। "কফি দেবো? ঘরে জিন আছে, কিন্তু তুমি যেরকম পছন্দ করো সেরকম জিন নেই।"

মলি রান্নাঘরের চলে গেলে উইলি গ্রাহামকে বাইরে যাওয়ার কথা বললো।

বাড়ির পেছনের আঙিনা থেকে সাগরে ভেসে বেড়ানো নৌযানের আলো দেখা যায়।

"উইল, এমন কোনো বিষয় আছে যা আমার জানা দরকার?"

"তোমরা দু'জনে খুব নিরাপদে আছো, উইলি। এয়ারপোর্ট থেকে যে গাড়িটা আমাদের ফলো করেছে সেটা করা হয়েছে আমাদেরকে কেউ অনুসরণ করছে কিনা সেটা দেখার জন্যে। তুমি আর তোমার মা কোথায় আছো কেউ সেটা জানে না।"

"ঐ লোকটা তোমাকে খুন করতে চায়, তাই না?"

"আমরা সেটা জানি না। আমাদের বাড়িটা সে চিনে ফেলেছে এটা আমার কাছে খুব অস্বস্তিকর লাগছিলো, তাই এ ব্যবস্থা।"

"তুমি তাকে খুন করবে?"

গ্রাহাম কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখ দুটো বন্ধ করলো। "না, আমার কাজ হলো তাকে খুঁজে বের করা, তারা তাকে মানসিক হাসপাতালে রাখবে যাতে সে অন্য কারোর কোনো রকম ক্ষতি করতে না পারে।"

"টমির মা'র কাছে পত্রিকাটা আছে, উইল। ওখানে বলেছে তুমি মিনেসোটায় একজনকে খুন করেছো, তুমি মানসিক হাসপাতালেও ছিলে। আমি এটা জানতাম না। কথাটা কি সত্যি?"

"হ্যা।"

"আমি মাকেই জিজ্ঞেস করতাম, কিন্তু ভাবলাম তোমাকেই জিজ্ঞেস করবো।"

"আমাকে সরাসরি বলাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি মানসিক হাসপাতালে ছিলাম না। সাধারণ হাসপাতালে ছিলাম।" পার্থক্যটা মনে হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। "ওখানে অবশ্য একটা মানসিক বিভাগ আছে। আমি ওখানে ছিলাম জানতে পেরে তোমার খারাপ লাগবে, তাই তোমাকে বলি নি। কারণ আমি তোমার মাকে বিয়ে করেছি।"

"আমি বাবাকে বলেছিলাম, মা'র যত্ন নিতে পারবো। এটা আমি করতে পারবো।"

গ্রাহামের মনে হলো সে উইলিকে যথেষ্ট বলেছে। তাকে খুব বেশি বলার ইচ্ছে তার ছিলো না।

রান্নাঘরের বাতিটা নিভে গেলো। মলি বের হয়ে আসছে দেখে স্বস্তি পেলো গ্রাহাম। উইলিকে মানানো মানে মলির হৃদয় জয় করা।

উইলি ঠিক জানে না এরপর কি জিজ্ঞেস করবে, তবে গ্রাহাম জানে। তার হয়ে সে-ই বললো।

"হবসের ঘটনার পরই হাসপাতালে যাই আমি।"

"তুমি তাকে গুলি করেছিলে?"

"হ্যা।"

"এটা কিভাবে ঘটেছিলো?"

"গ্যারেট হবস্ একজন উন্মাদ ছিলো। সে কলেজের মেয়েদের আক্রমণ করতো...তাদেরকে খুন করতো।"

"কিভাবে?"

"চাকু দিয়ে। এরকম এক মেয়ের কাপড়ে আমি বাঁকানো একটা ধাতব জিনিস পেয়েছিলাম। ওটা ছিলো পানির একটা বাঁকানো পাইপ। তোমার কি মনে আছে আমরা বাইরের শাওয়ারটা ঠিক করেছিলাম?

"আমি অনেক মিস্ত্রি, প্লামবার্স আর লোকজনের সাথে কথা বলি, ওটা ওদেরকে দেখাই। অনেক সময় লেগে যায়। এরকম একটা প্রতিষ্ঠানে আমি চেক্ করতে যাই যেখানে হবস্ তার পদত্যাগপত্র দিয়ে রেখেছিলো। আমি সেটা দেখি আর সেটা ছিলো...খুবই অদ্ভুত যে, সে কোনো জায়গায় কাজ করতো না। তাকে তার বাড়িতে গিয়েই খুঁজতে হলো আমাকে।

"হবসের অ্যাপার্টমেন্ট হাউজে আমি গেলাম। আমার সাথে পোশাক পরা একজন পুলিশ ছিলো। আমাদেরকে আসতে দেখে ফেলেছিলো হবস্। আমি যখন সিঁড়ির মাঝামাঝি তখন সে দরজা খুলে তার গলাকাটা বউকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় নীচে।"

"সে তাকে খুন করেছিলো?"

"হ্যা। তাই আমি আমার সঙ্গে থাকা অফিসারকে বলি সোয়াট টিমকে খবর দিতে। কিন্তু এরপরই আমি বাচ্চাদের চিৎকার শুনতে পাই। আমি আর অপেক্ষা করতে পারি নি।"

"তুমি ওদের ঘরের ভেতর গেলে?"

"হ্যা। হবস্ তার মেয়েকে পেছন থেকে ধরে রেখেছে ছুরি হাতে। মেয়েটার গলা কাটলে আমি তাকে গুলি করি সঙ্গে সঙ্গে।"

"মেয়েটা কি মারা গিয়েছিলো?"

"না।"

"সে সুস্থ ছিলো?"

"কিছুদিন পর সেরে উঠেছিলো। এখন সে ঠিকই আছে।"

উইলিকে গ্রাহাম এ পর্যন্ত বললেও নিজের মাথা থেকে ঘটনাটা আর ঝেড়ে ফেলতে পারলো না। পুরনো দৃশ্যগুলো ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে।

ক্ষতবিক্ষত, চাকুর আঘাতে মৃতপ্রায় মিসেস হবস্‌কে সে সিঁড়ির নীচে তুলে ধরছে। জানে মহিলা মারা যাচ্ছে, ওদিকে উপর তলা থেকে বাচ্চা মেয়েটার চিৎকার। হবস্ তার নিজের মেয়েকে ধরে গালে চাকু বসিয়ে গলা কাটার হুমকি দিচ্ছে। গ্রাহামের পয়েন্ট ৩৮ পিস্তলটা গর্জে উঠলেও সে মেয়েটার গলায় একটা পোচ বসিয়ে দিলো। হবস্ মেঝেতে ব'সে কাঁদতে শুরু ক'রে দিয়েছে, আর তার

মেয়েটা তখন গোঙাচ্ছে। হব্‌স মেয়েটার শ্বাসনালী কাটলেও ধমনী কাটতে পারে নি। মেয়েটা তার বাবার দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে আছে। তার বাবা বললো, "দেখো? দেখো?" মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পড়তে।

সেই সময় থেকেই গ্রাহাম পয়েন্ট ৩৮-এর উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলে।

"উইলি, হবসের ব্যাপারটা আমাকে খুবই বিব্রত করে। তুমি জানো, এটা আমার চোখে এখনও ভাসে। আমার মনে হয়, আমি হয়তো এটা আরো ভালোভাবে সামলাতে পারতাম। এর পর থেকেই আমি খাওয়া দাওয়া আর লোকজনের সাথে কথা বলা বন্ধ ক'রে দেই।

"সেজন্যেই আমি ডাক্তারের পরামর্শে হাসপাতালে ভর্তি হই। হবসের মেয়েটা কিছুদিন পর হাসপাতালে আমাকে দেখতে এসেছিলো। তাকে সুস্থ দেখে আমি খুব খুশি হই। অনেক কথা বলি আমরা। অবশেষে, আমি এসব ভুলে কাজে ফিরে যাই।"

"কাউকে খুন করা, এমন কি বাধ্য হয়েও যদি করতে হয়, খুব বাজে লাগে?"

"উইলি, এটা পৃথিবীর সবচাইতে কুৎসিত কাজ।"

"আমি একটু রান্নাঘরে যাচ্ছি। তুমি কি কিছু চাও, কোক?"

"হ্যা। একটা কোক।"

"মা এখনই বেরিয়ে আসবে।"

বাড়ির পেছনের একটা দোলনায় রাতের বেলায় গ্রাহাম আর মলি ব'সে আছে। হালকা বৃষ্টি হয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগছে তাদের শরীরে।

"এ অবস্থা কয়েকদিন চলবে, তাই না?" মলি বললো।

"আশা করি তা হবে না," গ্রাহাম বললো, "তবে লাগতেও পারে।"

"উইল, এভলিন বলেছে দোকানটা সে এ সপ্তাহ এবং পরের সপ্তাহের চার দিন আগলে রাখতে পারবে। আমাকে ম্যারাথনে ফিরে যেতেই হবে। কমপক্ষে দুয়েক দিনের জন্যে, যখন আমার ক্রেতারা আসবে। আমি এভলিন আর স্যামের সাথে থাকতে পারবো। আটলান্টার মার্কেটে নিজেই যেতে পারবো। সেপ্টেম্বরের জন্যে আমাকে রেডি হতে হবে।"

"এভলিন কি জানে তুমি কোথায় আছো?"

"আমি কেবল বলেছি ওয়াশিংটনে আছি।"

"ভালো।"

"কোনো কিছু থাকা বেশ ঝক্কির, তাই না? কোনো কিছু পাওয়াটা বিরল ব্যাপার, আর ধরে রাখাটা খুবই কঠিন। এটা একেবারেই কঠিন একটা দুনিয়া।"

"নরকের মতোই কঠিন।"

"আমরা সুগারলোফে ফিরে যাবো, তাই না?"

"অবশ্যই যাবো।"

"খুব বেশি তাড়াহুড়া কোরো না, খুব বেশি বাহাদুরিও দেখিও না। তুমি এটা করবে না, বুঝলে?"

"না, করবো না।"

"তুমি কি খুব সকালে ফিরে যাবে?"

তাকে ক্রফোর্ডের সাথে ফোনে আধঘণ্টা কথা বলতে হয়েছে।

"লাঞ্চের ঠিক আগেই। তোমাকে যদি ম্যারাথনে যেতেই হয় তবে আমাদেরকে খুব সকালে উঠতে হবে। আমাদেরকে একটু প্র্যাকটিস করে নিতে হবে। এই সময়টায় উইলি মাছ ধরে কাটিয়ে দিতে পারবে।"

"উইলি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলো।"

"জানি। তাকে এজন্যে দোষ দেই না।"

"শালার ঐ রিপোর্টার। নামটা যেনো কি?"

"লাউন্ডস। ফ্রেডি লাউন্ডস।"

"মনে হয় তাকে তুমি ঘৃণা করো। আসো, বিছানায় আসো। তোমার ঘাড়টা মেসেজে ক'রে দেই।"

গ্রাহাম এগারো বছর বয়সের ছেলেকে যা বলেছে সেটা ঠিকই করেছে ব'লে নিজেকে প্রবোধ দিলো। এখন মলি তার ঘাড়টা মেসেজ ক'রে দেবে।

"তুমি যদি কিছুক্ষণ ভাবতে চাও তবে আমি তোমাকে একা রেখে যাই," মলি বললো।

সে কোনো কিছু ভাবতে চায় না। একেবারেই চায় না। "তুমি আমার পেছন দিকটা ঘষবে, আর আমি ঘষবো তোমার সামনের দিকটা, " বললো সে।

"ঠিক আছে, ডার্লিং।"

সকাল ন'টার দিকে প্রবল বাতাস আর সেই সাথে বৃষ্টি চারপাশটা একেবারে কুয়াশাচ্ছন্ন ক'রে ফেললো। শেরিফের ডিপার্টমেন্ট রেঞ্জের দূরের টার্গেটটা মনে হচ্ছে সরে যাচ্ছে দৃষ্টির আড়ালে।

রেঞ্জমাস্টার তার বায়নোকুলার দিয়ে দেখছো। সে নিশ্চিত, ফায়ারিং লাইনের শেষ মাথায় একজোড়া নারী-পুরুষ শেফটি রুলগুলো দেখছে।

রেঞ্জটা ব্যবহার করার কথা ব'লে লোকটা জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের একটা ক্রেডেনশিয়াল দেখিয়েছে। সেটাতে লেখা আছে 'তদন্তকারী'। রেঞ্জমাস্টার কোনো

কন্ট্রাক্টর ছাড়া পিস্তল নিয়ে রেঞ্জে প্র্যাকটিস করার অনুমতি দিতে চায় নি। কিন্তু ফেডারেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি থাকার কারণে দিতে হয়েছে।

তারা কেবল পয়েন্ট ২২ বোরের রিভলবার ব্যবহার করছে। মহিলাকে এই রিভলবার দিয়ে গুলি করা এবং নিশানা চর্চা করতে হচ্ছে। মহিলার যে এর আগে গুলিটুলি করার কোনো অভিজ্ঞতা নেই সেটা প্রথমেই বোঝা গেছে। তার শিক্ষক হলো সেই তদন্তকারী লোকটা।

অনেকক্ষণ অনুশীলনের পর গ্রাহাম তার ছাত্রির কান থেকে ইয়ারমাফটা খুলে একটা বেঞ্চে বসতে বললো। মাথা নীচু করে হাটুতে হাত রেখে ব'সে রইলো মলি।

রেঞ্জমাস্টার ভাবলো লোকটার উচিত মেয়েটার দক্ষতায় সন্তুষ্ট হওয়া। এটা তাকে বললোও সে। একদিনে মেয়েটা বেশ ভালোই উন্নতি করেছে। গ্রাহাম রেঞ্জমাস্টারকে ধন্যবাদ জানালো। তার মুখের অভিব্যক্তি দেখে অবশ্য রেঞ্জমাস্টার বিধায় পড়ে গেলো, বুঝতে পারলো না কিছু।

অধ্যায় ১৬

"মি: পিলগ্রিম' তথা মুসাফির নামে যে ব্যক্তি ফোন করেছিলো সারাকে সে বলেছে পরদিন বিকেলে সে আবার ফোন করবে। এফবিআই'র হেডকোয়ার্টার সেই ফোন কলটা রিসিভ করার জন্যে সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন ক'রে রাখলো।

মুসাফির কে? লেকটার নয়—ক্রফোর্ড সেটা নিশ্চিত করেছে। তাহলে কি সেটা টুথ ফেইরি? হতে পারে, ক্রফোর্ড ভাবলো।

ক্রফোর্ডের অফিস থেকে ডেস্ক আর ফোনগুলো বড় একটা হলরুমে সরিয়ে ফেলা হলো সঙ্গে সঙ্গে।

একটা সাউন্ডপ্রুফ বুথের সামনে দাঁড়িয়ে আছে গ্রাহাম। সেই বুথের ভেতরেই রয়েছে ক্রফোর্ডের টেলিফোনটা। সারা তাতে উইন্ডেক্স সংযোজন করেছে। ভয়েস প্রিন্ট ফটোগ্রাফ, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি সেই বুথের পাশে একটা ডেস্কে রাখা আছে। সারার পাশে ব'সে আছে বেভারলি কাত্জ।

দেয়ালের বড় ঘড়িটা জানাচ্ছে বিকেল হতে আর মাত্র দশ মিনিট বাকি।

ডা: অ্যালান ব্লুম এবং ক্রফোর্ড দাঁড়িয়ে আছে গ্রাহামের ঠিক পাশেই। চুপচাপ পকেটে হাত দিয়ে অপেক্ষা করছে তারা।

ক্রফোর্ডের ডেস্কে দুটো নতুন ফোন আনা হয়েছে। একটা লাইন ইলেকট্রনিক সুইচিং সিস্টেমের (ই.এস.এস) এবং অন্যটি এফবিআই'র কমিউনিকেশন রুমের সঙ্গে হটলাইন।

"ট্রেস্ করতে কতোক্ষণ সময় লাগবে?" ডা: ব্লুম জানতে চাইলেন।

"খুব দ্রুত করা যাবে," ক্রফোর্ড বললো। "হয়তো এক মিনিটের মতো লাগবে।"

ক্রফোর্ড এবার ঘরের সবার উদ্দেশ্যে বললো। "সে যদি ফোন করে তবে সেটা খুব সংক্ষিপ্ত হবে। সুতরাং সবাই খুব নিখুঁত কাজ করবে। তোমার কিছু বলার আছে কি, উইল?"

"নিশ্চয়। আমি ডাক্তারকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।"

ব্লুম সবার আগে এসেছেন। কিছুক্ষণ পরেই তাকে আচরণ বিজ্ঞান বিভাগে লেকচার দিতে হবে।

"ঠিক আছে," গ্রাহাম বললো। "ফোন বাজার সাথে সাথে ই.এস.এস ট্রেস করা শুরু করবে। আমাদের হাতে মাত্র বিশ সেকেন্ড সময় থাকবে।" টেকনিশিয়ানের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "চারবার রিং হবার পরই টোন জেনারেটর 'অফ করা হবে। ঠিক আছে?"

টেকনিশিয়ান সায় দিলো। "চতুর্থ রিং হবার পর।"

"বেভারলি ফোনটা তুলবে। গতকাল সে যার কণ্ঠ শুনেছিলো তার থেকে ওর কণ্ঠটা আলাদা। কণ্ঠ শুনে চেনা যাবে না। বেভারলির কণ্ঠটা শুনে মনে হবে সে খুব পরিশ্রান্ত। ফোন ক'রে কলার আমাকে চাইবে। বেভ বলবে, তাকে পেজ করতে হবে। আমি কি আপনাকে হোল্ড ক'রে রাখবো? এটা বলবে সে, মনে থাকবে তো, বেভ?" গ্রাহাম ভাবলো এটা রিহার্সেল না করলেই ভালো হবে।

"ঠিক আছে, লাইনটা আমাদের জন্যে ওপেন, তার জন্যে ডেড। আমার মনে হয় সে যতোক্ষণ কথা বলবে তার চেয়ে বেশি হোল্ড ক'রে রাখা হবে।"

"আপনি তাকে হোল্ড করার সময় কোনো মিউজিক শোনাবেন না, তা তো নিশ্চিত?" টেকনিশিয়ান জানতে চাইলো।

"আরে না," ক্রফোর্ড বললো।

"আমরা তাকে বিশ সেকেন্ড হোল্ড ক'রে রাখবো। তারপর বেভারলি এসে তাকে জানাবে, 'মিঃ গ্রাহাম ফোন ধরতে আসছেন। আমি আপনার সংযোগ দিয়ে দিচ্ছি।' ব্যস, আমি ফোন তুলে নেবো।" গ্রাহাম ডাঃ ব্লুমের দিকে ফিরলো। "আপনি কি বলেন, ডাঃ ব্লুম?"

"সে ধরেই নেবে আপনি তার পরিচয় সম্পর্কে সন্দিহান। আমি হলে একটু সন্দেহগ্রস্তভাব করতাম। মানে ভুয়া কলার মনে ক'রে আমরা যেরকম আচরণ করি সেরকম করতাম।

"তাকে বলবেন, সে কে সেটা যেনো প্রমাণ দেয়।" ডাক্তার ব্লুম একটু থামলেন।

"আপনি জানেন না সে কি চায়। তার মনমেজাজ বোঝার চেষ্টা করবেন। সে কি চায় বোঝার চেষ্টা করবেন।

"সে যদি প্যারানয়েড হয়, তাহলে আপনার কাজটা খুব দ্রুত হবে। আমি হলে তার এই প্রবণতা কাজে লাগাতাম। তাকে কথা বলতে দিতাম। সে খুব বেশি বললে ভুলে যাবে কতোক্ষণ ধরে কথা বলছে। এটাই আপনাকে বলার ছিলো আমার।" ব্লুম এবার গ্রাহামের কাঁধে হাত রেখে শান্ত কণ্ঠে বললেন, "শুনুন, এটা কোনো আঁড়িপেতে শোনা কিংবা এ জাতীয় কিছু নয়। আপনার যা ভালো আর ঠিক মনে হয়, তাই করুন।"

আধঘণ্টা ধরে তারা অপেক্ষা করলো। নীরবতার সাথে।

"কল করবে নাকি করবে না, আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখনই," ক্রফোর্ড বললো।

"মেইল ড্রপ করানোর চেষ্টা করতে চাও?"

"তার চেয়ে ভালো কিছু তো দেখছি না," গ্রাহাম বললো।

"এটা হলে আমাদের হাতে দুটো টোপ থাকবে। কিজ-এ অবস্থিত তোমার বাড়ি, এবং মেইল ড্রপ।"

ফোনটা বেজে উঠলো।

টোন জেনারেটরটা সক্রিয় হয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। ই.এস.এস ট্রেস্ করতে আরম্ভ ক'রে দিলো। চারবার রিং হলো পর পর। টেকনিশিয়ান সুইচ অন করার সাথে সাথে বেভারলি ফোনটা তুলে নিলো। সারা শুনে যাচ্ছে।

"স্পেশাল এজেন্ট ক্রফোর্ডের অফিস।"

সারা মাথা ঝাঁকালো। সে কলারকে চিনতে পেরেছে। ক্রফোর্ডের পরিচিত একজন। এলকোহল, টোবাকো আর ফায়ার আর্মসের এক লোক। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেস করাটা বন্ধ করা হলো। এফবিআই ভবনের সবাই জানে এই লাইনটা ক্লিয়ার রাখতে হবে।

ক্রফোর্ড আবারো মেইল ড্রপ করার ব্যাপারে বিশদ বলে গেলো। তারা সবাই বিরক্ত আর টেনশনে আছে। লয়েড বাওম্যান এসে তাদেরকে দেখালো লেকটারের দেয়া ধর্মগ্রন্থের পংক্তি সংখ্যাগুলো *জয় অব কুকিং*-এর ১০০ পৃষ্ঠার সাথে মিলে যায়। সবার জন্যে কফি নিয়ে এলো সারা।

আবারো বেজে উঠলো ফোনটা।

"স্পেশাল এজেন্ট ক্রফোর্ডের অফিস।"

সারা এবার সায় দিলো বেশ ভালোভাবে মাথা নেড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে বুথে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো গ্রাহাম। বেভারলির ঠোঁটের নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে সে। 'হোল্ড' পাঞ্চ করলো বেভারলি।

চল্লিশ সেকেন্ড পার হয়ে গেলো এভাবে। *ফোনটা রেখে দিও না। হায় ঈশ্বর, ফোনটা যেনো রেখে না দেয়।* তার ফোনটা এবার বেজে উঠলো। *আরেকবার রিং হোক।* পাঁচ চল্লিশ সেকেন্ড হয়ে গেলো। *এখন ধরো।*

"উইল গ্রাহাম বলছি, আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

মৃদু হাসি শোনা গেলো। চাপা একটা কণ্ঠ : "আমিও মনে করি তুমি তা করতে পারবে।"

"আপনি কে বলছেন, প্লিজ?"

"তোমার সেক্রেটারি কি তোমাকে বলে নি?"

"না। সে আমাকে একটা মিটিংয়ে থাকা অবস্থায় কল করেছে। আর আমি—"

"তুমি যদি মুসাফিরের সাথে কথা বলতে না চাও, তবে আমি ফোনটা রেখে দিচ্ছি। হ্যা অথবা না?"

"মুসাফির, আপনার যদি কোনো সমস্যা থাকে তবে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আপনার সাথে বলতে পারলে খুশিই হবো।"

"আমার মনে হয় সমস্যাটা তোমার, মি: গ্রাহাম।"

"বুঝলাম না। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?"

"তুমি খুব ব্যস্ত আছো, তাই না?" লোকটা বললো।

"এতোটা ব্যস্ত আছি যে, আপনি আপনার সমস্যার কথা না বললে কথা বলতে পারবো না।"

"আমার কাজ তোমাদের মতোই, ঠিক একই জায়গায়। আটলান্টা আর বার্মিংহামে।"

"আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু জানেন?"

মৃদু হাসি। "কিছু জানি কিনা? তুমি কি মুসাফিরের ব্যাপারে আগ্রহী? হ্যা অথবা না। মিথ্যে বললে ফোন রেখে দেবো।"

কাঁচের ভেতর দিয়ে গ্রাহাম ক্রফোর্ডের ভাবনাটা পড়ে ফেললো। তার দু'কানে দুটো ফোন।

"হ্যা। কিন্তু আমার কাছে অনেকেই ফোন ক'রে বলে তারা অনেক কিছু জানে।" এক মিনিট হয়ে গেলো।

ক্রফোর্ড রিসিভার নামিয়ে রেখে এক টুকরো কাগজ নিয়ে লিখতে শুরু করলো আবার।

"কতো ভণ্ড যে আছে, শুনলে আপনি অবাকই হবেন," গ্রাহাম বললো। "তাদের সাথে কিছুক্ষণ কথা বললেই আপনি বুঝতে পারবেন তারা এমনকি ঘটনার কিছুই জানে না, বোঝে না। বুঝলেন?"

সারা একটা কাগজ এনে গ্রাহামের কাঁচের বুথের সামনে মেলে ধরলো। তাতে লেখা আছে : 'শিকাগো ফোন বুথ। পুলিশ রওনা দিয়ে দিয়েছে।'

"আমি বলি কি, তুমি মুসাফিরের ব্যাপারে একটা কথা বলবে, তখন আমি তোমাকে বলবো ঠিক বলেছো কিনা," চাপা দেয়া কণ্ঠটা বললো।

"আগে বলনু, কার সম্পর্কে আমরা কথা বলছি," গ্রাহাম বললো।

"আমরা মুসাফিরের ব্যাপারে কথা বলছি।"

"আমি কিভাবে জানবো যে, মুসাফির এমন কিছু করেছে যাতে আমার আগ্রহ জন্মাবে? এরকম কিছু করেছে কি?"

"বলা যায়, হ্যা।"

"আপনি কি মুসাফির?"

"মনে হয় না সেটা তোমাকে আমি বলবো।"

"তার বন্ধু হোন আপনি?"

"সেরকমই।"

"তাহলে প্রমাণ দিন। এমন কিছু বলুন যাতে মনে হয় তাকে আপনি ভালো ক'রে চেনেন।"

"তুমি আগে বলো। তুমি তোমার প্রমাণ দেখাও।" একটা নার্ভাস হাসি শোনা গেলো।

"প্রথমবার তুমি ভুল করেছো তো আমি ফোন রেখে দেবো।"

"ঠিক আছে। মুসাফির একজন ডানহাতি।"

"এটা তো খুব নিরাপদ অনুমান। বেশির ভাগ লোকই ডান হাতি।"

"মুসাফিরকে সবাই ভুল বোঝে।"

"সাধারণ কথাবার্তা বলবে না, প্লিজ।"

"মুসাফিরের দৈহিক গড়ন বেশ ভালো। শক্তসামর্থ্য।"

"হ্যা, সেটা তুমি বলতে পারো।"

ঘড়ির দিকে তাকালো গ্রাহাম। দেড় মিনিট। ক্রফোর্ড উৎসাহজনক ভঙ্গী করলো।

তাকে বলো না যে, সে রূপান্তরিত হতে পারে।

"মুসাফির একজন শ্বেতাঙ্গ, উচ্চতা পাঁচ ফিট এগারো ইঞ্চি। আপনি আমাকে কিছু বলেন নি। আমি নিশ্চিত নই, আপনি আদতে তাকে চেনেন কিনা।"

"কথা বলা বন্ধ করতে চাও?"

"না, কিন্তু আপনি বলেছিলেন আমি বললে আপনিও বলবেন কিছু।"

"তুমি কি মনে করো মুসাফির একজন উন্মাদ?"

ব্রুম মাথা ঝাঁকালেন।

"আমার মনে হয় না খুব সতর্ক একজন ব্যক্তি উন্মাদ হতে পারে। আমার মনে হয় সে একটু ভিন্ন রকম। আমার ধারণা বেশির ভাগ লোক তাকে উন্মাদ মনে করে। এর কারণ সে নিজের সম্পর্কে লোকজনকে খুব বেশি জানতে দেয় না।"

"মিসেস লিডস্‌কে সে কি করেছিলো ব'লে তুমি মনে করো? ঠিক ঠিক বলো। বললে আমি বলে দিতে পারবো সঠিক না বেঠিক।"

"আমি এটা বলবো না।"

"গুডবাই।"

গ্রাহামের বুকটা ধক্ ক'রে উঠলো। তবে অপর প্রান্তে এখনও নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে।

"আমি যতোক্ষণ না জানি কার সাথে—"

গ্রাহাম শুনতে পেলো শিকাগো টেলিফোন বুথের দরজাটা খুলে গেলো। রিসিভার মাটিতে পড়ে যাওয়ার শব্দটাও তার কানে এলো স্পষ্ট। একটা মৃদু হৈহল্লা। ঘরের সবাই সেটা শুনতে পাচ্ছে।

"একদম নড়বে না। মাথার উপর হাত রাখো। আস্তে আস্তে পেছন ফিরে বুথ থেকে বের হও। কাঁচের উপর হাত রাখো। দু'দিকে রাখো।"

গ্রাহামের একটা চমৎকার অনুভূতি হচ্ছে এখন।

"আমি সশস্ত্র নই, স্ট্যান। তুমি আমার আই.ডি আমার পকেটেই পাবে। কাতুকুতু লাগছে তো।"

টেলিফোনে একটা হতভম্ব কণ্ঠ শোনা গেলো এবার। "আমি কার সাথে কথা বলছি?"

"এফবিআই'র উইল গ্রাহাম।"

"আমি সার্জেন্ট স্ট্যানলি রিডল বলছি। শিকাগো পুলিশ ডিপার্টমেন্ট।" স্ট্যানকে এখন একটু বিব্রত মনে হচেচ্ছ। "আপনি কি বলবেন কি হচ্ছিলো?"

"আরে, তুমি আমাকে বলো। তোমার কাস্টডিতে একজন লোক আছে না?"

"আছে তো। ফ্রেডি লাউন্ডস, ঐ যে রিপোর্টার ভদ্রলোক। তাকে তো আমি দশ বছর ধরেই চিনি। আপনি কি তার বিরুদ্ধে কেস্ দিতে চাচ্ছেন?"

গ্রাহামের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। আর ক্রফোর্ডের মুখটা লাল। "আইনগত কাজে বাধা দিয়েছে সে। তাকে ইউএস এ্যাটর্নির কাছে নিয়ে যাও।"

আচম্‌কা লাউন্ডসের কণ্ঠ শোনা গেলো ফোনে। মুখে কটনের প্যাডটা সরিয়ে বললো এবার।

"উইল, আমার কথা শুনুন—"

"কথা যা আছে এ্যাটর্নির কাছে গিয়ে বলো। সার্জেন্ট রিডলকে ফোনটা দাও।"

"আমার কাছে কিছু তথ্য দাও।"

"রিডলকে ফোনটা দাও!"

ক্রফোর্ডের কণ্ঠটা শোনা গেলো এবার ফোনে। "আমাকে দাও, আমি শুনি, উইল।"

গ্রাহাম রেগেমেগে ফোনটা আছাড় মেরে রাখলে সবাই তার দিকে তাকালো। কারোর দিকে না তাকিয়ে সে বুথ থেকে বের হয়ে গেলো হন হন ক'রে।

"লাউন্ডস, তুমি কাজটা ঠিক করো নি, " ক্রফোর্ড বললো।

"তাকে আপনারা ধরতে চান, নাকি চান না? আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আমাকে এক মিনিট কথা বলতে দিন।" লাউন্ডস ক্রফোর্ডের নীরবতার সুযোগে হরবর ক'রে বলে গেলো, "শুনুন। আপনারা প্রমাণ করেছেন *ট্যাটলার*কে আপনাদের কতোটা দরকার। আগে আমি নিশ্চিত ছিলাম না—এখন একেবারে নিশ্চিত। ঐ বিজ্ঞাপনটা দিয়ে টুথ ফেইরিকে ধরার চেষ্টা করছেন। ভালো। *ট্যাটলার* এখন আপনার সামনেই আছে। আপনি যা খুশি তাই চাইতে পারেন।"

"তুমি কি ক'রে ব্যাপারটা ধরতে পেলে?"

"বিজ্ঞাপন ম্যানেজার আমার কাছে এসেছিলো। সে আমাকে সব বলেছে। আপনাদের লোক ইনকামিং বিজ্ঞাপন থেকে পাঁচটা চিঠি নিয়েছে। বলেছে 'মেইলফ্রড' ধরার জন্যে এটা করছে। এরকম আসলে কিছু না। কিন্তু বিজ্ঞাপন ম্যানেজার আপনার লোককে চিঠিগুলো দেয়ার আগে কপি ক'রে রেখেছিলো।

"আমি ওগুলো দেখেছি। আমি জানি পাঁচটা চিঠি নিয়েছে ধোকা দেবার জন্যে, আসলে তার দরকার একটা চিঠি। এনভেলপেই এর জবাবটা নিহিত ছিলো। চিজাপিকের পোস্টমার্ক। পোস্টেজের মিটার নাম্বারটা চিজাপিক স্টেট হাসপাতালের। বুঝলেন তো?

"তারপরও আমাকে নিশ্চিত হতে হয়েছিলো। তাই আমি ফোন করেছি। দেখলাম আমার অনুমানই ঠিক।"

"তুমি বিশাল একটা ভুল করেছো, ফ্রেডি।"

"আপনাদের *ট্যাটলার*'র দরকার আছে, আর আমি সেটা আপনাদের জন্যে ক'রে দিতে পারি। বিজ্ঞাপন, সম্পাদকীয়, চিঠিপত্র, সবই আপনাদের জন্যে উন্মুক্ত ক'রে দেবো। শুধু নাম বলবেন। আমি খুব বিচক্ষণতার সাথে করবো। আমাকে কেবল আপনাদের দলে ভিড়িয়ে নিন, ক্রফোর্ড।"

"তোমাকে নেয়ার মতো কোনো প্রয়োজন আমার নেই।"

"ঠিক আছে, তাহলে কেউ পরের ইসুতে ছয়টা বিজ্ঞাপন দিলে কোনো সমস্যা হবে না। সবগুলোই মুসাফিরের নামে।"

"তোমার বিরুদ্ধে আমি একটা ইনজাংশান জারি করবো। আইন প্রয়োগে বাধা দেবার জন্যে একটা ইনডিক্টমেন্টও আনবো।"

"আর সেটা দেশের সবগুলো পত্রপত্রিকায় চাউড় হয়ে যাবে।" লাউন্ডস জানে তার কথাবার্তা সব টেপ করা হচ্ছে। তবে সে এটা আমলে নিলো না। "ঈশ্বরের কসম খেয়ে বলছি, এটা আমি করবোই, ক্রফোর্ড।"

"তাহলে আমিও যা বলেছি সেটা করবো।"

"আমাকে সাহায্য করতে দিন, জ্যাক। আমি পারবো। বিশ্বাস করুন।"

"পুলিশ স্টেশনে যাও, ফ্রেডি। এবার সার্জেন্টকে ফোনটা দাও।"

ফ্রেডি লাউন্ডসের লিনকন ভার্সেই গাড়িটা এসে থামলো পুলিশ স্টেশনে। গাড়ি থেকে নামতে পেরে পুলিশ সার্জেন্ট স্বস্তি পেলো। গাড়ির ভেতর হেয়ার টনিক আর অফটার শেভের তীব্র গন্ধ।

পুলিশ ক্যাপ্টেনই এখানকার সর্বেসর্বা। এটা লাউন্ডস জানে। ক্যাপ্টেন লাউন্ডস্‌কে কফি দিয়ে ইউএস এটর্নিকে ফোন করলো এই নোংরা লোকটার ব্যাপার দেখার জন্যে।

লাউন্ডসের জন্যে কোনো ফেডারেল মার্শাল এলো না। আধঘণ্টা পর সে একটা ফোন পেলো ক্রফোর্ডের কাছ থেকে। তারপরই তাকে ছেড়ে দেয়া হলো। গাড়ি পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিলো স্বয়ং ক্যাপ্টেন।

খুব দ্রুত লাউন্ডস গাড়িটা নিয়ে তার নিজ অ্যাপার্টমেন্টে চলে এলো। লেক মিশিগানে সেটা অবস্থিত। এই গল্প থেকেই কয়েকটা জিনিস তাকে বের করতে হবে, আর সে জানে এটা সে করতে পারবে। টাকা হলো তার মধ্যে একটা। আর সেটা আসবে বেশির ভাগই পেপারব্যাক বইপুস্তক থেকে। একটা এক্সক্লুসিভ খবরও হবে। কতোগুলো পত্রিকায় সেটা বিক্রি করবে তাও যেনো হিসেব ক'রে ফেললো—*শিকাগো, ট্রিবিউন, দ্য লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট* আর *নিউইয়র্ক টাইমস*—তার ছবিসহ এই খবরটা এরা ছাপাবে।

এইসব পত্রিকার হোমরাচোমড়া যেসব সাংবাদিক তাকে হেয় চোখে দেখে, তার সাথে ঠিকমতো কথাও বলে না তারা এটা দেখে নিজেদের মাথার চুল ছিঁড়বে।

সংবাদপত্র জগতে লাউন্ডস একটি ঘৃণ্য নাম। নিজের প্রতিভা বলতে উত্তেজক খবর, বানোয়াট কাহিনী আর ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রিপোর্ট করা।

অন্য কোনো ভালো পত্রিকায় তার ঠাঁই না হলেও *ট্যাটলার* তাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। তার জন্যেও *ট্যাটলার* উপযুক্ত জায়গা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বর্তমানে বছরে ৭২০০০ ডলার বেতন পায় সে। এই টাকা দেদারসে খরচ করে। আমোদ-প্রমোদ করা তার স্বভাব।

ইদানীং তার ইচ্ছে জেগেছে হলিউডে গিয়ে উত্তেজক সব গল্প বিক্রি করবে। সে শুনেছে ওখানে এরকম গল্পের দারুণ চাহিদা রয়েছে।

গাড়িটা পার্ক ক'রে দেখতে পেলো ওয়েন্ডির গাড়িটাও পাশেই পার্ক করা আছে—তার মানে সে এখন ফ্ল্যাটেই আছে। ওয়াশিংটনে তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবার ইচ্ছে আছে তার। লিফটে ওঠার সময় আনন্দে শিস্ বাজাতে লাগলো লাউন্ডস।

ওয়েন্ডি তার জন্যে সব গোছগাছ ক'রে দিলো।

জিন্স আর শার্টে তাকে বেশ আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে। চুলগুলো কাঁধ অবধি নেমে আছে। ওয়েন্ডির ফিগারটা একেবারে টিনএজ মেয়েদের মতোই।

মেয়েটা লাউন্ডসের দিকে অবাক চোখে তাকালো, কারণ সে কাঁপছে।

"তুমি খুব বেশি খাটছো, রস্কু।" মেয়েটা তাকে রস্কু বলেই ডাকতে পছন্দ করে। "তুমি কোন্‌টা ধরবে, ছয়টার শাটল?" তার জন্যে একটা ড্রিংক এনে দিলো সে, সঙ্গে জাম্পসুট আর উইগ কেস। "আমি তোমাকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারবো। ছয়টার আগে আমি ক্লাবে যাচ্ছি না।"

'ওয়েন্ডি সিটি' নামে তার একটা টপলেস বার আছে। তাকে অবশ্য এখন আর নাচতে হয় না।

"তুমি যখন আমাকে নাম ধরে ডাকো তখন মনে হয় মরোক্কোর সেই স্পাই যেনো আমাকে ডাকছে," ওয়েন্ডি বললো।

"কে?"

"শনিবার সকালে টিভিতে দেখো নি। লোকটা আসলেই রহস্যময়। তোমার যখন ফ্লু হলো তখন আমরা দেখেছিলাম ওটা...আজকে তোমাকে খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছে।"

"ঠিক বলেছো। আজ আমি একটা চান্স নিয়েছি, বেবি। তাতে কাজ হয়েছে।"

"যাবার আগে তোমার একটু ঘুমিয়ে নেয়া দরকার। অনেক দৌড়াদৌড়ি করেছো।"

লাউন্ডস একটা সিগারেট ধরালো। যদিও এ্যাস্ট্রেতে ইতিমধ্যে আরেকটা সিগারেট জ্বলন্ত অবস্থায় আছে।

"তুমি জানো?" ওয়েন্ডি বললো। "আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ড্রিংক ক'রে জামা কাপড় খুলে ফেললে বেশ ভালো ঘুম দিতে পারবে।"

লাউন্ডস অবশেষে রিলাক্স হলো। তার কাঁপাকাঁপিটাও গেলো থেমে। ওয়েন্ডিকে সে সব খুলে বললো। তার স্তনের মধ্যে মুখ গুজে ডুবে রইলো কিছুক্ষণ। তার পিঠে ওয়েন্ডি হাত বোলাতে লাগলো আল্‌তো ক'রে।

"খুব স্মার্ট কাজ করেছো, রস্কু," সে বললো। "এবার ঘুমাতে যাও। আমি তোমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলবো প্লেন ধরার জন্যে। সব ঠিক থাকবে। এরপর আমরা পুরনোর দিনের মতো সময় কাটাবো।"

তারা যেসব জায়গায় বেড়াতে যাবে সেগুলো ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে চললো একে অন্যকে। এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো লাউন্ডস।

অধ্যায় ১৭

ক্রফোর্ডের অফিসের একমাত্র আসবাব দুটো ফোল্ডিং চেয়ারে এ্যালান ব্লুম আর জ্যাক ক্রফোর্ড ব'সে আছে।

"কাপবোর্ড তো খালি, ডাক্তার।"

ডাক্তার ব্লুম ক্রফোর্ডের নির্লিপ্ত মুখের দিকে তাকালেন অবাক চোখে।

"উইল কোথায় গেছে?"

"একটু হাটতে বেরিয়েছে, মাথা ঠাণ্ডা করার জন্যে। লাউন্ডস্‌কে সে কোনোভাবেই সহ্য করতে পারে না।"

"আপনি কি মনে করেন উইলের ঠিকানাটা লেকটার জানিয়ে দেয়ার ফলে উইলকে হারাবেন? মানে সে তার পরিবারের কাছে ফিরে যাবে কিনা?"

"তাই তো মনে হচ্ছে। এটা তাকে বেশ নাড়িয়ে দিয়েছে।"

"সেটাই স্বাভাবিক," ডাঃ ব্লুম বললেন।

"আমি বুঝতে পারছি সে বাড়িতে ফিরে যেতে পারছে না। মলি এবং উইলিও পারছে না। যতোক্ষণ না টুথ ফেইরি ধরা পড়ছে।"

"আপনি মলির সঙ্গে দেখা করেছেন?"

"হ্যা। সে খুবই দারুণ একটি মেয়ে। আমি তাকে বেশ পছন্দ করি। তবে এখন সে আমার উপর চটে আছে।"

"সে মনে করছে আপনি উইলকে ব্যবহার করছেন?"

ক্রফোর্ড ডাঃ ব্লুমের দিকে চোখ কটমট ক'রে তাকালো। "আমার কাছে কিছু জিনিস আছে, তার সাথে এ নিয়ে কথা বলতে হবে। আপনার সাথে এটা চেক করা দরকার। আপনি কোয়ান্টিকোতে কখন যাবে?"

"মঙ্গলবার সকালের আগে নয়।" ডাঃ ব্লুম এফবিআই'র আচরণ বিজ্ঞান বিভাগের একজন অতিথি লেকচারার।

"গ্রাহাম আপনাকে পছন্দ করে। সে মনে করে না, আপনি তার সাথে কোনো মানসিক খেলা খেলছেন," ক্রফোর্ড বললো।

"তা করি না। করবোও না," ডাঃ ব্লুম বললেন। "পেশেন্টদের সাথে আমি যেরকম সৎ, তার সাথেও সেরকমই সৎ।"

"ঠিক।"

"আমি তার বন্ধু হতে চাই। আমি তার বন্ধুই, জ্যাক। আমার কর্মক্ষেত্র এটা দাবি করে। মনে রাখবেন, আপনি যখন আমাকে বললেন তাকে নিয়ে স্টাডি করতে, আমি কিন্তু অস্বীকৃতি জানিয়েছিলাম।"

"আমি না, পিটারসন এটা চেয়েছিলো।"

"কিন্তু আপনিই তো আমাকে বলেছিলেন সেটা। সে যাইহোক, আমি যদি কখনও গ্রাহামের উপর এরকম কোনো স্টাডি করিও, সেটা অন্যদের উপকারে লাগবে। এরকম কিছু যদি করি সেটা প্রকাশিত হবে মৃত্যুর পর।"

"আপনার, নাকি গ্রাহামের মৃত্যুর পর?"

ডাঃ ব্লুম কোনো জবাব দিলো না।

"একটা জিনিস আমি খেয়াল করেছি, আমি এ নিয়ে খুবই কৌতুহলী : আপনি গ্রাহামের সাথে কখনও এক ঘরে একা থাকে নি, থেকেছেন কি? কেন? আপনি কি মনে করেন সে একজন সাইকিক, কি বলেন?"

"না, সে খুব স্পর্শাকাতর ব্যক্তি। তার রয়েছে অসাধারণ ভিজুয়াল স্মৃতিশক্তি—কিন্তু আমি তাকে কোনো সাইকিক মনে করি না। সে তার ডিউক টেস্ট করাতে রাজি হয় নি—যদিও তাতে কিছু যায় আসে না। তার সম্পর্কে লোকে আগ্রহ দেখাক, উৎসুক হোক এটা সে ঘৃণা করে, আমিও করি।"

"কিন্তু—"

"উইল এটাকে একেবারে বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন বলেই মনে করে। মানে ফরেনসিকের সংকীর্ণ সংজ্ঞার মধ্যে। এটাতে সে বেশ ভালো। তবে আমার ধারণা আরো অনেকেরই এরকম দক্ষতা রয়েছে।"

"খুব বেশি নয়," ক্রফোর্ড বললো।

"তার রয়েছে নিজেকে অন্যের জায়গায় বসিয়ে নিখুঁত চিন্তা করার অসাধারণ একটি গুন, " ডাঃ ব্লুম বললেন। "সে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটা অনুমান করতে পারবে, অথবা আমারটা—হয়তো অন্যসব দৃষ্টিভঙ্গী যা তাকে অসুস্থ ক'রে তোলে, ভয়ার্ত করে তোলে। এটা খুবই অস্বস্তিকর একটি প্রতিভা, জ্যাক। অনুমান একটি অস্ত্র যা দু'দিকেই তাক্ করা থাকে।"

"আপনি তার সাথে কখনও একা থাকেন নি কেন?"

"কারণ তার সম্পর্কে আমার কিছু পেশাদার কৌতুহল রয়েছে। আর সে এটা খুব দ্রুত বুঝতে পারে। খুব দ্রুত সব কিছু বুঝে ফেলে সে।"

"সে যদি ধরে ফেলে আপনি তার দিকে আঁড়চোখে তাকাচ্ছেন তবে সে সবকিছু উল্টাপাল্টা ক'রে দেয়।"

"হ্যা, ঠিক তাই। আপনি যথেষ্ট পরিমাণের প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছেন, জ্যাক। আমরা আসল কথা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। আসুন, খুব সংক্ষেপে সারি। আমার ভালো লাগছে না।"

"একটা সাইকোসোম্যাটিক ম্যানিফেস্টেশন, সম্ভবত," ক্রফোর্ড বললো।

"আসলে এটা আমার গলব্লাডার। আপনি কি চান বলুন?"

"টুথ ফেইরির সাথে যোগাযোগ করার মতো আমার কাছে একটা মাধ্যম আছে।"

"*ট্যাটলার*," ডাঃ ব্লুম বললেন।

"ঠিক। আপনি কি মনে করেন আমরা তাকে যা বলি তাতে ক'রে সে আত্মবিধ্বংসী হয়ে উঠতে পারে?"

"মানে তাকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়া?"

"হ্যা, আত্মহত্যাই।"

"আমার তাতে সন্দেহ আছে। এক ধরণের মানসিক অসুখের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব। তবে তার ব্যাপারে, আমার সন্দেহ আছে। সে যদি আত্মবিধ্বংসী হোতো তবে এতোটা সতর্ক হতে পারতো না। সে নিজেকে এতো ভালোভাবে প্রজেক্ট করতে পারতো না। সে যদি ক্ল্যাসিকাল প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিক হয়ে থাকে তবে আপনি তাকে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে প্রভাবিত করতে পারতেন। এমনকি তাকে নিজের ক্ষতি করতেও দিতে পারতেন। যদিও আমি কোনো সাহায্য করবো না।" আত্মহত্যা হলো ব্লুমের চিরশত্রু।

"না, আমারও মনে হয় আপনি এটা করবেন না," ক্রফোর্ড বললো। "আমরা কি তাকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারি?"

"আপনি কেন জানতে চাইছেন? কোন্ উদ্দেশ্য?"

"আমাকে জিজ্ঞেস করতে দিন : আমরা কি তাকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারি, তার মনোযোগ ফোকাস করতে পারি?"

"সে ইতিমধ্যেই গ্রাহামকে শত্রু হিসেবে ধরে নিয়েছে। আপনিও সেটা জানেন। বোকামি করবেন না। আপনি ঠিক করেছেন, গ্রাহামের পেছনে লেগে থাকবেন, তাই না?"

"আমার মনে হয়, এটা আমাকে করতেই হবে। আমাকে সাহায্য করুন।"

"আমি নিশ্চিত নই, আপনি যা চাচ্ছেন সে ব্যাপারে আপনি নিজেই জানেন কিনা।"

"আমার কি করা উচিত সেটা বলুন—এটাই আমি চাই।"

"আমার মনে হয় না আমি সেটা বলতে পারবো," ডাঃ ব্লুম বললো। "গ্রাহামের কাছে আপনি কি জানতে চান। আমি চাই না আপনি এটা ভুল ব্যাখ্যা করেন। সাধারণত এটা আমি বলবো না, তবে আপনার সেটা জানা উচিত : আপনি কি মনে করেন, কোন্ জিনিসটা উইলকে সুতীব্রভাবে পরিচালিত করে?"

ক্রফোর্ড মাথা ঝাঁকালো।

"ভয়, জ্যাক। লোকটা প্রচণ্ড ভয়ের মধ্যে থাকে।"

"কারণ সে আহত হয়েছিলো?"

"না, পুরোপুরি সেজন্যে নয়। ভয় আসে কল্পনা থেকে। এটা হলো এক ধরণের শাস্তি। কল্পনার মূল্য চুকাতে হয় এভাবে।"

এ নিয়ে কথা বলতে ক্রফোর্ডের বিব্রত বোধ হচ্ছে। "নিশ্চয়। আপনি এটা কর্মকর্তাদের জানান নি, ঠিক? আমাকে এটা বলাতে কোনো সমস্যা হবে না। আমি মনে করি না সে কোনো হাস্যকর লোক। আমি একেবারে বোকাচোদা নই, ডাক্তার।"

"আমি আপনাকে কখনও এরকম মনেও করি না, জ্যাক।"

"আমি তাকে রক্ষা করতে না পারলে তাকে এ কাজে নামাতাম না। সে নিজে অবশ্য অতোটা খারাপ নয়। সেরা নয়, তবে খুব দ্রুত। টুথ ফেইরিকে ধরার ব্যাপারে আপনি কি আমাদেরকে সাহায্য করবেন, ডাক্তার? অনেক লোক তার হাতে মারা গেছে।"

"কেবল গ্রাহাম যদি পুরো ব্যাপারটা জানে, জানে এর মধ্যে কতোটা ঝুঁকি আছে, এবং সব জানার পর স্বেচ্ছায় এ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে, তবেই সাহায্য করবো। তার নিজের মুখ থেকে সেটা আমি শুনতে চাই।"

"আমি আপনাকে পছন্দ করছি, ডাক্তার। আমি কখনও তার সাথে উল্টাপাল্টা কিছু করি নি। আমরা একে অন্যের সাথে যেমন করি আর কি।"

জেলারের ল্যাবের পাশেই একটা ছোট্ট ওয়ার্করুমে গ্রাহামকে খুঁজে পেলো ক্রফোর্ড। এখানেই সে ভিকটিমদের ছবি আর কাগজপত্র নিয়ে এসেছে।

গ্রাহাম *ল এনফোর্সমেন্ট বুলেটিন* পড়া শেষ করার আগপর্যন্ত ক্রফোর্ড অপেক্ষা করলো।

"পঁচিশ তারিখে কি হবে সেটা আমাকে বলতে দাও," গ্রাহামকে সে বললো না পঁচিশ তারিখে পূর্ণিমা হবে।

"সে তখন আবার সেটা করবে?"

"হ্যা। ঠিক তাই।"

"কখন করবে?"

"দু'বারই এটা ঘটেছে শনিবার রাতে। বার্মিংহামে জুনের ২৮ তারিখে, পূর্ণিমা ছিলো সেই শনিবারে। আটলান্টায় এটা ঘটেছে জুলাইর ২৬ তারিখে, পূর্ণিমার একদিন আগে, শনিবার রাতে। এবার পূর্ণিমা হবে সোমবার, আগস্টের ২৫ তারিখে। সে সপ্তাহান্ত সময়টি বেশ পছন্দ করে। আমাদেরকে শুক্রবার থেকেই প্রস্তুত থাকতে হবে।"

"প্রস্তুত? আমরা কি প্রস্তুত?"

"ঠিক। তুমি জানো টেক্সটবুকগুলো কি রকম হয়—একটি হত্যাকাণ্ড তদন্ত করার আদর্শপন্থা?"

"এভাবে কিছু হতে আমি কখনও দেখি নি," গ্রাহাম বললো। "এভাবে কাজ হয় না কখনও।"

"তা ঠিক। যদিও এরকম করতে পারলে ভালোই হোতো : একজন লোককে পাঠিয়ে দাও। তাকে ঐ জায়গাটাতে যেতে দাও। তার শরীরে ট্রান্সমিটার থাকবে, তাকে সব সময় নির্দেশ দেয়া হবে।"

দীর্ঘ একটা নীরবতা নেমে এলো।

"তুমি আমাকে কি বলতে চাচ্ছো?"

"শুক্রবার রাত থেকেই আমরা এন্ড্রু এয়ারফোর্স ঘাঁটিতে একটা গ্রুম্যান গালফস্ট্রিম বিমান প্রস্তুত রাখাবো। বেসিক-ল্যাবটা ওটাতেই থাকবে। আমরা-আমি, তুমি, জেলার, জিমি প্রাইস, একজন ফটোগ্রাফার আর জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিয়োজিত দু'জন লোক—স্ট্যান্ডবাই থাকবো। কল আসা মাত্রই আমরা রওনা দেবো। পূর্ব কিংবা পশ্চিম, যেখানেই হোক না কেন, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা পৌছে যাবো সেখানে।"

"স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ব্যাপারটা কি হবে? তাদের তো সহযোগিতা করার দরকার নেই। তারা অপেক্ষা করবে না।"

"আমরা ওদের সবাইকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখবো।"

গ্রাহাম মাথা ঝাঁকালো। "তারা বসে থাকবে না। থাকতে পারে না।"

"এটাই আমরা চাইবো—এটা তো খুব বেশি কিছু না। আমরা তাদের বলবো কোনো রিপোর্ট এলে ঘটনাস্থলের অফিসারদেরকে ওখানে পাঠাতে বলবো দেখে আসার জন্যে। মেডিকেলের লোকজন ওখানে গিয়ে নিশ্চিত করবে কেউ বেঁচে নেই। তারা ফিরে আসবে। রোডব্লক, জিজ্ঞাসাবাদ, তাদের যেমন খুশি কাজ করতে পারে তারা, কিন্তু ঘটনাস্থলটি আমরা আসা পর্যন্ত সিল ক'রে রাখা হবে। আমরা ওখানে যাবো। তোমার শরীরে অডিও ট্রান্সমিটার থাকবে। তুমি যখন কিছু টের পাবে উচ্চস্বরে সেটা বলবে। না হলে কিছু বলবে না। যতো সময় লাগে নেবে। তারপর আমরা আসবো।"

"স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা করবে না।"

"অবশ্যই তারা সেটা করবে না। হোমিসাইড থেকে তারা কিছু লোককে পাঠাবে। তবে অনুরোধে কিছু কাজ হবে। রাস্তায় একটু দেরি হবে। তুমি ওখানে সবার আগে যেতে পারবে।"

সবার আগে। গ্রাহাম ফাঁকা দৃষ্টি নিয়ে ছাদের দিকে চেয়ে রইলো।

"অবশ্যই। সেই সময়টা আসার আগে আমাদের হাতে তেরো দিন সময় আছে," ক্রফোর্ড বললো।

"ওহ্ জ্যাক।"

" 'ওহ্ জ্যাক' মানে কি?" ক্রফোর্ড বললো।

"তুমি আমাকে মেরে ফেলবে, তাই করবে তুমি।"

"তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।"

"অবশ্যই বুঝতে পারছো। তুমি আমাকে একটা টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চাচ্ছো। কারণ এছাড়া তোমার কাছে আর কোনো উপায় নেই। তুমি কি মনে করো, আমি কি বলবো? লেকটারের ঐ ঘটনার পর থেকে আমার কাছে কোনো কিছু পাও নি, এটা তোমাকে খুব চিন্তায় ফেলে দিয়েছে?"

"না।"

"এরকম ভাবার জন্যে আমি তোমাকে কোনো দোষ দেই না। আমরা দু'জনেই জানি এটা হয়। আমি বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করি না। কিন্তু কি আর করা। আমি তো এতে ঢুকে পড়েছি। জড়িয়ে গেছি। সে ধরা না পড়ার আগপর্যন্ত আমরা তো আর বাড়ি ফিরতে পারছি না।"

"তুমি যে পারবে সে ব্যাপারে আমার কখনও কোনো সন্দেহ ছিলো না।"

গ্রাহাম কথাটা সত্য বলেই ধরে নিলো। "এটা তার চেয়েও বেশি কিছু, তাই না?"

ক্রফোর্ড কিছু বললো না।

"মলিকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করার কথা ভাবছো না তো? কোনোভাবেই না।"

"ঈশ্বর। উইল, আমি তো তোমাকে এটা বলিও নি।"

গ্রাহাম তার দিকে চেয়ে রইলো। "ওহ্, জিশুর দোহাই। জ্যাক। তুমি ফ্রেডি লাউন্ডসের সাথে গেম খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছো, তাই না? তুমি আর ঐ ফ্রেডি একটা চুক্তি করেছো?"

ক্রফোর্ড নিজের টাইয়ের দিকে তাকালো। যেনো ওটা নিয়ে ব্যস্ত সে। গ্রাহামের দিকে তাকালো এবার। "তুমি নিজেই জানো তাকে টোপ বানানোটা এভাবেই সম্ভব। টুথ ফেইরি *ট্যাটলার* পড়ে। আমাদের কাছে এছাড়া আর কি আছে?"

"লাউন্ডস তাহলে কাজটা করছে?"

"*ট্যাটলার*-এ তার লোক আছে।"

"তাহলে আমি টুথ ফেইরি সম্পর্কে *ট্যাটলার*-এ আজেবাজে কথা বলবো, তারপর আমরা তাকে একটা সুযোগ দেবো। তুমি মনে করো মেইল-ড্রপ করার চেয়ে এটা ভালো হবে? জবাব দিতে হবে না। আমি সেটা জানি। এ নিয়ে তুমি ব্লুমের সাথে কথা বলেছো, না?"

"কথার ছলে। আমরা দু'জনেই তার সাথে থাকবে, এবং লাউন্ডস। আমরা তাকে একই সময়ে মেইল ড্রপ করতেও দেবো।"

"সেটআপটার কি হবে? আমার মনে হয় তাকে আমাদের খুব ভালো সুযোগ দিতে হবে। একটু খোলামেলা। এমন জায়গা যেখানে সে খুব কাছে আসতে পারে। আমি মনে করি না তার কাছে স্নাইপার রাইফেল আছে। সে হয়তো আমাকে বোকা বানাবে, তবে আমি তাকে রাইফেল হাতে দেখতে পারবো না।"

"এসব জায়গায় আমাদের নজরদারী থাকবে।"

তারা দু'জনেই একই জিনিস ভাবছে। বুলেট প্রুফ জ্যাকেট টুথ ফেইরির নাইন মিলিমিটারকে থামিয়ে দেবে। তার চাকুটাকেও। যদি না গ্রাহাম তার মাথায়-মুখে আঘাত পায়। যদি কোনো লোক রাইফেল হাতে লুকিয়ে থাকে তবে তার মাথাটা সে রক্ষা করতে পারবে না।

"তুমি লাউন্ডসের সাথে কথা বলবে। আমি সেটা করতে পারবো না।"

"উইল, তোমাকে ইন্টারভিউ করার দরকার আছে তার," ক্রফোর্ড আস্তে ক'রে বললো। "তোমার ছবিও তুলতে হবে তাকে।"

ব্লুম ক্রফোর্ডকে আগেই সতর্ক ক'রে দিয়েছিলো যে এব্যাপারে তাকে সমস্যায় পড়তে হবে।

অধ্যায় ১৮

সময় যখন এলো তখন ক্রফোর্ড এবং ব্লুমকে অবাক ক'রে দিলো গ্রাহাম। মনে হলো সে লাউন্ডসের সাথে দেখা করতে চাচ্ছে। আর তার শীতল নীল চোখের আড়ালে অভিব্যক্তিটাও খুব আন্তরিক দেখালো।

এফবিআই'র হেডকোয়ার্টারের ভেতরে থাকার দরুণ লাউন্ডসের আচরণে একটা প্রভাব পড়েছিলো। তার আচরণ ছিলো ভদ্র আর শান্ত।

কেবল একবারই গ্রাহাম তেঁতে উঠেছিলো : সে মিসেস লিডসের ডায়রিটা তাকে দেখানোর প্রস্তাব সোজা প্রত্যাখ্যান করেছে, তার পরিবারের যেকোনো চিঠিপত্র দেখাতেও আপত্তি করেছে গ্রাহাম।

ইন্টারভিউ শুরু হলে সে বেশ ভদ্রতার সাথেই জবাব দিতে শুরু করলো। তারা দু'জনেই ডাঃ ব্লুমের সাথে আলোচনা করলো নোট নেবার জন্যে। প্রশ্ন আর তার জবাব প্রায়শই বার বার বলা হলো।

এ্যালান ব্লুম টুথ ফেইরি সম্পর্কে নিজের তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিলো। অন্যেরা তার কথাবার্তা এমনভাবে শুনে গেলো যেনো কারাতে শিক্ষা নিতে আসা ছাত্র। লেকচারটা এনাটমি রুমে হলো।

ডাঃ ব্লুম বললো, টুথ ফেইরির কর্মকাণ্ড এবং তার চিঠি এটাই ইঙ্গিত করে যে, তার মধ্যে কোনো কিছু কমতি আছে, যা সে মেনে নিতে পারে না। কাঁচ ভাঙার ঘটনা এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয়।

'টুথ ফেইরি' নামটি খুনির অপছন্দ, কারণ 'ফেইরি' শব্দটি সমকামীতার সাথে জড়িত। ব্লুম মনে করে তার মধ্যে অজ্ঞাতসারে সমকামী-দ্বন্দ্ব কাজ করে। সমকামী হতে তার ভীষণ ভয়। লিডস্‌দের বাড়িতে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা ডাঃ ব্লুমের এই কথাটাকে সমর্থন করে : কাপড়ের ভাঁজ আর রক্তের দাগ ইঙ্গিত করে টুথ ফেইরি চার্লস্ লিডস্‌কে হত্যা করার পর তার শর্ট্‌স পরেছিলো। ডাঃ ব্লুম মনে করে এটা সে করেছে লিডস্‌দের ব্যাপারে তার অনাগ্রহের উপর জোর দেবার জন্যে।

মনোবিজ্ঞানী আরো মনে করে, খুব শৈশবে তার আক্রমণাত্মক এবং যৌনজ ঘটনা ঘটেছে খুবই মর্ষকামীভাবে।

মূলত নারীদের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ এবং তাদের পরিবারের উপস্থিতিতে ঘটনা ঘটানো স্পষ্টতই মাতৃতুল্য চরিত্রের উপর আঘাত। ব্লুম পায়চারী করতে

করতে অনেকটা আপন মনেই তার সাবজেক্টকে অভিহিত করলো 'দুঃস্বপ্নের শিশু' বলে। তার কণ্ঠে টুথ ফেইরির ব্যাপারের একটু সহমর্মিতা টের পেয়ে ক্রফোর্ড চোখ কুচকালো।

লাউন্ডসের সাথে ইন্টারভিউতে গ্রাহাম জানালো যে, কোনো তদন্তকারীর নাম দেয়া যাবে না, সরাসরি কোনো সংবাদপত্রকে কৃতিত্বও দেয়া হবে না। তার অনুমান টুথ ফেইরি দেখতে কদাকার। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যৌনঅক্ষম, সে বোঝাতে চায় খুনি তার পুরুষ শিকারদেরকে যৌনজভাবে শ্লীলতাহানি করেছে। গ্রাহাম বললো, টুথ ফেইরি সন্দেহাতীতভাবেই তার পরিচিতজনদের কাছে হাসির পাত্র আর সে কোনো অজাচারী সম্পর্কের ফসল।

সে জোর দিয়ে বললো টুথ ফেইরি অবশ্যই ডক্টর হ্যানিবাল লেকটারের মতো জ্ঞানী নয়, বুদ্ধিমান নয়। *ট্যাটলার*কে সে কথা দিলো খুনি সম্পর্কে ভবিষ্যতে আরো নতুন কিছু জানতে পারলে তাদেরকে সেটা জানাবে। সে বললো, অনেক আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন তার সাথে একমত নয়, কিন্তু যতো দিন সে ঐ তদন্তের দায়িত্বে আছে *ট্যাটলার*কে সে সব ধরণের তথ্য দিয়ে যাবে।

লাউন্ডস অনেক ছবি তুললো।

আসল ছবিটা তোলা হলো 'ওয়াশিংটনে গ্রাহামের আত্মগোপনে থাকা স্থানে।' এটা হলো সেই অ্যাপার্টমেন্ট যা ব্যবহার করার জন্যে সে ধার করেছে, যতোক্ষণ না টুথ ফেইরিকে পাকড়াও করা যায়। এখানেই তাকে একান্তে পাওয়া যাবে।

ছবিতে দেখা গেলো গ্রাহাম বাথরোব পরে ডেস্কে ব'সে রাতের বেলায় পড়াশোনা করছে।

তার পেছনে জানালা দিয়ে 'ক্যাপিটাল হিলের একাংশ দেখা যাচ্ছে। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো বাম দিকের জানালার নীচে রাস্তার ওপারের জনপ্রিয় একটি হোটেলের জ্বলজ্বলে সাইন দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

চাইলে টুথ ফেইরি তার অ্যাপার্টমেন্টটা খুঁজে বের করতে পারবে।

এফবিআই'র হেডকোয়ার্টারে গ্রাহামের ছবি তোলা হলো বিশাল একটা স্পেক্ট্রো মিটারের সামনে। কেসের সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু লাউন্ডস ভাবলো এটা দেখতে খুবই দারুণ।

লাউন্ডসের সাথে গ্রাহাম ছবি তুলতেও বাধ্য হলো। বিশাল অস্ত্রের র‍্যাকের সামনে ছবিটা তুললো তারা। লাউন্ডসের হাতে ধরা থাকলো একটা নাইন মিলিমিটার পিস্তল, যেরকমটি টুথ ফেইরি ব্যবহার ক'রে থাকে। গ্রাহাম একটি হোম মেইড সাইলেন্সারের দিকে ইঙ্গিত করছে।

ডা: ব্লুম খুবই অবাক হলো যখন ক্রফোর্ড শাটার চাপতে যাবার আগেই গ্রাহাম লাউন্ডসের কাঁধে হাত রাখলো বেশ কর্তৃত্বের ভঙ্গীতে। ইন্টারভিউ এবং ছবিগুলো *ট্যাটলার*-এ প্রকাশ হবে পরের দিন, সোমবার, ১১ই আগস্টে। ইন্টারভিউ শেষ হতেই লাউন্ডস শিকাগোতে চলে গেলো। সে বললো খবরটার লে আউট নাকি সে নিজেই তদারকির করবে। ফাঁদে ফেলার জায়গা থেকে পাঁচ ব্লক দূরে মঙ্গলবার বিকেলে ক্রফোর্ডের সাথে একটা সাক্ষাতের আয়োজনও করলো সে।

ট্যাটলার যখন সবার কাছে পৌছে যাবে তখন সেদিনই, অর্থাৎ মঙ্গলবার দিন দুটো স্থান নির্বাচন করা হবে দানবটাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে।

গ্রাহাম তার 'অস্থায়ী আবাসে' যেটা কিনা *ট্যাটলার*-এ ছাপা হবে, সেখানে প্রতি রাতে যাবে।

ঐ একই সংখ্যায় টুথ ফেইরিকে একটা সাংকেতিক নোটিশের মাধ্যমে চিঠিটা ফেলার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হবে। আর সেটা হবে আনাপোলিসে। সেই জায়গাটা চব্বিশ ঘণ্টা নজরদারি করা হবে। সে যদি চিঠি ফেলার ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠে, ধরা পড়ার আশংকা করে, তবে সে হয়তো চিঠি ফেলতে যাবে না, তখন গ্রাহামই হবে সবচাইতে আকর্ষণীয় টার্গেট।

ফ্লোরিডার কর্তৃপক্ষ গ্রাহামের সুগারলোফের বাড়িতে দিনরাত নজরদারি করবে।

শিকারিদের মধ্যে একটা অসন্তোষ দেখা দিলো—দুটো সম্ভাব্য জায়গার জনশক্তি অন্যত্র ব্যবহার করা যেতে পারে, আর ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করা গ্রাহামের সেই বাড়িতে গমন করা এবং চলাফেরা ওয়াশিংটন এরিয়ার মধ্যে সীমিত ক'রে ফেলা হবে।

রবি আর সোমবার উদ্বেগের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হলো। প্রতিটি মিনিট মনে হলো ঘণ্টার মতো, আর ঘণ্টাগুলো যেনো কয়েক দিন।

সোয়াট টিমের কোয়ান্টিকোর ইনস্ট্রাক্টর স্পারজেন সোমবার বিকেলে অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকটি গাড়ি দিয়ে চক্কর দিয়ে দেখলো। তার পাশের সিটে গ্রাহাম আর পেছনে ক্রফোর্ড।

"রাস্তার যানবাহন সোয়া সাতটার দিকে কমে যায়। সবাই তখন ডিনারের জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে," স্পারজেন বললো। "আপনি অবশ্যই সাড়ে আটটা-পৌনে ন'টার দিকে ফেরার চেষ্টা করবেন।"

এ্যাপার্টমেন্টের পার্কিংলটে গাড়িটা ভেড়ালো সে। "এই সেটআপটা খুব ভালো বলা যাবে না, এটা খুব বাজেও হতে পারে। আগামীকাল রাতে আপনি এখানে

পার্কিং করবেন। সবসময়ই এই পাশে পার্ক করবেন। অ্যাপার্টমেন্টের প্রবেশপথ থেকে এ জায়গাটা পচাত্তর ফিট দূরে। এবার হেটে যেতে হবে। চলুন।"

স্পারজেনের ছোটোখাটো আর শক্ত সামর্থ্য পা দুটো দ্রুত চলতে শুরু করলো, পেছনে পড়ে রইলো গ্রাহাম আর ক্রফোর্ড।

"যদি ঘটনা ঘটে তো আমরা এখন যেখানে হাটছি ঠিক এই জায়গাতেই ঘটবে," সোয়াট দলনেতা বললো। "এখান থেকে আপনার গাড়ি আর প্রবেশপথটি দেখুন। এখানে যাবার সময়ই সে আপনাকে ধরবে। আপনি কি বুঝেছেন?"

"খুব ভালো বুঝেছি," গ্রাহাম বললো। "এই পার্কিংলটের সবটাই বুঝেছি।"

স্পারজেন গ্রাহামের দিকে তাকালো কিছু একটা বোঝার জন্যে কিন্তু কিছুই ধরতে পারলো না সে।

মাঝপথে সে থেমে গেলো। "আমরা এখানকার পথঘাটের বাতি কমিয়ে দেবো যাতে কোনো রাইফেলধারীর জন্যে ব্যাপারটা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।"

"আপনার লোকদের জন্যেও তো সেটা কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে," ক্রফোর্ড বললো।

"আমাদের দু'জন নাইটভিশন গগল্‌স পরে থাকবে," স্পারজেন বললো। "আমার কাছে কিছু বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট আছে, আমি বলবো আপনি ওরকম একটা আপনার সুটজ্যাকেটে ব্যবহার করবেন, উইল। জিনিটা কতোটা গরম, সেটা আমার দেখার বিষয় নয়। আপনাকে প্রতিবারই বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরতে হবে। ঠিক আছে?"

"হ্যা।"

"সেটা কি?"

"কেভলার কোম্পানির—জ্যাক, কি ব্যাপার? সেকেন্ড চান্স?"

"হ্যা, সেকেন্ড চান্স," ক্রফোর্ড বললো।

"মনে হচ্ছে সে আপনার পেছনে লাগবেই, সম্ভবত পেছন থেকেই। অথবা সে আপনার সাথে দেখা ক'রে সোজা গুলি ক'রে বসবে চলে যাওয়ার সময়," স্পারজেন বললো। "গতবার সে মাথায় গুলি করেছে, ঠিক আছে? সে জানে এটাতে ভালো কাজ হয়। আপনি যদি তাকে সময় দেন তো এটা সে আপনার সাথেও করবে। তাকে কোনো সময় দেবেন না। চলুন, এবার রেঞ্জে যাই। আপনি কি সেটা করতে পারবেন?"

"সে এটা করতে পারবে," ক্রফোর্ড বললো।

রেঞ্জে স্পারজেন একজন যাজকের মতোই। সে গ্রাহামকে কানে ইয়ারপ্লাগ পরতে বাধ্য করলো। গ্রাহাম সচরাচর যে পয়েন্ট ৩৮ রিভলবার ব্যবহার করে সেটা সে ব্যবহার না করাতে স্পারজেন খুব খুশি হলো। দু'ঘণ্টা ধরে চালিয়ে গেলো তারা। গ্রাহাম ব্যবহার করালো পয়েন্ট ৪৪ পিস্তল।

মলি এবং উইলির সাথে শেষবারের মতো দেখা করার আগে বারুদের গন্ধ দূর করতে গ্রাহাম ভালোভাবে গোসল ক'রে নিলো।

ডিনারের পর বউ আর সৎ ছেলেকে নিয়ে গ্রোসারির দোকানে গিয়ে বড়সড় একটা তরমুজ কিনলো গ্রাহাম। *ট্যাটলার*-এর পুরনো কপিগুলো দোকানের তাকে দেখতে পেলো সে, আশা করলো মলি যেনো আগামীকাল সকালের পত্রিকাটা সেটা না দেখে। কি ঘটেছে সেটা সে মলিকে বলতে চাচ্ছে না।

মলি যখন আগামী সপ্তাহে ডিনারে সে কি খাবে জানতে চাইলো সে জানিয়ে দিলো তখন সে বার্মিংহামে থাকবে। এটা হলো মলিকে বলা তার সত্যিকারের কোনো মিথ্যে। কথাটা বলে খুব অস্বস্তিতে ভুগলো সে।

মিথ্যে বলা, অস্ত্র চালনা আর কেনাকাটা, এসবের সাথেই তাদের তিনজনের দলটি বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো।

বাতি নেভানোর পর ইঁদুরের গন্ধ লাগলো মলির নাকে। তারা বাতি নেভার পর কথাও বললো না। রাতে মলি স্বপ্ন দেখলো জামা পাল্টানোর ঘর থেকে কারোর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

অধ্যায় ১৯

সেন্ট লুইয়ের ল্যাম্বার্ট ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের একটা নিউজস্ট্যান্ডে সারা আমেরিকার প্রায় সবগুলো পত্রিকাই রাখা হয়। যেদিন ওগুলো প্রকাশিত হয় সেদিনই সবগুলো পত্রিকা পাওয়া যায়।

আর সব নিউজস্ট্যান্ডের মতো এটাতেও পাশে কতোগুলো ট্র্যাশ রাখা আছে।

সোমবার রাত দশটা বাজে শিকাগো *ট্রিবিউন* নিয়ে আসার সময় এক বান্ডিল *ট্যাটলার*ও এনে মেঝেতে ফেলে রাখা হলো। কাগজগুলো এখনও গরম হয়ে আছে।

র‍্যাকে পত্রিকাগুলো রাখার সময় দোকানের লোকটা দেখতে পেলো কালো জিপ্‌ড বুট পরা একজন আসছে তার দিকে। নেড়েচেড়ে দেখবে। কিনবে না। না, মনে হয় কিনবে। লোকটা র‍্যাকে পত্রিকা রাখতে গেলেও ক্রেতা তাকে কাজ থামাতে বাধ্য করলো।

তার কথাবার্তা খুব বেশি সুবিধার নয়। অভদ্রগোছের। "কি হয়েছে?" সে বললো ক্রেতাকে।

"একটা *ট্যাটলার*।"

"বান্ডিল খুলে দিতে হবে, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।"

লোকটা চলে গেলো না। আরো কাছে এগিয়ে এলো।

"বললাম না, আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। বুঝলেন? দেখছেন না আমি কাজ করছি?"

একটা চকচকে পয়সা বান্ডিলের উপরে ফেলে পকেট থেকে একটা চাকু বের ক'রে বান্ডিলের বাধন কেটে একটা *ট্যাটলার* টেনে বের ক'রে নিলো লোকটা।

পত্রিকার দোকানি হতভম্ব হয়ে গেলো। লাল হয়ে উঠেলো তার দু'গাল। বগলের নীচে পত্রিকাটা নিয়ে ক্রেতা চলে যেতে উদ্যত।

"এই যে, আপনি?"

লোকটা ঘুরে দাঁড়ালো। "আমাকে বলছেন?"

"হ্যা, আপনাকে। আপনাকে না বললাম—"

"কি বললেন?" লোকটা আবার ফিরে এলো। খুব কাছে এসে দাঁড়ালো সে। "আমাকে কি বলেছেন?"

লোকটির অস্বাভাবিক শান্তশিষ্ট ভাবসাব দেখে দোকানি ভড়কে গেলো।

মেঝেতে তাকালো দোকানি। "আপনি তো এক কোয়ার্টার ফেরত পাবেন।"

ডোলারাইড কিছু না বলে ঘুরে চলে গেলো।

দোকানির গাল দুটো আধঘণ্টা ধরে লাল হয়ে থাকলো। *হ্যা, এই লোকটা তো গত সপ্তাহেও এসেছিলো। সে আবার এখানে এলে আমি তাকে বলবো জাহান্নামে যান আপনি। কাউন্টারের নীচে আমাকে কিছু একটা রাখতে হবে এই গর্দভটার জন্যে।*

এয়ারপোর্টে ডোলারাইড *ট্যাটলার* খুলেও দেখলো না। গত বৃহস্পতিবার লেকটারের মেসেজটার ব্যাপারে তার মিশ্র অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিলো। ডক্টর লেকটার ঠিকই বলেছেন, তিনি বলেছেন, সে খুব সুন্দর। লেখাটা পড়ে সে রোমাঞ্চিত হয়েছে। সে আসলেই সুন্দর। ডক্টর যে পুলিশের লোকটার ব্যাপারে আশংকা করেছেন এতে ক'রে সে অপমানিত বোধ করেছে। আর সব লোকজনের তুলনায় লেকটারও তাকে খুব ভালোমতো বুঝতে পারে নি।

তারপরও, লেকটার তাকে আরেকটা মেসেজ পাঠিয়েছে কিনা সেটা জানার জন্যে সে উদগ্রীব। বাড়িতে গিয়ে এটা পড়বে। ততোক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতেই হবে। নিজের উপর তার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটার কারণে নিজেকে বেশ গর্বিত মনে করছে সে।

সংবাদপত্রের দোকানিকে যেভাবে মোকাবেলা করেছে তাতে সে খুব পুলকিত।

সময় আসবে, যখন সে ঐ লোকটার কাছে নিজের দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইবে, আর কখনও ঐ দোকানে সে যাবে না। বছরের পর বছর লোকজন তার সাথে বাজে ব্যবহার করেছে। আর নয়। ঐ লোকটা ফ্রান্সিস ডোলারাইডকে অপমান করতে পারতো : কিন্তু ড্রাগনের মুখোমুখি হতে সে ভয় পেয়েছে। ধীরে ধীরে ডোলারাইড রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এটা তারই বর্হিপ্রকাশ।

মাঝরাতেও তার ডেস্কের বাতি জ্বলছে। *ট্যাটলার*'র মেসেজটা সংকেতবদ্ধ। *ট্যাটলার*'র টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারপাশে। ডোলারাইড সংবাদপত্রের ক্লিপিং সংগ্রহ করে। জার্নালটা এখনও খোলা, তার ঠিক পাশেই ড্রাগনের ছবিটা রয়েছে। নতুন ক্লিপিংটার আঠা এখনও কাঁচা আছে। এর নীচে ছোট্ট একটা প্লাস্টিক ব্যাগ। এখনও সেটা খালি।

ব্যাগের পাশে লিজেন্ডটা বলছে : "এসব দিয়েই সে আমাকে ক্ষেপিয়েছে।"

কিন্তু ডোলারাইড ডেস্ক ছেড়ে উঠে গেলো।

বেসমেন্টের সিঁড়িতে ব'সে রইলো সে। তার ইলেক্ট্রিক লণ্ঠনটার আলো এসে পড়েছে আসবাবপত্রের উপর। একসময় এই বাড়ির বড়সড় আয়নাটা দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে রেখে দেয়া হয়েছে। ট্রাংকে রয়েছে প্রচুর ডিনামাইট।

ঘরের মধ্যে এগোতেই মাকড়ের জাল এসে লাগলো তার চোখে-মুখে। কাপড়ের কভারটা সরানোর সময় ধূলোবালির কারণে হাঁচি এলো।

তার হাতের বাতিটা পুরনো ওক কাঠের হুইল চেয়ারের উপর ফেললো সে। একটু আগেই এটার উপর থেকে কাপড়টা সরিয়েছে। খুবই ভারি, হাইব্যাক, বেসমেন্টে এরকম তিনটা আছে। তার নানী যখন ১৯৪০'র দশকে এই বাড়িতে একটা নার্সিংহোম চালতেন তখন কাউন্টি কর্তৃপক্ষ এগুলো তার নানীকে দিয়েছিলো।

মেঝেতে ওটা ঠেলতে গেলে চাকাগুলো খ্যাচখ্যাচ্ ক'রে উঠলো। খুব ভারি হলেও সহজেই সেটা সিঁড়ি দিয়ে ওঠাতে পারলো সে। রান্নাঘরে এনে চাকাতে তেল দিলো ডেলারাইড। সামনের ছোটো চাকাগুলো এখনও খ্যাচখ্যাচ করছে, তবে পেছনের বড় দুটো চাকা বেশ ভালো অবস্থায় রয়েছে।

চাকাগুলো ঘোরাতে ঘোরাতে কেমন জানি ঘোরের মধ্যে চলে গেলো সে। কমতে শুরু করলো নিজের মধ্যে থাকা ঘনীভূত ক্রোধ। ওগুলো ঘোরানোর সময় সে নিজেও গুনগুন করলো।

অধ্যায় ২০

ফ্রেডি লাউন্ডস মঙ্গলবার বিকেলে যখন *ট্যাটলার*-এর অফিস থেকে বের হলো তখন সে ক্লান্ত আর পরিশ্রান্ত। তবে বেশ ফূর্তি ফূর্তি মেজাজে আছে। শিকাগোগামী প্লেনেই *ট্যাটলার*-এর কাহিনীটা সাজিয়ে নিয়েছিলো, কম্পোজ রুমে মাত্র ত্রিশ মিনিটেই পুরো কাজটা করতে পেরেছে সে।

বাকি সময়টা তার পেপারব্যাকের কাজ করেছে। একজন ভালো সংগঠক সে, আর এখন পঞ্চাশ হাজার শব্দ তার কাছে আছে, যার সবটাই খাঁটি।

টুথ ফেইরি ধরা পড়লে সে এই ধরপাকড়ের উপরে এক্সক্লুসিভ একটা নিউজ করবে। তার কাছে এখন যে ম্যাটার আছে সেটার প্রায় পুরোটাই ঐ সংবাদে আবারো ব্যবহার করা যাবে। ধরা পড়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই *ট্যাটলার*-এর তিনজন ঝানু সাংবাদিক শর্ট নোটিশে কাজে নেমে পড়বে। টুথ ফেইরি কোথায় থাকে সেটাও খুব দ্রুত বের করতে পারবে তারা।

তার এজেন্ট খুব বড় অঙ্কের কথা বলেছে। সময়ের আগে এজেন্টের সঙ্গে এই প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলাটা ক্রফোর্ডের সঙ্গে তার চুক্তির একধরণের বরখেলাপই বটে। ধরা পড়ার পর সব চুক্তিপত্র আর মেমো আগের তারিখে তৈরি করা হবে এই ব্যাপারটাকে আড়াল করার জন্যে।

ক্রফোর্ডের হাতে শক্ত একটা লাঠি আছে—লাউন্ডসের হুমকিটা সে টেপ ক'রে রেখেছে।

সততার ঘাটতি আছে লাউন্ডসের মধ্যে। নিজের কাজের প্রকৃতির ব্যাপারে তার খুব কম বিভ্রান্তিই রয়েছে। কিন্তু সে তার প্রজেক্টের ব্যাপারে খুবই আন্তরিক।

টাকা ছাড়াও সে নিজের উন্নত জীবন সম্পর্কে একটা দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে।

তার ক্যামেরা এবং যন্ত্রপাতি সব প্রস্তুত আছে দেখে খুব সন্তুষ্ট হলো সে। ওয়াশিংটনের বিমান ধরার আগে বাড়ি গিয়ে তিনঘণ্টা ঘুমাবে ব'লে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলো। ওয়াশিংটনেই সে ক্রফোর্ডের সাথে মিলিত হবে, ফাঁদ পাতা জায়গার খুব কাছেই থাকবে সে।

আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারাজে একটা খুটখাট শব্দ হলো। তার গাড়ির পাশে যে কালো রঙের ভ্যানটা আছে সেটা লাইনের উপর উঠে আছে। 'মিঃ ফ্রেডারিক লাউন্ডস' লেখাটা স্পষ্ট দেখা সত্ত্বেও ভ্যানটা তার সীমায় ঢুকে পড়েছে।

লাউন্ডস তার গাড়ির দরজাটা জোরে এমনভাবে খুললো যে পাশে থাকা ভ্যানটার গায়ে আঘাত লেগে ভ্যানটার বডি একটু ট্যাপ হয়ে গেলো। বানচোতটার উচিত শিক্ষা হয়েছে, ভাবলো সে।

তার পেছনে ভ্যানের দরজাটা যখন খুললো তখন লাউন্ডস তার গাড়ির দরজায় তালা লাগাচ্ছে। যেই না ঘুরে তাকাবে অমনি তার কান বরাবর একটা আঘাত এসে লাগলো। দু'হাত তুলে বাধা দিতে গিয়েছিলো, কাজ হয় নি। তার হাটু দুটো টলে গেলো। ঘাড় আর গলায় প্রচণ্ড চাপ লাগছে তার। দম বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু দম যখন নিলো কেবল ক্লোরোফর্মই গ্রহণ করলো।

ভ্যানটা বাড়ির পেছনে পার্ক করলো ডোলারাইড। গাড়ি থেকে নেমেই হাত-পা ছুড়লো। তার হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে আছে। শিকাগো থেকে আসার সময় প্রচণ্ড বাতাসের মুখোমুখি হয়েছিলো। রাতের আকাশটা ভালো ক'রে দেখলো সে। খুব জলদিই তারাখসা দেখা যাবে। এটা সে কোনোভাবেই মিস্ করবে না।

রিভিলেশন : তার লেজ স্বর্গের তারাদের তৃতীয় রাজত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। আর সেগুলোকে নামিয়ে আনে এই পৃথিবীতে...

সে অবশ্য এটা দেখবে। স্মরণ করবে। ডোলারাইড বাড়ির পেছন দরজাটা খুলে নিয়ম মাফিক তল্লাশী চালালো ঘরগুলোতে। বাইরে যখন আবার বেরিয়ে এলো তখন তার মুখে একটা মুখোশ পরা।

ভ্যানটা খুলে একটা ঢালু সিঁড়ি সংযোগ করে সেটা দিয়ে নামিয়ে আনলো ফ্রেডি লাউন্ডস্‌কে। একটা হাফপ্যান্ট ছাড়া লাউন্ডসের শরীরে আর কোনো পোশাক নেই। তার মুখ আর চোখ বাঁধা। যদিও সে আধো অচেতন আছে, তার পরও নড়াচড়া করলো না সে। সোজা হয়েই বসলো, পুরনো ওক্ কাঠের হুইলচেয়ারের পেছনের উঁচু অংশটার দিকে ঠেস্ দিয়ে রাখলো মাথাটা। মাথার পেছন থেকে তার পায়ের পাতা পর্যন্ত আঠা দিয়ে লাগানো আছে।

ডোলারাইড হুইলচেয়ারটা বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে পার্লারের এককোণে রেখে দিলো। ঘরের দিকে পেছন ফিরে রাখা হলো তাকে।

"তোমার কি খুব ঠাণ্ডা লাগছে? একটা কম্বল এনে দেবো?"

ডোলারাইড লাউন্ডসের চোখ আর মুখে যে স্যানিটারি ন্যাপকিন লাগিয়ে রেখেছিলো সেগুলো খুলে ফেললো। কিন্তু লাউন্ডস কোনো জবাব দিলো না। ক্লোরোফর্মের গন্ধে এখনও সে ঘোরের মধ্যে আছে।

"তোমার জন্যে একটা কম্বল নিয়ে আসছি," সোফা থেকে একটা আফগান কম্বল নিয়ে লাউন্ডসের গায়ে চাপিয়ে দিলো সে। তারপর তার নাকের কাছে ঠেসে ধরলো এ্যামোনিয়ার একটা বোতল।

লাউন্ডস সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে তাকালো। ঘোলা দেখছে সে। একটু কেশে কথা বলতে শুরু করলো।

"দুর্ঘটনা? আমার কি খুব বেশি আঘাত লেগেছে?"

তার পেছনের কণ্ঠটা বললো : "না, মিঃ লাউন্ডস। আপনি একদম ঠিক আছেন।"

"আমার পিঠে খুব ব্যথা করছে। চামড়া পুড়ে যাচ্ছে। আমি কি আগুনে পুড়ে গেছি? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, যেনো আমি আগুনে পুড়ে না থাকি।"

"আগুনে পোড়া? আগুন! না। তুমি তো বিশ্রাম নিচ্ছো। আমি একটু পর আসছি।"

"শুনুন, আমাকে শুতে দিন। আমাকে আমার অফিসে ফোন করতে হবে। হায় ঈশ্বর, আমি দেখি হুইলচেয়ারে। আমার কোমর! আমার কোমর ভেঙে গেছে—আমাকে সত্যি কথাটা বলুন!"

পায়ের আওয়াজটা মিঁইয়ে গেলো আস্তে আস্তে।

"এখানে আমি কি করছি?" চিৎকার ক'রে বলা কথাটা ঘরের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত পৌছে গেলো।

জবাবটা এলো একটু দূর থেকে। "চুক্তি করছেন, মিঃ লাউন্ডস।"

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেলো লাউন্ডস। সেই সাথে পানির ঝর্নার শব্দও। তার মাথাটা এখন পরিস্কার হয়ে উঠছে। অফিস থেকে বের হবার কথাটা মনে পড়ে গেলো তার, কিন্তু এরপর কি হয়েছে সেটা আর মনে করতে পারলো না। তার মাথার একপাশে খুব ব্যথা হচ্ছে, ক্লোরোফর্মের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছে যেনো। বমি ক'রে দেবে ব'লে আশংকা করছে। মুখ খুলে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলো। শুনতে পেলো নিজের হৃদস্পন্দন।

লাউন্ডস আশা করলো সে ঘুমিয়ে আছে। হাতল থেকে হাত দুটো তোলার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু হাতের চামড়া যেনো আঁটকে আছে হাতলের সাথে। চামড়ায় তীব্র ব্যথা হতেই সচেতন হয়ে উঠলো। আসলে সে ঘুমিয়ে নেই। দ্রুত তার চিন্তাভাবনা সুসংহত হতে শুরু করলো।

খুব কষ্ট ক'রে, অনেকটা জোর করেই চোখ দুটো দিয়ে নিজের হাত দুটোর দিকে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে তাকালো। দেখতে পেলো কিভাবে তার হাত দুটো বাঁধা আছে।

কোমর ভাঙা রোধ করার কোনো যন্ত্রের উপর সে ব'সে নেই। কোনো হাসপাতালেও না। কেউ তাকে ধরে এনেছে এখানে।

মাথার উপরে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে আবার। তবে সেগুলো তার নিজের হৃদস্পন্দনও হতে পারে।

চিন্তা করার চেষ্টা করলো সে। *মাথা ঠাণ্ডা রাখো। ভাবো,* ফিস্‌ফিস্ ক'রে নিজেকে সুধালো সে। *ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো।*

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যেতেই দেখা গেলো ডোলারাইড এসেছে।

লাউন্ডসের ঠিক পেছনে এসে দাঁড়ালো সে। লাউন্ডসও তার উপস্থিতি টের পেলো।

নিজের কণ্ঠটা ঠিক করার আগে কয়েকটা কথা বললো লাউন্ডস।

"আমি আপনার চেহারা দেখি নি। আপনাকে আমি চিনতেও পারবো না। আপনি দেখতে কেমন তাও আমি জানি না। আমি *ট্যাটলার*-এ কাজ করি। তারা... তারা আমার জন্যে অনেক টাকার পুরস্কার দেবে। আধ মিলিয়ন, হয়তো পুরো এক মিলিয়ন। হ্যা। এক মিলিয়ন ডলার!"

তার পেছনে নীরবতা। তারপর সোফার স্প্রিংয়ের খ্যাচ্ ক'রে একটা শব্দ। তাহলে সে ব'সে পড়েছে!

"তুমি কি ভাবছো, মিঃ লাউন্ডস?"

ব্যথা, যন্ত্রণা ভুলে, ভয়কে পাশ কাটিয়ে ভাবো। এখনই। সময় আছে। সে এখনও আমাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয় নি। সে তার চেহারা আমাকে দেখতে দেয় নি।

"তুমি কি ভাবছো, মিঃ লাউন্ডস?"

"আমি জানি না আমার কি হয়েছে।"

"তুমি কি জানো আমি কে, মিঃ লাউন্ডস?"

"না। বিশ্বাস করুন, আমি সেটা জানতেও চাই না।"

"তোমার মতে আমি একজন জঘন্য, যৌনবিকৃত, এবং অক্ষম মানুষ। একটা জানোয়ার। তুমি এসব বলেছো। সম্ভবত, পাগলাগারদ থেকে পালানো একজন।" একটু থামলো সে। "এখন তুমি বুঝতে পেরেছো, তাই না?"

মিথ্যে বলো না। দ্রুত ভাবো। "হ্যা।"

"তুমি মিথ্যে কথা লিখলে কেন, মিঃ লাউন্ডস? তুমি কেন বললে আমি উন্মাদ? জবাব দাও..."

"যখন কোনো লোক...যখন কোনো লোক এমন কাজ করে যা বেশির ভাগ লোকেই বোঝে না, তখন তারা..."

"উন্মাদ বলে ডাকে!"

"তারা... মানে, রাইট ভ্রাতৃদ্বয়কে তারা যা ডাকতো আর কি। যদিও ইতিহাস বলে—"

"ইতিহাস। তুমি কি বুঝতে পারছো আমি কি করছি, মিঃ লাউন্ডস?"

বুঝেছি। এই তো। একটু সুযোগ। খুব জোরে বলো। "না, তবে আমার মনে হয় বোঝার একটা সুযোগ পেয়েছি আমি, এরপর আমার সব পাঠকও এটা বুঝতে পারবে।"

"তুমি কি সম্মানিত বোধ করছো?"

"এটা তো সম্মানের ব্যাপারই। তবে আমি আপনাকে বলছি, আমি ভয় পেয়ে গেছি। ভয়ে থাকলে মনোযোগ দেয়া খুব কঠিন। আপনার কাছে যদি ভালো একটা আইডিয়া থাকে তবে আমাকে ভয় দেখাবার কোনো প্রয়োজন নেই।"

"তুমি ঘনিষ্ঠ হবার ভান করছো, মিঃ লাউন্ডস। আমি এটার প্রশংসা করছি। কিন্তু আমি তো পুরুষ নই। পুরুষ হিসেবেই জীবন শুরু করেছিলাম কিন্তু ঈশ্বরের বদান্যতায় এবং আমার ইচ্ছায় আমি অন্য কিছু হয়ে উঠেছি। পুরুষ মানুষের চেয়েও বেশি কিছু সেটা। তুমি বললে তুমি ভীত। তুমি কি বিশ্বাস করো, ঈশ্বর এখানে উপস্থিত আছেন, মিঃ লাউন্ডস?"

"আমি জানি না।"

"এখন কি তুমি তার কাছে প্রার্থনা করছো?"

"কখনও কখনও আমি প্রার্থনা করি। আপনাকে বলছি, যখন আমি ভয় পাই তখন আমি প্রার্থনা করি।"

"ঈশ্বর কি তোমাকে সাহায্য করে?"

"জানি না। প্রার্থনার পর এটা আমি ভাবি না। তবে আমার ভাবা উচিত।"

"উচিত। উমমম। অনেক কিছু আছে বা তোমার বোঝা উচিত। এই ফাঁকে আমিও তোমাকে একটু বুঝতে সাহায্য করাবো। আমাকে একটু ক্ষমা করো, আমি আসছি।"

"নিশ্চয়।"

ঘরের বাইরে চলে গেলো সে। পায়ের শব্দে সেটা বোঝা গেলো। রান্নাঘরের ড্রয়ার খোলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। রান্নাঘরে সংঘটিত হয়েছে এরকম অনেক খুন খারাবির ঘটনা রিপোর্ট করেছে লাউন্ডস। এখন পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে।

লাউন্ডস ভাবলো সময়টা অবশ্যই রাত। ক্রফোর্ড আর গ্রাহাম তার জন্যে অপেক্ষা করছে। এটা নিশ্চিত এখন তাকে তারা পাচ্ছে না। তার ভয়টা এবার আরো বেশি জেঁকে বসলো।

তার পেছনে শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। চোখের সামনে তীব্র একটা আলো জ্বলে উঠলো। একটা হাত, শক্তিশালী আর ফ্যাকাশে। সেটা ধরে রেখেছে এক কাপ চা। সাথে মধু। লাউন্ডস স্ট্র দিয়ে সেটা পান করলো।

"আমি একটা বড়সড় রিপোর্ট করবো," পান করার ফাঁকে সে বললো। "আপনি যা বলেন, তাই লিখবো। যেভাবে চান সেভাবেই আপনাকে চিত্রিত করা হবে। অথবা কোনো বর্ণনা থাকবে না।"

"ইসস।" তার মাথার উপরে একটা আঙুল দিয়ে টোকা দেয়া হলো। আরো উজ্জ্বল হলো আলোটা। চেয়ারটা ঘুরতে শুরু করলো এবার।

"না, আমি আপনাকে দেখতে চাই না।"

"তোমাকে দেখতেই হবে, মিঃ লাউন্ডস। তুমি তো একজন সাংবাদিক। আমি চাই তুমি চোখ খুলে আমাকে দেখো। নিজে থেকে চোখ না খুললে আমি তোমার চোখের পাতা ছিঁড়ে ফেলবো।"

ভেঁজা ঠোঁট চাটার শব্দ হলো। চেয়ারটা ঘুরে থেমে গেলো এবার। লাউন্ডস শক্ত ক'রে চোখ বন্ধ ক'রে রেখেছে। তার বুকে একটা আঙুল দিয়ে চাপ দেয়া হলো। স্পর্শ করা হলো চোখের পাতা। তাকালো সে।

বসে থাকা অবস্থায়ও লাউন্ডসের কাছে তাকে খুব লম্বা বলেই মনে হলো। তার নাক পর্যন্ত উলের তৈরি মুখোশ পরা। লাউন্ডসের দিক থেকে ঘুরে পেছন ফিরে গায়ের রোবটা আস্তে ক'রে খুলে ফেলে দিলো মেঝেতে। তার সুগঠিত পেশীবহুল পিঠে একটা অসাধারণ টাট্টু আঁকা। সেটার লেজটা কোমর থেকে বেঁকিয়ে একটা পায়ের দিকে নেমে গেছে।

ড্রাগন তার মাথাটা আস্তে আস্তে ঘোরালো লাউন্ডসের দিকে। মুচকি হাসলো তার দিকে তাকিয়ে। হলুদ আর আঁকাবাঁকা দাঁত।

"ওহ্ ঈশ্বর, হায় জিশু," লাউন্ডস বললো।

এখন ঘরের ঠিক মাঝখানে আছে লাউন্ডস, এখান থেকে সে পর্দাটা দেখতে পাচ্ছে। তার পেছনে ডোলারাইড রোবটা আবার পরে নিলো, সেই সঙ্গে একপাটি দাঁতও, যা তাকে কথা বলতে সাহায্য করবে।

"তুমি কি জানতে চাও আমি কি?"

লাউন্ডস মাথা নাড়ানোর চেষ্টা করলো। "আমি জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছি।"

"দ্যাখো।"

প্রথম স্লাইডটা ব্লেকের পেইন্টিংয়ের, বিশাল এক মনুষ্য-ড্রাগন, ডানা দুটো দু'দিকে প্রসারিত, লেজটা বেঁকে আছে।

"তুমি কি এখন দেখতে পাচ্ছো?"

"পাচ্ছি।"

ডোলারাইড বিরামহীনভাবে তার স্লাইডগুলো চালিয়ে গেলো।

ক্লিক। মিঃ জ্যাকোবি জীবন্ত। "দেখতে পাচ্ছো?"

"হ্যা।"

ক্লিক। মিসেস লিডস্ জীবন্ত। "দেখতে পাচ্ছো?"

"হ্যা।"

ক্লিক। ডোলারাইড, ড্রাগন ফুঁসছে, পেশী নড়ছে, জ্যাকোবির বিছানার উপর। "দেখতে পাচ্ছো?"

"হ্যা।"

ক্লিক। মিসেস জ্যাকোবির অপেক্ষা। "দেখতে পাচ্ছো?"

"হ্যা।"

ক্লিক। মিসেস জ্যাকোবির পরবর্তী অবস্থা। "দেখতে পাচ্ছো?"

"হ্যা।"

ক্লিক। ড্রাগন ফুঁসছে। "দেখতে পাচ্ছো?"

"হ্যা।"

ক্লিক। মিসেস লিডসের অপেক্ষা। তার স্বামী তার পাশে নিথর হয়ে পড়ে আছে। "দেখতে পাচ্ছো?"

"হ্যা।"

ক্লিক। মিসেস লিডসের পরবর্তী অবস্থা, রক্তে মাখামাখি। "দেখতে পাচ্ছো?"

"হ্যা।"

ক্লিক। ফ্রেডি লাউন্ডস, *ট্যাটলার*-এর একটা ছবি। "দেখতে পাচ্ছো?"

"হায় ঈশ্বর।" কথাটা এমনভাবে বলা হলো যেনো কোনো বাচ্চা ছেলে কেঁদে বলেছে।

"দেখতে পাচ্ছো?"

"দয়া ক'রে আমার সাথে এরকম কিছু করবেন না।"

"কি করবো না?"

"আমার সাথে ওসব করবেন না।"

"করবো না কি? তুমি একজন পুরুষ, মিঃ লাউন্ডস। তুমি কি একজন পুরুষ?"

"হ্যা।"

"তুমি কি মনে করো, আমি একজন ছেনাল?"

"না।"

"তুমি কি ছেনাল, মিঃ লাউন্ডস?"

"না।"

"তুমি কি আমাকে নিয়ে আরো মিথ্যে কথা লিখবে?"

"ওহ্, না, না।"

"তুমি মিথ্যে লিখলে কেন, মিঃ লাউন্ডস?"

"পুলিশ আমাকে বলেছে। তারাই এসব করতে বলেছে।"

"তুমি উইল গ্রাহামের কথা উদ্ধৃত করেছো।"

"এই মিথ্যেটা আমাকে গ্রাহামই বলতে বলেছে। গ্রাহাম।"

"এখন কি সত্যটা বলবে? আমার সম্পর্কে। আমার কাজ সম্পর্কে। আমার রূপান্তর নিয়ে। আমার আর্ট নিয়ে। লাউন্ডস! এটা কি আর্ট?"

"আর্ট।"

লাউন্ডসের চোখ মুখের ভয়ার্ত ছাপ ডোলারাইডের কথা বলার জড়তা কাটিয়ে দিলো। এখন আর তার জিভে কোনো আড়ষ্টতা নেই।

"তুমি আমাকে, যে কিনা তোমার চেয়ে বেশি বোঝে, তাকে বলেছো একজন উন্মাদ। আমি, যেকিনা তোমার চেয়ে বেশি এই পৃথিবীটা আন্দোলিত করি, তাকে বলেছো উন্মাদ। আমি তোমার চেয়েও বেশি সাহসী। আমি আমার অনন্য, অসাধারণ সিলটা পৃথিবীর অনেক গভীরে ছাপ্পর মারতে পারি, যেখানে ওটা তোমার কবরের চেয়েও বেশি দিন টিকে থাকবে। আমার সম্পর্কে বলা তোমার মিথ্যে কথায় আমার গায়ে কোনো আচড় ফেলতেও পারবে না।" যেসব শব্দ ডোলারাইড তার জার্নালে লিখেছে সেগুলো যেনো তার মুখ থেকে ঠিকরে বের হচ্ছে এখন।

"আমি হলাম ড্রাগন, আর তুমি কিনা আমাকে বলেছো উন্মাদ? শক্তিশালী অতিথি তারার মতো উচ্ছ্বাসভরে আমার সমস্ত পদক্ষেপ রেকর্ড করা হয়, অনুসরণ করা হয়। অতিথি তারা সম্পর্কে কিছু জানো, ১০৬৪ সালের? অবশ্যই জানো না। তোমার পাঠকেরা তোমার কাহিনী পড়ে বাচ্চাছেলেদের মতো।

"আমার সামনে তুমি নিতান্তই সূর্যের একটা অতি নগন্য টুকরো। তুমি মহান হবার অযোগ্য। তুমি কোনো কিছুই স্বীকার করো না। তুমি পুনর্জন্ম নেয়া একটা তুচ্ছ পিঁপড়া।

"একটা জিনিসই কেবল সঠিকভাবে করতে পারো : আমার সামনে ভয়ে কাঁপতে থাকা। আমার কাছ থেকে কেবল ভয়ই তুমি পাবে না, লাউন্ডস, তুমি আমার কাছ থেকে সুতীব্র আতঙ্ক পাবে।"

মাথা নীচু ক'রে ডোলারাইড উঠে দাঁড়ালো। তার বুড়ো আঙুল আর তর্জনী নাকের ডগার উপর রাখা। তারপরই সে ঘর ছেড়ে চলে গেলো।

সে মুখোশটা খোলে নি, লাউন্ডস ভাবলো।

সে মুখোশটা খোলে নি। মুখোশ ছাড়া যদি সে এখানে ফিরে আসে তবে আমি মারা যাবো। ঈশ্বর, আমি ভিজে যাচ্ছি। দরজার দিকে চোখ ফেরালো সে। বাড়ির পেছন থেকে শব্দ শোনার অপেক্ষা করছে এখন।

ডোলারাইড যখন ফিরে এলো তখনও সে মুখোশ পরে আছে। একটা লাঞ্চবক্স আর দুটো থার্মোফ্লাস্ক নিয়ে এসেছে সঙ্গে ক'রে।

"তোমার বাড়িতে ফিরে যাওয়ার যাত্রার জন্যে।" একটা থার্মোফ্লাস্ক তুলে ধরলো সে। "বরফ। আমাদের এটার দরকার হবে। আমরা চলে যাবার আগে একটু টেপ ক'রে নেবো।"

সে লাউন্ডসের গায়ে জড়ানো কম্বলটাতে একটা মাইক্রোফোন লাগিয়ে দিলো। "আমার সাথে সাথে পড়বে।"

আধঘণ্টা ধরে তারা টেপ ক'রে গেলো। অবশেষে, "এতেই হবে, মি লাউন্ডস। তুমি বেশ ভালো করেছো।"

"আপনি আমাকে এখন যেতে দেবেন?"

"দেবো। যদিও এটা একমুখী, তবে আমি তোমাকে ভালোভাবে বোঝাতে এবং স্মরণ করাতে পারবো।" ডোলারাইড ঘুরে দাঁড়ালো।

"আমিও বুঝতে চাই। আমি চাই আপনি জেনে রাখুন আমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে আপনার অনেক প্রশংসা করা হবে। এখন থেকে আমি একেবারে সঠিক খবর লিখবো। আপনিও সেটা জানেন।"

ডোলারাইড কোনো জবাব দিতে পারলো না। সে তার দাঁতের পাটি বদলে ফেলেছে।

টেপ রেকর্ডারটা আবারো চলতে শুরু করলো।

লাউন্ডসের দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। হলুদ-দাগবিশিষ্ট দাঁতের হাসি। লাউন্ডসের বুকে সে হাত রাখলো। তার দিকে এমনভাবে ঝুঁকে এলো যেনো তাকে চুমু খাবে। লাউন্ডসের ঠোঁটে কামড় বসিয়ে মেঝেতে থুথু ফেললো ডোলারাইড।

অধ্যায় ২১

শিকাগোর ভোর, ভারি বাতাস আর ধূসর আকাশ।

ট্যাটলার বিল্ডিংয়ের একজন নিরাপত্তারক্ষী বিল্ডিংয়ের সামনে এসে সিগারেট ধরিয়ে দু'হাত ঘষলো। রাস্তায় সে একাই আছে, পুরো এলাকাটি ফাঁকা। শান্ত-নিথর পরিবেশ। এক ব্লক দূরে ট্রাফিক বাতি বদলানোর যে খুটখাট শব্দ সেটা পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে এখন।

সেই বাতিটা থেকে আধ ব্লক দূরে, উত্তরে, নিরাপত্তারক্ষীর দৃষ্টিসীমার বাইরে ফ্রান্সিস ডোলারাইড ভ্যানের ভেতরে লাউন্ডসের পাশে উপুড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কম্বলটা দিয়ে লাউন্ডসের মাথাটা ঢেকে রেখেছে সে।

তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে লাউন্ডসের। তাকে দেখে মনে হচ্ছে অসাড় হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু তার ভাবনা খেলে যাচ্ছে, খুব দ্রুত কিছু জিনিস আছে যা তাকে অবশ্যই মনে করতে হবে। নাকের পাশে কম্বলটার ফাঁক দিয়ে সে দেখতে পাচ্ছে ডোলারাইড তার মুখের বাধন পরীক্ষা করছে।

ডোলারাইড মেডিকেল আরদার্লির সাদা জ্যাকেট পরে আছে এখন। লাউন্ডসের কোলে একটা থার্মোফ্লাস্ক রেখে তার হুইলচেয়ারটা ভ্যান থেকে গড়িয়ে নামালো। হুইলচেয়ারটা নামানোর পর ভ্যানের দরজা লাগাবার সময় লাউন্ডস তার ভ্যানের বাম্পারটা দেখতে পেলো কম্বলের ফাঁক দিয়ে।

একটু পাশ ফিরে এবার লাইসেন্স প্লেটটাও তার দৃষ্টিরগোচরে এলো...হ্যা। লাইসেন্স প্লেটটা কেবল এক মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেলেও লাউন্ডসের মাথায় সেটা গেঁথে থাকলো।

ফুটপাত দিয়ে কিছুক্ষণ চলার পর একটা ডাস্টবিনের সামনে এসে হুইলচেয়ারটা থামলো। ডোলারাইড এবার লাউন্ডসের চোখের বাধন খুলে দিলেও সে চোখ বন্ধ ক'রে রাখলো জোর করে। তার নাকের নীচে এ্যামোনিয়ার বোতল ধরা হলো আবার।

নরম কণ্ঠটা ঠিক পাশে, খুব কাছে থেকেই শোনা গেলো।

"আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? তুমি প্রায় এসে গেছো।" চোখের বাধনটা এখন আর নেই। "আমার কথা শুনতে পেলে চোখ মেলে তাকাও।"

ডোলারাইড তার হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে তার চোখ খুলে দিলো। লাউন্ডস চোখ খুলে দেখতে পেলো তার সামনে ডোলারাইডের মুখটা।

"তোমাকে আমি মিথ্যে বলেছিলাম।" ডোলারাইড থার্মোফ্লাস্কে টোকা মারলো। "তোমার ঠোঁটে আমি বরফ দিতে চাই না।" একটানে কম্বলটা সরিয়ে থার্মোফ্লাস্কের মুখটা খুলে ফেললো সে।

গ্যাসোলিনের গন্ধটা নাকে টের পেতেই লাউন্ডস প্রচণ্ডভাবে ঘাবড়ে গেলো। তার বাহুর চামড়া চেয়ারের হাতল থেকে আলাদা করা হলে চেয়ারটা নড়ে উঠলো একটু। গ্যাসটা তার সারা শরীরে বেশ ঠাণ্ডা একটা অনুভূতির সৃষ্টি করছে। তার গলার ভেতরে যেনো আগুনের শিখা জ্বলে উঠছে, আর সেগুলো যেনো রাস্তার মাঝখানে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

"গ্রাহামের পোষা কুত্তা হতে কি তোমার ভালো লাগছে, ফ্রে-ফ্রে-ডিইইই?"

জ্বলন্ত হুইলচেয়ারটি ঢালুপথ দিয়ে গড়াতে গড়াতে *ট্যাটলার*-এর বিল্ডিংয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। চেয়ারের চাকা ঘোরার শব্দটা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এই সুনসান ফাঁকা জায়গায়।

চিৎকার শুনে রক্ষী তাকিয়ে দেখতে পেলো হুইলচেয়ারে বসা এক লোকের সারা শরীরে আগুন জ্বলছে। যেনো ছুটে আসছে কোনো জীবন্ত আগুনের গোলা।

বিল্ডিংয়ের সামনে পার্ক করা একটা গাড়ির সাথে ধাক্কা খেয়ে হুইলচেয়ারটা উল্টে পড়ে গেলো। দুটো হাত আগুনের গোলার ভেতর থেকে বাঁচার জন্যে তড়পাচ্ছে।

রক্ষী দৌড়ে লবিতে ফিরে গেলো। ওটা বিস্ফোরিত হয় কিনা ভয়ে আছে সে। ফায়ার অ্যালার্মটি চালু ক'রে দিলো সে। আর কি করবো? দেয়াল থেকে ফায়ার এক্সটিংগুইশারটা নিয়ে বাইরে তাকালো। ওটা তো এখনও বিস্ফোরিত হয় নি।

সতর্কভাবে রক্ষী জ্বলন্ত গোলার দিকে এগিয়ে গিয়ে অবশেষে ফ্রেডি লাউন্ডসের উপর ফোম স্প্রে করতে পারলো।

অধ্যায় ২২

সকাল ৫টা ৪৫ মিনিটে ওয়াশিংটনের নজরদারীতে থাকা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হবার কথা। এই সময়টাতে ভীড় খুব একটা থাকে না।

শেভিং করার সময় ক্রফোর্ড তাকে ফোন করলো।

"গুডমর্নিং।"

"খবর ভালো না," ক্রফোর্ড বললো। "টুথ ফেইরি লাউন্ডস্‌কে শিকাগোতে আক্রমণ করেছে।"

"হায় হায়।"

"এখনও মারা যায় নি, তোমাকে চাচ্ছে সে। খুব বেশিক্ষণ টিকে থাকবে ব'লে মনে হয় না।"

"আমি যাচ্ছি।"

"এয়ারপোর্টে আমার সাথে দেখা করো। ইউনাইটেড ২৪৫। চল্লিশ মিনিটের মধ্যে ওটা ছাড়বে। যদি সম্ভব হয় তুমি আবার ফিরে আসতে পারবে যথা সময়ে।"

বৃষ্টির মধ্যে ও'হেয়ারের শিকাগোর স্পেশাল এজেন্ট চেস্টার তাদের সাথে দেখা করলো। শিকাগো এমন শহর যা সাইরেনে অভ্যস্ত। চেস্টার সাইরেনটা চালু করলে তার গাড়ির সামনে থাকা যানবাহনগুলো অনিচ্ছায় সরে গেলো।

সাইরেনের করণে গলা উঁচিয়ে কথা বলতে হলো তাকে। "শিকাগো পি.ডি বলেছে সে লাউন্ডসের গ্যারাজ থেকে তাকে পাকড়াও করেছে। আজকে আমরা এখানে খুব বেশি জনপ্রিয় নই।"

"কতোটুকু জানা গেছে?" ক্রফোর্ড জানতে চাইলো।

"পুরো জিনিসটাই ফাঁদ, পুরোটাই।"

"লাউন্ডস কি তাকে দেখতে পেয়েছে?"

"আমি কোনো বর্ণনা শুনি নি। শিকাগো পুলিশ সবগুলো পয়েন্টেই ৬-২০ নাম্বারের একটি লাইসেন্স প্লেটের ব্যাপারে সতর্কাবস্থা জারি করেছে।"

"আপনি কি আমাদের জন্যে ডাঃ ব্লুমকে আসতে বলেছেন?"

"তার বউকে পেয়েছিলাম, জ্যাক। ডাঃ ব্লুম তার গলব্লাডারের অপারেশন করাচ্ছেন আজ সকালে।"

"খুব ভালো!" ক্রফোর্ড বললো।

হাসপাতালের পার্কিংলটে এসে গাড়ি থামালো চেস্টার। "জ্যাক, উ আপনাদের যাওয়ার আগে বলছি...আমি শুনেছি লাউন্ডসের অবস্থা নাকি বীভৎস। এ ব্যাপারে আপনাদের প্রস্তুত থাকা উচিত।"

গ্রাহাম মাথা নেড়ে সায় দিলো। শিকাগোতে আসার পথে তার কেবলই হচ্ছিলো লাউন্ডস বুঝি তাদের পৌছানোর আগেই মারা যাবে।

গ্রাহাম আর ক্রফোর্ড লাউন্ডসের কেবিনের দরজার সামনে আসতেই লম্বা ডক্টর তাদেরকে বাঁধা দিলো।

"মিঃ লাউন্ডসের অবস্থা খুবই শোচনীয়," ডাক্তার বললো। "তার যন্ত্রণা উ করতে পারছি না, চেষ্টা ক'রে যাচ্ছি। আগুনের শিখা সে নিঃশ্বাসে গ্রহণ ক তার মুখ আর ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হয়তো জ্ঞান ফিরে পাবে না আর। পায় তো সেটা হবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

"জ্ঞান ফিরে পেলে সিটি পুলিশ আমাকে বলেছে তার অক্সিজেন মাস্ক ফেলতে যাতে ক'রে সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারে।

"এ মুহূর্তে তার নার্ভ আগুনের কারণে অবশ হয়ে আছে। খুব কষ্ট পা আমি পুলিশকেও বলেছি, এখন আপনাকেও বলছি : তাকে কেউ জিজ্ঞাস করতে গেলে আমি বাঁধা দেবো। আমার কথা বুঝেছেন?"

"হ্যা," ক্রফোর্ড বললো।

দরজার সামনে টহল দিতে থাকা লোকটাকে ইশারা ক'রে ডাক্তার দু পেছনে রেখে বেশ অভিজাত ভঙ্গীতে চলে গেলো।

গ্রাহামের দিকে তাকালো ক্রফোর্ড। "তুমি ঠিক আছো?"

"আমি ঠিকই আছি। মনে হচ্ছে আমি সোয়াট টিমের মুখোমুখি হয়েছি।"

লাউন্ডসের মাথাটা বেড থেকে একটু উপরে তোলা। তার মাথার চুল আর দুটো নেই, চোখের পাড়িও লেপ্টে আছে। সর্বাঙ্গ ঝলসে গেছে। সারা শ দগদগে ঘা।

তার পাশে থাকা নার্স সরে গেলো যাতে গ্রাহাম খুব কাছে আসতে প লাউন্ডসের শরীর থেকে পচা দুর্গন্ধ বের হচ্ছে।

"ফ্রেডি, আমি উইল গ্রাহাম।"

লাউন্ডস তার মাথাটা একটু তোলার চেষ্টা করলো।

"এই নড়াচড়াটা রিফ্লেক্স, সে আসলে সচেতন নেই," নার্স বললো।

ঘরের এক কোণে বিবর্ণ মুখে এক গোয়েন্দা হাতে টেপরেকর্ডার ক্লিপবোর্ড নিয়ে ব'সে আছে। লোকটা কথা বলার আগপর্যন্ত গ্রাহাম তার উপ টের পায় নি।

"ইমার্জেন্সিতে যখন লাউন্ডস্‌কে আনা হয়েছিলো তখন সে আপনার কথা বলেছিলো।"

"আপনি ওখানে ছিলেন?"

"আমি ওখানে পরে গিয়েছি। তবে সে কি বলেছে সেটা আমি টেপে শুনেছি। সে ফায়ারমেনদের কাছে একটা লাইসেন্স নাম্বার দিয়েছে। টেপের একটা কপি আমার কাছে আছে।"

"আমাকে শোনান তো।"

"আপনাকে হেডফোন লাগাতে হবে," গোয়েন্দা লোকটি গ্রাহামকে হেডফোনটা দিয়ে টেপরেকর্ডারটা চালু ক'রে দিলো। গ্রাহাম কণ্ঠটা শুনতে পেলো। "...ওকে ওখানে নিয়ে যাও," একটা দরজা খোলার শব্দ। হৈচৈ। একটা চাপা কণ্ঠ। অস্পষ্ট।

"তুত হেইরি।"

"ফ্রেডি, তুমি কি তাকে দেখেছো? সে দেখতে কেমন, ফ্রেডি?"

"ওয়েদ্দি? পিলিস ওয়েদ্দি। গ্রাহাম আমাকে উহ্‌। হারামদাদা দেনে গেথে। হারামদাদা আমার থবিতে তার হাত রেখেথে, তুত্তারবাথ্‌থা। ওয়েদ্দি?

ঘর ঘর ক'রে একটা শব্দ হলো। একজন ডাক্তারের কণ্ঠ : "আর না। এখান থেকে চলে যান। এক্ষুণি।"

এই ছিলো।

গ্রাহাম সোজা হয়ে দাঁড়ালেও ক্রফোর্ড ব'সে ব'সে শুনতে লাগলো টেপটা।

"আমরা লাইসেন্স নাম্বারটা খুঁজছি," গোয়েন্দা বললো। "আপনি কি বুঝতে পেরেছেন সে কি বলেছে?"

"ওয়েন্ডি কে?" ক্রফোর্ড জানতে চাইলো।

"খানকিটা হলঘরেই আছে। সোনালী চুলের বিশালবক্ষার খানকি। সে লাউন্ডস্‌কে দেখার চেষ্টা করছে। সে অবশ্য কিছু জানে না।"

"আপনারা তাকে ভেতরে আসতে দেন নি কেন?" গ্রাহাম অন্যদিকে তাকিয়েই কথাটা বললো।

"ভিজিটরদের দেখা করা নিষেধ।"

"লোকটা মারা যাচ্ছে।"

"মনে করেন এটা আমি জানি না? আমি শালা এখানে ভোর ছ'টা থেকে বাল ছিড়ে যাচ্ছি—ক্ষমা করবেন।"

"একটু বিশ্রাম নিন," ক্রফোর্ড বললো। "একটু কফি খেয়ে মুখে পানি দিয়ে আসুন। সে কিছু বলতে পারবে না। যদি বলে তো আমি রেকর্ড ক'রে রাখবো।"

"ঠিক আছে।"

গোয়েন্দা চলে যাবার পর গ্রাহাম হলঘরে গিয়ে মহিলার সাথে দেখা করলো।

"ওয়েন্ডি?"

"হ্যা।"

"আপনি যদি ভেতরে যেতে চান তো আমার সাথে আসুন।"

"দাঁড়ান। চুলটা একটু আঁচড়িয়ে নেই।"

"তার কোনো দরকার হবে না," গ্রাহাম বললো।

গোয়েন্দা ফিরে এলেও মহিলাকে ঘর থেকে বের ক'রে দিলো না।

ওয়েন্ডি সিটির ওয়েন্ডি লাউন্ডসের কালচে হাতটা ধরে রেখে তার দিকে চেয়ে আছে। দুপুরের আগে একবার সে একটু নড়ে উঠলো।

"সব ঠিক হয়ে যাবে, রস্কু," মহিলা বললো। "আমরা আবার সুন্দর সময় কাটাবো।"

লাউন্ডস্ কথাটা শুনে আবারো একটুখানি নড়ে উঠে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

অধ্যায় ২৩

শিকাগোর হোমিসাইডের ক্যাপ্টেন অসবোর্ন তার ডেস্কে ব'সে আছে। *ট্যাটলার* পত্রিকা পুরো পুলিশ স্টেশনে পড়া হচ্ছে। একটা কপি তার ডেস্কেও আছে।

ক্রফোর্ড আর গ্রাহামকে সে বসতেও বললো না।

"শিকাগো শহরে আপনার সাথে লাউন্ডসের কোনো কাজ ছিলো না?"

"না, তার সাথে আমার ওয়াশিংটনে কথা হয়েছিলো," ক্রফোর্ড বললো। "প্লেনের টিকেটও তার কাছে ছিলো। আমি নিশ্চিত, আপনি সেটা চেক্ ক'রে দেখেছেন।"

"হ্যা, দেখেছি। গতকাল দেড়টার দিকে সে অফিস থেকে বের হয়। তার বিল্ডিংয়ের গ্যারাজে মনে হয় দুটো দশে পৌছায়।"

"গ্যারাজে কিছু হয়েছে কি?"

"তার গাড়ির চাবি গাড়ির নীচে পাওয়া গেছে। গ্যারাজের কোনো অ্যাটেন্ডান্ট নেই—রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে তারা দরজা খুলে থাকে। কেউ কিছু দেখে নি। তার গাড়িটা আমরা পরীক্ষা ক'রে দেখছি।"

"আপনাদেরকে কি আমরা সাহায্য করতে পারি?"

"তদন্ত ক'রে কিছু বের করতে পারলে আপনারা সেটা জানতে পারবেন। গ্রাহাম, আপনি তো দেখি কিছু বললেন না। পত্রিকাতে তো অনেক কথা বলেছেন।"

"আমি তো খুব বেশি কিছু জানি না, তাই আপনার কথা শুনছি।"

"আপনি ভড়কে গেছেন, ক্যাপ্টেন?" ক্রফোর্ড বললো।

"আমি? আমি কেন সেটা হতে যাবো? আপনাদের জন্যে আমরা একটা ফোন ট্রেস্ করি, পাকড়াও করি এক বানচোত সাংবাদিককে। তারপরেও আপনারা তার বিরুদ্ধে কোনো চার্জ গঠন করতে পারেন নি। আপনারা তার সাথে একটা চুক্তি করলেন, তাকে একটা টোপ হিসেবে ব্যবহার করলেন। এখন অন্য পত্রিকাগুলো এমনভাবে তাকে চিত্রিত করছে যেনো সে তাদের নিজেদের লোক।

"এখন আমরা, এই শিকাগোতে টুথ ফেইরির হাতে একজন নিহত ব্যক্তি পেয়ে গেছি। খুব দারুণ হয়েছে। 'টুথ ফেইরি এখন শিকাগোতে।' মধ্যরাতের মধ্যে আমরা ছয়টা গৃহস্থালী গোলাগুলির ঘটনা পাবো। টুথ ফেইরি হয়তো শিকাগোকে খুব পছন্দ করবে। এখানে মজা লোটবার জন্য মনস্থির করেছে সে।"

"আমরা এরকম করতে পারি," ক্রফোর্ড বললো। "মাথামোটার দল, পুলিশ কমিশনার এবং ইউএস এ্যাটর্নিকে জানান, তারা সবাই নড়েচড়ে উঠবে। আপনার এবং আমার সবার পাছায় লাথি মারেন। অথবা আমরা একসঙ্গে ব'সে ঐ বানচোতটাকে ধরার চেষ্টা করতে পারি। এটা আমার অপারেশন ছিলো, আর সেটা খুব বাজেভাবে শেষ হয়েছে। আমি সেটা জানি। শিকাগোতে আপনি কখনও এরকম ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন? আমি আপনার সাথে তর্ক করতে চাই না, ঝগড়া করতেও চাই না, ক্যাপ্টেন। তাকে আমরা ধরতে চাই, বাড়ি ফিরে যেতে চাই। আপনি কি চান?"

অসবোর্ন চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

"এই মুহূর্তে আমি একটু কফি খেতে চাই। আপনারাও কি চান?"

"চাই," ক্রফোর্ড বললো।

"আমিও," গ্রাহাম জানালো।

কফির কাপগুলো বাড়িয়ে দিয়ে অসবোর্ন কয়েকটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলো।

"লাউন্ডস্‌কে হুইলচেয়ারসহ নিয়ে যাবার জন্যে টুথ ফেইরির কাছে অবশ্যই একটা ভ্যান অথবা প্যানেল ট্রাক থাকতে হবে," গ্রাহাম বললো।

অসবোর্ন মাথা দোলালো। "লাউন্ডস যে লাইসেন্স প্লেটের কথা বলেছে সেটা চুরি হওয়া ওক্‌পার্কের একটা টিভি মেরামত করার ট্রাকের। সে একটা কমার্শিয়াল নাম্বারপ্লেট নিয়েছে, সুতরাং এটা কোনো ট্রাক কিংবা ভ্যান থেকে নিতে পারে। সে টিভি ট্রাকে অন্য আরেকটা চুরি করা প্লেটও লাগতে পারে। ফলে খুব তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা বের করা যাবে না। এই বদমাশটি খুবই ধূর্ত। একটা জিনিস আমরা জানি—গতকাল সকাল সাড়ে আটটার পরে সে টিভি ট্রাক থেকে প্লেটটা খুলে নিয়েছে। টিভি মেরামতকারী লোকটা গতকাল সকালের প্রথম দিকে তেল ভরেছে, সে তার ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেছিলো। সুতরাং প্লেটটা তার পরেই চুরি করা হয়েছে।"

"কোনো ট্রাক কিংবা ভ্যান কেউ দেখে নি?" ক্রফোর্ড বললো।

"কেউ না। *ট্যাটলার*-এর রক্ষী কিছুই দেখে নি। *ট্যাটলার* থেকে ফোন করতেই ফায়ার ডিপার্টমেন্ট চলে আসে। তারা কেবল আগুন দেখতে পেয়েছে। *ট্যাটলার*-এর আশেপাশে আমরা ক্যানভাস করেছি রাতের বেলায় সেখানে কর্মরতদের কাছে। টিভি মেরামতকারী সোমবার সকালে যেখানে কাজ করেছিলো সেখানেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। আশা করি কেউ না কেউ তাকে নাম্বার প্লেটটা চুরি করতে দেখেছে।"

"আমি চেয়ারটা আবারো দেখতে চাচ্ছি," গ্রাহাম বললো।

"ওটা আমাদের ল্যাবে আছে। আমি তাদেরকে বলে দিচ্ছি।" অসবোর্ন একটু থামলো। "লাউন্ডস খুবই গাট্টাগোট্টা, ছোটোখাটো একজন সাহসী লোক ছিলো। লাইসেন্স প্লেটটা দেখে মনে রাখা এবং ঐ অবস্থায় সেটা বলা সাহসের ব্যাপারই। হাসপাতালে লাউন্ডস যা বলেছে শুনেছেন নিশ্চয়?"

গ্রাহাম মাথা দোলালো।

"আমি আপনাকে খোঁচা দিয়ে বলছি না। কথাগুলো শুনে আপনার কি মনে হয়েছে?"

গ্রাহাম নির্লিপ্ত কণ্ঠে উদ্ধৃত করলো : " 'টুথ ফেইরি। গ্রাহাম আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে। বানটোতটা সব জেনে গেছে। গ্রাহাম আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে। বানচোতটা আমার ছবির উপর হাত বুলিয়েছে জানোয়ারের মতো।' "

গ্রাহামের কেমন লাগছে সেটা অসবোর্ন আর বললো না। আরেকটা প্রশ্ন করলো সে।

"*ট্যাটলার*-এ ছাপা হওয়া আপনার এবং তার ছবির কথা বলেছে সে?"

"হ্যা।"

"এই আইডিয়াটা সে কোত্থেকে পেলো?"

"লাউন্ডস এবং আমি একটা সমঝোতা করেছিলাম।"

"কিন্তু ছবিতে আপনাকে লাউন্ডসের সাথে বেশ বন্ধুত্বপূর্ণই দেখা গেছে। টুথ ফেইরি প্রথমে পোষাপ্রাণী মারে, এটা কি সে বলছে?"

"হ্যা।" লোকটা বেশ দ্রুত বুঝে ফেলে, গ্রাহাম মনে মনে ভাবলো।

"আপনি তাকে নজরদারীতে রাখতে পারেন নি, খুব খারাপ কথা।"

গ্রাহাম কিছু বললো না।

"যে সময় টুথ ফেইরি *ট্যাটলার* দেখেছে সে সময় আমাদের সাথে লাউন্ডসের থাকার কথা," ক্রফোর্ড বললো।

"সে যা বলেছে, আপনার কাছে কি তা অন্য কিছু অর্থবহন করে, যা আমরা ব্যবহার করতে পারি?"

গ্রাহাম একটু অন্যমনস্ক অবস্থা থেকে ফিরে এসে জবাব দিলো। "লাউন্ডসের কথা থেকে আমরা জানি, লাউন্ডস্‌কে আঘাত করার আগেই টুথ ফেইরি *ট্যাটলার* দেখেছে, ঠিক?"

"ঠিক।"

"আপনার কাছে কি মনে হয় না এটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে? জিনিসটা সোমবার রাতে বের হয়েছে প্রেস থেকে, শিকাগোতে সে মঙ্গলবার সকালে হয়তো লাইসেন্স প্লেটটা চুরি করেছে। আর সেদিনই, অর্থাৎ মঙ্গলবার বিকেলের মধ্যেই সে লাউন্ডস্‌কে পেয়ে গেলো। কি মনে হচ্ছে আপনার?"

"পত্রিকাটা সে অনেক আগেই দেখেছে, আর এজন্যে তাকে বেশি দূর থেকে আসতে হয় নি," ক্রফোর্ড জানালো। "হয় সে এটা শিকাগোতে দেখেছে, তা না হলে সোমবার রাতে অন্য কোথাও দেখেছে। এটা মনে রাখবে, সে এটা দেখেছে ব্যক্তিগত কলামে।"

"হয় সে এখানেই থাকে, তা না হলে বহুদূর থেকে গাড়ি চালিয়ে এসেছে," গ্রাহাম বললো। "লাউন্ডস্‌কে যে হুইলচেয়ারে বসিয়েছিলো সেটা বিমানে ক'রে নিয়ে আসতে পারবে না—চেয়ারটা ভাঁজ করা যায় না। সে এখানে বিমানে ক'রে এসে একটা প্লেট আর একটা ভ্যান চুরি করে, পুরনো দোকান থেকে কোনো হুইলচেয়ার সংগ্রহ করে নি। তার কাছে পুরনো হুইলচেয়ারটা আগে থেকেই ছিলো—নতুন চেয়ারের সাহায্যে, সে যা করেছে সেটা করা সম্ভব হোতো না।" গ্রাহাম উঠে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। "তার কাছে হুইলচেয়ারটা ছিলো, অথবা সবসময় সে ওটা চোখের সামনেই দেখতো।"

অসবোর্ন আরেকটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলো, কিন্তু ক্রফোর্ডের ইশারায় থেমে গেলো।

"সে ওটা চোখের সামনেই দেখতো..." ক্রফোর্ড কথাটা প্রতিধ্বনি করলো।

"উমমম," গ্রাহাম বললো। "...হুইলচেয়ারের আইডিয়াটা তার মাথায় আসে হুইলচেয়ারটা দেখেই। সে যখন ভাবছিলো সে ঐসব বানচোতদের কি করবে তখনই হুইলচেয়ারের আইডিয়াটা তার মাথায় আসে। ফ্রেডি আগুনের গোলা হয়ে রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে গেছে, দৃশ্যটা খুবই চমকপ্রদ ছিলো তার কাছে।"

"তোমার ধারণা দৃশ্যটা সে দেখেছে?"

"হয়তো। কাজটা করার আগে অবশ্যই সে দৃশ্যটা দেখেছে।"

অসবোর্ন ক্রফোর্ডকে দেখছে। ক্রফোর্ড খুবই ঋজু। অসবোর্নও জানতো ক্রফোর্ড এ রকম দৃঢ়। দৃঢ়ভাবেই এগিয়ে গেলো সে।

"চেয়ারটা যদি তার কাছে থেকে থাকে, অথবা এটা সবসময় তার চোখের সামনে থাকে, তবে আমরা নার্সিংহোমগুলো চেক্ ক'রে দেখতে পারি," অসবোর্ন বললো।

"ফ্রেডিকে আঁটকে রাখার জন্য চেয়ারটা খুবই পারফেক্ট ছিলো," গ্রাহাম বললো।

"অনেকক্ষণ ধরে। পনেরো ঘণ্টা পঁচিশ মিনিটের মতো সময় সে আঁটকে রেখেছিলো তাকে," অসবোর্ন জানালো।

"ফ্রেডিকে কেবল মেরে ফেলতে চাইলে কাজটা সে গ্যারাজেই করতে পারতো," গ্রাহাম বললো। "তার গাড়িতেই তো ওকে পুড়িয়ে মারতে পারতো। সে ফ্রেডির সাথে কথা বলতে চেয়েছে, অথবা তাকে কিছুক্ষণ যন্ত্রণা দিতে চেয়েছে।"

"হয় কাজটা সে ভ্যানের পেছনের করেছে, না হয় অন্যকোথাও নিয়ে গেছে তাকে," ক্রফোর্ড বললো। "সময়ের কথাটা মাথায় রাখলে আমি বলবো অন্য কোথাওই নিয়ে গেছে।"

"অন্যজায়গা হলেই বেশি নিরাপদ, তাকে ভালোমতো বেঁধে নিতে পারলে কোনো নার্সিংহোমে তাকে নিয়ে ঢোকা এবং বের হওয়াটা কেউ লক্ষ্য করবে না," অসবোর্ন বললো।

"তাহলে তার একটা আস্তানা আছে," ক্রফোর্ড বললো। "বেশ নিরাপদে কাজ করবার জন্যে। হুইলচেয়ার, ভ্যান নিয়ে ঢোকা, এবং তাকে নিরাপদে রাখাটা—বেশ ভালো একটা জায়গার দরকার। মনে হয় না...তার একটা বাড়ি আছে?"

অসবোর্নের ফোনটা বেজে উঠলে বিরক্ত হয়ে তুলে নিলো সেটা।

"কি?...না, আমি *ট্যাটলার*-এর সাথে কথা বলতে চাচ্ছিনা...আচ্ছা, মেয়েটাকে দাও...ক্যাপ্টেন অসবোর্ন বলছি, হ্যা...কখন? প্রথমে কে ফোনের জবাব দিয়েছিলো—সুইচবোর্ডে? মেয়েটাকে সুইচবোর্ড থেকে সরিয়ে ফেলো, প্লিজ। সে কি বলেছে আমাকে আবার বলো...পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি একজন অফিসার পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

ফোনটা রেখে অসবোর্ন সেদিকেই কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো।

"লাউন্ডসের সেক্রেটারি পাঁচ মিনিট আগে একটা ফোন পেয়েছে," সে বললো। "সে কসম খেয়ে বলছে, কণ্ঠটা নাকি লাউন্ডসের। সে নাকি কিছু বলেছে, মেয়েটা বুঝতে পারে নি, '...মহান রেড ড্রাগনের শক্তি।' মেয়েটা কেবল এটাই বুঝতে পেরেছে।"

অধ্যায় ২৪

হ্যানিবাল লেকটারের সেলের বাইরের করিডোরে ডাঃ ফ্রেডারিক চিলটন দাঁড়িয়ে আছে। চিলটনের সাথে আছে বিশালদেহীর তিনজন আরদার্লি। একজনের হাতে স্ট্রেইট জ্যাকেট, পায়ের বাধন আর ট্রাংকুলাইজার। বাকি দু'জনের হাতে মরিচের গুঁড়োর স্প্রে ক্যান।

লেকটার একটা চার্ট পড়ছে আর নোট নিচ্ছে টেবিলে ব'সে ব'সে। পায়ের শব্দগুলো শুনতে পেলো সে। তার খুব কাছে রাইফেলটার বৃচ বন্ধ করার শব্দও শুনতে পেলো কিন্তু পড়া থেকে বিরত থাকলো না। তার ভাবসাবে বোঝা গেলো না চিলটনের উপস্থিতিটা সে টের পেয়েছে।

বিকেলেই চিলটন তার কাছে পত্রিকাটা পাঠিয়ে দিয়েছে, রেড ড্রাগনকে সাহায্য করার শাস্তিটা বোঝার জন্যে তাকে রাত পর্যন্ত অপেক্ষায় রেখেছে সে।

"ডক্টর লেকটার," চিলটন বললো।

ঘুরে তাকালো লেকটার। "গুড ইভিনিং, ডাঃ চিলটন।" তার সঙ্গে থাকা রক্ষীদের দিকে ফিরেও তাকালো না সে।

"আপনার সবগুলো বই নিতে এসেছি আমি।"

"আচ্ছা। আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি ওগুলো কতোদিন তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে?"

"সেটা আপনার আচরণের উপর নির্ভর করবে।"

"এটা কি তোমার সিদ্ধান্ত?"

"আমিই এখানে সবধরণের শাস্তি নির্ধারণ করি।"

"অবশ্যই তুমি তা করো। উইল গ্রাহাম তো এরকম কিছু অনুরোধ করবে না।"

"আপনি জালের কাছে ফিরে গিয়ে এটা পরে নিন, ডক্টর। আমি দু'বার একথাটা বলবো না।"

"অবশ্যই, ডাক্তার চিলটন। আশা করি এটা ঊনচল্লিশ নাম্বারের—সাইত্রিশ নাম্বারেরটা আমার বুকে খুব চেপে থাকে।"

ডক্টর লেকটার স্ট্রেইট জ্যাকেটটা এমনভাবে পরলেন যেনো ডিনারের পোশাক পরছেন। একজন আরদার্লি গৃলের সামনে গিয়ে, গৃলের ফাঁক দিয়েই তার রাখা হাত দুটো পিছমোড়া ক'রে বেঁধে ফেললো।

আরদার্লিরা তার বইয়ের শেল্‌ফ থেকে সব বই তুলে নিলে চিলটন নিজের চশমার কাঁচটা মুছে লেকটারের ব্যক্তিগত কাগজপত্রগুলোর দিকে তাকালো।

সেলের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণ থেকে লেকটার সব দেখছে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায়ও তার মধ্যে অভিজাত ভঙ্গীটি তিরোহিত হয় নি।

"হলুদ রঙের ফোল্ডারের নীচে," লেকটার শান্ত কণ্ঠে বললেন। "আর্কাইভ থেকে তোমার কাছে পাঠানো প্রত্যাখ্যানপত্রটি পাবে। আমার আর্কাইভ মেইলের সাথে ওটা ভুলবশত চলে এসেছে। আমি দুঃখিত, খামটা ভালো ক'রে লক্ষ্য না করেই আমি ওটা খুলে ফেলেছি।"

চিলটনের মুখটা লাল হয়ে গেলো। একজন আরদার্লিকে সে বললো, "আমার মনে হয় ডক্টরের টয়লেট থেকে সিটটা তুলে নিয়ে নিলে ভালো হয়।"

চিলটন একচুয়ারিয়াল টেবিলের দিকে তাকালো। ডক্টর তার বয়সটা লিখেছে সবার উপরে : একচল্লিশ। "এখানে আপনার কি আছে?" চিলটন জানতে চাইলো।

"সময়," ডক্টর লেকটার বললো।

সেকশন চিফ ব্রায়ান জেলার কুরিয়ার কেস্ আর হুইলচেয়ারের চাকাগুলো ইন্সট্রুমেন্টাল অ্যানালিসিসে নিয়ে এলো।

তার পায়ের শব্দ শুনে সবাই বুঝে গেলো জেলার খুব ব্যতিব্যস্ত।

শিকাগো পুলিশের ল্যাবরেটরিটা একাজের জন্যে যথেষ্ট, কিন্তু এটাতে এমন কিছু আছে যা তাদের পক্ষে বের করা সম্ভব নয়। জেলারই এখন সেই কাজটা করবে।

স্পেকট্রোমিটার দিয়ে সে লাউন্ডসের গাড়ির দরজাটা পরীক্ষা ক'রে দেখেছে।

হেয়ার অ্যান্ড ফাইবার সেকশনের বেভারলি কাত্জ চাকাগুলো পরীক্ষা ক'রে দেখছে।

জেলার এসে থামলো লিজা লেকের সামনে, মহিলা উপুড় হয়ে গ্যাস ক্রোমাট্রোগ্রাফটা নিয়ে কি যেনো করছে। ফ্লোরিডা থেকে পাঠানো একটা কেসের ছাই নিয়ে কাজ করছে সে।

"হাল্কা ফ্লুইড," মহিলা বললো। "এটা দিয়েই সে আগুন জ্বালিয়েছিলো।" সে এতো বেশি নমুনা দেখেছে যে, যন্ত্রপাতি ছাড়াই এখন অনেক কিছু বলে দিতে পারে।

জেলার একটু কেশে দুটো রঙের ক্যান তুলে ধরলো।

"শিকাগো থেকে এসেছে?" মহিলা বললো।

জেলার মাথা নেড়ে সায় দিলো।

সে ক্যান দুটোর অবস্থা আর ঢাকনার সিলটা দেখলো। একটা ফ্যানে হুইলচেয়ারের ছাই আছে। অন্যটাতে লাউন্ডসের দেহের কিছু পোড়া অংশের ছাই।

"এটা ক্যানের মধ্যে কতোক্ষণ ধরে আছে?"

"ছয় ঘণ্টা," জেলার বললো।

"আমি এটা হেডস্পেস করবো।"

খুব বড় আর মোটা সিরিঞ্জ দিয়ে ক্যানটার ঢাকনা ফুটো ক'রে ছাইগুলো থেকে বাতাস বের ক'রে সেই বাতাসগুলো সরাসরি গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফে ঢুকিয়ে দিলো। মেশিনটা চালু হতেই চওড়া গ্রাফ পেপার বের হতে লাগলো আস্তে আস্তে।

"সীসাবিহীন..." মহিলা বললো। "এটা গ্যাসোহোল, সীসাবিহীন গ্যাসোহোল। এর বেশি কিছু দেখছি না।"

স্যাম্পলগ্রাফের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবারো বললো, "ব্র্যান্ডের নামটা এখন দিতে পারছি না আপনাকে। পেনটেইন দিয়ে দেখি, তখন আপনাকে জানাতে পারবো।"

"বেশ," জেলার বললো। ছাইয়ের মধ্যে থাকা ফ্লুইডকে পেনটেল শুষে নেবে। তারপর সেটা বিশ্লেষিত করা হবে ক্রোমাটোগ্রাফ দিয়ে।

দুপুর একটার মধ্যে জেলার যা পাওয়ার তা পেয়ে গেলো।

গ্যাসোহোলের নাম বের করতে পেরেছে লিজা লেক : ফ্রেডি লাউন্ডস্‌কে 'সার্ভকো সুপৃম' দিয়ে পোড়ানো হয়েছে।

হুইলচেয়ারের মধ্যে দু'ধরণের কার্পেটের আঁশ পাওয়া গেছে—উল এবং সিনথেটিক। চাকার ফাঁকে থাকা ময়লাতে কাস্ট পাওয়া গেছে, তার মানে চেয়ারটা ঠাণ্ডা এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন কোনো স্থানে রাখা হয়েছিলো দীর্ঘদিন।

বাকি ফলাফলগুলো তেমন সন্তোষজনক নয়। রঙের ছিটাগুলো আসল ফ্যাক্টরি রঙের নয়। তবে জেলার আশা করে গাড়িটার নির্মাণকাল সম্পর্কে আনুমানিক ধারণা পাওয়া যাবে।

সে ফলাফলগুলো শিকাগোতে টেলেক্স ক'রে দিলো।

শিকাগো পুলিশ ডিপার্টমেন্ট চাকাগুলো ফেরত চাইছে। চাকাগুলো কুরিয়ারের জন্যে অদ্ভুত একটা প্যাকেজ হয়ে উঠলো।

জেলার তার ল্যাব রিপোর্টটা গ্রাহামের কাছ থেকে আসা প্যাকেজ আর চিঠিটার সাথে দিয়ে দিলো।

"আমি ফেডারেল এক্সপ্রেস নই," জেলারকে বললো কুরিয়ার, যখন সে বুঝতে পারলো তার কথা জেলার ভালোমতো শুনতে পায় নি।

জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট আদালত চলাকালীন সময়ে জুরি এবং স্বাক্ষীদের ব্যবহারের জন্যে শিকাগোর ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের কাছে কয়েকটি ছোটো ছোটো অ্যাপার্টমেন্ট রেখেছে। ওগুলোর একটাতেই গ্রাহাম আছে ক্রফোর্ডের সাথে।

ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে রাত ন'টার দিকে সে এখানে এসেছে। ওয়াশিংটন থেকে আসার পর সকালের নাস্তা ছাড়া আর কিছু খায় নি। খাবারের কথা মনে পড়তেই খিদেটা আরো বেড়ে গেলো।

অবশেষে বৃষ্টিস্নাত বুধবারের পরিসমাপ্তি ঘটলো। দিনটা তার দেখা সবচাইতে বাজে একটা দিন।

লাউন্ডসের মৃত্যুর পর তার মনে হচ্ছে এরপর তার পালা। সারাটা দিন চেস্টার তার অগোচরে তাকে দেখে গেছে। সাংবাদিকদেরকে সে জানিয়েছে, "তার বন্ধু ফ্রেডারিক লাউন্ডসের মৃত্যুতে সে খুব শোকাহত।"

শেষকৃত্যেও যাবে সে। সঙ্গে যাবে আরো কয়েক ডজন পুলিশ আর ফেডারেল এজেন্ট। আশা করা হচ্ছে খুনি গ্রাহামের শোক দেখার জন্যে ওখানে আসবে।

গ্রাহামের মনে হচ্ছে চল্লিশ বছরের জীবনে সে কিছুই শেখে নি : কেবল ক্লান্ত হওয়া ছাড়া।

কাপড়চোপড় খুলে প্রচুর পরিমাণে মার্টিনি মদ খেলো সে। গোসলের পর টিভিতে খবর দেখার সময় আরো একদফা পান করলো।

("টুথ ফেইরিকে ধরার এফবিআই'র একটি ফাঁদ নস্যাৎ হয়ে গেছে, উল্টো একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। আমরা একজন প্রত্যক্ষদর্শীকে নিয়ে ফিরে আসছি এই খবরটার পরপরই।")

তারা খুনিকে 'ড্রাগন' হিসেবে অভিহিত করছে। *ট্যাটলার*ও একই কাজ করছে। গ্রাহাম অবশ্য অবাক হয় নি। বৃহস্পতিবারের পত্রিকা বেশ ভালোই বিক্রি হবে।

তৃতীয় দফা মার্টিনি খেয়ে মলিকে ফোন করলো।

মলি টিভি সংবাদ আর *ট্যাটলার*, দুটোই দেখেছে। সে জানতো গ্রাহামকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিলো।

"তোমাকে আমার সব বলা উচিত ছিলো, উইল।"

"হয়তো। তবে আমার তা মনে হয় নি।"

"এখন কি সে তোমাকে খুন করার চেষ্টা করবে?"

"আজ হোক কাল হোক, তা করবেই। তবে আমাকে ধরাটা তার জন্যে এখন বেশ কঠিন হবে। আমি অন্য জায়গায় সরে গেছি। মলি, সেও এটা জানে। আমি ঠিক আছি। চিন্তা করো না।"

"তোমার কথা শুনে একটু বেশি আশাব্যঞ্জক ব'লে মনে হচ্ছে। তোমার বন্ধুকে কি মর্গে দেখেছো?"

"দেখেছি।"

"কেমন লেগেছে?"

"খুবই বাজে।"

"টিভিতে বলেছে এফবিআই নাকি ঐ সাংবাদিকের জন্যে কোনো রকম সুরক্ষার ব্যবস্থা নেয় নি।"

"ক্রফোর্ডের সাথে তার থাকার কথা ছিলো, কিন্তু তার আগেই টুথ ফেইরি তাকে বাগে নিয়ে নেয়।"

"পত্রিকাগুলো তো তাকে এখন 'ড্রাগন' ব'লে অভিহিত করছে।"

"এটা সে নিজেই ব্যবহার করেছে।"

"উইল, একটা বিষয়...আমি উইলিকে নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে চাইছি।"

"কোথায় যাবে?"

"তার দাদার বাড়িতে। অনেক দিন ধরে তারা তাকে দেখে নি। তারা তাকে দেখতে চাচ্ছে।"

"ওহ্, আচ্ছা।"

উইলির দাদাদের একটা বিশাল খামার আছে অরিগনে।

"এখানে ভালো লাগছে না। আমি জানি এ জায়গাটা নিরাপদ—কিন্তু আমাদের ঘুম হচ্ছে না এখানে। হয়তো শুটিং প্র্যাকটিসের কারণে আমি একটু ভয় পেয়ে গেছি। আমি জানি না।"

"আমি দুঃখিত মলি।" কতোটা দুঃখিত সেটা যদি তোমাকে বলতে পারতাম!

"তোমাকে খুব মিস্ করবো। আমরা দু'জনেই।"

তাহলে মলি সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে।

"তোমরা কখন যাচ্ছো?"

"সকালে।"

"দোকানের কি হবে?"

"এভলিন ওটা নিতে চাচ্ছে। আমি তার কাছেই ওটা বুঝিয়ে দিয়ে যাবো।"

"কুকুরগুলো?"

"আমি এভলিনকে বলেছি কাউন্টিতে ফোন ক'রে দিতে। উইল, আমি দুঃখিত। অন্য কেউ হয়তো তাদের মধ্যে কোনোটাকে নিয়ে নেবে।"

"মলি, আমি—"

"এখানে থাকলে আমার লাভ হবে না, ক্ষতিই হবে। তুমি তো আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। তোমাকেও আমি সাহায্য করতে পারছি না। আমরা এখানে থাকলে তুমি সারাক্ষণ আমাদের নিয়ে চিন্তা করবে। আমি ঐ পিস্তলটা বাকি জীবন বয়ে বেড়াতে পারবো না, উইল।"

"তুমি অকল্যান্ডে যেতে পারো," একথাটা সে বলতে চায় নি। উফ! নীরবতা এতো দীর্ঘ হচ্ছে কেন।

"আচ্ছা, শোনো, আমি তোমাকে ফোন করবো," মলি বললো। "অথবা তুমি আমাকে ওখানে আমাকে ফোন কোরো।"

গ্রাহামের খুবই খারাপ লাগছে।

"অফিসকে বলে তোমাদের সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। তুমি কি ইতিমধ্যেই রিজার্ভেশন ক'রে ফেলেছো?"

"আমি আমার নাম ব্যবহার করি নি। মনে হয় পত্রিকাগুলো..."

"ভালো। বেশ ভালো। কাউকে তাহলে তোমাদের বিদায় জানাতে পাঠিয়ে দেই। তোমাদেরকে গেট দিয়ে যেতে হবে না। ওয়াশিংটন থেকে ঝামেলা ছাড়াই বের হতে পারবে। সেটা কি আমি করবো? এটা আমাকে করতে দাও। প্লেনটা কখন ছাড়বে?"

"ন'টা চল্লিশে। আমেরিকান ১১৮।"

"ঠিক আছে, সাড়ে আটটা...স্মিথমোনিয়ানের পেছনে। ওখানে একটা পার্ক-রাইট আছে। গাড়িটা ওখানে রেখে যেয়ো। কেউ তোমার সাথে দেখা করবে। গাড়ি থেকে সে যখন নামবে তখন সে তার হাত ঘড়িতে মুখ নিয়ে কথা বলবে, কানের কাছে হাতটা নেবে, ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

"ধরো, তুমি কি ও'হেয়ারে চেঞ্জ করবে? আমি তাহলে আসতে—"

"না। মিনিয়াপোলিসে চেঞ্জ করবো।"

"ওহ্ মলি। এসব যখন শেষ হয়ে যাবে আমি কি তখন ওখানে আসবো?"

"তাহলে তো ভালোই হয়।"

"বেশ ভালো।"

"তোমার কাছে কি যথেষ্ট টাকা আছে?"

"ব্যাঙ্ক থেকে কিছু তুলে নেবো।"

"কি?"

"এয়ারপোর্ট থেকে। চিন্তা কোরো না।"

"তোমাকে খুব মিস্ করবো।"

"আমিও। ফোনে তো দূরত্ব নেই। উইলি তোমাকে হাই বলেছে।"

"উইলিকে আমার হাই জানিয়ে দিও।"

"সাবধানে থেকো, ডার্লিং।"

এর আগে মলি তাকে কখনও ডার্লিং বলে ডাকে নি। তবে এখন এটা নিয়ে সে মাথা ঘামালো না। নতুন দুটো নাম নিয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই; ডার্লিং, রেড ড্রাগন।

ওয়াশিংটনের নাইট ডিউটিতে থাকা অফিসার মলির জন্যে সব ব্যবস্থা করতে পেরে খুশিই হলো। গ্রাহাম গ্লাসে মদ নিয়ে জানালার পাশে গিয়ে বসলো। নীচের বৃষ্টি ভেজা রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলো দীর্ঘক্ষণ।

মলি চলে গেছে।

আজকের দিনটা শেষ হয়ে গেলো। আর মাত্র একটা রাতই বাকি আছে মোকাবেলা করার জন্যে। অদৃশ্য একটা কণ্ঠ তাকে অভিযুক্ত করছে এখন।

লাউন্ডসের প্রেমিকা তার হাত ধরে রেখেছে শেষ মুহূর্তে।

"হ্যালো, আমি ভ্যালেরি লিডস্। আমি দুঃখিত এই মুহূর্তে ফোনটা ধরতে পারছি না..."

"আমিও দুঃখিত," গ্রাহাম বললো।

গ্লাসে আরো মমদ ঢেলে জানালার সামনের টেবিলে এসে বসলো সে। তার সামনের খালি চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে রইলো দীর্ঘক্ষণ ধরে, যতোক্ষণ না বিপরীত দিকের খালি চেয়ারটাতে একটা আবছায়া মনুষ্য-মূর্তির আকার ধারণ করলো। মুখটা ভালো ক'রে দেখার চেষ্টা করলো সে। অস্পষ্ট। একটুও নড়ছে না সেটা।

"আমি জানি এটা খুবই টাফ," গ্রাহাম আপন মনেই বললো। প্রচুর মদ খেয়ে ফেলেছে। "তোমাকে এটা থামাতে হবে, থামাবার চেষ্টা করতে হবে। তোমাকে খুঁজে বের করার আগপর্যন্ত নিজেকে সামলে রাখো। যদি সাহস থাকে তো, আসো, আমার পেছনে লাগো। আমি পরোয়া করি না। মলি চলে গেছে। ফ্রেডি বেঁচে নেই। এখন এটা তোমার আর আমার মাঝে হবে। খেলো।" সে তার সামনের চেয়ারে আবছায়া কল্পিত মনুষ্যমূর্তিটাকে ধরার জন্যে হাত বাড়ালো। কিন্তু মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেলো সেটা।

গ্রাহাম ড্রাগনকে বোঝার চেষ্টা করছে এখন।

গ্রাহামের মনে হলো ড্রাগন তার খুব কাছে এসে পড়েছে। অন্যসব তদন্তের সময় যে অনুভূতিটা তার মধ্যে গেঁড়ে বসে সেটা এখন আবার উদয় হলো : সে আর ড্রাগন একই কাজ ভিন্ন ভিন্ন সময় ক'রে যাচ্ছে।

কোথাও ড্রাগন খাচ্ছে, গোসল করছে, ঘুমাচ্ছে ঠিক সে সময় সে এগুলো করছে—ঠিক একই সময়ে।

তাকে জানার চেষ্টা করলো গ্রাহাম। দেখারও চেষ্টা করলো তাকে। খুবই চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে।

কিন্তু ড্রাগনকে বোঝার আগে গ্রাহামকে এমন কিছু দেখতে হবে যা সে কখনও দেখে নি। আর তাকে সময়ের ভেতর দিয়ে উড়ে যেতে হবে...

অধ্যায় ২৫

স্প্রিংফিল্ড, মিসৌরি, জুন ১৪, ১৯৩৮।

মারিয়ান ডোলারাইড টুভেইন ক্লান্ত আর যন্ত্রণাকাতর, ট্যাক্সি থেকে বের হয়ে এলেন সিটি হাসপাতালে। তার হাতের সুটকেসে যে পোশাক আছে তা তার পরনের পোশাকের চেয়ে ভালো। দুই কোয়ার্টার আর একটা ডাইম আছে তার ব্যাগে, আর পেটে আছে ফ্রান্সিস ডোলারাইড।

এ্যাডমিটিং অফিসারকে নিজের নাম বললেন বেটি জনসন। এটা মিথ্যে কথা। আরো বললেন, তার স্বামী একজন মিউজিশিয়ান। তবে স্বামী কোথায় আছে সেটা তিনি জানেন না, এটা অবশ্য সত্যি কথা।

নিজের বিছানায় শুয়ে তিনি তার দু'পাশে থাকা রোগীদের দিকে তাকালেন না, চেয়ে রইলেন দূরের এক কোণের দিকে।

চার ঘণ্টার মধ্যে তাকে ডেলিভারি রুমে নিয়ে যাওয়া হলে ওখানেই ফ্রান্সিস ডোলারাইডের জন্ম হয়। ধাত্রী তাকে দেখে মন্তব্য করলো, "বাচ্চাটা দেখতে একেবারে বাদুরের মতো লাগছে," এটাও একটা সত্যি কথা। জন্মগতভাবে তার উপরের ঠোঁটটা দু'ভাগে কাটা। তার জিভের মাঝখানটা কাটা এবং বাইরের দিকে বের হয়ে থাকে। নাকটা বেশ থ্যাবড়ানো।

হাসপাতালের সুপারভাইজার সিদ্ধান্ত নিলো সঙ্গে সঙ্গে তার মা'কে বাচ্চাটা দেখানো ঠিক হবে না। অক্সিজেন ছাড়া নবজাতক বেঁচে থাকতে পারে কিনা সেটা দেখার জন্যে অপেক্ষা রইলো তারা। তবে সে শ্বাস নিতে পারলেও কোনোরকম খাবার খেতে সমর্থ হলো না। তার জিভ কাটা থাকার দরুণ সেটা দিয়ে কোনোভাবেই চুষতেও সক্ষম হলো না।

প্রথম দিন তার কান্নাটা হেরোইন-আসক্ত লোকের কান্নার মতো বিরামহীন না হলেও সেটা বেশ তীক্ষ্ণস্বরের ছিলো।

দ্বিতীয় দিনের বিকেলে একটা আল্‌তো গোঙানীই কেবল বের হলো তার মুখ দিয়ে।

তিনটা বাজে যখন শিফট বদলি হলো তার বিছানায় একটা প্রশস্ত ছায়া পড়লো। ২৬০ পাউন্ড ওজনের প্রসূতি বিভাগের ক্লিনিংয়ের প্রিন্স ইস্টার মাইজ তার দিকে চেয়ে রইলো বিস্ময়ে, দু'হাত বুকের উপর ভাঁজ ক'রে। ছাব্বিশ বছর নার্সারি জীবনে সে ঊনচল্লিশ হাজার নবজাতক দেখেছে। এই বাচ্চাটা বেঁচে থাকতে পারবে যদি সে খেতে পারে।

প্রিন্স ইস্টার ঈশ্বরের কাছ এমন কোনো নির্দেশ পায় নি যে, বাচ্চাটাকে মা যেতে দেবে। তার সন্দেহ, হাসপাতালও এরকম নির্দেশ পায় নি। পকেট থেকে রাবারের স্টপার বের করলো, যার সাথে কাঁচের বাঁকানো একটা ড্রিংকিং স্ট্র লাগানো। স্টপারটা একটা দুধের বোতলে ঢুকিয়ে নিলো সে। কোলে তুলে বাচ্চাটার মুখে স্ট্র'টা ঢুকিয়ে দিলো মহিলা। অল্প একটু দুধ খেয়েই বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়লো।

"উমমম," মহিলা বললো। বাচ্চাটাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিজের কাজে চলে গেলো আবার।

চতুর্থ দিন নার্সেরা মারিয়ান ডোলারাইড ট্যুভেইনকে একটা প্রাইভেট রুমে স্থানান্তর করলো।

মারিয়ান দেখতে খুব সুন্দর। তার চোখ-মুখ একটু ফোলা ফোলা এখন। ডাক্তার এলে কথা বলতে শুরু করলেন তিনি। ডাক্তারের কথা শুনে চোখ বন্ধ ক'রে ফেললেন মারিয়ান, বাচ্চাটাকে যখন ঘরে নিয়ে আসা হলো তখনও তিনি চোখ খুললেন না।

অবশেষে তিনি চোখ খুললে তারা সঙ্গে সঙ্গে তার দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো যেনো সুতীব্র চিৎকারটা বাইরে না যায়। এরপরই তাকে ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে দিলো ডাক্তার।

পঞ্চম দিন মারিয়ান একাই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলেন। কোথায় যাবেন সেটা তিনি জানেন না। বাড়িতে আর কখনও যেতে পারবেন না। তার মা এটা স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

মারিয়ান ডোলারাইড ট্যুভেইন তিনটি ল্যাম্পপোস্টের পর পরই সুটকেস রেখে ব'সে পড়লেন বিশ্রাম নেবার জন্যে। সুটকেসটা আছে সেটাই ভরসা। প্রতিটি শহরের বাসস্টপের কাছাকাছি বন্ধকী দোকান থাকে। স্বামীর সাথে ভ্রমণের সময় তিনি এটা জেনেছেন।

১৯৩৮ সালের স্প্রিংফিল্ড প্লাস্টিক সার্জারির জন্যে খুব বেশি প্রসিদ্ধ ছিলো না। এখানে তোমার চেহারা যেরকম তুমি সেরকমটা নিয়েই ঘুরে বেড়াবে।

সিটি হাসপাতালের একজন সার্জন যতোটুকু সম্ভব নিজের সেরা কাজটা করলেন ফ্রান্সিস ডোলারাইডের জন্যে। কিন্তু কসমেটিক ফলাফল খুব ভালো হলো না।

সমস্যাটা নিয়ে সার্জন খুব মুশকিলে পড়লে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ছেলেটার বয়স পাঁচ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। অল্পবয়সে অপারেশন করলে তার বয়স বাড়ার সাথে সাথে মুখটা বিকৃত হয়ে যাবে।

স্থানীয় এক ডেন্টিস্ট এগিয়ে এলেন। তিনি একটা অবটিউরেটর তৈরি ক'রে বাচ্চাটার মুখের তালুতে সেটা বসিয়ে দিলেন, ফলে খাওয়ার সময় তার নাকের ভেতর আর খাদ্যদ্রব্য ঢুকে পড়তো না।

নবজাতককে দেড় বছর রাখা হলো স্প্রিংফিল্ডের কাউন্টিং হোমে, তারপর মরগান লি মেমোরিয়াল এতিমখানায়।

এই এতিমখানার প্রধান হলেন রেভারেন্ড এস.বি 'বাডি' লোম্যাক্স। ব্রাদার বাডি এতিমখানার সব বাচ্চাকে ডেকে বলে দিলেন ফ্রান্সিসের ঠোঁট কাটা, কেউ যেনো কখনও তাকে এ নামে না ডাকে, ব্যঙ্গ না করে।

ব্রাদার বাডি তাদেরকে আরো বললেন, তারা যেনো তার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাও করে।

ফ্রান্সিস ডোলারাইডের মা তার জন্মের পরের বছর থেকেই কিভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে শিখে ফেললেন।

সেন্ট লুইয়ের ডেমোক্রেটিক মেশিন নামের একটা অফিসে মারিয়ান ডোলারাইড প্রথমে টাইপিংয়ের একটা কাজ জুটিয়ে নিলেন। অফিসের বসের সাহায্যে তিনি তার অনুপস্থিত স্বামীর সঙ্গে বিয়েটাও ভেঙে ফেলতে সক্ষম হলেন।

এই বিবাহ ভেঙে দেবার সময় তার কোনো সন্তানের কথা চেপে গেলেন তিনি।

নিজের মায়ের সাথে তাকে আর কিছু করতে হলো না। ("তোমাকে আমি ঐ বস্তির ছেলেটার সাথে শোয়ার জন্যে বড় করি নি," ট্রুভেইনের সাথে ঘর ছাড়ার সময় মারিয়ানের মা মিসেস ডোলারাইড এ কথা বলেছিলেন।)

মারিয়ানের সাবেক স্বামী একবার তার অফিসে ফোন করেছিলো। ভদ্র আর ধার্মিক এক লোক সে। তাকে বললো, মারিয়ান আর তার অজ্ঞাত বাচ্চাটি নিয়ে আবার নতুন ক'রে তারা জীবন শুরু করতে পারে কিনা। তার কণ্ঠটা ভাঙা ভাঙা শোনালো।

মারিয়ান জানালো বাচ্চাটা জন্মের পরপরই মারা গেছে, এ কথা বলেই ফোনটা রেখে দিলো সে।

এরপর মাতাল অবস্থায় সুটকেস হাতে তাকে বোর্ডিং হাউজে দেখা গিয়েছিলো। মারিয়ান যখন তাকে চলে যেতে বললো, তখন সে খেয়াল করলো বিয়েটা ব্যর্থ হওয়ার জন্যে মারিয়ানই দায়ি, বাচ্চাটা হয়তো এখনও বেঁচে আছে, আর সেটা তার নিজেরই সন্তান।

রাগের মাথায় মারিয়ান ডোলারাইড মাইকেল ট্‌ভেইনকে বাচ্চার বেঁচে থাকার কথা জানিয়ে দিলেন। আরো জানিয়ে দিলেন বাচ্চাটার ঠোঁট আর তালু কাটা।

রাস্তার টেনে এনে মাইকেলকে তিনি জানালেন তাকে যেনো আর কখনও সে ফোন না করে। সে অবশ্য আর কখনও ফোন করে নি। তবে এর কয়েক বছর পর একদিন মাতল হয়ে বিপর্যস্ত অবস্থায় মারিয়ানের মাকে ফোন করেছিলো সে। মারিয়ান তখন ধনী স্বামী আর পরিবার নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করছে।

সে মিসেস ডোলারাইডকে বিকৃত বাচ্চাটার কথা জানালো, আরো জানালো এই সমস্যাটা প্রমাণ করে ডোলারাইডদের উত্তরাধিকার সূত্রে বাচ্চাটা এটা পেয়েছে।

এক সপ্তাহ পরে, ক্যানসাস সিটির একটা গাড়ি মাইকেল ট্‌ভেইনকে দ্বিখন্ডিত ক'রে ফেললো।

মাইকেল যখন মিসেস ডোলারাইডকে অজ্ঞাত সন্তানের কথা জানালো, মহিলা তখন দীর্ঘক্ষণ ধরে একঠায় বসেছিলেন। পুরো রাতটা এভাবেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ভোরের দিকে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন তিনি।

বিশাল বাড়িটার উপর তলা থেকে কর্কশ একটা কণ্ঠ ঘুমের মধ্যে ডেকে উঠলো। মিসেস ডোলারাইডের মাথার উপরের ফ্লোরে কেউ বাথরুমে যাবার জন্যে হয়তো পা টেনে টেনে যাচ্ছে।

সিলিংয়ে ভোতা একটা শব্দ হলো—কেউ পড়ে গেছে—তীব্র যন্ত্রণায় কেউ কঁকিয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

মিসেস ডোলারাইড ঠাঁয় রকিং চেয়ারেই ব'সে রইলেন। তার দোলানিটা আরো দ্রুত হলো, এই ফাঁকে ডাকাডাকিটাও থেমে গেলো এক সময়।

পাঁচ বছরের একেবারে শেষের দিকে ফ্রান্সিস ডোলারাইডকে তার এতিমখানায় একজন দেখতে এলো—তার একমাত্র ভিজিটর।

যে মহিলা ব্রাদার বাডির সাথে ব'সে আছেন তিনি বেশ দীর্ঘাঙ্গি, মাঝ বয়সী এবং বলিষ্ঠ। তার মুখটা ফ্যাকাশে সাদা। তার চুল, চোখ আর দাঁতে হলুদ রঙের একটা আভা আছে।

ফ্রান্সিসের মনে যেটা সবচাইতে বেশি দাগ কাটলো সেটা সে কখনই ভুলতে পারবে না : মহিলা তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রসন্নভাবে হাসলেন। এর আগে এরকমটি আর কখনই হয় নি। আর কখনও এই কেউ করবেও না।

"ইনি তোমার নানী," ব্রাদার বাডি বললেন।

"হ্যালো," মহিলা বললেন।

"উনাকে 'হ্যালো' বলো," ব্রাদার তাড়া দিলেন।

ফ্রান্সিস কষ্ট ক'রে কাটা ঠোঁটে আর থ্যাবড়ানো নাক দিয়ে কিছু শব্দ বলতে পারলেও কখনও 'হ্যালো' বলতে পারে না। আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে সে 'লোহো' বলতে পারলো।

মনে হলো তার নানী আরো বেশি খুশি হলেন। "তুমি কি 'নানী' বলতে পারবে?"

"বলো 'নানী,' চেষ্টা করো," ব্রাদার বাডি বললেন।

'ন' শব্দটা উচ্চারণ করতে কষ্ট হলো নাকের কারণে। ফ্রান্সিস ডোলারাইড কেঁদেই ফেললো।

"আচ্ছা, বাদ দাও," তার নানী বললেন। "তবে বাজি ধরে বলতে পারি তুমি তোমার নিজের নামটা বলতে পারবে। তোমার মতো এতো বড় ছেলে এটা করতে পারবে, আমি জানি। বলো, বাবা।"

বাচ্চাটার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এতিমখানার বয়স্ক ছেলেরা তাকে কয়েকটা শব্দ শিখিয়েছিলো। সেরকমই একটা শব্দ তার মনে পড়ে গেলো।

"বান্দরনী," সে বললো।

তিনদিন পরে ডোলারাইডকে তার নানী নিজ বাসায় নিয়ে এলেন। তখন থেকেই তার নানী তাকে উচ্চারণ করতে শেখানো শুরু করলেন। প্রথমে একটা নামই শেখানোর চেষ্টা করলেন তিনি। 'মা'।

বিবাহবিচ্ছেদের দু'বছরের মধ্যেই মারিয়ান ডোলারাইড হাওয়ার্ড ভগ্‌টের সাথে পরিচিত হন এবং তাকে বিয়ে ক'রে ফেলেন। হাওয়ার্ড একজন সফল আইনজীবি, যার সাথে সেন্ট লুই মেশিনের বেশ ভালো যোগাযোগ ছিলো।

ভগ্‌টের স্ত্রী মারা গেছে, তিন তিনটি সন্তান আছে তার। মারিয়ানের চেয়ে পনেরো বছরের বড় তিনি। সেন্ট লুইয়ের *পোস্ট-ডিসপ্যাচ* পত্রিকাকে তিনি খুবই ঘৃণা করতেন। এই পত্রিকাতেই ১৯৩৬ সালে তার ভোটার রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কেলেংকারীর খবরটা ছাপিয়েছিলো।

১৯৪৩ সালে ভগ্‌টের অবস্থা বেশ ভালো হয়ে যায়। রাজ্য আইনসভায় তিনি ব্রিউয়ারি ক্যানডিডেট হন, স্টেট কনস্টিটিউশনাল কনভেনশনেও তাকে প্রতিনিধি করার প্রস্তাব দেয়া হয়।

মারিয়ান একজন আকর্ষণীয়া গৃহকর্তী হয়ে ওঠেন, তাকে ভগ্‌ট অলিভ স্ট্রিটে একটা চমৎকার বাড়ি কিনে দিলেন।

মারিয়ান তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে যাবার আগে ফ্রান্সিস ডোলারাইড তার নানীর সাথে একসপ্তাহ বসবাস করেছিলো।

তার নানী তার মা'র বাড়িটা কখনও চোখে দেখে নি। যে পরিচারিকা দরজা খুলে দিয়েছিলো সে তাকে চিনতেও পারে নি।

"আমি মিসেস ডোলারাইড," উনি জানালেন। ফ্রান্সিসকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছেন তিনি।

"ভায়োলা, কে এসেছে?" উপর তলা থেকে একটি নারী কণ্ঠ বললেন।

নানী ফ্রান্সিসকে ধরে বললেন, "যাও, তোমার মায়ের কাছে যাও। দৌড়ে যাও!"

চোখ পিট পিট ক'রে সে কেবল তাকিয়ে রইলো।

"যাও, মাকে দেখে আসো!" তার নানী তাকে ধরে সিঁড়ির কাছে নিয়ে গেলেন। সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ উঠে পেছনে তাকালো সে। ইশারায় নানী তাকে আরো উপরে যেতে বললেন।

অচেনা হলওয়ের একপ্রান্তে একটা শোবার ঘরের দরজা খোলা আছে।

তার মা ড্রেসিং টেবিলের সামনে ব'সে মেকআপ করছেন। একটা রাজনৈতিক র‍্যালির জন্যে তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন। দরজার দিকে পিঠ দেয়া ছিলো তার।

"আম্মা," ফ্রান্সিস কোনো রকমে বললো।

আয়নার মধ্য দিয়ে তিনি তাকালেন। "তুমি যদি নেডের খোঁজে এসে থাকো, তাহলে জেনে রাখো সে এখনও বাসায়..."

"আম্মা," আবারো বললো সে।

মারিয়ান শুনতে পেলেন নীচের তলায় তার মা কারো কাছে চা চাইছেন। চোখ দুটো বড় বড় ক'রে স্থির হয়ে বসে রইলেন তিনি। ঘরের বাতি নিভিয়ে উঠে গেলেন। অন্ধকার ঘরে একটা অস্ফুট শব্দ শোনা গেলো, যার পরিসমাপ্তি ঘটলো সুতীব্র কান্নার মধ্য দিয়ে। কান্নাটা হয়তো তার নিজের জন্যে। হয়তো ফ্রান্সিসের জন্যে।

এরপর থেকে তার নানী ফ্রান্সিসকে সবগুলো রাজনৈতিক র‍্যালিতে নিয়ে যেতে লাগলেন, সে কে, কোত্থেকে এসেছে, সব ব্যাখ্যা করলেন। সবাইকে হ্যালো বলতেও শেখালেন তিনি।

মি: ভগ্‌ট আঠারোশো ভোটের ব্যবধানে নির্বাচনে হেরে গেলেন তিনি।

অধ্যায় ২৬

নানীর বাড়িতে, ফ্রান্সিস ডোলারাইডের নতুন পৃথিবীটা নীল রঙের শিরাবিশিষ্ট পায়ের একটা অরণ্য।

সে যখন থাকতে এলো তখন তার নানী তিন বছর ধরে একটা নার্সিংহোম চালাচ্ছিলেন। ১৯৩৬ সালে স্বামী মারা যাওয়ার পর টাকা-পয়সা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। তার নানী এক মহিলাকে নিয়ে এলেন। তার ব্যবসায়ীক কোনো দক্ষতাও ছিলো না।

তার কাছে ছিলো বিশাল একটা বাড়ি আর স্বামীর রেখে যাওয়া ঋণ। বাড়ির যেসব বোর্ডার নেয়া হয়েছিলো তারা চলে গেছে। জায়গাটা এতোটাই নিরিবিলি এলাকায় অবস্থিত যে, বোর্ডিংহাউজ হিসেবে সেটা সফল হয় নি। বাড়ি ছাড়ার হুমকি দেয়া হচ্ছিলো তাকে।

মিঃ হাওয়ার্ড ভগ্‌টের সাথে মারিয়ানের বিয়ের খবর পত্রিকায় ছাপা হওয়াটা তার নানীর কাছে মনে হলো আশীর্বাদ স্বরূপ। সাহায্যের জন্যে তিনি মারিয়ানের কাছে বার বার লিখলেন, কিন্তু কোনো জবাব পেলেন না। যখনই তিনি ফোন করতেন বাড়ির চাকার জানাতো মিসেস ভগ্‌ট বাড়ির বাইরে আছেন।

অবশেষে, প্রচণ্ড তিক্ততার সাথেই ডোলারাইডের নানী কউন্টির সাথে একটা ব্যবস্থায় আসতে সম্মত হলেন। এলাকার বয়স্ক, অক্ষম-পঙ্গু লোকদের নিজের বাড়িতে রাখতে শুরু করলেন তিনি। প্রত্যেকের জন্যে কাউন্টি থেকে তিনি কিছু টাকা পেতেন, কিছু কিছু লোকের নিকট আত্মীয়েরাও তাকে টাকা পয়সা দিতো। মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে কিছু রোগী পাওয়ার আগপর্যন্ত বেশ আর্থিক টানাপোড়েনে চললেন তিনি।

এই পুরো সময়ে মারিয়ান কোনো সাহায্যই করে নি—তবে মারিয়ান সাহায্য করতে পারতেন।

ফ্রান্সিস ডোলারাইড সেই বাড়িতে খেলাধুলা করতো। নানীর মাহ্-জঙ্গ'র টুকরো-টাকরা দিয়ে গাড়ি গাড়ি খেলতো সে।

মিসেস ডোলারাইডকে তার বাসিন্দাদের জমা কাপড় পরিষ্কার রাখতে হোতো, কিন্তু তাদের পায়ে জুতা রাখার ব্যাপারে তিনি আপত্তি করতেন।

বয়স্ক লোকেরা সারা দিন লিভিংরুমে ব'সে রেডিও শুনতো। তাদের জন্যে লিভিংরুমে মিসেস ডোলারাইড একটা একুরিয়ামও বসিয়েছিলেন। একজন দানশীল

ব্যক্তি তাকে তার পারকোয়েট ফ্লোরটা লিনোলিওন দিয়ে ঢেকে দিতেও সাহায্য করেছিলো।

একসারি সোফা কিংবা হুইলচেয়ারে বসে তারা রেডিও শুনতো, মাছ দেখতো ছানিপড়া ঘোলা চোখে। একে অন্যের সাথে খোশগল্প করেই সময় কাটাতো তারা।

ফ্রান্সিস ডোলারাইডের মনে আছে রেডিওতে সে সবসময়ই একটা গান শুনতো

হ্যাপি লিটল ওয়াশডে সং।
রিনসো হোয়াইট, রিনসো ব্রাইট।

বেশিরভাগ সময় ফ্রান্সিস রান্নাঘরেই কাটাতো। কারণ তার বন্ধু ওখানে থাকতো। রাঁধুনী কুইন মাদার বেইলি। পকেটে ক'রে চকোলেট নিয়ে আসতো সে। রান্নাঘরটা ছিলো উষ্ণ আর নিরাপদ, তবে বেইলি রাতের বেলা নিজের বাড়িতে চলে যেতো...

ডিসেম্বর ১৯৪৩।

পাঁচ বছরের ফ্রান্সিস ডোলারাইড উপর তলায় তার নানীর ঘরে শুয়ে আছে। জানালার পর্দা থাকায় ঘরটা নিকষ কালো অন্ধকার। তার খুব প্রশ্রাবের বেগ পেলো। কিন্তু অন্ধকারে ঘুম থেকে উঠতে ভয় পাচ্ছে সে।

নীচের তলায় তার নানীকে ডাকলো ফ্রান্সিস।

"আইমা। আইমা।" তার কণ্ঠটা শুনে মনে হলো ছাগশিশু ডাকছে। ডাকতে ডাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়লো সে। "প্লিড্স আইমা।"

আর আঁটকে রাখতে পারলো না। পাজামাটা ভিজে বিছানা ভেসে গেলো। এক সময় উষ্ণ প্রস্রাব ঠাণ্ডা হয়ে গেলে সে বুঝতে পারলো না কি করবে। দম নিয়ে ভয়ে ভয়ে দরজার কাছে এগোলো। অনেক কষ্টে, আর ভয়ে ভয়ে নীচের তলায় নানীর ঘরে ঢুকে নানীর বিছানার চাদরের নীচে ঢুকে উষ্ণতা খুঁজে পেলো।

তার নানী টের পেয়ে গেলে মুখ না ফিরিয়েই বললেন, "আমি জীবনেও এরকম ছেলে দেখি নি..." সাইড টেবিল থেকে নকল পাটি দাঁতটা পরে নিয়ে আবার বললেন, "তোমার মতো নোংরা আর জঘন্য ছেলে আমি জীবনেও দেখি নি। আমার বিছানা থেকে নামো। নামো বলছি।"

বেডসাইড ল্যাম্পটা জ্বালালেন তিনি। কার্পেটের উপর দাঁড়িয়ে কাঁপছে সে। নানী তার বুড়ো আঙুলটা মুছলেন ফ্রান্সিসের ভুরুতে। দেখতে পেলেন বুড়ো আঙুলে রক্ত লেগে আছে।

"তুমি কি কিছু ভেঙেছো?"

সে এতো জোরে মাথা ঝাঁকালো যে, রক্তের ফোঁটা নানীর নাইটগাউনে এসে লাগলো।

"উপরে যাও। এক্ষুণি।"

সিঁড়িতে ওঠার সময় অন্ধকার নেমে এলো। সে বাতি জ্বালাতে পারলো না, কারণ তার নানী বাতির সুইচটা এতো উপরে লাগিয়েছেন যে, ফ্রান্সিস সেটার নাগাল পায় না। ভেজা বিছানায় ফিরে যেতে চাইছে না সে। অনেকক্ষণ ধরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো, কিন্তু তার নানী আর এলেন না।

অবশেষে যখন এলেন, তখন বাতি জ্বালালে দেখা গেলো নানীর হাতে কয়েকটা চাদর। বিছানার চাদর বদলানোর সময় তিনি তার সঙ্গে কোনো কথা বললেন না।

তাকে ধরে বাথরুমে নিয়ে গেলেন। একটা ধোয়া কাপড় দিলেন তিনি, সেটা ভেজা আর ঠাণ্ডা।

"জামা কাপড় খুলে পানি দিয়ে নিজের শরীর ধুয়ে নাও।"

আঠালো টেপের গন্ধ নাকে এলো, আর একটা চকচকে কেঁচির শব্দ শুনতে পেলো সে। তাকে টয়লেটের উপর দাঁড় করিয়ে তার চোখের উপর টেপ লাগিয়ে দিলেন নানী।

"এখন," নানী বললেন। কেঁচিটা তার তলপেটের নীচে ছোঁয়ালেন। ফ্রান্সিসের খুব শীতল একটা অনুভূতি হলো।

"দেখো," মহিলা বললেন। তার মাথার পেছনটা ধরে মাথাটা নীচু ক'রে তাকে দেখালেন কেঁচির ফাঁকে তার লিঙ্গটা ধরে রেখেছেন তিনি।

"তুমি কি চাও আমি এটা কেটে ফেলি?"

সে নানীর দিকে তাকানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু মহিলা তার মাথাটা নীচু ক'রে রেখেছেন। ভয়ে কাঠ হয়ে গেলো সে।

"কেটে দেবো?"

"না, আইমা। না।"

"আবার যদি বিছানায় হিসু করো তো আমি তোমার নুনু কেটে ফেলবো। বুঝেছো?"

"হ্যা। আইমা।"

"অন্ধকারেও তুমি টয়লেটে আসতে পারবে, এভাবে ব'সে হিসু করতে পারবে। ঠিক ভালো ছেলের মতো। এবার নিজের বিছানায় ফিরে যাও।"

রাত দুটোর দিকে, বাতাস বইছে। আপেল গাছের মরা পাতাগুলো সব ঝরে পড়ছে সেই বাতাসে। কেবল সজীব পাতাগুলোই অক্ষত থেকে যাচ্ছে। বাতাসের পরপরই বৃষ্টি নেমে এলো সেই বাড়িটার উপর যেখানে বিয়াল্লিশ বছরের ফ্রান্সিস ডোলারাইড ঘুমাচ্ছে।

মুখে বুড়ো আঙুল পুরে ঘুমাচ্ছে সে। তার আধো ভেজা চুল কপালের উপর অবিন্যস্তভাবে পড়ে আছে।

এবার ঘুম থেকে জেগে উঠলো সে। অন্ধকারে নিজের হৃদস্পন্দন আর চোখের পালকের শব্দটাও শুনতে পেলো। তার আঙুলগুলোতে গ্যাসোলিনের মৃদু গন্ধ লেগে রয়েছে। তলপেটটা একেবারে ভরে আছে, যেনো ফেঁটে যাবে।

তার মনে হলো পাশের টেবিলে গ্লাসে রাখা নকল পাটি দাঁতটা আছে।

ঘুম থেকে উঠেই ডোলারাইড নকল দাঁতটা পরে নিলো। তারপর বাথরুমে হেটে গেলো সে। বাতি জ্বালালো না। অন্ধকারেই টয়লেটটা খুঁজে পেয়ে ব'সে পড়লো সুবোধ ছেলের মতো।

অধ্যায় ২৭

নানীর মধ্যে প্রথম পরিবর্তনটা দৃষ্টিরগোচরে এলো ১৯৪৭ সালে, ফ্রান্সিসের বয়স তখন মাত্র আট।

নিজের ঘরে ফ্রান্সিসের সাথে খাবার খাওয়া বন্ধ ক'রে দিলেন। বৃদ্ধদের সাথে ডাইনিংরুমে এক টেবিলে খাওয়া দাওয়া করতে শুরু করলেন তিনি।

নানী বেশ ভালো আপ্যায়ন করতেন। এ কাজে তার দক্ষতা ছিলো। দারুণ আড্ডাবাজও ছিলেন তিনি। মিসেস ফোল্ডারের হানিমুনের কিসসা আর তুমি ইটনের হলুদজ্বরের গালগল্প চলতো দীর্ঘক্ষণ ধরে। অন্যদের অনেক অর্থহীন প্রলাপও তিনি বেশ আগ্রহের সাথে শুনতেন।

"ফ্রান্সিস, এটা কি মজার, না?" একথা বলেই তিনি খাবারের টেবিলে বেল বাজাতেন সবাইকে ডাকার জন্যে। নানী যতোদূর সম্ভব বেশি সংখ্যক কাজের লোক রাখতেন সাহায্যের জন্যে।

কিন্তু নানীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে শুরু করলে অনেক পোশাকই ঢিলা হয়ে গেলো। তারপরও অভিজাত পোশাকে তাকে ডলারে থাকা জর্জ ওয়াশিংটনের ছবির মতোই লাগতো।

বসন্তের মধ্যেই তার আচার-ব্যবহার কিছুটা পাল্টে গেলো। খাবার টেবিলে বসে নিজের শৈশবের গল্প শোনানোর সময় কোনো রকম বিঘ্ন সহ্য করতেন না। ফ্রান্সিস এবং বাকিদেরকে জ্ঞান দিতে গিয়ে এমন কি নিজের ব্যক্তিগত অনেক গোপন কথাও প্রকাশ ক'রে দিতেন।

এটা সত্য, নানী ১৯০৭ সালে একজন সুন্দরী হিসেবে বেশ ভালো মতোই জীবনটা উপভোগ করেছেন, নদীর ওপারে সেন্ট লুইয়ের অনেক সুঠামদেহী যৌনক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষকেই তিনি আমন্ত্রণ জানাতেন।

তিনি বলতেন সবার কাছ থেকে এ ক্ষেত্রে একটা 'নিষেধাজ্ঞার শিক্ষা' পেতেন। তিনি টেবিলের নীচে দু'পা আড়াআড়ি ক'রে রাখা ফ্রান্সিসের দিকে ইঙ্গিত করতেন।

"আমার সময় প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে খুব একটা মেডিকেল সাহায্য পাওয়া যেতো না," তিনি বলতেন। "আমার গায়ের চামড়া আর চুল খুব সুন্দর ছিলো, ওগুলোর ফায়দা লুটতাম আমি। আমার দাঁত খুব সুন্দর না হলেও, আন্তরিক হাসি আর ব্যক্তিত্বের কারণে সেটা কাটিয়ে উঠতে পারতাম। সত্যি বলতে কি, ওটা আমার 'বিউটি স্পট' হয়ে উঠেছিলো। আমার মনে হয় আপনারা একে 'চার্মিং ট্রেডমার্ক' বলতে পারেন। কোনো কিছুর বিনিময়েই আমি ওটা দিতে রাজি ছিলাম না।"

ডাক্তারদের তিনি ঘৃণা করতেন, তাদের উপর তার কোনো আস্থা ছিলো না। কিন্তু যখন জানতে পারলেন গাম খাওয়ার ফলে তার দাঁতগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে তখন মিডওয়েস্টের স্বনামখ্যাত এক সুইস ডেন্টিস্ট ডাঃ ফেলিক্সের শরণাপন্ন হলেন। এক শ্রেণীর লোকের কাছে তার 'সুইস দাঁত' খুব জনপ্রিয় ছিলো সে সময়।

ডাক্তার তার দাঁতগুলোকে ঠিক আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন।

কুইন মাদার বেইলির স্বামী একটা খচ্চরের গাড়িতে ক'রে প্রতিরাতে তার কাছে আসতো। সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতো আগুনের জন্যে লাকড়ি। নানী উপর তলায় থাকলে ফ্রান্সিস তাদের সাথে প্রধান সড়কে ঘুরে আসতো সেই গাড়িতে ক'রে।

সারাটা দিন সে সন্ধ্যার এই ভ্রমনের জন্যে অপেক্ষায় থাকতো : মিঃ বেইলি মাঝে মাঝে বন্দুক দিয়ে খোরগোশও শিকার করতেন। তার শিকার করা প্রাণীগুলো প্রায়শই ওয়াগনের পেছনে রেখে দিতেন তিনি।

ভ্রমনের সময় তারা কোনো কথা বলতো না। মিঃ বেইলি কেবল তার দুটো খচ্চরের সাথেই কথা বলে যেতেন। ওয়াগনটা ঝাঁকি খেলে ফ্রান্সিসের খুব ভালো লাগতো। বাড়ির সামনে তাকে নামিয়ে দেয়া হোতো আর কথা দিতে হোতো সোজা বাড়িতে চলে যাবে সে, অন্য কোথাও নয়। কিন্তু ফ্রান্সিস অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ওয়াগনটার চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখতো। খচ্চরগুলোর সাথে মিঃ বেইলির কথাবার্তা শুনতে পেতো তখনও। কখনও কখনও কুইন মাদার তার স্বামীকে হাসিয়ে গড়াগড়ি খাওয়াতো, সেও তাদের সঙ্গে হাসিতে যোগ দিতো কিছু না বুঝেই। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে তার খুব ভালো লাগতো এজন্যে যে, তারা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতো না।

কিন্তু পরবর্তীতে তার এই মনোভাব পাল্টে গিয়েছিলো...

ফ্রান্সিস ডোলারাইডের সাথে মাঝে মধ্যে খেলতে আসতো তিনমাঠ দূরে বসবাসরত এক শোয়ারকপারে মেয়ে। তার নানী মেয়েটাকে বাড়িতে আসতে দিতো এজন্যে যে, নিজের মেয়ে মারিয়ানের শৈশবকালের জামাকাপড়গুলো তাকে পরিয়ে তিনি ভীষণ আনন্দ পেতেন।

লাল চুলের ছোট্ট মেয়েটি খুব বেশি সময় ধরে খেলতে পারতো না, সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়তো।

জুনের এক উষ্ণ বিকেলে, খড়ের গাঁদায় খেলার সময় মেয়েটা ফ্রান্সিসের গোপনাঙ্গ দেখার কথা বলে।

মুরগির খোয়াড়ের পেছনে, নির্জন একটা স্থানে মেয়েটাকে সে তার গোপনাঙ্গ দেখিয়েছিলো। মেয়েটা তার নিজের অঙ্গ দেখানোর জন্যে চাপাচাপি করে, আন্ডারওয়্যারটা নামিয়ে দেখিয়েও দেয় তাকে। এই সময় মাথাবিহীন একটা মুরগি এক কোণ থেকে উড়ে আসে তাদের কাছে। মাটিতে পড়ে ডানা দিয়ে ধূলোবালি

গড়াতে থাকে সেটা। মেয়েটার পায়ে রক্তের ছিটা লাগতেই কোনো রকমে পেছনে সরে গেলো সে।

ফ্রান্সিস লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেও তার প্যান্টটা হাটুর নীচে নামানো ছিলো। মুরগিটা সংগ্রহ করতে এ সময় কুইন মাদার বেইলি এসে উপস্থিত হলো সেখানে।

"দেখো ছেলে," শান্তকণ্ঠে বললো সে। "যা দেখার তাতো তুমি দেখেই ফেলেছো, এখন যাও, অন্য অনেক কিছু করার আছে। বাচ্চারা যেসব কাজ করে সেসবে মনোযোগ দাও। প্যান্টটা পরে নাও। তুমি এবং তোমার এই পিচ্চি মেয়েটা ঐ মোরগটা ধরতে আমাকে সাহায্য করো।"

মোরগের পিছু নিতে নিতে বাচ্চা দুটির বিব্রতকর অবস্থা কেটে গেলো খুব দ্রুত। কিন্তু উপর তলার জানালা দিয়ে তার নানী সবই দেখতে পেলেন...

কুইন মাদারকে ভেতরে আসতে দেখলেন নানী। বাচ্চা দুটো চলে গেলো মুরগির খোয়াড়ে। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলেন নানী। এরপরই নীরবে উপস্থিত হলেন তাদের সামনে। দরজা খুলে দেখতে পেলেন তারা মুরগির গা থেকে পালক ছাড়াচ্ছে আর ওগুলো মাথায় পরছে তারা।

মেয়েটাকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে ফ্রান্সিসকে ঘরে নিয়ে এলেন তিনি।

ফ্রান্সিসকে তিনি বললেন, শাস্তি দেবার পর তাকে ব্রাদার বাড়ির এতিমখানায় পাঠিয়ে দেয়া হবে। "উপরে নিজের ঘরে যাও। প্যান্ট খুলে অপেক্ষা করো, আমি কাঁচি নিয়ে আসছি।"

এক ঘণ্টা ধরে ঘরে অপেক্ষা করলো সে, প্যান্ট খুলে শুয়ে থাকলো বিছানায়। বিছানার চাদরটা খামচে ধরে কাঁচির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো ডোলারাইড।

সকালের দিকে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম থেকে উঠে আবার অপেক্ষায় রইলো কাঁচির জন্যে।

তার নানী অবশ্য আসেন নি। সম্ভবত ব্যাপারটা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন।

সারাটা দিন ভয়ে ভয়ে রইলো সে। কখন তার নানী কাঁচি নিয়ে আসবে এই আশংকায় কেটে গেলো দিন। তার অপেক্ষার আর পরিসমাপ্তি হলো না।

কুইন মাদার বেইলিকে সে এড়িয়ে যেতে লাগলো, তার সাথে কোনো কথা বললো না, কেন, সেটাও তাকে বললো না : ভুলবশত সে বিশ্বাস করেছিলো সে-ই তার নানীর কাছে এ কথাটা লাগিয়ে দিয়েছে। এবার তার মনে হলো মাদার বেইলি তার স্বামীর সাথে যে হেসে গড়াগড়ি খায় সেটা আসলে তাকে নিয়েই। স্পষ্টতই কাউকে সে বিশ্বাস করতে পারছিলো না।

ঘুমানোটা খুব কঠিন ছিলো তখনও, আর এনিয়ে ভাবতে ভাবতে ঘুমাতে যাওয়াটাও সহজ ছিলো না। এতো উজ্জ্বল আলোতে ঘুমানো সত্যি কঠিন।

ফ্রান্সিস জানতো নানী ঠিকই বলেছেন। তাকে সে খুব আঘাত দিয়েছে। তাকে লজ্জিত করেছে সে। সবাই নিশ্চয় জেনে গেছে সে কি করেছে—এমন কি বহু দূরের সেন্ট চার্ল্‌সের লোকেরাও সেটা জানে হয়তো। নানীর উপর তার রাগ নেই। সে জানে নানীকে সে খুব ভালোবাসে।

কল্পনা করলো চোর-ডাকাত তাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে আর সে তার নানীকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করার কারণে নানী তার সেই সব কথা ফিরিয়ে নিচ্ছেন। "তুমি কোনো শয়তানের বাচ্চা নও, ফ্রান্সিস। তুমি আমার লক্ষ্মীসোনা।"

সে ভাবলো এক চোর তাদের বাড়িতে ঢুকে তার নানীকে নিজের গোপনাঙ্গ দেখাতে বদ্ধপরিকর।

ফ্রান্সিস কিভাবে নানীকে রক্ষা করবে? এতো বড় একজন মানুষের সাথে তার মতো বাচ্চাছেলে কিভাবে পেরে উঠবে।

এটা নিয়ে সে অনেক ভাবলো। রান্নাঘরে কুইন মাদারের একটা চাপাতি আছে। মুরগি জবাই করার পর মহিলা কাগজ দিয়ে সেটা মুছে রেখেছে। চাপাতিটা তার দেখা দরকার। এটা তার দায়িত্ব। অন্ধকারকে ভয় না পাবার জন্যে লড়াই করতে হবে তাকে। এমন কিছু তার থাকতে হবে যাতে চোর ডাকাত তাকে ভয় পায়।

চাপাতিটা হাতে তুলে নিলে সেটা থেকে অদ্ভুত একটা গন্ধ পেলো সে। সিদ্ধ মুরগি ধোয়ার গন্ধ। জিনিসটা খুব ধারালো। এটা তাকে আশ্বস্ত করলো যেনো।

ঘরে কোনো চোর লুকিয়ে নেই নিশ্চিত হবার জন্যে চাপাতিটা নানীর ঘরে নিয়ে গেলো।

তার নানী ঘুমাচ্ছে। অন্ধকারেও সে বুঝতে পারলো তার নানী কোথায় ঘুমাচ্ছে। চোর থাকলে তার নিঃশ্বাসের শব্দটা তার কানে আসবে। ঠিক যেমনটি তার নানীর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে। সে জানতে পারবে চোরটার ঘাড় কোন্ জায়গায় আছে। ঠিক যেমনটি সে জানে তার নানীর ঘাড়টা এখন কোথায়।

এখানে কোনো চোর থাকলে সে এভাবে নীরবে এসে তাকে ধরতে পারবে। দু'হাতে চাপাতিটা তুলে ধরে এক কোপ বসাবে তার ঘাড় বরাবর।

ফ্রান্সিস তার নানীর স্লিপারের পাশে এসে দাঁড়ালো। চাপাতিটা বিছানার পাশে রাখা টেবিল ল্যাম্পের আলোতে চকচক করছে।

তার নানী একটু পাশ ফিরলেন। ফ্রান্সিস ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে। চাপাতি ধরা হাতটা কাঁপছে। তার নানী নাক ডাকতে শুরু করলেন এবার।

ফ্রান্সিসের মধ্যে যে ভালোবাসা সেটার বর্হিপ্রকাশ ঘটলো। ঘর থেকে বের হয়ে এলো সে। তাকে কিছু একটা করতেই হবে। অন্ধকার বাড়িটাকে সে আর ভয় পাচ্ছে না।

তবে এটা তার দম বন্ধ ক'রে দিচ্ছে।

পেছনের দরজা দিয়ে খোলা জায়গায় এসে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিলো সে। আকাশে থালার মতো একটা চাঁদ দেখা যাচ্ছে।

ভালোবাসা তাকে গ্রাস করলো, সে আর সহ্য করতে পারলো না। মুরগির খোয়াড়ের সামনে এসে দাঁড়ালো। মাটিতে তার পা দুটো খুব ঠাণ্ডা লাগছে, তাড়াহুড়ো করলো সে। বিস্ফোরণ হবার আগেই এবার সে দৌড়ালো...

ফ্রান্সিস, মুরগির খোয়াড়ের কল থেকে সারা শরীর ধুয়ে নিলো। এর আগে কখনও এতো মধুর এবং প্রশান্তিময় লাগে নি তার। সীমাহীন প্রশান্তির পথ খুঁজে পেলো সে।

তার নানী দয়াপরবশ হয়ে যে জিনিসটা কাটে নি সেটা তার পেট আর পায়ে লেগে থাকা রক্ত ধোয়ার সময়ও ঠিকঠাক আছে দেখতে পেলো। তার মন শান্ত আর পরিষ্কার।

নাইটশার্টটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তাকে। স্মোকহাউজের ব্যাগের নীচে লুকিয়ে রাখাটাই ভালো।

মরা মুরগিটা খুঁজে পেলে তার নানী হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, এটা দেখে মনে হয় না শেয়ালের কাজ।

ডিম সংগ্রহ করার সময় কুইন মাদার এ রকম আরেকটা মুরগি খুঁজে পেলেন এক মাস পর। এবার মুরগির মাথাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

ডিনার টেবিলে তার নানী জানালেন এ কাজটা কার সেটা খুঁজে বের করার জন্যে তিনি শেরিফকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

ফ্রান্সিস চুপচাপ ব'সে রইলো। কোনো কথা বললো না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কখনও তার মনে হতো সে এ কাজটা করে নি।

তার নানী দ্রুত বদলে যেতে লাগলেন। তিনি অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবন হয়ে উঠলেন, বাড়ির কোনো কাজের লোক রাখলেন না। রান্নাঘরের দায়িত্ব তুলে নিলেন নিজের কাঁধে। বেইলিকে নির্দেশনা দিতেন খাবার বানানোর জন্যে। কুইন মাদার বেইলিই একমাত্র কাজের লোক যাকে তিনি রেখে দিলেন।

চোখমুখ লাল হয়ে যেতো নানীর, বিরামহীনভাবে এক কাজ থেকে আরেক কাজে ছুটে যেতেন তিনি।

অপচয়ের ব্যাপারেও বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। সাবান আর ব্লিচ এতো কম ব্যবহার করতেন যে, চাদর আর কাপড়চোপড় সব হলুদ হয়ে গেলো।

নভেম্বর মাসে তিনি বাসার কাছে সাহায্য করার জন্যে পাঁচজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাকে নিযুক্ত করলেন। তারা বেশি দিন থাকলো না।

শেষজন চলে গেলে নানী একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। বাড়িতে চিল্লাচিল্লি করতে করতে ঢুকলেন তিনি। রান্নাঘরে ঢুকে দেখতে পেলেন কুইন মাদার ময়দার একটা চামচ ফেলে রেখেছে।

ডিনারের আধঘণ্টা আগে প্রচণ্ড গরমের রান্নাঘরের ঢুকে তিনি কুইন মাদারকে একটা থাপ্পড় মারলেন।

হতভম্ব হয়ে পড়লো কুইন মাদার। দু'চোখ বেয়ে অশ্রু নামতে লাগলো তার। নানী আবারো হাত তুললেন। একটা বড়সড় গোলাপী হাত তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো সঙ্গে সঙ্গে।

"আর কখনও এরকম করবেন না। আপনি আর আপনার মধ্যে নেই, মিসেস ডোলারাইড। এরকম আর কখনও করবেন না।"

চিল্লাচিল্লি করে চুলা থেকে সুপের একটা কেটলি ফেলে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন তিনি। ফ্রান্সিস তার নানীর হৈহল্লা আর অভিসম্পাতের শব্দ শুনতে পেলো, ঘরের জিনিসপত্র ভাঙার শব্দটাও তার কানে গেলো। সারাটা রাত আর তিনি ঘর থেকে বের হলেন না।

কুইন মাদার রান্নাঘর সাফ ক'রে বৃদ্ধলোকদের খাওয়া দাওয়া করিয়ে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে ফ্রান্সিসকে খুঁজলো, কিন্তু পেলো না।

ওয়াগনে যখন বসলো তখন মহিলা দেখতে পেলো ফ্রান্সিস বাড়ির পোর্চের সামনে ব'সে আছে। সঙ্গে সঙ্গে মহিলা নেমে এসে তার কাছে এলো।

"আমি চলে যাচ্ছি। আর কখনও এখানে ফিরে আসবো না। কিডস্টোরের সিরোনিয়া, সে আমার হয়ে তোমার মাকে ফোন ক'রে দেবে। তোমার মা এখানে আসার আগে আমাকে তোমার দরকার হবে। তুমি আমার বাড়িতে আসো।"

তার গালে হাত দিলে সে গালটা সরিয়ে নিলো।

ওয়াগনটা চলে গেলে সেদিকে তাকিয়ে রইলো ডোলারাইড। তার কাছে মনে হলো কুইন মাদার তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আগে এ দৃশ্যটা তাকে ব্যথিত করলেও এখন সে খুশিই হলো।

ম্রিয়মান একটা খচ্চরগাড়ির কেরোসিন বাতিটা আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে গেলো তার সামনে থেকে। চাঁদের সাথে এটার তুলনা করা চলে না।

একটা খচ্চর হত্যা করলে কেমন লাগবে, ভাবতে লাগলো সে।

[কুইন মাদার বেইলি ফোন করলেও মারিয়ান ডোলারাইড ভগ্‌ট এলেন না।

দু'সপ্তাহ পর সেন্ট চার্লসের শেরিফ তাকে ফোন করলে তিনি নিজের গাড়ি চালিয়ে বিকেলের দিকে এলেন। তার হাতে দস্তানা আর মাথায় টুপি।

একজন ডেপুটি শেরিক তাকে রিসিভ করলো।

"মিসেস ভগ্‌ট, দুপুরের দিকে আপনার মা আমাদেরকে ফোন করেছিলেন। বলেছিলেন চুরির ব্যাপারে তাকে সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু আমি যখন এখানে

গলাম, মাফ করবেন, উনি একেবারে পাগলের মতো কথা বলতে লাগলেন। শেরিফ ভাবলেন আপনাকে আগে জানালে ভালো হয়। হাজার হোক মিঃ ভগ্‌ট একজন স্বনামখ্যাত লোক। বুঝতেই পারছেন।"

মারিয়ান তার কথাটা বুঝতে পারলেন। ভগ্‌ট বর্তমানে সেন্ট লুইয়ের পাবলিক ওয়ার্কশ-এর কমিশনার, তার প্রতি পার্টির সুনজর নেই।

"আমার জানা মতে জায়গাটা অন্য কেউ এখনও দেখে নি," ডেপুটি বললো।

মারিয়ান দেখতে পেলেন তার মা ঘুমাচ্ছেন। টেবিলে দু'জন বৃদ্ধলোক লাঞ্চের জন্যে অপেক্ষা করছে। বাইরের আঙিনায় স্লিপার পরে পায়চারী করছে এক বৃদ্ধ মহিলা।

মারিয়ান তার স্বামীকে ফোন করলেন। "এইসব জায়গা তারা কতো দিন পরপর ইন্সপেক্ট করে?...তারা কোনো কিছু দেখে নি...কোনো আত্মীয়স্বজন অভিযোগ করেছে কিনা আমি জানি না। মনে হয় না এসব লোকজনের কোনো আত্মীয়স্বজন রয়েছে...না। তোমার আসার দরকার নেই। কয়েকজন নিগ্রো দরকার আমার। এরকম কয়েকজনকে পাঠিয়ে দাও...আর ডাঃ ওয়াটার্স। আমি দেখছি।"

ডাক্তার সাথে ক'রে একজন আরদার্লিকে নিয়ে এলো পাঁচচল্লিশ মিনিট পর। এরপর ট্রাকে ক'রে মারিয়ানের নিজস্ব কাজের লোক আর পাঁচজন লোক চলে এলো।

ফ্রান্সিস স্কুল থেকে এসে দেখলো নানীর ঘরে মারিয়ান আর ডাক্তার এবং তার আরদার্লি রয়েছে। তার নানীর অভিসম্পাত দেবার শব্দ শুনতে পেলো সে। তাকে যখন একটা হুইলচেয়ারে ক'রে নিয়ে যাওয়া হলো তখন দেখতে পেলো নানীর চোখে চশমা আর হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। দাঁত ছাড়া চেহারাটা কেমন জানি অদ্ভুত দেখাচ্ছে। মারিয়ানের হাতেও ব্যান্ডেজ। তাকে আঘাত করা হয়েছে।

ডাক্তারের গাড়িতে ক'রে নানীকে নিয়ে যাওয়া হলে ফ্রান্সিস দৃশ্যটা দেখলো। হাত নাড়িয়ে বিদায় জানাতে চাইলেও সে হাত তুললো না।

মারিয়ানের লোকজন বাড়িটা পরিস্কার করে ফেললো। ধোয়ামোছা ক'রে বাড়ির বৃদ্ধলোকদেরকে গোসল করালো তারা। তাদের সাথে মারিয়ানও কাজ করলেন। সব কিছু তত্ত্বাবধান করলেন নিজ হাতে। খাবারও পরিবেশন করা হলো।

মারিয়ান কেবল ফ্রান্সিসের সাথে এটুকু কথাই বললেন কোন্ জিনিসটা কোন্‌খানে আছে।

সব কাজ শেষ হলে মারিয়ান তার লোকজনদেরকে বিদায় ক'রে কাউন্টি কর্তৃপক্ষকে ডাকলেন। তিনি বোঝালেন মিসেস ডোলারাইড স্ট্রোক করেছে।

খুব রাতে একটা স্কুলবাসে ক'রে জনকল্যাণকর্মীরা এলো রোগিদের নেবার জন্যে। ফ্রান্সিস মনে করলো তারা বুঝি তাকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে।

কেবল মারিয়ান এবং ফ্রান্সিস বাড়িতে থেকে গেলো। ডাইনিংরুমে টেবিলে তিনি মাথায় হাত রেখে বসলেন। ফ্রান্সিস বাইরের একটা গাছে উঠে ব'সে থাকলো সেই সময়।

অবশেষে মারিয়ান তাকে ডাকলেন। ছোট্ট একটা সুটকেসে তার কাপড়চোপড় ভরে নিলেন তিনি।

"তোমাকে আমার সাথে আসতে হবে," তিনি বললেন, গাড়ির কাছে যেতে যেতে। "উঠে পড়ো। সিটে জুতা পরে দাঁড়াবে না।"

তারা আঙিনায় খালি হুইলচেয়ারটা ফেলে গাড়িতে ক'রে চলে গেলো।

কোনো স্ক্যান্ডাল হলো না। কাউন্টি কর্তৃপক্ষ বললো, মিসেস ডোলারাইড সব কিছু বেশ চমৎকারভাবে দেখেশুনে রেখেছিলেন। ভগ্‌টদের কোনো বদনাই হলো না।

একটা প্রাইভেট মানসিক হাসপাতালে নানীকে রাখা হলো। চৌদ্দ বছর বয়স হবার আগে ফ্রান্সিস আবারো তার নানীর বাড়িতে যাবে।

"ফ্রান্সিস, এই যে তোমার সৎ ভাই-বোনেরা," তার মা বলেছিলেন। তারা ভগ্‌টের লাইব্রেরিতে ব'সে আছে।

নেড ভগ্‌টের বয়স বারো, ভিক্টোরিয়া তেরো, আর মার্গারেটের বয়স মাত্র নয়। নেড আর ভিক্টোরিয়া একে অন্যের দিকে তাকালো। মার্গারেট মেঝের দিকে চেয়ে রইলো মাথা নিচু ক'রে।

উপর তলার চাকরদের ঘরের সাথে একটা ঘর দেয়া হলো তার জন্যে। ১৯৪৮ সালের নির্বাচনের ভরাডুবির পর ভগ্‌টের পরিবারে আর কোনো চাকর-বাকর রইলো না।

তাকে পটার জেরার্ড এলিমেন্টরি স্কুলে ভর্তি করা হলো। স্কুলটা তাদের বাড়ির থেকে হাটা দূরত্বে। বাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়েদেরকে ভর্তি করা হলো বহু দূরের অভিজাত এক স্কুলে।

প্রথম কয়েক দিন ভগ্‌টের ছেলেমেয়েরা তাকে যতোদূর সম্ভব তাচ্ছিল্য করতো। এড়িয়ে চলতো। কিন্তু একসপ্তাহ পরে নেড আর ভিক্টোরিয়া তাকে ডাকতে চলে এলো উপর তলায়।

দরজার নব্ ঘোরানোর আগে ফ্রান্সিস তাদের দু'জনের ফিস্‌ফাস্ শুনতে পেলো। তারা নক্ না ক'রে বললো, "দরজাটা খোলো।"

দরজা খুলে দিলো ফ্রান্সিস। কোনো কথা না বলে তার ড্রয়ার খুলে জামা কাপড় হাতড়াতে লাগলো তারা। নেড ভগ্‌ট তার ড্রেসিং টেবিলের ছোট্ট ড্রয়ারটা খুলে দু'আঙুলে একটা জিনিস তুলে ধরলো : এফ.ডি এমব্রয়ডারি করা একটা বার্থডে রুমাল। গিটারের একটা ক্যাপো, পিলের বোতলের ভেতর জ্বলজ্বলে একটা গুঁবড়ে পোকা, *বেসবল জো ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সিরিজ*-এর একটা কপি, তাতে স্বাক্ষর করা, 'তোমার ক্লাসমেট, সারা হিউজ।'

"এটা কি?" নেড জানতে চাইলো।

"ক্যাপো।"

"এটা কি জন্যে?"

"গিটার বাজাতে লাগে।"

"তোমার কি গিটার আছে?"

"না।"

"তাহলে এটা কি জন্যে রেখেছো?" ভিক্টোরিয়া জানতে চাইলো।

"আমার বাবা এটা ব্যবহার করতেন।"

"তোমার কথা বুঝতে পারলাম না। কি বললে? আবার বলো তো, নেড।"

"সে বলেছে এটা তার বাবার।" নেড একটা রুমাল নিয়ে নাক মুছে সেটা আবার রেখে দিলো ড্রয়ারে।

"তারা আজ ঘোড়াগুলোর জন্যে এসেছিলো," ভিক্টোরিয়া বললো। ছোট্ট খাটে সে ব'সে পড়লে নেডও তার পাশে ব'সে পড়লো।

"আর কোনো ঘোড়া থাকবে না," নেড বললো। "গ্রীষ্মে আর লেকহাউজে যাওয়া হবে না। তুমি জানো কেন? কথা বলো, বানচোত।"

"বাবা অনেক অসুস্থ, তার কাছে খুব বেশি টাকাও নেই," ভিক্টোরিয়া বললো। "কয়েক দিন ধরে তিনি একেবারেই অফিসে যাচ্ছেন না।"

"জানতে চাও, তিনি কেন অসুস্থ, বানচোত?" নেড বললো, "কথা বলো।"

"নানী বলেছেন তিনি মাতাল। বুঝেছো, ঠিক আছে?"

"তোমার কুৎসিত চেহারাটা দেখে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন," নেড বললো।

"এজন্যেই তো লোকজন তাকে ভোট দেয় নি," ভিক্টোরিয়া জানালো।

"বেরিয়ে যাও," ফ্রান্সিস বললো। দরজা খোলার জন্যে ঘুরতেই তার পাছায় একটা লাথি মারলো নেড। দু'হাতে ফ্রান্সিস তার কিডনিতে আঘাত করলে নেড পাল্টা তার তলপেটে লাথি মারলো।

"ওহ্ নেড," ভিক্টোরিয়া বললো। "নেড!"

ফ্রান্সিসের কান ধরে নেড তাকে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে নিয়ে এলো।

"এজন্যে উনি অসুস্থ!" আয়নাতে তার মুখটা চেপে ধরে নেড বললো। "এজন্যেই উনি অসুস্থ।" একটা আঘাত করা হলো। "এজন্যেই উনি অসুস্থ!" আবারো আঘাত। আয়নাটা ভেঙে গেলো, রক্ত লেগে গেলো তাতে। নেড তাকে ছেড়ে দিলে ফ্রান্সিস মেঝেতে ব'সে পড়লো। ভিক্টোরিয়া তার দিকে গোল গোল চোখে চেয়ে রইলো, কামড়ে ধরলো নীচের ঠোঁটটা। তাকে ওখানে রেখে তারা চলে গেলো। রক্ত আর থুথুতে তার মুখ ভিজে গেছে। তীব্র যন্ত্রণায় দু'চোখ বেয়ে পানি পড়তে লাগলো। তবে একটুও কাঁদলো না সে।

অধ্যায় ২৮

শিকাগোর প্রবল বৃষ্টিপাত ফ্রেডি লাউন্ডসের উন্মুক্ত কবরের উপর আছড়ে পড়ছে।

বিছানায় শুয়ে থাকা মাথার ভেতর গ্রাহামের চিন্তাটা হাতুড়ি পেটা করছে অবিরাম।

বৃষ্টির সাথে চলছে বজ্রপাত, আর বৃষ্টির হিস্‌হিস্‌ শব্দ জানালার কাঁচে চপেটাঘাত ক'রে যাচ্ছে একটু পর পর।

অন্ধকারে সিঁড়ির উপর খ্যাচ ক'রে শব্দ হলো। মিঃ ডোলারাইড তাদের কাছে আসছে। তার কিমোনো রাতপোশাকটির ভাঁজে ভাঁজে ফিসফিসানি, সদ্য ঘুম থেকে ওঠা ফোলাফোলা চোখ তার।

মাথার চুল ভেজা আর সুন্দর ক'রে চিরুণী দিয়ে আঁচড়ানো। নখগুলোও পরিস্কার করেছে সে। খুব ধীরেসুস্থে নেমে আসছে। যেনো খুব মনোযোগের সাথে কিছু ভাবছে।

তার প্রজেক্টরের পাশে ফিল্ম। দুটো সাবজেক্ট। বাকি রিলগুলো বাস্কেটে রাখা হয়েছে পুড়িয়ে ফেলার জন্যে। দুটো রয়ে গেছে, এ দুটো গেটওয়ে'র প্লান্টেই কপি করেছে শত শত হোমমুভি থেকে।

আরাম ক'রে চেয়ারে বসলো, পাশের টেবিলে আছে পনির আর ফলমূল। দেখার জন্যে ডোলারাইড প্রস্তুত।

প্রথম ফিল্মটা ফোর্থ অব জুলাইয়ের সপ্তাহান্তের একটি পিকনিকের। একটা সুন্দর পরিবার। তিনজন ছেলেমেয়ে। বাবার ঘাড়টা বেশ শক্তিশালী। মোটা মোটা আঙুল দিয়ে একটা জগ ধরে রেখেছে, আর অন্য হাতে ধরে রেখেছে ছেলেমেয়েদের মা'কে।

মহিলার সবচাইতে সুন্দর আর বিস্তারিত দৃশ্য দেখা গেলো প্রতিবেশী বাচ্চাদের সাথে সবাই সফট বল খেলার সময়। কেবলমাত্র পনেরো সেকেন্ডের একটা দৃশ্য। সোয়েটারের নীচে তার স্তনের আন্দোলন সুস্পষ্ট। তার পা'টা খুব সুন্দর। মেদহীন।

বার বার মহিলার এই দৃশ্যটা দেখতে লাগলো ডোলারাইড। বুক, নিতম্ব, পা।

শেষ ফ্রেমটা ফ্রিজ ক'রে রাখলো। মহিলা আর তার ছেলেমেয়েরা। তারা নোংরা এবং ক্লান্ত। মাকে জড়িয়ে ধরলো তারা, তাদের কুকুরটা লেজ নাড়াচ্ছে।

প্রচণ্ড জোরে বজ্রপাত হলে নানীর লম্বা ক্যাবিনেটের কাঁচে চিঁড় ধরলে ডোলারাইড সেদিকে তাকালো।

দ্বিতীয় ফিল্মটা কয়েকটা সেগমেন্টের সমন্বয়। শিরোনামটি 'নতুন বাড়ি'। বাবা আঙিনা থেকে 'বিক্রির জন্যে' সাইনবোর্ডটা তুলে ধরছে এরকম একটি দৃশ্য দিয়ে শুরু হলো সেটা। একটা বিব্রতকর হাসি দিয়ে সাইনবোর্ডটা ক্যামেরার সামনে ধরে রেখেছে সে।

বাড়ির সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা মা এবং তিনটি বাচ্চার একটা লংশট। বাড়িটা খুব সুন্দর। ওখান থেকে কাট ক'রে দৃশ্যটা চলে গেলো সুইমিংপুলে। ভেজা চুলের এক বাচ্চা পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। ছোট্ট কুকুরটা বাড়ির বাচ্চামেয়েটার পেছন পেছন ছুটছে কান খাড়া ক'রে।

পানিতে থাকা মা পুলের মাইটা ধরে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে। সুটের উপর দিয়ে ভেজা স্তনজোড়া স্পষ্ট দৃশ্যমান।

রাত। বাতি জ্বলছে বাড়িতে, সুইপিংপুলের ওপার থেকে এক শটটা নেয়া, খুবই বাজেভাবে এক্সপোজড করা একটা শট। পানিতে বাতির আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

ভেতরে পরিবারের হৈহল্লা, আনন্দ-ফূর্তি। চারপাশে বাক্সের ছড়াছড়ি, প্যাক করা জিনিসপত্র। একটা পুরনো ট্যাংক।

ছোট্ট এক মেয়ে নানীর জামা পরার চেষ্টা করছে। বিশাল একটা পার্টি হ্যাট। সোফায় ব'সে আছে বাবা। তাকে দেখে মনে হচ্ছে একটু মাতাল মাতাল। এরপরের দৃশ্যটা অবশ্যই বাবা তুলেছে। টুপি পরে মা আয়নার সামনে ব'সে আছে।

তার চারপাশে বাচ্চারা জড়ো হয়েছে। ছেলে দুটো হাসছে। মেয়েটা মায়ের কাজকর্ম দেখছে, সময় হলে সেও এরকম করবে।

একটা ক্লোজআপ। বাঁকা হাসি হেসে মা ক্যামেরার সামনে পোজ দিচ্ছে। তার হাত দুটো মাথার পেছনে। খুবই চমৎকার দেখাচ্ছে তাকে। জিভ বের ক'রে একটা ভঙ্গী করলো সে।

ডোলারাইড এই দৃশ্যটা ফ্রিজ ক'রে দিলো। বার বার দৃশ্যটা পেছনে টেনে দেখতে লাগলো। বিশেষ ক'রে আয়নার সামনের দৃশ্য থেকে এই দৃশ্যটা পর্যন্ত।

আনমনেই ডোলারাইড সফটবল খেলার ফিল্মটা বাস্কেটে ফেলে দিলো।

রিলটা প্রজেক্টর থেকে বের ক'রে বাক্সের গায়ে গেটওয়ে লেবেলটা দেখলো : *বব শেরমেন, স্টার রুট ৭, বক্স ৬০৩, টুলসা, ওকলাহোমা।*

খুব সহজেই গাড়িতে ক'রে যাওয়া যাবে।

ডোলারাইড ফিল্মটা খুব যত্ন ক'রে বাক্সে ভরে রাখলো যেনো সেটা পালিয়ে যাবে। মনে হচ্ছে ঝিঁঝিঁ পোকার মতো ওটা তার হাতে তালু বন্দী হয়ে লাফাচ্ছে।

লিডস্‌দের বাড়িতে তাড়াহুড়ার কথাটা তার মনে পড়ে গেলো। তার মুভিলাইটগুলো জ্বলে ওঠার আগেই মিঃ লিডসের সাথে তাকে মোকাবেলা করতে হয়েছিলো।

এবার সে নির্বিঘ্নে কাজ করতে চায়। ঘুমন্ত লোকগুলোর মাঝে ক্যামেরা নিয়ে ঢুকে পড়াটা ভালোই হবে। তারপর অন্ধকারে তাদের উপর চড়াও হয়ে তাদের রক্তে খুশি মনে সারাটা শরীর ভেজাতে পারবে।

ইনফ্রারেড ফিল্ম দিয়ে এটা সে করতে পারবে। এরকম জিনিস কোথায় পাওয়া যায় সেটা সে জানে।

প্রজেক্টরটা এখনও চলছে। ফাঁকা পর্দা।

তার মধ্যে কোনো প্রতিশোধের চিহ্ন নেই। কেবল প্রেম আর আসন্ন বিজয় গাঁথার চিন্তাভাবনায় ডুবে আছে সে। তার হৃদস্পন্দন খুব বেড়ে যাচ্ছে এই নীরবতার মধ্যে।

ফুঁসে ওঠো। ফুঁসে ওঠো। ভালোবাসায় পূর্ণ হও। শেরমেন তোমার জন্যে অবারিত হচ্ছে।

তার মধ্যে আর অতীত আবির্ভূত হলো না; কেবল আসন্ন গৌরব। তার মায়ের বাড়ির কথা মনে করলো না সে। সত্যি বলতে কি, তার সচেতন স্মৃতি সেইসব সময়ের ঘটনাসমূহ খুব কমই সংরক্ষণ ক'রে রেখেছে। যা আছে তাও একেবারে তুচ্ছ। নগণ্য।

তার বিশ বছর বয়সেই ডোলারাইডের স্মৃতিতে তার মা'র বাড়ির ঘটনাসমূহ ফিকে হয়ে আসে। কেবল অস্পষ্ট কিছু অবশিষ্ট রয়ে গেছে।

সে কেবল জানে ওখানে সে একমাস থেকেছিলো। ভিক্টোরিয়ার বেড়ালকে ফাঁস দিয়ে মারার জন্যে ন'বছর বয়সে তাকে যে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো সেই ঘটনা সে মনে করতে পারে না।

কেবলমাত্র বাড়িটার দৃশ্য, ভেতরের কিছু ছবি তার মনে আছে।

ভগট্‌দের লাইব্রেরির গন্ধটাও মনে আছে তার। ওখানেই তার মা তাকে গ্রহণ করেছিলেন। উপর তলার জানালগুলোর কথা তার মনে নেই। বাইরে বেরিয়ে ফুটপাত ধরে ঠাণ্ডার মধ্যে হাটার কথাটাও ভুলে গেছে। তার মাথার ভেতর যে জগত সেটা সেন্ট লুইয়ের থেকে একেবারে আলাদা।

এগারো বছর বয়সে তার কল্পনার জগত এবং জীবনটা আরো বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। সুতীব্র ভালোবাসা যখন তার মনে আন্দোলিত হোতো তখন সে এই জগতে ঢুকে পড়তো। পোষাপ্রাণীদেরকে সে সতর্কতার সাথে শিকার করতো। ওগুলো পোষা ছিলো, তাই কাজটা খুব সহজেই করা যেতো। গ্যারাজের নোংরা মেঝেতে রক্তের দাগের সাথে কখনও তার সংযোগ খুঁজে পায় নি কর্তৃপক্ষ।

বিয়াল্লিশ বছর বয়সে এটাও সে মনে করতে পারে না। না পারে তার মায়ের বাড়ির লোকজনের চেহারা মনে করতে—তার মা আর সৎভাই-বোনেরা।

কখনও কখনও সে ঘুমের মধ্যে তাদেরকে দেখে, জ্বরের ঘোরে যখন স্বপ্ন দেখে তখন। সবগুলো চরিত্রই ভুতুড়ে হয়ে আবির্ভূত হয়।

তবে যে স্মৃতিগুলো তার সবচাইতে বেশি মনে পড়ে তাহলো তার মিলিটারি সার্ভিসের সময়গুলো।

সতেরো বছর বয়সে সে একবার এক মহিলার ঘরে জানালা দিয়ে ঢোকার সময় ধরা পড়লেও কি কারণে এ কাজ সে করেছিলো সেটা কখন প্রতিষ্ঠা করা যায় নি। তাকে সেনাবাহিনীতে তালিকাবদ্ধ হওয়া অথবা মামলার সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে যেকোনো একটা বেছে নিতে বলা হলে সে সেনাবাহিনীই বেছে নেয়।

বেসিক ট্রেনিংয়ের পর তাকে ডার্করুম অপারেশনাল কাজের জন্যে স্পেশাল স্কুলে পাঠানো হয়। জাহাজে ক'রে সান এনটিনিওতে পাঠিয়ে দেয়া হলে ব্রুক আর্মি হাসপাতালে মেডিকেল কর্প্সের ট্রেনিং ফিল্ম বিভাগের কাজে যোগ দেয় সে।

সেই হাসপাতালের সার্জনরা তার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠলে মুখের কাটাছেঁড়া দাগগুলো সারিয়ে তোলার কাজ করে তারা।

তার নাকে-মুখে বেশ ভালো রকম প্লাস্টিক সার্জারি করা হয় সেখানে। তার ঠোঁটটাও আবার মেরামত করে দেয়া হয়।

ফলাফলে সার্জনরা বেশ সন্তুষ্ট হলেও ডোলারাইড আয়নায় নিজের মুখ দেখতে অস্বীকৃতি জানিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকে।

ফিল্ম লাইব্রেরির রেকর্ড বলে, ডোলারাইড প্রচুর ফিল্ম দেখেছে তখন, যার মধ্যে বেশির ভাগই ট্রমার। সারা রাত জেগে জেগে এসব দেখেতো সে।

১৯৫৮ সালে আবারো তালিকাবদ্ধ করা হয় তাকে, এবার সে খুঁজে পায় হংকং। কোরিয়ার সিউলে অবস্থিত স্টেশন থেকে ফিল্মগুলো সংগ্রহ ক'রে আর্মির প্লেনে ক'রে নিয়ে আসা হোতো। ছুটিতে থাকাকালীন সময়ে সে দু'বার হংকংয়ে যেতে সক্ষম হয়। ১৯৫৯ সালে কাউলুন আর হংকং যে কোনো ধরণের রুচির দাবি মেটাতে পারতো।

১৯৬১ সালে মানসিক হাসপাতাল থেকে তার নানীকে ছেড়ে দেয়া হলে ডোলারাইড তাকে দেখাশোনা করার জন্যে কাজ ছেড়ে চলে আসে বাড়িতে।

এই সময়টা কৌতুহলোদ্দীপকভাবেই খুব প্রশান্তির ছিলো। গেটওয়ে'তে তার নতুন কাজে যোগ দিয়ে ডোলারাইড তার নানীকে দিনের বেলা দেখাশোনা করার জন্যে একজন মহিলা নিয়োগ করে। রাতের বেলা তারা একসাথে পার্লারে ব'সে থাকলেও কোনো কথা বলতো না। সেই নীরবতার মধ্যে একমাত্র শব্দটি ছিলো পুরনো একটা দেয়াল ঘড়ির টিকটিক শব্দ।

১৯৭০ সালে নানীর শেষকৃত্যের দিন সে তার মাকে আরেকবার দেখতে পেয়েছিলো। তার কাছে মাকে অচেনা একজন বলেই মনে হয়েছিলো তখন। যেনো অপরিচিত কেউ।

তাকে দেখে তার মা অবাক হয়েছিলেন। তার বেশ পুষ্ট বুক আর মসৃণ মুখে গোঁফ দেখে তার মা সন্দেহ করেছিলেন মাথা থেকে চুল নিয়ে মুখে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে কিনা।

পরের সপ্তাহে তার মা তাকে ফোন করলে বুঝতে পারলেন রিসিভারটা আগে ক'রে রেখে দেয়া হয়েছে।

নানীর মৃত্যুর পর নয় বছর ডোলারাইডের মধ্যে কোনো সমস্যা দেখা যায় নি, সেও কাউকে কোনো সমস্যায় ফেলে নি। তার কপালটা বেশ মসৃণ। জানতো সে অপেক্ষা করছে। কিসের জন্যে, সেটা অবশ্য জানতো না।

ছোট্ট একটা ঘটনায় সময় নামক জিনিসটার সাথে পরিচিত হলো সে : উত্তর দিকের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে ফিল্ম পরীক্ষা করার সময় খেয়াল করলো তার হাতে বয়সের ছাপ পড়ছে। যেনো হঠাৎ করেই নিজের হাতটা আবিষ্কার করলো সে, এটার চামড়া ঢিলে হয়ে যাচ্ছে। আগের মতো আর টান টান নেই।

আলো জ্বালিয়ে হাতটা দেখার সময় সে টের পেলো তার হাত থেকে তীব্র ক্যাবাজ আর টমেটোর গন্ধ পাচ্ছ। ঘরে বেশ গরম থাকলেও সে কাঁপতে শুরু করলো। সেই সন্ধ্যায় যেকোনো দিনের চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রম করলো ডোলারাইড।

তার জিমের ভেতর একটা ফুল লেন্থের আয়না বসালো। এটাই তার বাড়ির একমাত্র আয়না। ওটাতে প্রতিফলিত নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে সে মুগ্ধ হোতো। কারণ সে সবসময় মুখোশ পরে ব্যায়াম করতো।

তার মাংসপেশী সুগঠিত হতে থাকলে সতর্কভাবে সে দেখতো। চল্লিশ বছর বয়সে সে স্থানীয় বডি বিল্ডিং প্রতিযোগীতায় সফলতার সাথে অংশ নিলেও খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারে নি।

এক সপ্তাহের মধ্যেই ব্লেকের পেইন্টিংটা নিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে এটা তাকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে ফেললো।

লন্ডনের টেট জাদুঘরে উইলিয়াম ব্লেকের উপর একটা রেট্রোস্পেকটিভের আয়োজন করলে টাইম ম্যাগাজিনে সেটার উপর সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ব্রুকলিন মিউজিয়াম তাদের কাছে থাকা *দ্য রেড ড্রাগন অ্যান্ড দি ওম্যান ক্লোথ্ড উইথ দ্য সান* ছবিটা প্রদর্শনীর জন্যে লন্ডনে পাঠিয়েছিলো।

টাইম-এর সমালোচক বললো :

"পশ্চিমা শিল্পকলায় খুব কম সংখ্যক দানবীয় ছবিই আছে যা যৌনশক্তির দুঃস্বপ্নকে এভাবে আন্দোলিত করতে পারে..." এটা বোঝার জন্যে ডোলারাইডকে এই লেখাটা পড়ার প্রয়োজন হয় নি।

কয়েক দিন সে ছবিটা নিজের কাছে রেখে দিলো, শেষ রাতের দিকে ছবিটা বড় ক'রে তুলে নিলো ডার্করুমে। ব্যায়াম ঘরে আয়নার পাশে ছবিটা টাঙিয়ে রাখলো সে। ব্যায়াম করার সময় ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতো। ব্যায়াম করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেই কেবল ঘুমাতো সে। মেডিকেলের ছবিগুলো তাকে যৌন-স্বস্তি এনে দিতো।

নয় বছর বয়স থেকেই সে জেনে গেছে সে বড্ড একা, আর সবসময়ই সে একা থাকবে। চল্লিশে এসেও ঐকথাটা আরো বেশি ক'রে সত্য ব'লে মনে হলো তার কাছে।

যে সময় লোকজন নিজেদেরকে একা দেখে ভয় পায়, একাকীত্বে ভীষণ ভীত হয়ে ওঠে, ঠিক সে সময় ডোলারাইড নিজেকে আরো ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হলো : সে একাকী কারণ সে অনন্য।

পেইন্টিংয়ের ড্রাগনের মুখটা দৃষ্টিরগোচরে নেই। কিন্তু ক্রমাগতভাবেই ডোলারাইড বুঝতে পারলো সেটা দেখতে কেমন।

পার্লারে মেডিকেল ফিল্মগুলো দেখা এবং ব্যায়ামের সময় সে তার চোয়ালটা তার নানীর নকলপাটি দাঁতের সাহায্যে প্রশস্ত ক'রে রাখতো। ওগুলোর তার মুখে ফিট হোতো না। তার চোয়ালটা খুব দ্রুত আড়ষ্ট হয়ে উঠতো।

চোয়াল নিয়ে সে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। শক্ত রাবারে কামড় বসিয়ে বসিয়ে মুখের মাংসপেশী শক্ত ক'রে ফেললো।

১৯৭৯ সালের শরতে ব্যাংক থেকে জমানো টাকা তুলে কাজ থেকে তিন মাসের ছুটি নিয়ে নিলো সে। নানীর দাঁতটা নিয়ে চলে গেলো হংকংয়ে।

যখন ফিরে এলো লাল চুলের এলিন এবং তার অন্য সহকর্মীরা স্বীকার করলো ছুটিটা তার জন্যে বেশ ভালোই হয়েছে। সে বেশ শান্ত। তারা খেয়ালই করলো না ডোলারাইড কর্মচারীদের লকার কিংবা শাওয়ার আর ব্যবহার করছে না—সে আর এটা খুব একটা করেও নি।

তার নানীর বিছানার পাশে দাঁতের পাটিটা আবারো গ্লাসে ক'রে রেখে দেয়া হলো। তার নিজেরটা রেখে দিলো তালাবদ্ধ করে।

এলিন যদি তাকে আয়নার সামনে দাঁত লাগানো আর শরীরে টাট্টুসহ অবস্থায় দেখতো তবে ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠতো।

সময় হয়েছে; এখন আর সে তাড়াহুড়া করবে না। চিরকালের জন্যে পেয়ে গেছে সে। জ্যাকোবিদেরকে বেছে নেয়ার পাঁচ মাস আগে।

জ্যাকোবিরাই তাকে প্রথম সাহায্য করেছে, তাদের সাহায্যেই সে রূপান্তরিত হতে শুরু করেছে। জ্যাকোবিরা তার জানামতে সবচাইতে সেরা। যেকোনো কিছুর চেয়েই সেরা।

অবশ্যই সেটা লিডসদের আগে।

আর এখন, শক্তসামর্থ এবং গৌরবান্বিত একজন হিসেবে শেরমেনদের আগমন ঘটেছে তার কাছে, সেই সঙ্গে আগমন ঘটেছে ইনফ্রারেডের। বেশ সম্ভাবনাময়।

অধ্যায় ২৯

ফ্রান্সিস ডোলারাইড যা চায় তা পাবার জন্যে তাকে গেটওয়ে ফিল্ম প্রসেসিংয়ের চাকরিটা ছাড়তেই হবে।

গেটওয়ে'র সবচাইতে বড় ডিভিশন হোমমুভি প্রসেসিংয়ের প্রোডাকশন প্রধান হলো ডেলারাইড—তবে ওখানে আরো চারটা ডিভিশন রয়েছে।

১৯৭০'র দশকে হোম মুভিমেকিংয়ের বাজার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে ভিডিও রেকর্ডিংয়ের আবির্ভাবে।

কোম্পানি তাদের নতুন একটা ডিপার্টমেন্ট চালু করে, সেটা ফিল্ম থেকে ভিডিও'তে ট্রান্সফার করার একটি সিস্টেম। বিজ্ঞাপন নির্মাতাদের কিছু কাজও তারা ক'রে দিতো।

১৯৭৯ সালে গেটওয়ে একটা সুযোগ পেয়ে গেলো। ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স এবং ডিপার্টমেন্ট অব এনার্জির সাথে তারা চুক্তিবদ্ধ হয়। এজন্যে ইনফ্রারেড ফটোগ্রাফির নতুন একটি প্রযুক্তিও প্রচলন করতে হয় তাদেরকে।

এনার্জি ডিপার্টমেন্ট তাদের তাপ-সংরক্ষণ গবেষণার জন্যে ইনফ্রারেড ফিল্ম চাইলো। ডিফেন্স এটাকে রাত্রিকালীন নজরদারীতে ব্যবহার করতে চাইছিলো।

গেটওয়ে তাদের ভবনের পাশে ছোট্ট একটা কোম্পানি কিনে নিলো। সেটার নাম বায়ডের কেমিক্যাল, ১৯৭৯ সালে তারা সেটা সেটআপ করলো নিজেদের ভবনের পাশেই।

ডোলারাইড লাঞ্চ আওয়ারে বায়ডের কেমিক্যালে গেলো। লাউন্ডসের মৃত্যু তাকে চমৎকার একটি হাস্যরসের মধ্যে নিপতিত করেছে।

বায়ডের-এর সবাই মনে হচ্ছে লাঞ্চ করার জন্যে বাইরে গেছে।

'ইনফ্রারেড সেনসেটিভ ম্যাটেরিয়াল' লেখা দরজাটা পেয়ে গেলো সে খুব সহজেই। লেখাটার পাশেই সতর্কবার্তা : 'সক্রিয় পদার্থ আছে। কোনো নিরাপদ বাতি নেই। ধূমপান নিষেধ। গরম পানীয় জাতীয় কিছু নিয়ে ঢুকবেন না।'

ডোলারাইড একটা বোতাম চাপলে বাতিটা বদলে সবুজ রঙের হয়ে গেলো।

"আসুন," একটা নারী কণ্ঠ বললো।

ঠাণ্ডা, একেবারে অন্ধকার। পানি গার্গল করার শব্দ, ডি-৭৬ ডেভেলপারের অতি সুপরিচিত গন্ধ আর মৃদু পারফিউমের সুবাস।

"আমি ফ্রান্সিস ডোলারাইড। আমি ড্রায়ারের ব্যাপারে এসেছি।"

"ওহ্, বেশ। আমাকে একটু ক্ষমা করবেন, আমার মুখে খাবার। আমি এইমাত্র লাঞ্চ করছিলাম।"

ওয়েস্ট বাস্কেটে কিছু ফেলার শব্দ শুনতে পেলো সে।

"আসলে ফার্গুসন ড্রায়ারটা চেয়েছে," অন্ধকারে কণ্ঠটা বললো। "সে ছুটিতে আছে। কিন্তু আমি জানি ওটা কোথায় যাবে। আপনাদের গেটওয়ে'তে এরকম একটা আছে না?"

"আমাদের কাছে দুটো আছে। একটা খুব বড়। সে অবশ্য বলে নি কতোগুলো রুম আছে তার।" এক সপ্তাহ আগে ডোলারাইড ড্রায়ার সমস্যা নিয়ে একটা মেমো দেখেছিলো।

"আপনি যদি একটু অপেক্ষা করেন তবে আমি আপনাকে দেখিয়ে দেবো।"

"ঠিক আছে।"

"দরজার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ান"—মেয়েটি বললো—"তিন কদম সামনে এগিয়ে আসুন এবার। ঠিক আপনার বাম দিকে একটা টুল আছে।"

সে ওটা খুঁজে পেলো। এখন মেয়েটার খুব কাছে সে। তার ল্যাব এ্যাপ্রোনের খস্‌খস্ শব্দটাও শুনতে পাচ্ছে।

"আসার জন্যে ধন্যবাদ," মহিলা বললো। তার কণ্ঠ একেবারেই পরিস্কার। "আপনি ঐ বিল্ডিংয়ের প্রসেসিং হেড, তাই না?"

"হুমমম।"

"মিঃ ডি। রিকুইজেশনগুলো ভুলভাবে পূর্ণ করার পর কে রকেটগুলো পাঠিয়েছে?"

"আমি।"

"আমি রেবা ম্যাকক্লেইন। আশা করি আপনাদের ওখানে কোনো সমস্যা হয় নি।"

"আমার প্রজেক্টে নয়। এ জায়গাটা যখন কেনা হয় তখন আমি ডার্করুমটা মেরামত করার পরিকল্পনা করছিলাম। আমি এখানে আছি ছয় মাস আগে।" তার জন্যে বেশ দীর্ঘ একটা বাক্য। অন্ধকার থাকাতে সহজ হয়েছে এটা।

"এক মিনিট, আমরা আপনার জন্যে কিছু বাতি জ্বালিয়ে দেবো। আপনার কি টেপ পরিমাপকের দরকার?"

"আমার কাছে একটা আছে।"

ডোলারাইড খেয়াল করলো মেয়েটার সাথে অন্ধকারেই কথা বলতে বেশি স্বস্তি বোধ করছে।

কিন্তু টাইমারটা বেজে উঠলে তার মন খারাপ হয়ে গেলো।

"তো চলুন। আমি এই জিনিসগুলো ব্ল্যাকহোলে রেখে দেবো," মেয়েটা বললো।

মেয়েটার তার পাশ দিয়ে যাবার সময় একটা সুগন্ধী তার নাকে এসে। বাতি জ্বলে ওঠার জন্যে অপেক্ষা করলো ডোলারাইড।

জ্বলে উঠলো বাতি। মেয়েটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। চোখের পাতা বন্ধ হলে তার চোখ দুটো এদিক ওদিক নড়ে উঠছে।

"আপনি কি মনে করেন আমি একটা প্লাম নিতে পারি?" বললো সে। মেয়েটা যেখানে বসেছে তার পাশে কাউন্টারের উপর বেশ কয়েকটা দেখা যাচ্ছে।

"নিশ্চয়, ওগুলো খুবই ভালো।"

রেবা ম্যাকক্লেইনের বয়স ত্রিশের কোঠায়। সুন্দর মুখশ্রী, ছিমছাম শরীর। তার নাকের বৃজে তারা-আকৃতির ছোট্ট একটা দাগ আছে। তার চুল গম আর লালচে সোনালী রঙের মিশ্রণে। একটু পুরনো ধাঁচে চুলগুলো কাটা হয়েছে। গায়ের চামড়া একেবারে ধবেধবে সাদা।

তাকে দেখার ব্যাপারে সে একেবারে স্বাধীন। মেয়েটার উপর যেমন খুশি তেমন চোখ বোলাতে পারে। মেয়েটা কোনোভাবেই সেটা টের পাবে না।

"আমি আপনাকে ঐ ঘরটা দেখিয়ে দিচ্ছি যেখানে সে এটা রাখতো," মেয়েটা বললো। "আমরা মেপে নেবার কাজটা ক'রে নিতে পারি।"

তারা মেপে নিলো।

"এখন আমি একটু সাহায্য চাইবো," ডোলারাইড বললো।

"ঠিক আছে।"

"আমার কিছু ইনফ্রারেড মুভিফিল্ম লাগবে।"

"আপনাকে ওটা ফ্রিজে রাখতে হবে, শুট করার পর আবার শীতল কোনো জায়গায় রেখে দিতে হবে।"

"আমি জানি।"

"আপনি কি আমাকে কন্ডিশনের ব্যাপারে বলবেন, তাহলে আমি—"

"লাইটের উপর ফিল্টার লাগিয়ে আট ফিট দূর থেকে শুট করা হবে।" একটু থেমে আবার বললো, "কাজটা করা হবে চিড়িয়াখানায়। একেবারে অন্ধকারে। নিশাচর প্রাণীদের ছবি তুলতে চায় তারা।"

"কমার্শিয়াল ইনফ্রারেড ব্যবহার না করলে প্রাণীগুলো ভড়কে যাবে।"

"উমমম।"

"আমি নিশ্চিত এটা আমরা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবো। তারপরও একটা জিনিস আছে। আপনি জানেন, আমাদের অনেক স্টাফই ডিডি কনট্রাক্টে আছে। এখান থেকে যাই বাইরে যাক না কেন, আপনাকে সাইন ক'রে নিতে হবে।"

"ঠিক আছে।"

"এটা আপনার কখন লাগবে?"

"বিশ তারিখে।"

"আশা করি আমাকে বলতে হবে না—এটা যতোই সেনসেটিভ হবে ততোই সাবধানে হ্যান্ডেল করতে হবে।"

"ঠিক আছে।"

ডোলারাইড চলে যাবার পর রেবা ম্যাকক্লেইন তার প্লামগুলো গুনে দেখলো। সে একটা নিয়ে গেছে।

অদ্ভুত লোক তো, এই মিঃ ডোলারাইড। সে যখন বাতি জ্বালালো তখন লোকটার কণ্ঠে কোনো সহমর্মিতার লক্ষণ দেখা যায় নি। কোনো রকম পরিবর্তনই টের পাওয়া যায় নি তার কণ্ঠে। হয়তো সে আগে থেকেই জানতো রেবা অন্ধ। তারপরও সে কোনোরকম ভিন্ন আচরণ করে নি।

এটা খুবই ভালো লাগছে তার কাছে।

অধ্যায় ৩০

শিকাগোতে ফ্রেডি লাউন্ডসের শেষকৃত্য হচ্ছে। *ন্যাশনাল ট্যাটলার* বেশ জাঁকজমক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। তার মৃত্যুর পর দিনই এই অনুষ্ঠান করেছে তারা যাতে ক'রে পরদিন বুধবারের সংখ্যায় *ট্যাটলার*-এর নতুন সংস্করণে খবরটা ছাপানো যায়।

চ্যাপেলে এবং কবরস্তানে, দু জায়গাতেই অনুষ্ঠানটি দীর্ঘ হলো।

গ্রাহাম দীর্ঘ সময় ধরে এসব দেখে দেখে ক্লান্ত বোধ করছে এখন। লোকজনের ভীড়ের দিকে তাকালো সে।

ভাড়া ক'রে আনা কয়্যার সঙ্গীত দলটির পারফরমেন্স ক্যামেরাবন্দী করা হচ্ছে। দুটো টিভি ক্যামেরা অনুষ্ঠানের সংবাদ ধারণ করছে। পুলিশের চিত্রগ্রাহক আর পত্রিকার ক্যামেরাম্যানরা তো আছেই।

সাদা পোশাকে থাকা শিকাগো হোমিসাইডের কয়েকজন অফিসারকে গ্রাহাম চিনতে পারলো।

আর আছে ওয়েন্ডি সিটির ওয়েন্ডি। লাউন্ডসের বান্ধবী। কফিনের পাশে মহিলা ব'সে আছে। তাকে চিনতে খুব কষ্ট হচ্ছে গ্রাহামের। তার মাথার সোনালী পরচুলা নেই, তার বদলে আছে কালো রঙের স্কার্ফ।

শেষকৃত্যের শেষে গ্রাহাম আর ওয়েন্ডি পাশাপাশি হাটছে। কবরস্তানের উঁচু লোহার গৃলের ওপাশ থেকে তাদেরকে দেখছে কতোগুলো উৎসুক দর্শকের চোখ।

"আপনি ঠিক আছেন তো?" গ্রাহাম বললো।

সমাধিগুলোর মাঝখানে তারা থামলো। মহিলার দু'চোখ শুকনো। সরসারি গ্রাহামের দিকে তাকালো সে।

"আপনার চেয়ে ভালো," মহিলা বললো। "মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছেন, তাই না?"

"হ্যা। কেউ কি আপনার উপর নজরদারী করছে?"

"সাদা পোশাকের কয়েকজন। আমার ক্লাবে।"

"এজন্যে আমি দুঃখিত। আপনি...মানে হাসপাতালে আপনার আচরণের জন্যে আমি আপনাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।"

মহিলা মাথা দোলালো। "ফ্রেডি প্রাণপ্রচুর্যে ভরা একজন মানুষ ছিলো। তার উচিত হয় নি এতোটা গভীরে যাওয়া। তার সাথে আমাকে হাসপাতালে দেখা করার

সুযোগ দেবার জন্যে ধন্যবাদ।" একটু আনমনা হলো মহিলা। "*ট্যাটলার* আমাকে কিছু টাকা দিয়েছে, আপনি সেটা জানেন, তাই না? কবরের পাশে ব'সে একটা সাক্ষাৎকার দেবার জন্যে। আশা করি ফ্রেডি এটাতে কিছু মনে করতো না।"

"আপনি এটা ফিরিয়ে দিলে সে পাগল হয়ে যেতো।"

"আমিও তাই মনে করি। ওরা জঘন্য। কিন্তু টাকা দিয়েছে। আমাকে দিয়ে এটা বলানোর চেষ্টা করেছে যে, আপনি ফ্রেডিকে ব্যবহার করেছেন টোপ হিসেবে। তবে আমি সেটা বলি নি। কিন্তু তারা যদি এরকম কথা পত্রিকায় ছাপায় তো সেটা হবে খুব বাজে ব্যাপার।"

গ্রাহাম মহিলার মুখটার দিকে ভালো ক'রে তাকালো, তবে কিছুই বললো না।

"হয়তো, আপনি তাকে পছন্দ করতেন না—তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু আপনি যদি জানতেন এ ঘটনাটা ঘটবে তবে তাকে আর ব্যবহার করতেন না, তাই না?"

"হ্যা। আমি তাকে এই বিপদ থেকে বের ক'রে আনতাম, ওয়েন্ডি।"

"শেষপর্যন্ত কি আপনি কি কিছু পেলেন? লোকজনের মধ্যে এ নিয়ে কানাঘুষা শুনেছি।"

"খুব বেশি না। ল্যাবের রিপোর্টে কিছু পাওয়া গেছে। আলামত একদমই রাখে নি ব'লে মনে হচ্ছে। হারামজাদা ভাগ্যবান।"

"আর আপনি?"

"আমি কি?"

"ভাগ্যবান।"

"কখনও কখনও।"

"ফ্রেডি কখনই ভাগ্যবান ছিলো না। সে আমাকে বলেছিলো কাজটা ভালোভাবে শেষ করতে পারলে তার অনেক লাভ হবে।"

"তাই হোতো।"

"তো, গ্রাহাম, আপনার যদি মদ খাবার ইচ্ছে জাগে, আমার কাছে চলে আসবেন।"

"ধন্যবাদ।"

"কিন্তু পথেঘাটে ভদ্র থাকবেন।"

"নিশ্চয়।"

গেটের বাইরে দিয়ে বের হবার জন্যে ওয়েন্ডিকে দু'জন পুলিশ সাহায্য করলো ভীড় ঠেলে ঠেলে। এক বানচোত দর্শক টি-শার্টে লিখে এনেছে : 'টুথ ফেইরি হলো এক রাতে বিশ্বাসী একজন।" সে ওয়েন্ডির দিকে তাকিয়ে শিষ বাজালে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলা লোকটার গালে কষে একটা থাপ্পর মেড়ে বসলো।

সঙ্গে সঙ্গে মোটাসোটা এক পুলিশ একটা গাড়ি নিয়ে এসে ওয়েন্ডিকে ঘটনাস্থল থেকে তুলে নিয়ে চলে গেলো। সেই গাড়িটার পেছনে আনমার্ক একটা গাড়িতে ক'রে আরেকজন পুলিশ রওনা দিলো তাদের পেছন পেছন।

শিকাগোতে প্রচণ্ড গরম পড়েছে বিকেলে বেলা।

গ্রাহাম একেবারে একা। কেন, সেটা সে জানে। শেষকৃত্য থেকে ফিরে এসে খুব কমই যৌন বাসনা জাগে—মৃত্যুর কারণে।

একটা বাতাস গোরস্থানের মরা পাতাগুলো উড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তার খুব বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করছে এখন। কিন্তু জানে, ড্রাগন মারা যাবার আগে সে যেতে পারবে না, যাবেও না।

অধ্যায় ৩১

বায়ডের কেমিক্যালের প্রোডাকশন রুমটা খুব ছোটো—মাঝখানে একটা প্যাসেজ আর পাঁচ সারি ফোল্ডিং চেয়ার আছে।

ডোলারাইড দেরি ক'রে এলো। তার উপস্থিতিতে একটু বিরক্ত হলো ড্যানড্রুজ। এখানকার দায়িত্বে আছে এই তরুণ ছেলেটি। তাকে ডার্কে রুমের ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে গন্য করা হয়। ফলে একটু কর্তৃত্বের বহিঃপ্রকাশ দেখায় সে।

গেটওয়ে কয়েক মাস আগে বায়ডের কেমিক্যাল কেনার পর থেকে ড্যানড্রুজ এখন পর্যন্ত মৌখিকভাবে ডোলারাইডের সাথে কোনো রকম কথা বলে নি।

"রেবা, আটনাম্বার স্যাম্পলে...আমাদেরকে ডেভেলপমেন্ট ডোপ দিয়েছে," ড্যানড্রুজ বললো।

রেবা ম্যাকক্লেইন একটা সারির শেষে ব'সে আছে। তার কোলে একটা ক্লিপবোর্ড। পরিষ্কার কণ্ঠে সে কথা বলছে, আর ক্লিপবোর্ডে আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছে। ডেভেলপমেন্টের কেমিক্যাল রূপরেখা তৈরি করছে সে—কেমিক্যাল, টেম্পারেচার এবং সময়, এছাড়াও ফিল্ম শুট করার পর এটা সংরক্ষণের ধরণ কি হবে।

ইনফ্রারেড-সেনসেটিভ ফিল্ম অবশ্যই একেবারে অন্ধকারে হ্যান্ডেল করতে হয়। রেবা এসব বিষয়ের প্রায় সবটাই তত্ত্বাবধান ক'রে থাকে। বায়ডের কেমিক্যালে এক্ষেত্রে সে অপরিহার্য একজন।

ডোলারাইড রেবার দিকে সতর্কভাবে এগিয়ে গেলো।

"আমি ভেবেছিলাম আপনি কাজটা করতে পারেন নি," রেবা বললো।

"আমাদের মেশিনটা নষ্ট। এজন্যে দেরি হয়ে গেছে।"

বাতিজ্বলে উঠলো এসময়।

"আপনি কি ১০০০সি স্যাম্পলটা দেখেছেন?"

"দেখেছি।"

"তারা বলেছে, দেখে নাকি ঠিকই মনে হচ্ছে। ১২০০সিরিজের চেয়ে এটা হ্যান্ডেল করা অনেক সহজ। আপনি কি মনে করেন এতে কাজ হবে?"

"হবে।"

রেবার সাথে একটা পার্স আছে, আর আছে একটা রেইনকোট। সে উঠে দাঁড়ালো, এমনভাবে হাটতে লাগলো যে, মনে হলো না তার কোনো সাহায্যের দরকার আছে, ডোলারাইড অবশ্য সাহায্য করার প্রস্তাবও দেয় নি।

ড্যানড্রুজ দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা বের ক'রে তাদের দেখলো।

"রেবা, মার্সিয়াকে ফ্লাই করতে হবে, তুমি কি ম্যানেজ করতে পারবে?"

রেবার গালে রক্তিম আভা দেখা গেলো। "আমি ম্যানেজ করতে পারবো। তোমাকে ধন্যবাদ ড্যানি।"

"আমি তোমাকে নামিয়ে দিতাম, ডার্লিং। কিন্তু অলরেডি আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে। তোমার যদি খুব বেশি সমস্যা না হয়, আমি—"

"ড্যানি, আমাকে বাড়ি যেতে হবে," নিজের রাগটা দমাতে পারলেও মুখের আরক্তিম ভাবটা এড়াতে পারলো না সে।

তবে তার শীতল হলুদ চোখের দিকে তাকিয়ে ডোলারাইড তার ক্রোধটা স্পষ্টতই বুঝতে পারলো। ড্যানড্রুজের খোঁড়া সহানুভূতিতে মেয়েটা অপমান বোধ করছে।

"আমি আপনাকে নিয়ে যাবো," একটু দেরিতেই বললো সে।

"না, আপনাকে ধন্যবাদ," সে ভেবেছিলো ডোলারাইড হয়তো এটা বলবে, এবং প্রস্তাবটা গ্রহণ করতেও চেয়েছিলো সে। কিন্তু মেজাজ খারাপ, তাই না ক'রে দিলো।

সবাই চলে গেলেও রেবা ওমেন্স রুমে ব'সে রইলো। তাকে বাইরে বের হতে সাহায্য করলো গেটকিপার।

ডোলারাইড তার ভ্যান থেকে পার্কিং এরিয়া দিয়ে রেবাকে আসতে দেখে অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করলো। দিনের আলোতে হলে এটা আরো প্রকট হোতো।

মেয়েটার সাদা ছড়ি অবশ্য তাকে কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে। মেয়েটা যে অসহায় ক্ষতিকর নয়, এটাই স্বস্তির আসল কারণ। গাড়িটা চালু করলো সে।

রেবা তার পেছনে ভ্যানটা আসার শব্দ শুনতে পেয়েছে, ভ্যানটা এখন তার ঠিক পাশাপাশিই আছে।

"আমাকে দাওয়াত দেবার জন্যে ধন্যবাদ।"

রেবা মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"আমার গাড়িতে উঠুন।"

"ধন্যবাদ, কিন্তু আমি বাস ধরবো।"

"ড্যানড্রুজ একটা বোকা। আমার গাড়িতে উঠুন..." *কি যেনো বলে* —"উঠলে আমি খুশি হবো।"

রেবা থেমে গেলো। ভ্যান থেকে ডোলারাইড বের হচ্ছে শুনতে পেলো সে।

লোকজন সাধারণত তার বাহু ধরে থাকে, তারা জানে না এছাড়া কি করবে। কিন্তু অন্ধ লোকেরা চায় না কেউ তাদের বাহু ধরে তাদের ভারসাম্য নষ্ট করুক।

সে তাকে স্পর্শ করলো না। কয়েক মুহূর্ত বাদে রেবা বললো, "আপনার হাতটা আমি ধরলে ভালো হয়।"

লোকজনের কব্জির ব্যাপারে রেবার বেশ ভালো অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু সে তার আঙুলগুলো ধরে অবাকই হলো। একেবারে কাঠের মতোই শক্ত।

ভ্যানটা খুব বড় আর উঁচু বলেই মনে হচ্ছে। গাড়িটা চলার সময় রেবা খুব কম কথাই বললো। লাল বাতি জ্বললে গাড়িটা থামিয়ে রেবার দিকে ডোলারাইড।

ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির কাছেই বড় রাস্তাটার উপরে একটা ডুপ্লেক্স বাড়িতে থাকে রেবা।

"আসুন, একটু পান ক'রে যান।"

এক জীবনে ডোলারাইড এক ডজনেরও কম বাড়িতে গিয়েছে। বিগত দশ বছরের মাত্র চারটা বাড়িতে ঢুকেছে সে।

নিজের বাড়ি, অল্প সময়ের জন্যে এলিনের বাড়িতে, লিডস্ আর জ্যাকোবিদের বাড়িতে। অন্য লোকদের বাড়ি তার কাছে অচেনা লাগে।

ডোলারাইড ভ্যান থেকে নেমে রেবার দরজাটা খুলে তাকে তার বাড়ির দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো।

"জিন আর টনিক হলে কেমন হয়?"

"টনিক হলে ভালোই হয়।"

"নাকি জুস দেবো?"

"টনিক।"

"আপনি তো নিয়মিত পান করেন না, তাই না?" ভেতরে যেতে যেতে বললো সে।

"না, নিয়মিত করি না।"

"রান্নাঘরে আসুন।" রেফ্রিজারেটের খুললো রেবা। "আচ্ছা..." দ্রুত ফ্রিজের ভেতর হাতড়ে নিলো সে। "পাই হলে কেমন হয়? কারো পিক্যানটা খুবই সুস্বাদু।"

"ঠিক আছে।"

আইসবক্স থেকে আস্ত একটা পাই বের ক'রে আনলো রেবা। তার হাতের কাজ কারবার আর ঘরের ভেতর চলাফেরা একেবারে নিখুঁত। মনেই হয় না মেয়েটা অন্ধ। কয়েক মুহূর্তের জন্যে ডোলারাইডের মনে হলো মেয়েটা বুঝি অন্ধ নয়।

সে যে মেয়েটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সেটা যাতে মেয়েটা বুঝতে না পারে সেজন্যে ডোলারাইড কথা বলার চেষ্টা করলো। "বায়ডেরে আপনি কতোদিন ধরে আছেন?"

"তিন মাস। আপনি কি জানতেন না?"

"তারা আমাকে খুব বেশি কিছু বলে না।"

রেবা হাসলো।

ডোলারাইড তার পাই'টা তিন কামড়ে খেয়ে ফেললো। খেয়ে দেয়ে সোফায় আড়ষ্টভাবে ব'সে রইলো সে। হাটুর উপর তার শক্তিশালী দুটো হাত ভাঁজ ক'রে রেখেছে।

নিজের চেয়ারে মাথা হেলান দিয়ে ব'সে আছে রেবা। একটা অটোমান-এ পা দুটো তুলে রেখেছে।

"তারা কবে চিড়িয়াখানায় ফিল্মটা শুট করবে?"

"মনে হয় আগামী সপ্তাহে।" চিড়িয়াখানার কথা বলে ফিল্মটা নিতে চেয়েছে ব'লে সে খুশি হলো। ড্যানড্রুজ হয়তো ব্যাপারটা চেক্ ক'রে দেখবে।

"চিড়িয়াখানাটা বেশ বড়। আমি আমার বোন আর তার মেয়ের সাথে গিয়েছিলাম। আমি একটা লামা'কে জড়িয়ে ধরেছিলাম। খুব ভালো লেগেছিলো। আমি আমার শার্টটা বদলাবার আগ পর্যন্ত মনে হচ্ছিলো লামাটা বুঝি আমার পেছনে অনুসরণ করছে।"

কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে। তাকে এখন কিছু বলতে হবে না হয় চলে যেতে হবে।

"আপনি বায়ডেরে কি ক'রে এলেন?"

"ডেনভারের রিকার ইনস্টিটিউটে তারা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলো, আমি ওখানেই কাজ করতাম। আমার মতো অন্ধ লোক তাদের দরকার ছিলো, জানেনই তো, তারা ডিফেন্সের সাথে কাজ করে। কিছু কিছু কাজে আমার মতো অন্ধরা বেশ নিরাপদ।"

"আপনি তো বায়ডেরে বেশ ভালো কাজ করছেন।"

"বাকিরাও ভালো কাজ করছে। ভালো কাজ না করলে ওখানে টেকা যাবে না।"

"এর আগে কি করতেন?" ডোলারাইড হালকা ঘেমে উঠলো। কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়াটা তার জন্যে বেশ কঠিন কাজ। মেয়েটা দেখতে ভালো। পা দুটো খুব সুন্দর। লোম চেছে ফেলা হয়েছে।

"স্কুল শেষ করার পর আমি ডেনভারের রিকার ইনস্টিটিউটে দশ বছর অন্ধলোকদের প্রশিক্ষণ নিয়েছি। সেই হিসেবে এটাই আমার প্রথম বাইরে করা চাকরি।"

"বাইরে মানে?"

"বড়সড় এই দুনিয়ায় আর কি। আমরা তো আসলে সাধারণ মানুষদের মতো জীবনযাপন করি না। আমরা নিজেদের মধ্যেই, নিজেদেরই একটা জগতে বসবাস করি। আমার অবশ্য স্পিচ থেরাপিতে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। যে সব বাচ্চা শ্রবণ এবং বাক প্রতিবন্ধি তাদেরকে কথা বলতে শেখানোর প্রশিক্ষণ দেবো। আশা করি একদিন আমি এরকম কিছু একটাতে কাজ করবো।" রেবা তার গ্লাসটা খালি ক'রে ফেললো। "একটু দই খাবেন কি?"

"উমমম।"

"আপনি কি রান্নাবান্না করেন?"

"উমমম।"

মেয়েটা একটু হেসে রান্নাঘরে চলে গেলো। "কফি হলে কেমন হয়?" সে ওখান থেকে চিৎকার ক'রে বললো।

"হুমমম।"

রেবা লিভিংরুমে ফিরে এলো একটু পরেই।

"আসুন, কিছুক্ষণ কথা বলি এই ফাঁকে, ঠিক আছে?"

নীরবতা।

"আপনি তো দেখছি কিছু বলছেন না। মানে আমি স্পিচ থেরাপির কথা বলার পর থেকে তো কিছুই বলছেন না।" তার কণ্ঠটা খুবই দয়ালু, তবে দৃঢ়। ওতে কোনো সহমর্মিতা নেই। "আপনি খুব ভালো কথা বলতে পারেন তাই আপনার কথা আমি বুঝতে পারি। লোকজন সাধারণত মনোযোগ দেয় না। তারা আমাদের এটা ওটা জিজ্ঞেস করে সারাক্ষণ। আপনি যদি কথা বলতে না চান, ঠিক আছে। তবে আমি আশা করছি আপনি কথা বলতে চান। আমি আপনার কথা শোনার জন্যে আগ্রহ বোধ করছি।"

"উমমম। ভালো," ডোলারাইড আস্তে ক'রে বললো। বোঝা গেলো তার এই ছোট্ট কথাটা মেয়েটার কাছে বেশ গুরুত্ব পাচ্ছে।

তার পরের কথাটা ডোলারাইডের কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকলো।

"আমি কি আপনার মুখটা স্পর্শ করতে পারি? আমি বুঝতে চাইছি আপনি হাসছেন নাকি বিরক্ত হচ্ছেন। আমি জানতে চাই চুপ থাকবো কিনা।"

রেবা হাত তুলে অপেক্ষা করলো।

সে তার হাতটা ধরে তাকে এক ঝটকায় ঘুরিয়ে দিলো, শক্ত হাতটায় অনেকগুলো কাটা দাগ আছে। হাতের পেছনে যে দাগটা সেটা হয়তো আগুনে পোড়ার চিহ্ন।

খুব কাছে এসে পড়েছে সে। রূপান্তরের ব্যাপারটা আরেকটু এগিয়ে এসেছে। মেয়েটা মোটেও দেখতে পায় না।

এই অবিশ্বাস্য কথাটা বলে মেয়েটা তার ব্যক্তিগত কোনো কিছু জানতে পারবে না। তার কোনো গালগল্প নেই।

"আমার কথা বিশ্বাস করুন, আমি হাসছি," সে বললো। এটা ঠিক সে হাসছে।

রেবার হাতটা ধরে আবার ছেড়ে দিলো সে। মেয়েটা কোলের উপর হাত রেখে নিজের জামার কাপড় আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে এখন।

"মনে হয় কফিটা হয়ে গেছে," মেয়েটা বললো।

"আমি চলে যাচ্ছি।" তাকে যেতেই হবে। বাড়িতে চলে যেতে হবে স্বস্তির জন্যে।

রেবা মাথা নেড়ে সায় দিলো। "আমি যদি আপনাকে কষ্ট দিয়ে থাকি, তাহলে সেটা ইচ্ছাকৃত নয়।"

"না।"

রেবা নিজের জায়গায় ব'সে রইলো দরজা খোলা এবং বন্ধ হবার শব্দটা শোনার জন্যে।

নিজের জন্যে আরেক গ্লাস টনিক এবং জিন নিলো রেবা ম্যাকক্লেইন। সেগোভার গিটারের একটা রেকর্ড ছেড়ে দিয়ে সোফায় আরাম ক'রে বসলো সে। কুশনে এখনও ডোলারাইডের উষ্ণতা টের পাচ্ছে সে।

বাতাসে তার গন্ধটা এখনও পাওয়া যাচ্ছে—জুতার পলিশ, চামড়ার নতুন একটা বেল্ট, শেভিং লোশনের সুন্দর একটা গন্ধ।

একেবারেই চাপা স্বভাবের এক লোক। অফিসে তার সম্পর্কে খুব কম কথাই সে শুনে থাকে—ড্রানড্রজ তাকে 'শূয়োরের বাচ্চা ডোলারাইড' ব'লে সম্বোধন করেছিলো তার মেয়েবান্ধবীদের কাছে।

রেবার কাছে মানুষের প্রাইভেসিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুকালে দৃষ্টিশক্তি হারাবার পর থেকে তার প্রাইভেসি ব'লে কিছু নেই।

এখন বাইরে বের হলে সে নিশ্চিত হতে পারে না তাকে লোকজন একদৃষ্টে দেখছে কিনা। সুতরাং ডোলারাইডের প্রাইভেসি জ্ঞানটা তাকে খুব আকৃষ্ট করেছে। তার কাছ থেকে কোনো রকম করুণা কিংবা সমবেদনা সে পায় নি, এটা খুবই ভালো একটি ব্যাপার।

জিনটাও সেরকম ভালো লাগছে এখন।

এই শহরে তিনমাস ধরে আছে সে। প্রতিদিন স্বাবলম্বী একজন মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করছে। কাজের মধ্যে ডুবে থেকে, নিজেকে ব্যস্ত রাখতে তার ভালো লাগে।

তার ভাবসাব, খুবই কঠিন। প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের উপরে তার বিশ্বাস রাতের বেলা বাতিগুলো ছাড়া আর কিছু না। এটা সে জানে। সবাই যেভাবে করে সেও সবকিছু সেভাবে করে।

সে জানে এ জীবনে আর কখনও দৃষ্টি ফিরে পাবে না। তবে কিছু জিনিস আছে যা সে পেতে পারে। কিছু জিনিস আছে যা সে উপভোগ করতে পারে।

তার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা বলতে গেলে নেই। কয়েকজন বন্ধু তারও ছিলো, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও হয়েছিলো কিছু—অন্ধ মেয়ে তাদেরকে আকর্ষণ করতো, তারাই তার শত্রু।

সম্পর্কে জড়ানো! রেবা জানে সে পুরুষের চোখে বেশ আকর্ষণীয় তারা যখন তার হাত ধরে তখন ঈশ্বরই জানে তারা কিরকম কার্মাত হয়ে ওঠে।

সেক্স তার খুবই পছন্দের, কিন্তু কয়েক বছর আগে সে পুরুষ মানুষের ব্যাপারে কিছু মৌলিক জিনিস জেনেছে : তাদের বেশির ভাগই দায়িত্বের বোঝা বহন করতে ভয় পায়। ভয় পায় কারোর দায়িত্ব নিতে।

সে চায় না তার বিছানায় কোনো পুরুষ চোরের মতো এসে ঢুকবে আর বেরিয়ে যাবে, যেনো মুরগি চুরি ক'রে পালিয়ে যাওয়া চোর।

র‍্যালফ ম্যান্ডি তাকে ডিনারে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিলো। কিন্তু লোকটা ভালোবাসার অযোগ্য। ইনিয়ে বিনিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলো চিরকালের জন্যে তাকে গ্রহণ করতে পারবে না সে। রেবাও তাকে গ্রহণ ক'রে নিতে চায় নি।

র‍্যালফকে সে দেখতে চায় না।

কেউ সাহসের সাথে তাকে আপন ক'রে নেবে এটা খুবই অসাধারণ একটি ব্যাপার। এমন কেউ যে, তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকবে না।

ফ্রান্সিস ডোলারাইড—লাজুক, বেশ শক্তসামর্থ্য শরীর। বিরক্তিকর কিছু নেই।

সে কখনও কাটা ঠোঁট স্পর্শ করে নি। তাদের কোনো শব্দও সে শোনে নি। রেবা ভাবলো, ডোলারাইড কি ভাবছে সে বুঝে ফেলেছে তাকে, কারণ 'অন্ধরা অন্যদের চেয়ে ভালো শ্রবণশক্তির অধিকারি।' এটা একটা সাধারণ মিথ। হয়তো সে তাকে বুঝিয়ে বলতে পারে কথাটা সত্য নয়। অন্ধেরা কেবল অন্যদের চেয়ে একটু বেশি মনোযোগী হয়ে থাকে।

অন্ধদের ব্যাপারে অনেক ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। রেবা ভাবলো, ডোলারাইড কি বেশিরভাগ লোকের মতো এটা বিশ্বাস করে কিনা, অন্ধেরা অন্যদের তুলনায় 'আত্মিক দিক থেকে বেশি বিশুদ্ধ।' সে হেসে ফেললো। এটাও সত্য নয়।

অধ্যায় ৩২

মিডিয়ার হৈহল্লার মাঝেই শিকাগো পুলিশ কাজ ক'রে যাচ্ছে। এক পত্রিকা কাউন্টডাউন শুরু ক'রে দিয়েছে পরবর্তী পূর্ণিমার জন্যে। আর মাত্র এগারো দিন বাকি।

শিকাগোর পরিবারগুলো আতংকে আছে।

ঠিক একই সময়ে নাকি বেড়ে গেছে ভৌতিক ছবির দর্শকও। যারা পাঙ্ক-রক মার্কেটে 'টুথ ফেইরি' লেখা সংবলিত টি-শার্ট ছেড়েছিলো তারা তাদের ডায়লগ বদলে 'রেড ড্রাগন একরাতের ভালোবাসায় বিশ্বাসী একজন' লেখা টি-শার্ট ছেড়েছে। দুটোরই বিক্রি সমানতালে চলছে।

শেষকৃত্যের পরে জ্যাক ক্রফোর্ডও পুলিশের কর্মকর্তাদের সাথে প্রেসকনফারেন্সে উপস্থিত হলো। তাকে অর্ডার দেয়া হয়েছে এফবিআই'র উপস্থিতিটা যেনো দৃশ্যত বোঝা যায় সেই ব্যবস্থা নিতে। তবে সেখানে সে কিছু বললো না।

গ্রাহাম যেখানেই যাচ্ছে গোয়েন্দাদের দেখা যাচ্ছে, সেই সঙ্গে ক্যামেরা, পুলিশের ওয়্যারলেস। যেনো চারপাশে গিজগিজ করছে এসব। তারপরও এটা ঠিক, এসবের দরকার আছে।

প্রেসকনফারেন্স থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে ক্রফোর্ড দেখতে পেলো ইউ.এস. প্রসিকিউটরের অফিসের জুরিদের টেবিলে গ্রাহাম ব'সে আছে।

তার সামনে কাগজপত্র আর কিছু ছবি মেলে রাখা হয়েছে। গায়ের কোটটা খুলে চেয়ারে রেখে দিয়েছে সে। দুটো ছবির দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। লিডস্‌দের ফ্রেমের ছবিটা তার সামনে, তার পাশে একটা ক্লিপবোর্ডে আছে জ্যাকোবিদের ছবিটা।

ক্রফোর্ড সন্দেহ করছে গ্রাহাম লাউন্ডসের কেসটা নিয়ে মোটেও ভাবছে না। গ্রাহামকে এ নিয়ে কিছু বলারও দরকার নেই ব'লে মনে করলো সে।

"দেখে তো মনে হচ্ছে তাস খেলছো," ক্রফোর্ড বললো।

"তুমি কি তাদেরকে নাস্তানাবুদ ক'রে এলে নাকি," গ্রাহামের ফ্যাকাশে মুখটা বেশ ভদ্রই দেখাচ্ছে। তার একহাতে কমলার জুস।

"হায় ঈশ্বর," একটা চেয়ারে ক্রফোর্ড ধপাস ক'রে ব'সে পড়লো। "ওখানকার পরিস্থিতিটা কি রকম জানো, চলন্ত ট্রেনে প্রশ্রাব করার মতো।"

"কোনো খবর আছে কি?"

"কমিশনার তো একটা প্রশ্নেই ঘেমেটেমে টিভি ক্যামেরার সামনে নিজের পোতা চুলকিয়েছে। এই দৃশ্যটাই কেবল আমার চোখে পড়েছে, আর কিছু না। বিশ্বাস না হলে দু'টো এবং ন'টার খবর দেখো।"

"কমলার জুস খাবে?"

"এইমাত্র তো কাঁটাতার খেয়ে এলাম।"

"ভালো," গ্রাহামের চোখ দুটো চক্‌চক্ করছে। "গ্যাসের ব্যাপারটা কি হলো?"

"ঈশ্বর লিজার মঙ্গল করুক। শিকাগোতে একচল্লিশটি সার্ভকো'র স্টেশন রয়েছে। ক্যাপ্টেন অসবোর্নের ছেলেরা ওগুলোতে হানা দিচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছু পাওয়া যায় নি। তবে সবগুলো এখনও দেখা হয় নি। আরো আটটা স্টেটে তাদের ১৮৬টা স্টেশন রয়েছে। কিছু সময় তো লাগবেই। ঈশ্বর যদি আমাকে পছন্দ করে তবে সে তার ক্রেডিটকার্ড ব্যবহার করেছে।"

"সে যদি ড্রেনের পাইপ চুষে থাকে তবে তাই করবে।"

"আমি কমিশনারকে বলেছি টুথ ফেইরির কোনো উল্লেখ না করতে, হয়তো সে এই এলাকাতেই আছে। লোকজন এমনিতেই বেশ ভয় পাচ্ছে। সে যদি এটা বলে দেয় তবে হট্টগোল বেঁধে যাবে।"

"তুমি এখনও মনে করছো সে খুব কাছেই আছে?"

"তুমি মনে করো না? এটাই তো মনে হচ্ছে, এখন।" ক্রফোর্ড লাউন্ডসের পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলো।

মাথার আঘাতটা পাঁচ থেকে আট ঘণ্টার পুরনো। তবে তারা নিশ্চিত হতে পারছে না। লাউন্ডস্‌কে যখন তারা হাসপাতালে নেয়া হয়েছিলো তখন মুখের আঘাতটা কয়েক ঘণ্টার পুরনো ছিলো। খুব বেশি পুড়ে গেলেও তার মুখের ভেতর ক্লোরোফর্ম পাওয়া গেছে। তুমি কি মনে করো টুথ ফেইরি অজ্ঞান ক'রে আঘাত করেছে?"

"না, সে তাকে সজাগ করেই ওটা করেছে।"

"আমিও সেটাই মনে করি। ঠিক আছে, তাহলে গ্যারাজেই মাথায় আঘাত করা হয়েছে। তবে এরপর ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান ক'রে তাকে অন্য কোথাও নির্বিঘ্নে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এমন এক জায়গায় যেখানে চিল্লাচিল্লি করলেও কোনো সমস্যা হবে না। নিরিবিলি একটা স্থানে। তারপর তাকে এখানে এনে এভাবে ফেলে দিয়েছে।"

"পুরো কাজটা সে ভ্যানের পেছনেই করতে পারে। নিরিবিলি কোথাও পার্ক ক'রে," গ্রাহাম বললো।

ক্রফোর্ড তার নাকটা মুছে বললো, "তুমি হুইলচেয়ারের কথা ভুলে গেছো। বেভারলি দু'ধরণের কার্পেটের আঁশ খুঁজে পেয়েছে। মনে হয় সিনথেটিক আঁশটা

ভ্যান থেকে পাওয়া, কিন্তু তুমি সিনথেটিক আঁশ ভ্যানে পাবে কিভাবে? খুব কম। এধরণের জিনিস বাড়িঘরেই পাওয়া যায়। আর চেয়ারের চাকায় লেগে থাকা ময়লাগুলো হয়তো কোনো স্টোররুমের, যেখানে চেয়ারটা রাখা হয়েছিলো।"

"হতে পারে।"

"এবার এটা একটু দেখো।" ক্রফোর্ড বুককেস থেকে একটা র‍্যান্ড ম্যাকনেলি'র পথঘাটের চার্ট বের করলো। 'ইউনাইটেড স্টেট্স মাইলেজ অ্যান্ড ড্রাইভিং টাইম'-এর উপর একটা বৃত্ত আঁকলো সে। "ফ্রেডি আনুমানিক পনেরো ঘণ্টা আগে গিয়েছিলো। তার আঘাতের সময়কালটাও সেরকমই। আমি কিছু অনুমান করবো এখন। এটা করতে আমি পছন্দ করি না। কিন্তু করতে হচ্ছে... তুমি আবার হাসছো কেন?"

"কোয়ানটিকোতে ফিল্ড এক্সারসাইজ যখন করাতে সেই কথটা মনে পড়ে গেলো। যখন এক প্রশিক্ষণার্থী তোমাকে বলেছিলো তুমি অনুমান নিয়ে কি যেনো একটা বলতে—"

"আমার মনে পড়ছে না। এখানে দেখো।" একটু থেমে আবার বলতে লাগলো সে। "ভাবো, সে শিকাগোর পথে নেমেছিলো মঙ্গলবার বিকেলে। লাউন্ডস্‌কে নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলো আর কি। হয়তো লাউন্ডস্‌কে আরো কয়েক ঘণ্টা বিভিন্ন পথে ঘুরিয়ে নিয়ে গেছে যাতে পথটা সে চিনতে না পারে। ছয় ঘণ্টার বেশি সে পথে ছিলো না। এখানে দেখো। কিছু পথ বাকি পথগুলোর চেয়ে দ্রুতগতির।

"হয়তো সে এখানে থেমেছিলো।"

"নিশ্চয়, তবে তার যাবার জন্যে এটাই সবচাইতে দূরবর্তী জায়গা।"

"তাহলে তুমি এটাকে শিকাগোর মাধ্যেই সীমাবদ্ধ করছো, অথবা মেইলওয়্যাক, ডিবিকুয়ে, পিত্তরিয়া, সেন্ট লুই, হান্ডিয়ানাপোলিস, সিনসিনাতি, টলেডো, এবং ডেট্রয়টের মধ্যে।"

"আমরা জানি সে খুব দ্রুত *ট্যাটলার* পেয়ে গিয়েছিলো। সম্ভবত সোমবারের রাতে।"

"এটা তো সে শিকাগোতেও করতে পারে।"

"সেটা আমি জানি। কিন্তু তুমি একবার শহর থেকে বের হয়ে পড়লে খুব বেশি জায়গায় *ট্যাটলার* পাবে না। *ট্যাটলার*-এর সার্কুলেশন ডিপার্টমেন্টের তালিকাটা দেখো—এতে দেখা যাচ্ছে, মিলওয়্যাকি, সেন্ট লুই, সিনসিনাত্তি, ইন্ডিয়ানাপোলিস আর ডেট্রয়েটে সেটা পাওয়া যাওয়ার কথা। ওটা বিমানবন্দর এবং আরো নব্বইটা নিউজস্ট্যান্ডে পাওয়া যাওয়ার কথা, যেগুলো দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা থাকে। আমি ফিল্ড অফিসকে ব্যবহার করছি ওগুলো চেক্ করার জন্যে। কোনো পত্রিকা বিক্রেতা হয়তো সোমবার রাতে অদ্ভূত দর্শনের কোনো কাস্টমারের কথা মনে করতেও পারে।"

"হয়তো। বেশ ভালো, জ্যাক।"

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে গ্রাহামের মন অন্য কোথাও পড়ে আছে।

গ্রাহাম যদি রেগুলার কোনো এজেন্ট হোতো তবে ক্রফোর্ড তাকে ধমক দিতো, কিন্তু এখন সে তা করলো না, বরং বললো, "আমার ভাই বিকেলে ফোন করেছিলো মলি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।"

"হ্যা।"

"আমার ধারণা নিরাপদ কোথাও?"

গ্রাহাম ভালো করেই জানে মলি কোথায় গেছে সে ব্যাপারে ক্রফোর্ড ভালো করেই জানে।

"উইলির দাদার বাড়িতে।"

"তারা বাচ্চাটাকে দেখলে খুশি হবে।" ক্রফোর্ড অপেক্ষা করলো। কিন্তু গ্রাহাম কিছুই বললো না।

"আশা করি সব ঠিক আছে।"

"আমি কাজ করছি, জ্যাক। এ নিয়ে ভেবো না।"

গ্রাহাম একটা প্যাকেট হাতে নিয়ে ওটার বাঁধন খুলতে শুরু করলো।

"এটা কি?"

"এটা জ্যাকোবির আইনজীবি বায়রন মেটকাফ থেকে পেয়েছি। ব্রায়ান জেলার পাঠিয়েছে।"

"দাঁড়াও, আমাকে দেখতে দাও।" ক্রফোর্ড প্যাকেট থেকে একটা কাগজ বের করলো যার শিরোনামে 'সেম্পার ফিডেলিস,' এই লোক এফবিআই'র এক্সপ্লোসিভ সেকশনের প্রধান।'

"সব সময়ই চেক করবে। সবসময়।"

"আমি সবসময়ই চেক ক'রে দেখি, জ্যাক।"

"চেস্টার কি এটা নিয়ে এসেছে?"

"হ্যা।"

"এটা তোমার হাতে দেবার আগে সে কি তোমাকে স্ট্যাম্পটা দেখিয়েছে?"

"সে চেক ক'রে আমাকে দেখিয়েছে।"

গ্রাহাম দড়িটা কেটে ফেললো। "জ্যাকোবি এস্টেটের সব ধরণের প্রবেইটের ফটোকপি এগুলো। আমি মেটকাফকে এগুলো পাঠানোর অনুরোধ করেছিলাম— আমাদের হাতে লিডস্‌দের জিনিসপত্র আসার পর মিলিয়ে দেখতে পারবো।"

"একজন আইনজীবি তো এটা করছে।"

"এটা আমার দরকার ছিলো। আমি তো জ্যাকোবিদের চিনতাম না, জ্যাক। আমরা তাকে লাউন্ডসের ব্যাপারে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলাম। লাউন্ডসের ব্যাপারে

আমাদের হাতে খুব বেশি এভিডেন্স নেই। তাছাড়া পুলিশ এটা দেখছে। লাউন্ডস তার কাছে একটা উৎপাত বিশেষ ছিলো। কিন্তু লিডস্ আর জ্যাকোবিরা হলো তার আসল শিকার। তাদের মধ্যে একটা কানেকশান খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে। তাকে ধরতে হলে এভাবেই এগোতে হবে।"

"তাহলে তুমি জ্যাকোবিদের কাগজপত্র ব্যবহার করছো," ক্রফোর্ড বললো। "তুমি কি খুঁজছো? কি ধরণের জিনিস?"

"যেকোনো কিছু, জ্যাক। এখন একটা মেডিকেল উপসংহার খুঁজছি।" একটা কাগজ বের করলো গ্রাহাম। "লাউন্ডস একটা হুইলচেয়ারে ছিলো। মেডিকেল হুইলচেয়ার। মারা যাবার ছয় সপ্তাহ আগে ভ্যালেরি লিডস্ একটা সার্জারি করেছিলো—তার ডায়রির কথা মনে আছে? তার স্তনে ছোটো একটা চাকা হয়েছিলো। আমি ভাবছি মিসেস জ্যাকোবিও কোনো সার্জারি করিয়েছিলেন কিনা।"

"মনে হয় অটোপসি রিপোর্টে আমি সার্জারির কোনো কথা দেখি নি।"

"না, তবে এটা হয়তো তারা দেখায় নি। তার মেডিকেল রিপোর্টটা ডেট্রয়েট আর বার্মিংহামে ছড়িয়ে আছে। এজন্যেই হয়তো ব্যাপারটা ধরা পড়ে নি। এরকম কিছু যদি সে ক'রে থাকে তবে হয়তো একটা ক্লু পাওয়া যেতে পারে।"

"তুমি ভাবছো ভ্রাম্যমান আরদার্লি? দুটো জায়গাতেই কাজ করেছে—ডেট্রয়েট অথবা বার্মিংহাম কিংবা আটলান্টায়?"

"তুমি যদি মানসিক হাসপাতালে সময় কাটিয়ে থাকো তবে এটা ধরতে পারবে। তুমি একজন আরদার্লি হিসেবে উত্‌রে যাবে। যখন চাকরি ছাড়বে তখন এরকম একটা কাজ জুটিয়ে নিও," গ্রাহাম বললো।

"ডিনার করবে?"

"আমি আরেকটু পরে করবো। খাওয়ার পর আমার মাথা কাজ করে না।"

চলে যাওয়ার সময় ক্রফোর্ড পেছন ফিরে তাকালো। কি দেখলো সেটা সে আমলে নিলো না। গ্রাহামের মধ্যে একটা মরিয়া ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

গ্রাহামকে পথে আবার নামিয়ে দিলে কি কেস্‌টার জন্যে ভালো হোতো? খামোখা তাকে এভাবে একটা পীড়নের মধ্যে ফেলে দিতে পারে না সে। তবে প্রয়োজনে হলে?

মায়া-মমতা ক্রফোর্ডের চমৎকার প্রশাসনিক দক্ষতাকে মোটেও ব্যাহত করে না। এটা তাকে বলছে গ্রাহামকে একা ছেড়ে দিতে।

অধ্যায় ৩৩

রাত দশটার মধ্যে ব্যায়াম ক'রে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়লো ডোলারাইড। চেষ্টা করলো নিজের ফিল্ম দেখে সন্তুষ্ট হবার। তারপরও থেমে রইলো না সে।

রেবা ম্যাকক্লেইনের কথা ভাবতেই তার বুকটা ধরফর ক'রে উঠলো। এই মেয়ের কথা তার ভাবা উচিত হচ্ছে না।

টেলিভিশন দেখতে শুরু করলো সে, উদ্দেশ্য ফ্রেডি লাউন্ডসের খবরটা দেখা।

কফিনের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে গ্রাহাম, আর আশপাশ থেকে সমবেত কণ্ঠে শোকসঙ্গীত ভেসে আসছে। গ্রাহাম দেখতে বেশ হালকা পাতলা, তার কোমরটা ভাঙা খুব সহজ হবে। তাকে খুন করার চেয়ে এটাই ভালো। তাহলে তাকে আর পরের কোনো ঘটনায় তদন্ত কাজে তারা নিয়োজিত করতে পারবে না।

তাড়াহুড়া করার কোনো দরকার নেই। গ্রাহামকে ভয়ের মধ্যে ব্যতিব্যস্ত রাখা হোক।

নিজেকে ডোলারাইডের এখন খুব শক্তিশালী ব'লে মনে হচ্ছে।

প্রেসকনফারেন্সে শিকাগো পুলিশ বেশ হৈচৈ করছে। তাদের এতোসব আস্ফালনের পরও মোদ্দা কথা হলো : ফ্রেডির ঘটনায় কোনো অগ্রগতি হয় নি। জ্যাক ক্রফোর্ডও রয়েছে। *ট্যাটলার*-এর ছবি দেখে তাকে ডোলারাইড চিনতে পেরেছে।

দু'জন দেহরক্ষী বেষ্টিত *ট্যাটলার*-এর একজন রিপোর্টার বললো, "এই পশুটার বিভৎস কর্মকাণ্ড *ট্যাটলার*-কে আরো বেশি উচ্চকণ্ঠ ক'রে তুলবে।"

ডোলারাইড নাক সিঁটকালো। হয়তো। কিন্তু ফ্রেডিকে তো থামিয়ে দেয়া গেছে।

সংবাদপাঠক তাকে এখন 'ড্রাগন' ব'লে অভিহিত করছে। তার কর্মকাণ্ডকে বলা হচ্ছে 'টুথ ফেইরির হত্যাকাণ্ড।'

ভালো উন্নতি হয়েছে।

এরপর কেবল স্থানীয় সংবাদ। এক মূর্খ চিড়িয়াখানা থেকে রিপোর্ট করছে।

ডোলারাইড রিমোটটা নিয়ে চ্যানেল বদলাতে উদ্যত হতেই এমন একজনকে পর্দায় দেখতে পেলো যার সাথে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে টেলিফোনে কথা বলেছে সে : চিড়িয়াখানার পরিচালক ডাঃ ফ্রাংক ওয়ারফিল্ড। ডোলারাইড চিড়িয়াখানায় ফিল্ম শুট করবে শুনে লোকটা বেশ খুশি হয়েছিলো।

ডা: ওয়ারফিল্ড এবং একজন ডেন্টিস্ট একটা বাঘের ভাঙা দাঁত নিয়ে কাজ করছেন। ডোলারাইড বাঘটা দেখতে চাইলেও রিপোর্টারের ছবিটা ভেসে উঠলো।

নিজের রকিং চেয়ারে দোল খেতে খেতে পর্দায় নিজের পেশীবহুল শরীরটা দেখলো সে। ডোলারাইড দেখতে পেলো টিভি পর্দায় বিশাল আকৃতির বাঘটা একটা টেবিলের উপর শুয়ে আছে।

আজকে তারা দাঁতটা নিয়ে কাজ করছে। কয়েক দিন পরে এটা বাঘের মুখে লাগিয়ে দেয়া হবে। রিপোর্টার জানালো।

বাঘের মুখে তাদের কাজকারবার ডোলারাইড বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো।

"আমি কি আপনার মুখটা স্পর্শ করতে পারি?" কথাটা বলেছিলো মিস্ রেবা ম্যাকক্লেইন।

সে রেবা ম্যাকক্লেইনকে কিছু বলতে চায়। সে চাচ্ছে মেয়েটা যেনো তার গৌরবদীপ্ত আলোকচ্ছটা টের পায়। তবে এটা করলে মেয়েটা আর বেঁচে থাকতে পারবে না।

পলকটারের সাথে এ ব্যাপারটা শেয়ার করার চেষ্টা করেছিলো সে কিন্তু লেকটার তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

তারপরও, তার সাথে শেয়ার করতে চায়। মেয়েটার সাথেও করতে চায়, এমনভাবে যেনো মেয়েটা বেঁচে থাকতে পারে।

অধ্যায় ৩৪

"আমি জানি এটা রাজনৈতিক, তুমিও জানো সেটা, কিন্তু তুমি যা করছো সেটা ভালোই করছো," ক্রফোর্ড গ্রাহামকে বললো। তারা ফেডারেল ভবনের সামনের রাস্তায় হাটাহাটি করছে পড়ন্ত বিকেলে। "যা করছো, সমান্তরালভাবে করতে থাকো, বাকিটা আমি দেখছি।"

শিকাগো পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এফবিআই'র আচরণ বিজ্ঞান বিভাগের কাছে ভিটকিমের প্রোফাইল চেয়ে পাঠিয়েছে। তারা বলছে এতে ক'রে পুলিশ পূর্ণিমার সময় টহল জোরদার করতে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হবে।

"তারা তাদের পাছা যেভাবে খুশি ঢেকে রাখতে পারে," ক্রফোর্ড বললো। "ভিকটিমরা ধনী লোকজন, তাদের দরকার ধনী প্রতিবেশীদের ব্যাপক টহল দেয়া। তারা জানে এ ব্যাপারে তারা চিল্লাফাল্লা করবে—ফ্রেডির ঘটনার পর পুলিশ বাড়তি জনশক্তি ব্যবহার করছে। তারা যদি উচ্চমধ্যবিত্ত এলাকায় টহল দিতে থাকে আর বদমাশটা দক্ষিণ দিকে আঘাত হানে তো শহরের কর্তাব্যক্তিদের কি অবস্থা হবে কে জানে। আর এটা যদি ঘটে তবে তারা এফবিআই'কে-ই দোষারোপ করবে। তারা বলবে—'ওরাই তো আমাদেরকে বলেছে এভাবে কাজটা করতে।' "

"আমার মনে হয় না সে শিকাগোতে আঘাত হানবে," গ্রাহাম বললো। "এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই। ব্লুম কেন প্রোফাইলটা করতে পারছে না? সে তো আচরণ বিজ্ঞান বিভাগের একজন কনসালটেন্ট।"

"তারা এটা ব্লুমের কাছ থেকে চাচ্ছে না, তারা চাচ্ছে আমাদের কাছ থেকে। ব্লুমকে তো আর এজন্যে দোষ দেয়া যায় না। তাছাড়া, ব্লুম এখনও হাসপাতালে আছে। আমাকে এটা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হয়েছে। উপরতলা থেকেও বলা হয়েছে। তুমি কি এটা ক'রে দেবে?"

"দেবো। আমি তো এটাই করছি।"

"আমিও সেটা জানি," ক্রফোর্ড বললো। "কাজটা করতে থাকো।"

"আমি বরং বার্মিংহামে চলে যাই।"

"না," ক্রফোর্ড বললো। "আমার সাথেই থাকো।"

শুক্রবারের দিনটায় পশ্চিমে প্রখর গরম পড়লো।

আর মাত্র দশ দিন বাকি।

অধ্যায় ৩(

"আমাকে বলবেন কি এটা কোন্ ধরণের 'আউটিং'?" শনিবার সকালে যখ ডোলারাইড আর রেবা ম্যাকক্লেইন ভ্যানে দশ মিনিট চুপচাপ ব'সে থাকার সম রেবা তাকে জিজ্ঞেস করলো।

ভ্যানটা থামলো। ডোলারাইড দরজার কাঁচ নামালে শব্দটা শুনতে পেয়ে বুঝ পারলো রেবা।

"ডোলারাইড," সে বললো, "ডাঃ ওয়ারফিল্ড এই নামটা বলে রেখেছেন।"

"জি, সার। আপনি কি এটা আপনার ওয়াইপারের নীচে রাখবেন, যখন গাড়ি রেখে যাবেন?"

আস্তে আস্তে তারা সামনের দিকে এগোলো। গাড়িটা যে মোড় নিলো সেটা টের পেলো রেবা। বাতাসে একটা অদ্ভূত গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কানে আসছে হাতি ডাক।

"চিড়িয়াখানা," রেবা বললো। "দারুণ।" একটা পিকনিকের মতো ব্যাপার ঠিক আছে, ভালোই হবে। "ডাঃ ওয়ারফিল্ড কে?"

"চিড়িয়াখানার পরিচালক।"

"আপনার বন্ধু নাকি?"

"না। সে আমাকে এখানে ফিল্ম শুট করার অনুমতি দিয়েছে। তারা আমাদে আরো একটা জিনিস করতে দেবে।"

"সেটা কি?"

"আপনি বাঘটাকে স্পর্শ করতে পারবেন।"

"আমাকে এতো বেশি সারপ্রাইজ দেবেন না।"

"আপনি কি কখনও কোনো বাঘ দেখেছেন?"

সে প্রশ্ন করছে বলে রেবা খুশি হলো। "না। খুব ছোটো বেলায় একটা পুমা দেখেছিলাম।"

"তারা বাঘটার দাঁত নিয়ে কাজ করছে। ওরা ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে ওটাকে...মানে বাঘটাকে। চাইলে আপনি স্পর্শ করতে পারেন।"

"ওখানে কি অনেক লোকজন থাকবে?"

"না। কোনো দর্শক থাকবে না। ওয়ারফিল্ড, আমি আর কয়েকজন। আমাদের চলে যাবার পর টিভি'র লোকজন আসবে। স্পর্শ করতে চান?" প্রশ্নটার মধ্যে অদ্ভূত একটা তাড়া আছে।

"আরে হ্যা। স্পর্শ করবো। আপনাকে ধন্যবাদ...এটা খুব ভালো সারপ্রাইজ।"

ভ্যানটা থামলো।

"আহ্। আমি কিভাবে জানবো বাঘটা ঘুমিয়ে আছে?"

"কাতুকুতু দেবেন। সে যদি হাসে তবে দৌড়ে পালাবেন।"

যে ঘরে বাঘটা রাখা আছে সেই ঘরে ঢুকলো তারা। রেবা গন্ধ পেয়েই বুঝে গেলো বাঘটা তার সামনেই রয়েছে।

একটা কণ্ঠ। "আরেকটু কাছে আসুন। নিচে। আমরা কি বাঘটার নীচে এটা রাখতে পারি, ডাঃ ওয়ারফিল্ড?"

"হ্যা। ঐ সবুজ রঙের টাওয়েলটা দিয়ে কুশনটা পেচিয়ে নিন। তারপর মাথার নীচে রেখে দিন। আমি আপনাদের জন্যে জনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

পায়ের শব্দটা মিঁইয়ে যেতে শোনা গেলো।

ডোলারাইড তাকে কিছু বলবে ব'লে রেবা অপেক্ষা করলো, কিন্তু ডোলারাইড কিছু বললো না।

"এটা এখানে আছে," রেবা বললো।

"দশজন লোক ওটাকে একটা স্ট্রেচারে বহন করেছে। খুব বড়। দশ ফিট লম্বা। ডাঃ ওয়ারফিল্ড তার হৃদস্পন্দন শুনছেন। এখন তিনি তার একটা চোখের পাতা দেখছেন। এই তো আসছে।"

"তার সামনে একটা কিছু রাখার শব্দ হলো। খুবই ভারি, যেনো কোনো ঘুমন্ত মানুষকে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো।

"ডাঃ ওয়ারফিল্ড, এ হলো রেবা ম্যাকক্লেইন," ডোলারাইড বললো।

রেবা হাতটা বাড়িয়ে দিলে আরেকটা বড় আর নরম হাত সেটা ধরলো।

"আমাকে এখানে আসতে দেয়ার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ," রেবা বললো। "এটা আমার জন্যে দূর্লভ একটা সুযোগ।"

"আপনি আসতে পেরেছেন ব'লে আমিও খুশি। ছবি তোলার ব্যাপারটা আমরা খুব এ্যাপ্রিশিয়েট করছি।"

ডাক্তারের কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে মাঝ বয়সী। কৃষ্ণাঙ্গ। ভার্জিনিয়ার লোক। রেবা অনুমান করলো।

"আমরা ওর দাঁত নিয়ে কাজ করার আগে নিশ্চিত হতে চাচ্ছি হৃদস্পন্দন আর শ্বাসপ্রশ্বাস ঠিক আছে কিনা। ওই যে, ডাক্তার হ্যাসলার, আসুন তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। মিঃ ডোলারাইড?"

"এগিয়ে যান।"

রেবা ডোলারাইডের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। তার তালুটা ঘেমে আছে।

"সে ঘুমিয়ে আছে। বাঘ দেখতে কেমন, ধারণা আছে আপনার? আমি অবশ্য চাইলে বর্ণনা দিতে পারবো।"

"ছোটোবেলায় বইতে বাঘের ছবি দেখেছিলাম। আর চিড়িয়াখানায় একবার একটা পুমা দেখেছিলাম, সেই ছোটোবেলায়।"

"এই বাঘটা বড়সড় একটা পুমা," ডাক্তার বললো। "বড় বুক, মাথাটাও বড়। হাত-পা সবই বড়। এটা চার বছরের একটা পুরুষ বাঘ। রয়েল বেঙ্গল টাইগার। দশ ফিট লম্বা। লেজ থেকে নাক পর্যন্ত। আটশত পঞ্চাশ পাউন্ডের ওজন। বাতির আলোর নীচে ওটা শুয়ে আছে।"

"আমি বাতিটা টের পাচ্ছি।"

"হলুদ আর কালো ডোরাকাটা। খুবই কটকটে হলুদ।" ডাক্তার আচম্‌কাই মনে করলো রঙ নিয়ে কথা বলাটা নির্মম পরিহাসের মতো শোনাচ্ছে। তার মুখের দিকে তাকিয়েও ব্যাপারটা বুঝতে পারলো সে।

"মাত্র ছ'ফুট দূরে আছে ওটা। তার গন্ধ কি পাচ্ছেন?"

"হ্যা।"

"ডা: হ্যাসলার?"

"ওটা ভালোই আছে। আরো দু'তিন মিনিট পরে শুরু করবো আমরা।"

ডেন্টিস্টের সাথে রেবার পরিচয় করিয়ে দিলো ডাক্তার ওয়ারফিল্ড।

"মাই ডিয়ার, ফ্রাংক ওয়ারফিল্ডের জন্যে আপনি একটা চমৎকার সারপ্রাইজ," হ্যাসলার বললো। "আপনি হয়তো একে পরীক্ষা করতে চাইবেন। দাঁতটা বেশ ভালোই।" রেবার হাতে দাঁতটা দিয়ে দিলো। "খুব ভারি, তাই না? ভাঙা দাঁতটা নিয়ে আমি কাজ শুরু ক'রে দিয়েছি। আজকে এটার উপর ক্যাপ বসিয়ে দেবো।"

নকল দাঁতটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলো রেবা। "সুন্দর কাজ করেছেন।" খুব কাছ থেকে ভারি একটা নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে।

"বাঘটা কি স্পর্শ করতে চান? আপনার বলশালী বন্ধু তো ওখান থেকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেনো আমাকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে। মনে হয় সে চাচ্ছে না। আপনি স্পর্শ করুন।"

"না! না, আমি স্পর্শ করতে চাই।"

"আমরা তার পেছনে আছি," ডাক্তার ওয়ারফিল্ড বললো। "আপনার থেকে দু'আড়াই ফিট দূরে ওটা আছে। একটা টেবিলে, কোমর সমান উঁচু। আপনাকে বলছি : আমি আপনার বাম হাতটা রাখছি—আপনি ডান হাতি, তাই না? আমি আপনার বাম হাতটা টেবিলের প্রান্তে রাখছি। ডান হাতে আপনি নিজেই সেটা স্পর্শ করুন। সময় নিন। আমি আপনার পাশেই আছি।"

"আমিও আছি," ডা: হ্যাসলার বললো। তারা ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছে।

রেবা বাঘটার শরীর স্পর্শ করলো। মোটা ভারি কোনো লোমশ কম্বলের মতো লাগছে। বাঘটার নিঃশ্বাসের আন্দোলন টের পাচ্ছে সে।

এককোণের অন্ধকার থেকে দৃশ্যটা দেখে ডোলারাইডের পিঠের মাংসপেশী ফুলে উঠলো। ঘেমে উঠলো তার বুকের পাঁজর।

বাঘটার লোমশ গোপনাঙ্গের উপর রেবার আঙুলগুলো বিচরণ করার সময় ডোলারাইডের বুকটা কেমন জানি হু হু ক'রে উঠলো। বাঘের বিচিটা মুঠো ক'রে ধরে ছেড়ে দিলো রেবা।

ওয়ারফিল্ড বাঘটার একটা থাবা তুলে ধরলো রেবার জন্যে। রেবা ওটা ধরে হাতড়াতে লাগলো কয়েক মুহূর্ত।

বাঘটার কান স্পর্শ করলো রেবা। মুখটাও। ওটার নিঃশ্বাসের আঁচ পেলো নিজের হাতে।

শেষে, ডাঃ ওয়ারফিল্ড রেবার কানে পরিয়ে দিলো একটা স্টেথেস্কোপ। বাঘটার হৃদস্পন্দন এবার বেশ ভালোমতো শুনতে পেলো সে।

গাড়িতে ক'রে ফিরে যাবার সময় রেবা ম্যাকক্লেইন শান্ত কিন্তু বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে রইলো। ডোলারাইডের দিকে একবার ফিরে আস্তে ক'রে বললো সে, "ধন্যবাদ আপনাকে...অনেক ধন্যবাদ। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি একটু মার্টিনি পান করতে চাই।

"একটু অপেক্ষা করুন," গাড়িটা তার আঙিনার সামনে পার্ক ক'রে ডোলারাইড বললো।

রেবা খুব খুশি তারা তার নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আসে নি বলে। "আমাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হবেন না। আমাকে ভেতরে নিয়ে যান, বলুন কোথায় কি আছে।"

"একটু দাঁড়ান।"

মদের ক্যাবিনেট থেকে একটা বোতল নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো। বুঝতে পারছে না কি করবে। বিপদের গন্ধ পাচ্ছে সে। তবে সেটা মেয়েটার কাছ থেকে নয়। সিঁড়ির দিকে তাকাতে পারছে না। তাকে কিছু একটা করতেই হবে, তবে সে জানে না কিভাবে। মেয়েটাকে তার বাড়িতে দিয়ে আসা উচিত।

রূপান্তর হবার আগে এসব নিয়ে তার মাথা ঘামানো উচিত না।

এখন সে বুঝতে পারছে সে যে কোনো কিছুই করতে পারে। যেকোনো কিছু।

বাইরে এসে ভ্যানটার কাছে দাঁড়ালো সে। রেবা মাটিতে নামার পর তার কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নিলো।

বাড়িটার অবয়ব টের পেলো রেবা। ভ্যানের দরজা বন্ধ করার শব্দটার প্রতিধ্বনি শুনে বাড়িটার উচ্চতাও অনুমান ক'রে নিলো।

"ঘাসের উপর দিয়ে চার পা এগোলেই একটা পাথর বিছানো পথ আছে," সে বললো।

রেবা তার হাতটা ধরলে একধরণের কাঁপুনির সৃষ্টি হলো ডোলারাইডের মধ্যে।

"আপনার এখানে পাথর বিছানো পথষ আছে, কিসের জন্যে?"

"এখানে এক সময় বৃদ্ধলোকেরা থাকতো।"

"এখন তাহলে তারা থাকে না।"

"না, থাকে না।"

"জায়গাটা শান্ত আর উঁচু মনে হচ্ছে," পার্লারে ঢুকে রেবা বললো। দূর থেকে একটা ঘড়ির টিকটিক শব্দ শোনা যাচ্ছে। "বাড়িটা অনেক বড়, তাই না? কয়টা ঘর আছে?"

"চৌদ্দটা।"

"খুবই পুরনো। এখানকার জিনিসগুলোও পুরনো।" একটা পুরনো ল্যাম্পের শেডের উপর হাত বোলাতে বোলাতে বললো রেবা।

"মার্টিনি চলবে?"

"আমাকে আপনার সাথে যেতে দিন," মেয়েটা তার জুতা খুলতে খুলতে বললো।

ঘড়ির টিকটিক শব্দ, বড় বড় জানালা দিয়ে আসা বাতাস—সব মিলিয়ে বাড়িটার একটা ছবি তৈরি ক'রে নিলো রেবা।

তাকে একটা বড় চেয়ারে বসালো ডোলারাইড। ঠিক চেয়ারের পাশেই একটা টেবিলে রেবা তার ড্রিংকটা খুঁজে পেলো। মিউজিক প্লেয়ারে গান ছেড়ে দিলো ডোলারাইড।

ডোলারাইডের কাছে মনে হচ্ছে ঘরটা বদলে গেছে। এই মেয়েটা স্বেচ্ছায় আসা তার বাড়িতে একমাত্র এবং প্রথম কোনো মেহমান।

গান বাজছে।

রেবাকে সে ডেনভারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে অনেকটা আনমনা হয়ে সে খুব কমই এ বিষয়ে জানালো। বাড়িটার বর্ণনা দিলো ডোলারাইড। কথা বলার অবশ্য খুব বেশি দরকার নেই।

রেকর্ড বদলাবার সময় রেবা বললো, "বাঘটা খুব সুন্দর ছিলো। আপনি অনেক বড় একটা সারপ্রাইজ দিয়েছেন। আমার মনে হয় অন্যেরা আপনাকে খুব বেশি জানে না।"

"আপনি কি ওদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?"

"কাকে?"

"যে কাউকে।"

"না।"

"তাহলে জানলেন কি ক'রে কেউ আমাকে ভালো ক'রে জানে না?"

"অন্যদিন আপনার ভ্যানে আমাকে উঠতে দেখেছিলো গেটওয়ের কিছু মহিলা কর্মচারী। হায়, তারা যে কি কৌতুহলী হয়ে উঠেছে! আচম্‌কা কোক মেশিনের সামনে আমার সাথে কথা বলার লোক বেড়ে গেলো।"

"তারা কি জানতে চায়?"

"তারা কেবল কিছু রগরগে কাহিনী শুনতে চায়। কিন্তু যখন দেখলো এরকম কিছু নেই, এক এক ক'রে কেটে পড়লো। নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফাস্‌ ক'রে তারা।"

"কি বলে?"

"তারা সব কিছু নিয়ে আগ্রহী," রেবা বললো। "তারা আপনাকে খুব রহস্যময় এবং কৌতুহলোদ্দীপক ব'লে মনে করে। এটা কিন্তু এক ধরণের প্রশংসা।"

"তারা কি আপনাকে বলেছে আমি দেখতে কেমন?"

"আমি তাদের কাছে এ ব্যাপারে কিছু জানতে চাই নি। তবে তারা আমাকে বলেছে। আপনি কি শুনতে চান? ঠিক কি বলেছে তারা? না চাইলে জানার দরকার নেই।" রেবা নিশ্চিত, সে জানতে চাইবে।

কোনো জবাব এলো না।

আচম্‌কা রেবার মনে হলো সে ঘরে একা। তারপরও সে বললো, "আমার মনে হয় আপনাকে কথাটা বলবো," রেবা বললো। "আপনার মধ্যে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপার আছে যা তারা খুব পছন্দ করে। তারা বলেছে আপনার রয়েছে চমৎকার একটি শরীর।" একটু থেমে আবার বললো সে, "তারা বলেছে আপনি আপনার চেহারার ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর, কিন্তু আপনার এরকম করা উচিত নয়। ঠিক আছে, এবার আসল কথাটা বলি, মানে আপনার দাঁত সম্পর্কে, কথাটা মনে হয় এলিন বলেছে, তাই না?"

"হ্যা, এলিন।"

রেবা খুবই সুন্দর অনুকরণ করতে পারে। সে এলিনের কথা বলার ভঙ্গীটি চমৎকারভাবে অনুকরণ করতে পারে। কিন্তু ডোলারাইডের সামনে এটা করার মতো বোকা নয় সে। তার চেয়ে বরং সে এলিনের কথাটাই পড়ে শোনানোর মতো ক'রে বলতে লাগলো।

" 'দেখতে সে খারাপ নয়। সত্যি বলতে কি, আমি এমন অনেক ছেলের সঙ্গে বাইরে গেছি যারা ওর মতো সুন্দর নয়। মিঃ ডোলারাইড দেখতে খুবই পৌরুষদীপ্ত। তার গায়ের চামড়া খুব সুন্দর। তবে চুলগুলো অতোটা সুন্দর নয়।' খুশি হয়েছেন? ওহ্‌, ভুলে গেছিলাম, ও বলেছে আপনি দেখতে যেমন শক্তিশালী আসলেই তেমন শক্তিশালী কিনা।"

"আর?"

"আমি বলেছি আমি জানি না।" গ্লাসটা এক ঢোকে শেষ ক'রে রেবা উঠে দাঁড়ালো। "আপনি কোথায়, মিঃ ডি?" সে যখন তার আর স্টেরিও প্লেয়ারটা মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে তখন রেবা টের পেয়ে বললো। "আচ্ছা, এই তো, এখানে আপনি। আপনি কি জানতে চান আমি এ ব্যাপারে কি ভাবি?"

রেবা হাত দিয়ে তার ঠোঁট দুটো স্পর্শ ক'রে চুমু খেলো। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো ডোলারাইড লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে। আসলে ডোলারাইড একেবারে হতভম্ব।

"এখন আপনি কি আমাকে দেখিয়ে দেবেন বাথরুমটা কোথায়?"

তার হাত ধরে রেবা বাথরুমে চলে গেলো।

"ফিরে যাবার সময় আর আপনাকে লাগবে না, আমি নিজেই যেতে পারবো।"

বাথরুমে নিজের চুলটা ঠিক ক'রে নিলো রেবা। হাতটাও নিলো ধূয়ে। টুথপেস্ট কিংবা মাউথওয়াশ হাতড়ে বেড়ালো। মেডিসিন ক্যাবিনেটটা খোলার চেষ্টা ক'রে বুঝতে পারলো ওটাতে আসলে কোনো দরজা নেই। হাতড়াতে হাতড়াতে বোতলটা খুঁজে পেলো সে।

পার্লারে ফিরে এসে একটা পরিচিত শব্দ শুনতে পেলো রেবা—একটা প্রজেক্টর চলার শব্দ।

"আমাকে একটু হোমওয়ার্ক করতে হবে," ডোলারাইড বললো। রেবার হাতে আরেক গ্লাস মার্টিনি ধরিয়ে দিলো সে।

"অবশ্যই," সে বললো। কিন্তু বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা কি। "আমি তাহলে চলে যাই। আপনি কি একটা ক্যাব ডেকে দেবেন?"

"না। আমি চাই আপনি এখানে থাকুন। কেবল কয়েকটা ফিল্ম আমি একটু চেক ক'রে দেখবো। খুব বেশি সময় লাগবে না।"

তাকে একটা বড় চেয়ারে বসালো সে। রেবা জানে সোফাটা কোথায়। বড় চেয়ারটা ছেড়ে সোফায় গিয়ে বসলো সে।

"এটার কি কোনো সাউন্ডট্র্যাক আছে?"

"না।"

"তাহলে আমি কি গান শুনতে পারি?"

"উমমম।"

রেবা বুঝতে পারছে ডোলারাইড তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে চাইছে রেবা এখানে থাকুক। খালি একটু ভড়কে গেছে ডোলারাইড, এই যা। কিন্তু তার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। রেবা ব'সে পড়লো।

মার্টিনিটা খুব চমৎকার লাগছে।

সোফার অন্যপ্রান্তে বসলো ডোলারাইড। প্রজেক্টরটা এখনও ঘুরছে।

"আপনি কিছু মনে না করলে আমি একটু হাত পা ছড়িয়ে বসি," রেবা বললো। "না, আপনি উঠবেন না। আমার বেশি জায়গা লাগবে না। আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি জাগিয়ে দেবেন, ঠিক আছে?"

সোফায় পা তুলে আরাম ক'রে বসলো রেবা। তার চুলটা ডোলারাইডের ঊরুর উপর গিয়ে পড়লো।

রিমোট দিয়ে ডোলারাইড সুইচ টিপলে চলতে শুরু করলো ফিল্মটা।

ডোলারাইড এই ঘরে মেয়েটার সামনে ব'সে লিডস্ কিংবা জ্যাকোবিদের ফিল্মটা দেখতে চেয়েছিলো। একবার পর্দা এবং আরেকবার রেবার দিকে তাকাতে চায় সে। ডোলারাইড জানে মেয়েটা কখনও এ থেকে বেঁচে যেতে পারবে না। কিন্তু তাকে তো তার ভ্যানে উঠতে দেখেছে কিছু মহিলা। এ নিয়ে ভেবো না। কিছু মহিলা তাকে তার ভ্যানে উঠতে দেখেছে।

এরপর যাদের বাড়িতে সে হানা দেবে সেই শেরম্যান পরিবারের ফিল্মটা দেখবে সে। রেবার সামনেই। যেমন খুশি তাকে দেখবে সে।

পর্দায় একটা 'নতুন বাড়ি' কথাটা লেখা দেখা যাচ্ছে। মিসেস শেরমান এবং বাচ্চা-কাচ্চাদের একটা লংশট। সুইমিংপুলে আনন্দ উচ্ছ্বলতা। মিসেস শেরম্যান সুইমিংপুলের মই ধরে ক্যামেরার দিকে তাকালো। তার ভরাট বুকটা জামার উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

ডোলারাইড নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণের জন্যে গর্বিত হলো। আপন মনে মিসেস শেরম্যানের সাথে কথা বলতে শুরু করলো সে, যেমনটি সে করেছে মিসেস লিডস্ এবং জ্যাকোবির বেলায়।

তুমি এখন আমাকে দেখতে পাবে, হ্যা। এভাবেই তুমি আমাকে দেখতে পাবে, হ্যা।

মিসেস শেরমান একটা বড় টুপি মাথায় পড়েছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। ঘুরে বাঁকা হাসি হেসে ক্যামেরার দিকে পোজ দিলো। তার হাত দুটো মাথার পেছনে। একটু জিভ বের ক'রে ইঙ্গিত করলো সে।

রেবা ম্যাকক্লেইন সোফায় পা উঠিয়ে বসলো মেঝেতে মদের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে। একটু ভারি আর উষ্ণ অনুভব হলো ডোলারাইডের। তার ঊরুর উপর এবার মাথাটা রাখলো রেবা।

সে একেবারে স্থির হয়ে ব'সে আছে। কেবল ফিল্মটা থামাতে কিংবা আগে পিছে করতে বুড়ো আঙুলটা ব্যবহার করছে। পর্দায় দেখা যাচ্ছে মিসেস শেরম্যান মাথায় টুপি পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যামেরার দিকে ঘুরে সে হাসলো।

ডোলারাইড কাঁপতে শুরু করলো এবার। তার খুব গরম লাগছে। কাপড় ভেদ ক'রে একটা উষ্ণ নিঃশ্বাস টের পাচ্ছে এখন। রেবা একটা জিনিস আবিষ্কার করতে পেরেছে।

তার বুড়ো আঙুলটা বিরামহীনভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে সেটার উপর।

তুমি আমাকে এখন দেখবে, হ্যা।

এভাবেই তুমি আমাকে দেখতে পাবে, হ্যা।

তুমি কি টের পাচ্ছো? হ্যা।

রেবা ডোলারাইডের প্যান্টের জিপারটা খুলে ফেললো।

তার মধ্যে ছুরিকাঘাতের ভয় জেঁকে বসেছে। কোনো জীবন্ত নারীর উপস্থিতিতে এর আগে তার যৌন উত্থান ঘটে নি। সে হলো ড্রাগন, তার তো ভয় পাবার কথা নয়।

তার শরীরে আঙুলের ছোঁয়া চলছেই।

ওহ্।

তুমি কি আমাকে এখন টের পাচ্ছো? হ্যা।

তুমি কি এটা টের পাচ্ছো? হ্যা।

পাচ্ছো, আমি জানি। হ্যা।

তোমার হৃদস্পন্দন লাফাচ্ছে; হ্যা।

তার এখন রেবার ঘাড় থেকে আঙুলগুলো সরিয়ে ফেলা উচিত। সরাও। কিন্তু মহিলা তাকে ভ্যানে উঠতে দেখেছে। তার হাতটা সোফার হাতল ধরে মোচরাচ্ছে।

তোমার হৃদস্পন্দন লাফাচ্ছে, হ্যা।

এখন কাঁপতে শুরু করছে।

ওটা এখন কাঁপতে শুরু করছে।

ওটা বের হতে চেষ্টা করছে, হ্যা।

ওটা এখন দ্রুত, প্রজ্জ্বলিত, দ্রুততম আর...

চলে গেছে।

ওহ্, চলে গেছে।

রেবা তার মাথাটা তার কোলে রাখলো। তার শার্টের ভেতর হাত ঢোকাচ্ছে মেয়েটা। তার বুকে হাত বোলাচ্ছে।

"আশা করি তোমাকে ভড়কে দিচ্ছি না," রেবা বললো।

মেয়েটার জীবন্ত কণ্ঠ আসলে তাকে ভড়কে দিচ্ছে। তার বুকের উপর হাত রেখে দিলো রেবা।

"হায় হায়। তুমি এখনও এর জন্যে প্রস্তুত হও নি, তাই না?"

জীবন্ত কোনো নারীর কণ্ঠ। কি অদ্ভুত। শক্তিতে বলিয়ান হলো সে। ড্রাগনের অথবা তার নিজের। সোফা থেকে রেবাকে কোলে তুলে নিলো খুব সহজে। মেয়েটা কোনো রকম বাঁধা দিলো না। উপর তলায় নয়। উপর তলায় নয়। দ্রুত করো এখন। অন্য কোথাও। জলদি। নানীর বিছানায়।

"ওহ্, একটু দাঁড়াও, আমি এগুলো খুলে নিচ্ছি। ওহ্, ছিড়ে গেছে। আমি অবশ্য পরোয়া করছি না। আসো। হায় ঈশ্বর, কি সুন্দর। আমাকে নীচে নামাও। আমাকে তোমার কাছে আসতে দাও, তোমাকে গ্রহণ করতে দাও।"

এই প্রথম কোনো জীবন্ত নারীকে এভাবে স্পর্শ ক'রে তার ভালোই লাগছে। সবই ঠিক আছে : সে তার জীবনটাকে মুক্ত করছে, সমস্ত নশ্বরতাকে পেরিয়ে সে মেয়েটাকে পৌছে দেবে তারা ভরা অন্ধকার রাতে। এই যন্ত্রণাময় গ্রহ থেকে বহু দূরে, কেবল শান্তি আর সুখের এক জগতে।

অন্ধকারে রেবার পাশে শুয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলো ডোলারাইড। তারপর প্রবেশ করলো বেশ ধীরস্থিরভাবে। রেবা ঘুমিয়ে পড়লে এগারো খুনের খুনি তার হৃদস্পন্দনের শব্দ বার বার শুনতে লাগলো।

অনেক ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে এখন। অন্ধকারে কিছু ঝিকমিক করছে। যে পিস্তলটা দিয়ে সে চাঁদের দিকে লক্ষ্য ক'রে গুলি করেছিলো। হংকংয়ে দেখা চমৎকার একটা আতশবাজি যাকে বলা হয় 'ড্রাগন তার মুক্তা ছড়াচ্ছে।'

ড্রাগন।

সারাটা রাত সে রেবার পাশ শুয়ে তার হৃদস্পন্দন শুনে গেলো। এক পর্যায়ে ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো নীচে। গায়ে তার কিমোনোটা চাপিয়ে।

রাতে একবার রেবা আড়মোড়া দিয়ে উঠে ঘুমের মধ্যেই পাশের টেবিলে হাতড়াতে হাতড়াতে গ্লাসটা ধরলো, নানীর একপাটি দাঁত ওটাতে রাখা আছে।

ডোলারাইড তার জন্যে পানি নিয়ে এলো। অন্ধকারেই সেটা ধরলো রেবা। মেয়েটা আবার ঘুমিয়ে পড়লে তার হাতটা সরিয়ে নিলো ডোলারাইড কারণ হাতটা তার শরীরের টাট্টু স্পর্শ করছিলো। তার হাতটা সে নিজের মুখে ধরে রাখলো কিছুক্ষণ।

ভোরের দিতে ডোলারাইড গভীর ঘুমে ঢলে পড়লো।

সকাল ন'টায় ঘুম থেকে উঠে তার ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলো রেবা ম্যাকক্লেইন। বাড়ির যে ছবিটা মনে মনে এঁকে ছিলো সেটা স্মরণ করলো সে। নিঃশব্দে উঠে বাথরুমে চলে গেলো কারো সাহায্য ছাড়াই।

তার গোসল করা শেষ হয়ে গেলেও ডোরারাইড ঘুমিয়ে রইলো। দোমড়ানো মোচড়ানো পোশাকগুলো সব পড়ে আছে বিছানার কাছে ফ্লোরে। সেগুলো হাতড়ে নিয়ে ভাঁজ ক'রে নিজের পার্সে রাখলো রেবা। একটা সূতির জামা পরে হাতের ছড়িটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লো সে।

তাকে ডোলারাইড বলেছিলো আঙিনাটা বেশ বড় আর সমতল। চারপাশে গাছপালা দিয়ে ঘেরা।

সকালের বাতাসটা মনোরম। রোদটা বেশ উষ্ণ। নিজের সারা শরীরে সেই বাতাস আর রোদ মাখতে লাগলো রেবা। কিছু মৌমাছি আছে আশেপাশে, তবে এগুলোকে সে ভয় পায় না। তারাও তাকে বিরক্ত করলো না। ডোলারাইড ঘুম থেকে উঠে সঙ্গে সঙ্গে ভড়কে গেলো। কারণ রেবা তার পাশে ঘুমিয়ে নেই। তবে আস্তে আস্তে সব মনে পড়লো তার। পাশের বালিশটা ফাঁকা।

মেয়েটা কি বাড়ির আঙিনায় হেটে বেড়াচ্ছে? সে কি কিছু খুঁজে পাবে? নানা রাতে কিছু ঘটে গেছে? জঞ্জাল সাফ করতে হবে। তাকে সন্দেহ করা হবে। তাকে হয়তো পালাতে হবে।

বাথরুম, রান্নাঘরে খুঁজে দেখলো সে। বেসমেন্টে অন্য হুইলচেয়ারটা পড়ে আছে। উপরের তলা। উপর তলায় যেতে চাইছে না সে। কিন্তু তাকে দেখে আসতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় তার শরীরের টাট্টুটা প্রসারিত হয়ে গেলো। শোবার ঘরে ড্রাগনের ছবিটা তার দিকে তাকিয়ে আছে। ড্রাগনের সাথে এই ঘরে সে থাকতে পারে না।

উপর তলার একটা জানালা থেকে সে রেবাকে নীচের আঙিনায় দেখতে পেলো।

"ফ্রান্সিস।" সে জানে কণ্ঠটা তার ঘর থেকেই আসছে। জানে এটা ড্রাগনের কণ্ঠ। এই নব্য-দ্বৈততা তাকে এলোমেলো ক'রে দিচ্ছে। রেবার বুকে যখন হাত রেখেছিলো তখন সে এটা প্রথম টের পেয়েছিলো।

এর আগে ড্রাগন তার সাথে কখনও কথা বলে নি। এটা খুবই ভীতিকর।

"ফান্সিস, আসো।"

যে কণ্ঠটা তাকে ডাকছে সেটাকে থামানোর চেষ্টা করলো সে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়ও কণ্ঠটা তাকে ডেকে যাচ্ছে।

মেয়েটা কি কিছু খুঁজে পেতে পারে? নানীর দাঁতটা তো সে সরিয়ে ফেলেছে ঐ সময়, যখন রেবাকে পানি এনে দিয়েছিলো। রেবা তো কিছু দেখতে পায় না। পারবেও না।

ফ্রেডির টেপ! ওটা তো পার্লারে ক্যাসেট রেকর্ডারে আছে। চেক ক'রে দেখলো সে। ক্যাসেটটা রিওয়ার্ড করা আছে। *ট্যাটলার*-এ ফোন করার সময় ওটা সে রিয়াইন্ড করেছিলো কিনা মনে করতে পারলো না।

রেবাকে আর বাড়িতে আনা যাবে না। সে জানে না বাড়িটার কি হবে। রেবা হয়তো অবাক হবে। ড্রাগন হয়তো ধেয়ে আসবে। সে তো জানে কতো সহজে রেবাকে ছিন্নভিন্ন করা যাবে।

কিছু মহিলা তাকে তার ভ্যানে উঠতে দেখেছে। ওয়ারফিল্ড তাকে তার সাথে দেখেছে। দ্রুত সে পোশাক পরে নিলো।

বাগানে ফুলের উপর হাত বোলাচ্ছে রেবা। হঠাৎ ক'রে তার কান খাড়া হয়ে গেলো। বাড়ির ভেতরকার এয়ারকন্ডিশনটা বন্ধ করা হয়েছে। একটু অস্বস্তি লাগলো তার। হাত তালি দিয়ে প্রতিধ্বনিটা শুনে আশ্বস্ত হলো আবার। রেবা তার হাত ঘড়িটার ঢাকনা খুলে সময়টা জেনে নিলো আঙুলের স্পর্শের সাহায্যে। ডোলারাইডকে ঘুম থেকে তুলতে হবে। তাকে বাড়িতে যেতে হবে এখনই।

একটা দরজা খোলা এবং বন্ধ হবার শব্দ শোনা গেলো এবার।

"গুডমর্নিং," রেবা বললো।

কাছে এগিয়ে আসার সময় তার হাতে থাকা চাবির গোছার শব্দটা কানে এলো তার।

কাল রাতে তারা কি করেছে সেটা নিয়ে রেবার মধ্যে কোনো লজ্জা কিংবা বিব্রতভাব নেই। তাকে ক্ষুব্ধ ব'লেও মনে হচ্ছে না। রেবা তার কাছ থেকে দৌড়ে পালাচ্ছে না, তাকে হুমকিও দিচ্ছে না। সে ভাবলো এটা কি তবে এজন্যে, কারণ রেবা তার গোপনাঙ্গ দেখে নি!

রেবা তার কাঁধে হাত রেখে মাথাটা তার বুকে রাখলে তার হৃদস্পন্দটা বেড়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

কোনোভাবে গুডমর্নিং বলতে সক্ষম হলো সে।

"আমার খুবই দারুণ সময় কেটেছে, ডি।"

সত্যি? এর জবাবে কি যেনো বলে? "বেশ। আমারও দারুণ সময় কেটেছে।" *এটাই মনে হয় ঠিক বলা হলো। মেয়েটাকে এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যাও।*

"আমাকে এখন বাড়ি যেতে হবে," মেয়েটা বললো। "আমার বোন আমাকে লাঞ্চের জন্য নিতে আসবে। চাইলে তুমিও আসতে পারো।"

"আমাকে কাজে যেতে হবে," সে বললো। একটা মিথ্যে কথা বললো সে।

"আমি আমার পার্সটা নিয়ে আসছি।"

ওহ্ না। "আমি নিয়ে আসছি।"

ডোলারাইড বুঝতে পারছে না রেবা ম্যাকক্লেইনের সামনে তার কি হলো। কিংবা কেন। দ্বৈততার ব্যাপারটা নিয়ে, নিজের মধ্যে দ্বৈতসত্তার আবির্ভাবে সে ভয় পেয়ে গেছে।

মেয়েটা তাকে হুমকি দিচ্ছে, মেয়েটা তাকে হুমকি দিচ্ছে না।

ডোলারাইড বুঝতে পারছে না রেবা ম্যাকক্লেইনের ব্যাপারে তার অনুভূতিটা কী রকম।

মেয়েটাকে তার বাড়িতে দিয়ে আসার সময় গাড়িতে একটা কুৎসিত ঘটনা তাকে আলোড়িত করলো।

লিন্ডবার্গ বুলেভার্ড অতিক্রম ক'রে ইন্টারস্টেট৭০ থেকে বের হবার আগে ডোলারাইড সার্ভিকো সুপৃম স্টেশনে থেমে তেল ভরে নিতে চাইলো।

ওখানকার লোকটা বেশ মোটাসোটা। তেলের ট্যাংকিটা চেক ক'রে দেখার জন্যে বলতেই লোকটা তার দিকে কেমন ক'রে যেনো তাকালো।

লোকটা তেল ভরে দিলে টাকা দেবার জন্যে ভ্যান থেকে নেমে এলো ডোলারাইড।

লোকটা উইন্ডশিল্ড মুছতে শুরু করলো। মনে হচ্ছে এ কাজে তার দারুন আগ্রহ।

রেবা ম্যাকক্লেইন ব'সে আছে। তার স্কার্টটা হাটুর উপর উঠে আছে কিছুটা। সিটের পাশেই আছে তার সাদা ছড়ি।

লোকটা কাঁচের ভেতর দিয়ে রেবাকে দেখছে চোখ দুটো গোল গোল ক'রে।

ব্যাপারটা খেয়াল করলো ডোলারাইড। গাড়ির ড্রাইভার সিটের কাছে গিয়ে ওয়াইপারটা চালু ক'রে দিলে লোকটার আঙুলে সেটা আঘাত করলো।

"আরে, করছেন কি,"

"শূয়োরের বাচ্চা," ডোলারাইড বেশ স্পষ্ট ক'রে বললো কথাটা।

"আরে, আপনার সমস্যাটা কি?" লোকটা প্রায় ডোলারাইডের সমান উচ্চতার। তবে তার মতো পেশীবহুল পেটানো শরীরের নয়। লোকটার দাঁত বেশ নোংরা।

"তোমার দাঁতের কি হয়েছে?" আস্তে ক'রে বললো ডোলাইরাইড।

"তোমার তাতে কি?"

"বানচোত, এগুলো কি তুমি তোমার বয়ফ্রেন্ডের কাছ থেকে টেনে খুলে নিয়েছো?" ডোলারাইড খুব কাছে চলে এসেছে এখন।

"এখান থেকে চলে যাও।"

শান্ত কণ্ঠে বললো সে, "শূয়োর। বোকাচোদা। গর্দভ। ছোটো লোক।"

একটা ঘুষিতেই ডোলারাইড তাকে ভ্যানের গায়ে আছড়ে ফেললে লোকটার হাতে থাকা তেলের ক্যানটা মেঝেতে পড়ে গেলো।

সেটা তুলে নিলো ডোলারাইড।

"পালাবে না। আমি তোমাকে ধরতে পারবো।" ক্যানের মুখটা খুলে ওটার ধারালো মুখটার দিকে তাকালো সে।

লোকটার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। ডোলারাইডের চোখে-মুখে এমন একটা কিছু সে দেখছে যা এ জীবনে দেখে নি।

ডোলারাইড দেখলো বুঝতে পারলো তার হাতের সেই ক্যানটার ধারালো মুখ লোকটার বুকে গিয়ে আঘাত হানতে উদ্যত। একেবারে হৃদপিণ্ড বরাবর। উইন্ডশিল্ড দিয়ে রেবার মুখটা সে দেখেছে। সজোরে মাথা নাড়ছে সে। কিছু একটা বলছে। জানালার কাঁচটা নামানোর জন্যে হাতড়াচ্ছে রেবা।

"জীবনে কখনও হাড়গোর ভেঙেছে, বানচোত?"

লোকটা মাথা নেড়ে জানালো, না। "আমি তো আপনাকে ওভাবে কিছু বলি নি। বিশ্বাস করুন।"

ডোলারাইড ক্যানটা এবার লোকটার মুখের সামনে তুলে ধরলো। তারপর আস্তে ক'রে নামিয়ে এনে মাটিতে ফেলে দিলো সেটা।

"তোমার ঐ শূয়োর মার্কা চোখ দুটো সামলে রাখবে।" লোকটার শার্টের পকেটে তেলের পাওনা টাকাগুলো নিজ হাতে ঢুকিয়ে দিলো সে। "এবার তুমি পালাতে পারো," সে বললো। "তবে মনে রেখো যেকোনো সময় আমি তোমাকে ধরতে পারবো।"

অধ্যায় ৩৬

শনিবার ওয়াশিংটনের এফবিআই'র হেডকোয়ার্টারে উইল গ্রাহামের নামে টেপটা এসে পৌছালো। লাউন্ডস যেদিন খুন হয় সেদিন এটা শিকাগো থেকে মেইল করা হয়েছে।

ক্যাসেটের কেস এবং প্যাকেটে কোনো কিছু খুঁজে পেলো না ল্যাটেন্ট প্রিন্ট টিম।

বিকেলের মধ্যেই টেপের একটা কপি শিকাগোতে পাঠিয়ে দেয়া হলো সন্ধ্যার আগেই সেটা স্পেশাল এজেন্ট চেস্টার জুরিদের রুমে অবস্থান করা গ্রাহামের কাছে পৌছে দিলো। টেপটার সাথে লয়েড বাওম্যানের একটা মেমো সংযুক্ত :

> ভয়েসপ্রিন্ট বিশ্লেষণ ক'রে দেখা গেছে কণ্ঠটা লাউন্ডসেরই। এটা নিশ্চিত তাকে দিয়ে কথাগুলো বলানো হয়েছে। টেপটা একেবারে নতুন, তিন মাস আগে এটা তৈরি করা হয়েছে। এর আগে এটা ব্যবহার করা হয় নি। আচরণ বিজ্ঞান এটার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করেছে। আপনি সিদ্ধান্ত নিলে ডাঃ ব্লুম এটা শুনবেন।
> বোঝা যাচ্ছে খুনি আপনাকে ঘাবড়ে দেবার চেষ্টা করছে।
> আমার বিশ্বাস, এটা সে প্রায়ই করবে।

গ্রাহাম জানে এই টেপটা সে শুনবেই। চেস্টার চলে যাওয়ার আগপর্যন্ত সে অপেক্ষা করলো।

টেপরেকর্ডারটা ছোট্ট আর ধূসর রঙের। গ্রাহাম টেবিলের উপর সেটা রেখে টেপটা ছেড়ে দিলো।

একজন টেকনিশিয়ানের কণ্ঠ শোনা গেলো প্রথমে : "কেস নাম্বার ৪২৬২৩৮, আইটেম ৮১৪, ট্যাগ এবং তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে। একটা টেপ ক্যাসেট। এটা রি-রেকর্ডিং।"

একটা ছোট্ট বিরতি।

ফ্রেডি লাউন্ডসের কণ্ঠটা ক্লান্ত আর ভয়ার্ত।

"আমি খুব সম্মানিত বোধ করছি। আমি...আমি বিস্ময়ের সাথে...বিস্ময় এবং হতবাক হয়ে...মহান রেড ড্রাগনের শক্তিমত্তা দেখেছি।"

অরিজিনাল রেকর্ডিংটা বার বার থেমে থেমে করা হয়েছে। খটখট ক'রে শব্দ হয়ে বিরতি হচ্ছে। গ্রাহাম বুঝতে পারলো ড্রাগনের আঙুল এই কাজটা করেছে।

"আমি তার সম্পর্কে মিথ্যে বলেছি। আমি যা লিখেছি সবই মিথ্যে। উইল গ্রাহাম এটা আমাকে করতে বলেছে। আমি...আমি ড্রাগনের বিরুদ্ধে কুৎসা করেছি। তারপরও... ড্রাগন আমার উপর সদয় হয়েছে। এখন আমি তার সেবা করবো। সে আমাকে বুঝতে সাহায্য করেছে। সে দারুণ একজন। আমি তার প্রশংসা করি। সংবাপত্রগুলো যেনো তাকে সম্মানের সাথে সম্বোধন করে।

"সে জানে তুমি আমাকে দিয়ে মিথ্যে বলিয়েছো, উইল গ্রাহাম। কারণ আমি এটা করতে বাধ্য হয়েছি। আমার প্রতি যতোটা হয়েছে তারচেয়েও বেশি ক্ষমাশীল হবে তোমার প্রতি, উইল গ্রাহাম।

"তোমার ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে সে, উইল গ্রাহাম...তুমি টের পাবে তোমার পেট মোচড়াচ্ছে।"

গ্রাহাম মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

"আরো আছে...তোমার জন্যে। আমার ঠোঁট থেকে তুমি আরো ভয়ংকর কথা শুনবে।"

একটা চিৎকারের পর থেমে গেলো টেপটা। তারপর যে কণ্ঠটা শোনা গেলো সেটা আরো ভয়ংকর। "বানটোট, টুমি কঠা দিয়েঠিলে।"

গভীর ক'রে একটা নিঃশ্বাস নিলো গ্রাহাম। এক ঘণ্টা ধরে সে টেপটা বার বার শুনে গেলো।

এমন সময় দরজায় নক্ হলে গ্রাহাম দেখতে পেলো শিকাগো এফবিআই অফিসের এক তরুণ কেরাণী। তাকে ভেতরে আসার জন্যে ইশারা করলো সে।

"আপনার কাছে একটা চিঠি এসেছে," কেরাণী বললো। "মিঃ চেস্টার ওটা আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাকে বলেছেন নিশ্চিত হবার জন্যে। বলেছেন পোস্টাল ইন্সপেক্টর ফ্লুরোস্কোপ করেছেন এটা।"

চিঠিটা বের করার সময় গ্রাহাম আশা করলো ওটা বুঝি মলির কাছ থেকেই এসেছে।

"এটাতে স্ট্যাম্প লাগানো, দেখেছেন?"

"ধন্যবাদ তোমাকে।"

"আপনার বেতনটাও দেয়া হয়েছে।" কেরাণী চেকটা বের ক'রে গ্রাহামের হাতে তুলে দিলো।

টেপে ফ্রেডি আরেকটা চিৎকার দিলে এমন সময়।

তরুণ কেরাণী ভুরু কুচ্‌কে তাকালো সেদিকে।

"দুঃখিত," গ্রাহাম বললো তাকে।

"আপনি যে কি ক'রে এসব সহ্য করেন, বুঝি না," কেরাণী বললো।

"আপনি বাসায় চলে যান," বললো গ্রাহাম।

চিঠিটা ডক্টর লেকটারের কাছ থেকে এসেছে দেখে একটা স্বস্তি পেলো গ্রাহাম।

প্রিয় উইল,

তুমি মিঃ লাউন্ডসের জন্যে যা করেছো তার জন্যে তোমাকে ছোট্ট একটা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এটাকে আমি সাধুবাদ জানাই। কি চতুর লোকই না তুমি!

মিঃ লাউন্ডস প্রায়ই আমাকে তার অজ্ঞতা দিয়ে ক্ষেপিয়ে তুলতো। তবে একটা বিষয়ে সে আমাকে বেশ ভালোভাবে জ্ঞাত করেছে—মানসিক হাসপাতালে তোমার সময়ের কথাগুলো। আমার অযোগ্য উকিল এটা আদালতে বেশ ভালোমতোই উপস্থাপন করবে, জানি। বাদ দাও এসব কথা।

উইল, তুমি জানো, তুমি খুব চিন্তিত। তুমি যদি একটু রিলাক্স করতে তবে অনেক প্রশান্তিতে থাকতে।

আমরা আমাদের স্বভাব আবিষ্কার করি না, উইল, ওগুলো আমাদের হাড়-মাংস, কলিজা আর লিভারের সাথে সাথেই এসে থাকে। তবে কেন এতো লড়াই?

আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই, উইল। আর সেটা আমি এই প্রশ্নটা করার মধ্য দিয়েই শুরু করতে চাইছি : মিঃ গ্যারেট জ্যাকোব হবস্‌কে গুলি ক'রে মারার পর যখন তুমি বিষাদগ্রস্তত হয়ে পড়েছিলো সেটা খুন করার জন্যে হয় নি, তাই না? তাকে খুন করাটা খুব ভালো লেগেছে ব'লে কি সত্যি তোমার খারাপ লাগে নি?

এটা নিয়ে ভাবো, তবে চিন্তিত হয়ো না। কেন এটা ভালো লাগে না? এটা তো ভালো লাগারই কথা—ঈশ্বরের কাছে—উনি তো সব সময় এমনই করেন। আমরা কি তার ইমেজগুলো তৈরি করি না?

গতকালের পত্রিকাগুলোতে তুমি হয়তো খেয়াল ক'রে দেখেছো, বুধবার রাতে টেক্সাসে ঈশ্বর একটা চার্চের ছাদ ধসিয়ে তার চৌত্রিশজন উপাসককে হত্যা করেছে—তারা সেই সময় তো তারই প্রশংসার গান গাইছিলো। তোমার কি মনে হয় না এটা ভালো লাগার মতো ঘটনা?

চৌত্রিশজন। উনিই তোমাকে দিয়ে হবস্‌ সাহেবকে হত্যা করিয়েছেন।

গত সপ্তাহে উনি ফিলিপাইনে এক বিমান দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ১৬০ জনকে মেরেছেন—উনি তোমাকে দিয়ে বেচারা হবস্‌কে হত্যা করিয়েছেন। তিনি তোমাকে দিয়ে এই পর্যন্ত দুটো হত্যা করিয়েছেন। এটা অবশ্য ঠিকই আছে।

পত্রিকাগুলো খেয়াল করো। ঈশ্বর সব সময় এক্ষেত্রে এগিয়ে থাকেন।

নিবেদনে
হ্যানিবাল লেকটার,
এম.ডি

গ্রাহাম জানে হব্‌সের ব্যাপারে ডক্টর লেকটার একদম ঠিক কথা বলেছে। তবে আধ সেকেন্ডের জন্যে সে ভাবলো লাউন্ডসের কেসের ব্যাপারেও লেকটার ঠিক ঠিক জানে কিনা। তার মন বললো, জানে।

গ্রাহামই লাউন্ডস্‌কে বিপদে ফেলেছে। সেটা কি সে ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে? ড্রাগনকে ধরার জন্যে?

"ঐ উন্মাদ বানচোতকে আমি কেটে টুকরো টুকরো করবো," কথাটা উচ্চারণ করেই ফেললো সে।

সে একটু বিরতি চাচ্ছে। উইলির দাদার বাড়িতে মলিকে ফোন করলেও কেউ ফোন ধরলো না। "হয়তো ঐ মোটরহোমে ক'রে তারা বাইরে গেছে," বিড়বিড় ক'রে বললো গ্রাহাম।

কফির জন্যে সে বাইরে গেলে জুয়েলারি স্টোরের জানালা দিয়ে সোনার একটা ব্রেসলেট দেখতে পেলো গ্রাহাম। তার বেতনের চেকটার পুরোটা দিয়েই এটা কিনতে হবে। ব্রেসলেটটা প্যাকেটে মুড়িয়ে মেইল স্ট্যাম্প লাগিয়ে নিলো সে। মেইলড্রপ করার সময় যখন নিশ্চিত হলো কেউ নেই, তখনই অরিগনে মলির ঠিকানায় সেটা ড্রপ ক'রে দিলো। গ্রাহাম বুঝতে না পারলেও মলি জানে সে কেবল রেগে গেলেই মলিকে উপহার দেয়।

জুরি রুমে ফিরে গিয়ে কাজ করতে চাইছে গ্রাহাম। কিন্তু তাকে যেতেই হবে। ভ্যালেরি লিড্‌সের ভাবনাটা তাকে উৎসাহী ক'রে তুললো এ সময়।

আমি দুঃখিত আমি এই মুহূর্তে ফোনটা ধরতে পারছি না, ভালেরি লিডস বলেছিলো।

মহিলার সাথে তার পরিচয় থাকলে বেশ ভালো হোতো। এটা তার কাছে অবশ্য ছেলে মানুষী ব'লে হচ্ছে।

নিজেকে ধাতস্থ ক'রে ভিকটিমের প্রোফাইল নিয়ে মনোসংযোগ করলো সে। একগাঁদা রিপোর্ট আর নিজের অবজারভেশন একসাথে সমন্বয় ক'রে ভাবতে শুরু করলো উইল গ্রাহাম।

ধনী। এটা একটা মিল। দুটো পরিবারই ধনী ছিলো। এটা অদ্ভুত যে, ভ্যালেরি প্যান্টি হোসের মধ্যে জমানো টাকা রাখতো।

গ্রাহাম ভাবলো মহিলা শৈশবে খুব বেশি দরিদ্র ছিলো কিনা। তার মনে হলো ছিলো।

গ্রাহাম নিজেও দরিদ্র এক শিশু ছিলো। বাবার সাথে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতো সে। সবসময়ই নতুন নতুন স্কুল। গিতু হতে পারে নি কখনও। ধনীদের ব্যাপারে তার মধ্যে একটা ক্ষোভ ছিলো বলা যায়।

ভ্যালেরি লিড্‌সের অবশ্যই দরিদ্র শৈশবকাল ছিলো। তার ফিল্মটা দেখার লোভ জাগলো আবার। কোর্টরুমে সে এটা দেখতে পারে না। লিডস্‌রা তার বর্তমান সমস্যা নয়। লিডস্‌দের সম্পর্কে সে জানে। জানে না জ্যাকোবিদেরকে।

জ্যাকোবিদের সম্পর্কে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। তাদের ডেট্রয়টের বাড়িটা আগুনে পুড়ে যাওয়ায় সব কিছু হারিয়ে গেছে—পারিবারিক ছবি, ডায়রি, ইত্যাদি।

তারা যেসব জিনিস চাইতো, কিনতো এবং ব্যবহার করতো সেসব জিনিসের মধ্য দিয়ে তাদেরকে জানার চেষ্টা করলো গ্রাহাম। এটাই তার করার আছে কেবল।

জ্যাকোবিদের সহায় সম্পদের ফাইলটা তিন ইঞ্চির মতো পুরু। তালিকার বেশিরভাগ জিনিসই তাদের বার্মিংহামে চলে আসার পর নতুন বাড়ির জন্যে কেনা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। *ঐসব জিনিসগুলো দেখো।*

জ্যাকোবিদের একটা স্কিবোট ছিলো, লিডস্‌দেরও তাই। জ্যাকোবিদের থ্রি-চাইলার ছিলো, আর লিডস্‌দের ছিলো একটা ট্রেইল-বাইক। আঙুলে থু থু মেখে গ্রাহাম পাতা ওল্টাতে শুরু করলো।

চতুর্থ আইটেমটা হলো চিনন প্যাসিফিক মুভি প্রজেক্টর।

গ্রাহাম থেমে গেলো, এটা তার চোখ এড়িয়ে গেলো কিভাবে? সে তো সব কিছু তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখেছে। তারপরও এটা তার চোখে পড়ে নি।

প্রজেক্টরটা কোথায়? পনেরো মিনিট লাগলো তালিকায় ওটা খুঁজে দেখতে। নেই। কোনো প্রজেক্টরের উল্লেখ নেই। ক্যামেরা কিংবা ফিল্মেরও না।

গ্রাহাম তার সামনে রাখা জ্যাকোবিদের হাসিমুখের ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো চেয়ারে হেলান দিয়ে।

এটা দিয়ে তুমি কি করেছো?

ওটা কি চুরি হয়েছে?

খুনি কি ওটা চুরি করেছে?

যদি খুনি ওটা চুরি ক'রে থাকে তবে কি চুরি করা মালামাল যারা রাখে তাদের কাছে আছে?

হায় ঈশ্বর,আমি যেনো ওরকম একজনকে ধরতে পারি।

গ্রাহাম আর ক্লান্ত না। আরো কিছু মিস্ করেছে কিনা খতিয়ে দেখলো সে। একঘন্টা ধরে কাগজপত্র ঘেটে দেখলো, সবই তালিকাবদ্ধ করা আছে কেবল ছোটোখাটো মূল্যবান জিনিসগুলো বাদে। ওগুলো হয়তো তাদের উকিল বায়রন মেটকাফের কাছে ব্যাংকের ভল্টে রাখা আছে, বার্মিংহামে।

সবই তালিকায় আছে, কেবল দুটো জিনিস বাদে।

"ক্রিস্টালের একটা বক্স, ৪"×৩", স্টার্লিং সিলভারের ঢাকনা, ইনসুরেন্স ডিক্লারেশনে ছিলো, তবে সেটা লক্‌বক্সে নেই। 'স্টার্লিং পিকচার ফ্রেম, ৯"×১১" ইঞ্চির। লতাপাতা আর ফুলের নক্সা করা।' সেটাও ভল্টে নেই।

চুরি হয়েছে? হারিয়ে গেছে? ওগুলো ছোটোখাটো আইটেম। সহজেই লুকানো যায়। ট্রেস্ করা অসম্ভব না হলেও খুব কঠিন। কিন্তু মুভি ইকুইপমেন্টের ভেতরে বাইরে সিরিয়াল নাম্বার থাকে। এটা ট্রেস্ করা যাবে।

খুনি কি তাহলে একজন চোর?

জ্যাকোবিদের দাগলাগা ছবিটার দিকে তাকাতেই গ্রাহাম টের পেলো নতুন সংযোগ খুঁজে পাবার শিহরণটা। কিন্তু সে যখন জবাবটার দিকে তাকালো দেখতে পেলো সেটা তিক্ত, হতাশাজনক আর খুবই ক্ষুদ্র।

জুরি রুমে একটা ফোন আছে। গ্রাহাম বার্মিংহাম হোমিসাইডে ফোন করলো তিনটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত যে ওয়াচ কমান্ডার থাকে পেয়েও গেলো।

"জ্যাকোবিদের কেসে আমি লক্ষ্য করেছি আপনারা সব কিছুরই তালিকা তৈরি করেছেন, ঠিক আছে?"

"আচ্ছা, আমি অন্য কাউকে দিচ্ছি, সে বলতে পারবে," ওয়াচ কমান্ডার বললো।

পাঁচ মিনিট বাদে ফোনটা ধরলো এক কেরাণী।

"ঠিক আছে বলুন, আপনি কি চান?"

"মৃতের ছেলে নাইল্‌স জ্যাকোবি—সে কি তালিকায় আছে?"

"উমমম, হ্যা। জুলাই ২, সাতটা বাজে। ব্যক্তিগত আইটেমগুলো নেবার অনুমতি তার রয়েছে।"

"তার কি একটা সুটকেস আছে?"

"না। দুঃখিত।"

ফোনে বায়রন মেটকাফের কণ্ঠটা খুব ফ্যাসফ্যাসে শোনালো।

"আশা করি আমি আপনাকে বিরক্ত করছি না।"

"আপনার জন্যে কি করতে পারি, উইল?"

"নাইলস্ জ্যাকোবির ব্যাপারে সাহায্য লাগবে আমার।"

"সে আবার কি করেছে?"

"আমার মনে হয় তারা খুন হবার পর সে জ্যাকোবিদের বাড়ি থেকে কিছু জিনিস সরিয়েছে।"

"উমমম।"

"আপনার লকবাক্স থেকে একটা ছবির ফ্রেম পাওয়া যাচ্ছে না। বার্মিংহামে থাকার সময় আমি নাইল্‌সের ডরমিটরি থেকে তার পরিবারের একটা ছবি নিয়েছিলাম। সেটা ফ্রেমে থাকার কথা।"

"বানচোত একটা ছেলে। আমি তাকে তার জামাকাপড় আর কিছু বই নেয়ার জন্যে অনুমতি দিয়েছিলাম," মেটকাফ বললো।

"নাইল্‌সের কিছু ব্যয়বহুল বন্ধু রয়েছে। আমি ঐ জিনিস খুঁজছি—একটা মুভি ক্যামেরা এবং মুভি প্রজেক্টরও পাওয়া যাচ্ছে না। আমি জানতে চাইছি ওগুলো সে নিয়ে গেছে কিনা। সম্ভবত নিয়ে গেছে। যদি সে না নিয়ে থাকে তবে সেগুলো খুনি সরিয়েছে। সেক্ষেত্রে আমাদের দরকার হবে ওগুলোর সিরিয়াল নাম্বার। ওগুলো আমরা তল্লাশীর তালিকায় রাখতে চাচ্ছি। ছবির ফ্রেমটা হয়তো ইতিমধ্যে গালিয়ে ফেলা হয়েছে। মূল্যবান ধাতুর ফ্রেম তো।"

"তার সঙ্গে কথা বলবো আমি।"

"আরেকটা জিনিস—নাইল্‌স যদি প্রজেক্টরটা নিয়ে থাকে তবে ফিল্মটাও তার কাছে আছে। ওগুলো সে বিক্রি করতে পারবে না। আমি ফিল্মটা চাই। ওটা আমাকে দেখতে হবে। আপনি যদি তাকে সোজাসুজি এ কথা জানান তবে সে সব কিছু অস্বীকার ক'রে ফিল্মটা নষ্ট ক'রে ফেলবে।"

"ঠিক আছে," মেটকাফ বললো। "আমি তারও এক্সিকুইটার, সুতরাং, কোনোরকম ওয়ারেন্ট ছাড়াই তার সব কিছু তল্লাশী করতে পারি। আপনাকে আমি ফোন করবো।"

গ্রাহাম আবার কাজে ফিরে গেলো।

ধনী। এই ব্যাপারটা প্রোফাইলে রেখে দাও, পুলিশ ব্যবহার করতে পারবে।

গ্রাহাম ভাবতে লাগলো মিসেস লিডস্ এবং মিসেস জ্যাকোবি কখনও টেনিস পোশাকে নিজেদের কেনাকাটা করেছে কিনা। কিছু কিছু এলাকায় এটা একটা ফ্যাশনেবল কাজ। আবার কিছু কিছু এলাকায় এটা একেবারে গর্দভের মতো কাজ, কারণ এটা দ্বিগুন উস্কানিমূলক—শ্রেণীবিদ্বেষ আর একই সময় কামনা জাগিয়ে তোলা।

গ্রাহাম কল্পনা করলো তারা স্কার্ট পরে গ্রোসারি ক্রার্ট ঠেলতে ঠেলতে নিজেদের উরু প্রদর্শন ক'রে কেনাকাটা করছে—লাঞ্চ কিনতে আসা কোনো বদমাশ লোকের পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় সেই লোক চোখ দিয়ে তাদের সম্ভোগ করছে।

তিনটা বাচ্চা আর পোষাপ্রাণী আছে, এরকম কয়টা পরিবার ওখানে আছে?"

গ্রাহাম যখন সম্ভাব্য ভিকটিমদের ছবিটা কল্পনা করলো, দেখতে পেলো অভিজাত সব বাড়ি-ঘরে চতুর আর সফল ব্যক্তিদেরকে।

কিন্তু ড্রাগন তার পরবর্তী যে শিকারটা করবে তাদের কোনো বাচ্চা-কাচ্চা কিংবা পোষাপ্রাণী নেই। নেই অভিজাত কোনো বাড়ি। ড্রাগন যাকে গ্রাস করবে সে হলো ফ্রান্সিস ডোলারাইড।

অধ্যায় ৩৭

উপরের ফ্লোরের ভারোত্তলনের থাম্বগুলো পুরনো বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো।

আগের চেয়ে অনেক বেশি ভারোত্তোলন করতে শুরু করলো ডোলারাইড। ব্যায়াম ক'রে পেশী সুগঠিত করার দিকে মনোযোগ দিলো সে। তার কস্টিউমটা আলাদা। সোয়েটারপ্যান্টস তার টাট্টুটা ঢেকে রেখেছে। আর দেয়ালে টাঙানো *দ্য রেড ড্রাগন অ্যান্ড দি ওম্যান ক্লোথড উইথ দ্য সান*-এর উপর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে সোয়েটশার্টটা। তার কিমোনো পোশাকটা দেয়ালে এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে যেনো সাপের চামড়া সেটা। ওটা দিয়ে আয়নাটা ঢাকা আছে।

ডোলারাইড কোনো মুখোশ পরে নেই।

দুশো আশি পাউন্ড ওজনের ডাম্বেলটা একটানে বুকের উপর তুলে নিলো সে। এবার আরেক টানে সেটা তুলে ফেললো মাথার উপর।

"কার কথা ভাবছো তুমি?"

কণ্ঠটা শুনে চমকে গেলো সে। হাতের ওজনটা প্রায় ফেলেই দিয়েছিলো। ধপাস ক'রে সেটা মেঝেতে নামিয়ে রাখলে ভোতা একটা শব্দ হলো।

ঘুরে তাকালো সে। যেখান থেকে কণ্ঠটা এসেছে সেদিকে।

"কার কথা ভাবছো তুমি?"

কে কথা বলছে বুঝতে পারলো, আর সঙ্গে সঙ্গে ভীত হয়ে পড়লো সে। শুরু থেকেই সে আর ড্রাগন একই ছিলো। এখন সে রূপান্তরিত হচ্ছে, ড্রাগনটা তার উপর চেপে বসছে। তাদের দেহ, কণ্ঠ আর আকাঙ্খা একই।

এখন না। রেবাকে দেখার পর থেকে নয়। রেবার কথা ভেবো না।

"কে গ্রহনযোগ্য?" জানতে চাইলো ড্রাগন।

"মিসেস...এরম্যান—শেরম্যান," ডোলারাইডের জন্যে কথাটা বলা বেশ কষ্টসাধ্য হলো।

"কথা বলো। আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। কার কথা ভাবছো তুমি?"

ডোলারাইড ডাম্বেলটার দিকে তাকালো। তুলে নিলো সেটা মাথার উপর। এবার আরো শক্ত ক'রে।

"মিসেস...এরম্যান পানিতে ভিঁজছে।"

"তুমি তোমার ছোট্টমনিটার কথা ভাবছো, তাই না? তুমি চাও ঐ মহিলা তোমার ছোট্টমনি হোক, তাই না?"

ডাম্বেলটা আছাড় মেরে মেঝেতে ফেলে দেয়া হলো।

"আমার কোনো ছোট্ট সোনামনি নেই..." ভয়ে তার কথাবার্তা আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

"একটা বোকার মতো মিথ্যে বললে।" ড্রাগনের কণ্ঠটা খুবই শক্তিশালী আর পরিষ্কার। সে কোনো রকম আড়ষ্টতা ছাড়াই কথা বলছে। তোতলাচ্ছে না। "তুমি রূপান্তরের কথা ভুলে গেছো। শেরম্যানদের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করো। ডাম্বেলটা তোলো।"

ডোলারাইড ডাম্বেলটা তুললো, ঘাবড়ে গেছে সে। মরিয়া হয়ে শেরম্যানদের কথা ভাবার চেষ্টা করলো সে। এরপরই মিসেস শেরম্যান। অন্ধকারে মিঃ শেরম্যানের সাথে লড়াই করছে। তাকে ধরে রাখলো শক্ত ক'রে যতোক্ষণ না তার বুকের সমস্ত রক্ত বের হলো। এটাই একমাত্র হৃদপিণ্ড যেটার স্পন্দন সে শুনতে পাচ্ছে। রেবার হৃদস্পন্দন সে শুনতে পায় নি। শুনতে পায় নি।

ভয় তার শক্তিকে শুষে নিয়েছে। তার উরুর উপর ডাম্বেলটা তুললেও বুকের উপর সেটা তুলতে পারলো না। সে ভাবলো শেরম্যানরা তার আশেপাশেই আছে। খোলা চোখ, খুব ভালো কথা নয়। ওটা একেবারে ফাঁকা। শূন্য। ওনজটা আবারো মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়লো।

"গ্রহণযোগ্য নয়।"

"মিসেস..."

"আরে তুমি তো এমনকি মিসেস শেরম্যানের নামটা পর্যন্ত বলতে পারো না। তুমি শেরম্যানদেরকে পাকড়াও করার ইচ্ছা কখনও পোষণও করো নি। তুমি রেবা ম্যাকক্লেইনকে চাও। তুমি চাও সে তোমার ছোট্ট সোনামণি হবে। তাই না? তুমি তার বন্ধু হতে চাও।"

"না।"

"মিথ্যে!"

"নিয়াস মোর এ নিডো ওয়াইও।"

"কিছুক্ষণের জন্যে? ঠোঁট কাটা এক বানচোত তুমি। কে তোমার বন্ধু হতে যাবে? এখানে আসো। আমি তোমাকে দেখাচ্ছি তুমি আসলে কি।"

ডোলারাইড একটুও নড়লো না।

"তোমার মতো নোংরা, জঘন্য বাচ্চা আমি জীবনেও দেখি নি। এখানে আসো।"

সে এগিয়ে গেলো।

"সোয়েটশার্টটা নামিয়ে রাখো।"

নামিয়ে রাখালো সে।

"আমার দিকে তাকাও।"

দেয়াল থেকে ড্রাগন তার দিকে জ্বলজ্বল চোখে চেয়ে আছে।

"কিমোনোটা সরাও। আয়নায় নিজেকে দেখো।"

সে তাকালো। না তাকিয়ে পারলো না। নিজেকে বিধ্বস্ত দেখতে পেলো সে।

"দেখো নিজেকে। আমি তোমার ছোট্ট সোনামণির জন্যে একটা সারপ্রাইজ দেবো। ঐ বাজে জিনিসটা শরীর থেকে খুলে ফেলো।"

ডোলারাইডের হাত দুটো তার গায়ের পোশাকটা নিয়ে যুদ্ধ শুরু ক'রে দিলো। ছিড়ে গেলো সেটা। ডান হাতে ছেঁড়াফাঁড়া পোশাকটা তুলে ধরলো আয়নার সামনে।

এরপর ছুড়ে মারলো ঘরের এককোণে। মেঝেতে ধপাস ক'রে পড়ে কুঁকড়ে গেলো সে। নিজেকে দু'হাতে জড়িয়ে গোঙাতে লাগলো, তার নিঃশ্বাস খুব দ্রুত পড়ছে এখন। জিমনেসিয়ামের কড়া আলোয় নিজের শরীরের টাট্টুটা অসাধারণ দেখাচ্ছে।

"আমি তোমার মতো নোংরা আর জঘন্য কোনো বাচ্চা এ জীবনে দেখি নি। যাও, তাদেরকে শেষ করো।"

"আয়মাহ্।"

"ধরো ওদেরকে।"

ঘর থেকে বের হয়ে ড্রাগনের দাঁতটা নিয়ে ফিরে এলো সে।

"নিজের তালুতে ওগুলো রাখো। আমার দাঁতগুলো একসঙ্গে চেপে ধরো আঙুল দিয়ে।"

ডোলারাইডের বুকের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠলো।

"তুমি জানো কিভাবে তারা আঘাত করতে পারে। এবার ওগুলোকে তোমার পেটের নীচে চেপে ধরো।"

"না।"

"যা বলছি তাই করো...এবার দেখো।"

দাঁতগুলো তাকে ব্যথা দিতে শুরু করেছে। মুখের থুতু এবং অশ্রুজল তার বুকে এসে পড়ছে এখন। "স্লিডস্।"

"তুমি ফালতু একজন। তোমাকে রূপান্তরিত করা হবে না। তুমি আসলেই ফালতু। আমি তোমার একটা নাম দেবো। তুমি একটা বোকাচোদা। বলো এটা।"

"আমি একটা বোকাচোদা।"

"খুব জলদিই আমি তোমাকে ঝেড়ে ফেলবো," ড্রাগন বললো। "সেটা কি ভালো হবে?"

"ভালো হবে।"

"এরপর কাকে ধরা হবে?"

"মিসেস...এরম্যান..."

তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণা ডোলারাইডের শরীরে বয়ে গেলো। যন্ত্রণা আর ভয়ংকর ভয়।

"আমি এটা ছিঁড়ে ফেলবো।"

"রেবা, রেবা, আমি রেবাকে দেবো তোমায়।" তার আড়ষ্টতা কেটে গেছে। স্পষ্ট ক'রে কথা বলছে এখন।

"তুমি আমাকে কিছু দেবে না। সে তো আমারই। তারা সবাই আমার। রেবা ম্যাকক্লেইন এবং শেরম্যানরা, সবাই।"

"রেবা, তারপর শেরম্যানরা। পুলিশের লোকেরা জানতে পারবে।"

"সেই দিনের জন্যে আমি অপেক্ষায় আছি। এতে কি তোমার সন্দেহ আছে?"

"না।"

"তুমি কে?"

"বোকাচোদা।"

"তুমি আমার দাঁতগুলো সরিয়ে রাখতে পারো। তুমি আমার কাছ থেকে আমাদের ছোট্ট সোনামণিকে নিজের কাছে নিয়ে রাখবে। রাখবে না? আমি তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে তোমার কুৎসিত মুখে সেইসব টুকরো ঘষবো। আমার

বিরোধীতা করলে মেয়েটার নাড়িভূড়ির সাথে তোমাকেও ঝুলিয়ে রাখবো। তুমি জানো আমি সেটা করতে পারি। ডাম্বেলে তিনশো পাউন্ড ওজন লাগাও।"

ডোলারাইড ডাম্বেলে লোহার প্লেটগুলো লাগালো। ২৮০ পাউন্ডের বেশি ওজন সে কখনও তোলে নি।

"তোলো।"

সে যদি ড্রাগনের মতো শক্তিশালী না হয় তবে রেবা মারা যাবে। ওটা সে জানে। বিস্ফোরিত চোখ দুটো দিয়ে পুরো ঘরটা লালচে দেখার আগপর্যন্ত সে তোলার চেষ্টা ক'রে গেলো।

"আমি পারবো না।"

"হ্যা, তুমি পারবে না। তবে আমি পারবো।"

ডোলারাইড ডাম্বেলটা শক্ত ক'রে ধরলে ওজনটা যেনো আপনা আপনিই তার বুকের উপর উঠে এলো। আরো উপরে। খুব সহজেই মাথার উপর তুলে ফেললো সে। "বিদায় বোকাচোদা," গর্বিত ড্রাগন বললো, আলোতে কাঁপছে সে।

অধ্যায় ৩৮

ফ্রান্সিস ডোলারাইডকে সোমবার সকালে কখনও কাজ করতে হয় না।

সে তার বাড়ির থেকে ঠিক সময়েই শুরু করলো। যেমনটা সে সবসময় ক'রে থাকে। তার বেশভূষা একেবারে নিখুঁত, গাড়িও চালাচ্ছে খুব সুন্দরভাবে। মিসৌরি নদীর বৃজটার দিকে মোড় নিতেই কালো সানগ্লাসটা পরে নিলো সে। সকালের রোদের মধ্যে গাড়ি চালাচ্ছে এখন।

তার স্টাইরোফোম কুলারটা প্যাসেঞ্জার সিটের সাথে ধাক্কা খাচ্ছে আর খ্যাচ্ খ্যাচ্ শব্দ হচ্ছে। তার মনে আছে ড্রাই আইস আর ফিল্মটা নিতে হবে তাকে...

ট্রাফিক বাতির কারণে ভ্যানটা থামালো। চুপচাপ ব'সে রইলো সে, সানগ্লাসের নীচ দিয়ে তার চোখের পানি গড়িয়ে পড়ছে।

তার জানালা দিয়ে কেউ উঁকি মারলো। একজন ড্রাইভার। এখনও ঘুমঘুম চেহারা। তার পেছনের একটা গাড়ি থেকে নেমে এসেছে। জানালার কাঁচের ওপাশ থেকে ড্রাইভার চিৎকার ক'রে কী যেনো বলছে।

লোকটার দিকে তাকালো ডোলারাইড। সামনে দেখতে পাচ্ছে নীল বাতি জ্বলছে। তার এখন গাড়ি চালানো উচিত, এটা সে জানে। নিজেকে বললো সামনে এগিয়ে যেতে। তাই হলো। ভ্যানটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা নিজের পা বাঁচাতে সরে গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

ইউএস ২৭০ ইন্টারচেঞ্জের কাছে একটা মোটেলের পার্কিংলটে ডোলারাইড তার ভ্যানটা থামালো। লটে একটা স্কুল বাসও আছে।

ঐ বাসটাতে চড়ার ইচ্ছে জাগলো তার। কিন্তু না, সেটা হবে না। আশেপাশে সে তার মায়ের প্যাকার্ড গাড়িটা খুঁজলো।

"ওঠো। সিটে পা রেখো না," তার মা বলছে।

এটা না।

সেন্ট লুইয়ের একটা মোটেলের পার্কিংলটে আছে সে। কোনো কিছুই নিজের ইচ্ছেয় করতে পারছে না। অথচ সেরকমই করতে চাচ্ছে।

ছয় দিন, সে যদি এতোটা অপেক্ষা করতো তবে সে রেবা ম্যাকক্লেইনকে খুন ক'রে ফেলতো। আচম্কা নাক দিয়ে একটা শব্দ করলো সে।

হয়তো ড্রাগন প্রথমে শেরম্যানদের পিছু নিতে চাইছে, তারপর আরেক পূর্ণিমা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

না। সে তা করবে না।

রেবা ম্যাকক্লেইন ড্রাগন সম্পর্কে কিছুই জানে না। সে ভেবেছে সে ফ্রান্সিস ডোলারাইডের সাথে শুয়েছে। সে তার শরীরটা ডোলারাইডকে দিতে চায়। নানীর বিছানায় সে ডোলারাইডকে গ্রহণও করেছে।

"আমার খুব দারুণ সময় কেটেছে, ডি," রেবা বলেছিলো তাকে।

হয়তো সে ফ্রান্সিসকে পছন্দ করে। এটা কোনো মেয়ের জন্যে লাম্পট্য আর অনৈতিক একটি কাজ। সে বুঝতে পারছে এজন্যে রেবাকে তার ঘৃণা করা উচিত। কিন্তু ঈশ্বর, ওটা করতে খুব দারুণ লাগছিলো।

ফ্রান্সিস ডোলারাইডকে পছন্দ করার অপরাধে রেবা অপরাধী। জঘন্য এবং মারাত্মকভাবেই অপরাধী। নিজের রূপান্তরের জন্যে যদি না হোতো, ড্রাগনের জন্যে যদি না হোতো, তাহলে সে কখনও তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যেতো না। সে তার সাথে সঙ্গম করার ক্ষমতাও অর্জন করতে পারতো না। নাকি পারতো?

"হায় ঈশ্বর, ওটা করতে তো দারুণ লাগছিলো।"

এটাই তো মেয়েটা বলেছিলো।

নাস্তার জন্যে যারা মোটেলে গিয়েছিলো তারা বের হচ্ছে এখন। তার ভ্যানটার পাশ দিয়েই যাচ্ছে সবাই।

তার চিন্তা করা দরকার। বাড়িতে সে যেতে পারবে না। মোটেলে উঠে সে তার অফিসে ফোন ক'রে জানিয়ে দিলো সে অসুস্থ। যে রুমটাতে সে উঠছে সেটা বেশ বড় আর নিরিবিলি। ঘরে তেমন আসবাব নেই। দেয়ালে কিছু নেই শুধু একটা নৌকার ছবি ছাড়া।

জামাকাপড় পরেই ডোলারাইড বিছানায় শুয়ে পড়লেও কিছুক্ষণ পরপরই সে প্রশ্রাব ক'রে আসতে লাগলো। সারা শরীর কাঁপুনি দিয়ে উঠে ঘেমে উঠলো শেষে। এভারে চলে গেলো পুরো একটা ঘণ্টা।

রেবা ম্যাকক্লেইনকে ড্রাগনের কাছে তুলে দিতে চাইছে না সে। যদি এটা সে না করে তবে ড্রাগন তাকে কি করবে সে কথা ভাবতে লাগলো।

প্রচণ্ড ভয় তার মধ্যে জেঁকে বসলো মুহূর্তে। তার শরীর এটা বেশিক্ষণ সহ্য করতেও পারলো না। একটা প্রশান্তি বয়ে গেলে সে ভাবতে পারলো।

কিভাবে সে রেবাকে ড্রাগনের কাছে দেবে? উঠে বসলো সে।

বাথরুমের বাতি জ্বালিয়ে শাওয়ারের পর্দাটা যে রডের উপর ঝোলানো আছে সেটা থেকে পর্দাটা খুলে ঝুলিয়ে রাখলো আয়নার উপর।

পাইপটা ধরে টেনে দেখলো যথেষ্ট শক্ত আছে কিনা। এাবর বাথটাবের উপর উঠে তার বেল্টটা রডেরও সাথে এমনভাবে ঝুলিয়ে দিলো যেনো ফাঁস দেয়া যায়। সে এটা করতে পারবে। এ ব্যাপারে ভয় পাচ্ছে না।

টয়লেটের হাইকমোডের দিকে তাকালো সে। এখান থেকে লাফ দেয়া সম্ভব না। তবে এটার উপর দাঁড়াতে পারবে সে।

কিন্তু তার মৃত্যুতে ড্রাগনের কি হতে পারে? এখন তো সে আর ড্রাগন দু'জন? হয়তো এটাতে কাজ হবে না। ড্রাগনের ব্যাপারে সে নিশ্চিত হবে কিভাবে? আর নিশ্চিত না হলে রেবাকে কিভাবে নিরাপদে রেখে যাবে?

হয়তো তার মৃতদেহটা কয়েকদিন পর খুঁজে পাওয়া যাবে। রেবা ভাববে কোথায় আছে সে। এই সময়ে রেবা তার বাড়িতে যাবে তাকে খুঁজতে?

রেড ড্রাগন তাকে নিচের তলায় একা পেয়ে ছিন্নভিন্ন করতে এক ঘণ্টার মতো সময় নেবে।

সে কি রেবাকে ফোন ক'রে সতর্ক ক'রে দেবে? রেবা তার বিরুদ্ধে কি করতে পারবে? কিছু না। কেবল আশা করবে মৃত্যু যেনো দ্রুত হয়।

ডোলারাইডের বাড়ির উপরতলা, ড্রাগন তার তৈরি করা ফ্রেমে অপেক্ষা করছে। আর্ট বুক আর ম্যাগাজিনে অপেক্ষা করছে ড্রাগন। যখনই তার ছবি তোলা হয় তখনই সে পুণর্জন্ম লাভ করে।

ডোলারাইড তার নিজের ভেতর ড্রাগনের কণ্ঠটা শুনতে পেলো, রেবাকে সে অভিসম্পাত দিচ্ছে। আঘাত করার আগে সে রেবাকে অভিসম্পাত দেবে। সে ডোলারাইডকেও অভিসম্পাত দেবে—রেবাকে বলো ড্রাগন আসলে কিছু না।

"এটা কোরো না, কোরো না...করো এটা," ডোলারাইডের কথাগুলো বাথরুমে প্রতিধ্বনিত হলো। নিজের কণ্ঠটা শুনতেও পেলো সে—এটা ফ্রান্সিস ডোলারাইডের কণ্ঠ। যে কণ্ঠটা রেবা খুব সহজেই চিনতে পারে। কিন্তু এই কণ্ঠটা নিয়ে সারাটা জীবন সে লজ্জিত হয়েছে।

তবে সে কখনও ফ্রান্সিস ডোলারাইডের কণ্ঠটা শোনে নি, তাকে অভিসম্পাত দিতে। স্মৃতিটা তাকে লজ্জায় ফেলে দিচ্ছে এখন।

সম্ভবত সে খুব একটা পুরুষালী ছিলো না, ভাবলো সে। তার মনে হলো এ ব্যাপারটা নিয়ে সে খুব একটা ভাবেও নি। তবে এখন খুব কৌতুহলী হয়ে উঠলো।

রেবা ম্যাকক্লেইন তাকে এক টুকরো গর্ব দিয়েছিলো। এটা তাকে বলছে বাথরুমে এভাবে মরে যাওয়াটা খুবই দুঃখজনক হবে।

তাহলে অন্য আর কি আছে? অন্য কোনো পথ আছে কি?

আরেকটা উপায় আছে, কিন্তু সেটা মনে করতেই সে বিব্রত বোধ করলো। খুবই নিন্দনীয় সেটা। এটা সে জানে। তবে এটা একটা উপায় বটে।

মোটেলে নিজের ঘরে পায়চারী করলো সে। পায়চারী করতে করতে কথা বলার চর্চা করলো। তাড়াহুড়া না করলে, গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে বললে তার কথাবার্তায় কোনো আড়ষ্টতা থাকে না।

ভয়ের মধ্যে সে বেশ ভালোভাবেই কথা বলতে পারে। এখন তার খুব খারাপ লাগছে। অস্বস্তি লাগছে। এরপরই একটা প্রশান্তির ভাব চলে এলো তার মধ্যে।

এটার জন্যেই সে অপেক্ষা করছিলো, আর যখন এলো দেরি না ক'রে সঙ্গে সঙ্গে ব্রুকলিনে একটা ফোন করলো ফ্রান্সি ডোলারাইড।

ডোলারাইড দেখতে পেলো পার্কিংলটে বাচ্চাদের স্কুলবাসটা থেকে একটা ব্যান্ডপার্টির দল তার দিকে হন হন ক'রে এগিয়ে আসছে। বাচ্চাদের ঠেলে ঠুলে নিজের ভ্যানটার কাছে চলে গেলো সে।

গোলগাল আর নাদুসনুদুস এক বাচ্চা ছেলে ডোলারাইডকে দেখে দম নিয়ে নিজের বুকে ফুলিয়ে হাতের পেশী ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতেই তার পাশে থাকা দুটো বাচ্চা মেয়ে হেসে ফেললো। তবে ডোলারাইড সেই হাসির শব্দটা শুনতে পায় নি।

নানীর বাড়ি থেকে একশো গজ দূরে ভ্যানটা থামালো সে।

বুক ভরে তিন-চারবার নিঃশ্বাস নিয়ে বাড়ির চাবিটা শক্ত ক'রে হাতে ধরে রাখলো।

তার নাক দিয়ে ফোঁসফোঁস শব্দ বের হচ্ছে। আর সেটা ক্রমাগত ঝাড়ছেই। যাও। বাড়ির আঙিনায় গাড়িটা রেখে ডোলারাইড ভ্যান থেকে বেরিয়ে এলো।

ভেতরে ঢুকে ডান বায়ে তাকালে না, কেবল নিজের চাবিটার দিকে তাকালো সে।

ট্রাংকের চাবিটা উপরতলায়। ভাবার মতো সময় নিজেকে দিলো না ডোলরাইড। তার নাক দিয়ে ফোঁসফোঁস শব্দটা এখন আরো বেশি জোড়ালো হচ্ছে।

উপরতলায় ড্রয়ারটা হাতড়াতে লাগলো চাবিটার জন্যে। বিছানার কাছে ড্রাগনের ছবিটার দিকে তাকালো না সে।

"তুমি করছো কি?"

চাবিটা কোথায়, চাবিটা কোথায়?

"তুমি করছো কি? থামো। তোমার মতো নোংরা আর জঘন্য বাচ্চা আমি জীবনেও দেখি নি। থামো।"

তার তল্লাশী করা হাত দুটো ধীরগতির হয়ে গেলো।

"দেখো...আমাকে দেখো।"

ড্রয়ারটা শক্ত ক'রে ধরে রাখলো সে—দেয়ালের দিকে তাকালো না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার মাথাটা বামদিকে ঘুরে গেলে জোর ক'রে চোখ দুটো বন্ধ ক'রে রাখলো।

"করছো কি তুমি?"

"কিছু না।"

ফোনটা বাজছে। বাজছে। বাজছে। ছবির দিকে পিঠ দিয়ে ফোনটা তুলে নিলো সে।

"আরে ডি, তোমার কেমন লাগছে?" রেবা ম্যাকক্লেইনের কণ্ঠ।

গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিলো। "ভালো"—ফিসফিসিয়ে বললো সে।

"তোমাকে ফোন করার চেষ্টা করেছি। তোমার অফিস থেকে বলেছে তুমি নাকি অসুস্থ। তোমার গলা শুনেও তো তাই মনে হচ্ছে।"

"আমার সাথে কথা বলো।"

"অবশ্যই, আমি তো তোমার সাথেই কথা বলবো। আমি তোমাকে কিজন্যে ফোন করেছি ব'লে মনে করছো? সমস্যা কি?"

"ফ্লু হয়েছে," বললো সে।

"তুমি ডাক্তারের কাছে যাবে? হ্যালো? আমি জানতে চাচ্ছি, তুমি কি ডাক্তারের কাছে যাবে?'

"জোরে বলো।" পাশের ড্রয়ারটা হাতড়াতে লাগলো সে।

"ডি, এভাবে অসুস্থ শরীর নিয়ে তোমার ওখানে পড়ে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না।"

"মেয়েটাকে বলো আজ রাতে তোমার এখানে আসার জন্যে। তোমার যত্ন নিতে।"

ডোলারাইড তার মাউথপিসে হাত দিয়ে চাপা দিতে যাচ্ছিলো।

"মাই গড, ব্যাপার কি? তোমার সাথে কি কেউ আছে?"

"রেডিও শুনছিলাম, আমি ভুল স্টেশনে ঘুরিয়েছি।"

"এই যে, ডি। তুমি কি চাও আমি কাউকে তোমার ওখানে পাঠাই। তোমার কথা শুনে কিন্তু জ্বর ব'লে মনে হচ্ছে না। আমি নিজেই আসছি। আমি মার্সিয়াকে বলছি লাঞ্চের সময় আমাকে যেনো তোমার ওখানে নিয়ে যায়।"

"না।" ড্রয়ারে চাবিটা খুঁজে পেলো সে। ফোনটা হাতে নিয়েই হলে চলো সে। "আমি ঠিক আছি। তোমার সাথে খুব জলদিই দেখা করবো।" তার কথাবার্তায় কোনো আড়ষ্টতা নেই। সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামতেই ফোনটার তারে টান পড়লে ফোনসেটটা ছিটকে পড়ে গেলো হাত থেকে।

একটা বন্য চিৎকার ভেসে এলো। "বানচোত, এখানে আসো।"

বেসেমেন্টের দিকে গেলো সে। ট্রাংকে একটা প্যাকেটে ডিনামাইট রাখা আছে। সেটার পাশে আছে ক্রেডিট কার্ড, বিভিন্ন নামে কয়েকটা লাইসেন্স, একটা পিস্তল, ছুরি আর ব্ল্যাকজ্যাক।

ডিনামাইটের প্যাকেটটা নিয়ে এক দৌড়ে গ্রাউন্ড ফ্লোরে চলে এলো সে। ড্রাগনের সাথে লড়াই করার জন্যে এখন প্রস্তুত সে। ভ্যানে চড়ে রওনা দিলো ডোলারাইড।

হাইওয়ে'তে এসে গাড়িটা ধীরগতি করলে তার মধ্যে জেঁকে বসা ভয়টা তিরোহিত হলো মুহূর্তেই।

আইনসিদ্ধ গতিতে গাড়িটা চালাতে শুরু করলো এবার। মোড় নেবার সময় সঠিক বাতিও জ্বালাতে ভুললো না। সতর্কভাবে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিলো ফ্রান্সিস ডোলারাইড।

অধ্যায় ৩৯

ব্রুকলিন মিউজিয়ামের সামনে একটা ট্যাক্সি থেকে নামলো ডোলারাইড।

রাস্তার ওপার থেকে পুরো ভবনটা দেখলো সে। গৃক স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত হয়েছে ভবনটি। এর আগে সে কখনও ব্রুকলিন মিউজিয়ামটা দেখে নি। তবে এর গাইড বইটা সে পড়েছে—প্রথম যখন *রেড ড্রাগন*-এর ছবিটা একটা ম্যাগাজিনে দেখেছিলো তখন ছবিটার নীচে মিউজিয়ামের নাম দেখে তাদের গাইড বইটা অর্ডার দিয়েছিলো।

প্রবেশ পথের উপরে কনফুসিয়াস থেকে ডেমোসথেসের নাম খোদাই করা আছে। সব বিখ্যাত চিন্তাবিদ আর খ্যাতিমান লোকদের নাম। এই ভবনেই *রেড ড্রাগন*-এর পেইন্টিংটা আছে।

বন্ধ হবার মাত্র এক ঘণ্টা বাকি আছে এখন। রাস্তাটা পার হয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো সে। তার সুটকেসটা নিয়ে নিলো চেক রুমের অ্যাটেন্ডান্ট।

"চেকরুমটা কি আগামীকাল খোলা থাকবে?" জানতে চাইলো সে।

"আগামীকাল মিউজিয়াম বন্ধ থাকবে," অ্যাটেন্ডেন্ট মহিলা কাটাকাটাভাবে কথাটা বলেই মুখ ঘুরিয়ে নিলো।

"আগামীকাল যেসব লোক আসবে, তারা কি চেকরুম ব্যবহার করবে?"

"না। মিউজিয়াম বন্ধ থাকলে চেকরুমও বন্ধ থাকে।"

ভালো। "আপনাকে ধন্যবাদ।"

"এটা বলার দরকার নেই।"

ডোলারাইড মিউজিয়ামে সংরক্ষিত বিভিন্ন বস্তু দেখতে লাগলো। এখন মাত্র চল্লিশ মিনিট সময় বাকি আছে বন্ধ হবার। গ্রাউন্ড ফ্লোরটা ভালো ক'রে দেখার জন্য আর সময় নেই। সে জেনে গেছে বের হবার দরজা আর পাবলিক লিফটগুলোর অবস্থান কোথায়।

ষষ্ঠ তলায় চলে গেলো সে। তার মনে হচ্ছে এখন ড্রাগনের অনেক কাছে এসে পড়েছে।

ড্রাগনকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয় নি। লন্ডনের টেইট গ্যালারি থেকে পেটন্টিংটা ফেরত আসার পর থেকেই ওটা অন্ধকার ঘরে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

টেলিফোন ক'রে ডোলারাইড জানতে পেরেছে *দ্য গ্রেট রেড ড্রাগন অ্যান্ড দি ওম্যান ক্লোথড উইথ দ্য সান* পেইন্টিংটা সচরাচর প্রদর্শন করা হয় না। জল রঙের এই ছবিটা প্রায় দুশো বছরের পুরনো—আলোতে থাকলে ওটা ঔজ্জ্বল্য হারাবে।

আলবার্ট বায়েরস্টাডের *এ স্টর্ম ইন দ্য রকি মাউন্টেন* ছবিটার সামনে থামলো ডোলারাইড। ১৮৬৬ সালের ছবি। পেইন্টিং স্টোরেজ এ্যান্ড স্টাডি ডিপার্টমেন্টের বন্ধ দরজাটা সে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছে এখন। ওখানেই ড্রাগন আছে। কোনো কপি কিংবা ছবি নয় : ড্রাগন। আগামীকালই সে এখানে আসবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনুযায়ী।

ষষ্ঠ তলাটা ঘুরে দেখলো। পোর্ট্রেট রাখা করিডোরটা অতিক্রম করলেও কোনো ছবির দিকে তাকালো না সে। বের হবার পথগুলোর দিকেই তার যতো আগ্রহ। প্রধান সিঁড়ি, ফায়ার এক্সিটটা আর পাবলিক লিফটগুলোও ভালো ক'রে দেখে নিলো।

রক্ষীগুলো মাঝ বয়সী নম্রভদ্র মানুষ। কারো কাছেই অস্ত্র নেই, ডোলারাইড খেয়াল করলো। তবে লবিতে থাকা রক্ষীদের মধ্যে একজন রক্ষীর কাছে অস্ত্র আছে।

পি.এ সিস্টেম থেকে মিউজিয়াম বন্ধ হবার ঘোষণা শোনা যাচ্ছে এখন।

বাইরে বেরিয়ে এসে ডোলারাইড জাদুঘর থেকে লোকজনদের বের হবার দৃশ্যটা দেখলো চমৎকার গ্রীষ্মের সন্ধ্যায়।

জগিং করা লোকজন বের হতে শুরু করেছে এখন। লোকজনের ভীড় সাবওয়ের দিকে এগোচ্ছে।

ডোলারাইড পাশের বোটানিক্যাল গার্ডেনে আরো কয়েক মিনিট ব্যয় করলো। তারপর একটা ট্যাক্সি থামিয়ে ইয়েলো পেজ থেকে পাওয়া একটা স্টোরের ঠিকানা বললো ড্রাইভারকে।

অধ্যায় ৪০

শিকাগোর যে অ্যাপার্টমেন্টটা গ্রাহাম ব্যবহার করছে সেটার সামনে রাত ন'টা বাজে এসে পকেট থেকে চাবি খুঁজতে লাগলো সে।

বার্মিংহামে চলে আসার আগে মিসেস জ্যাকোবি ডেট্রয়টের যে হাসপাতালে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেছে সেখানকার কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে লম্বা একটা সময় কাটিয়ে এসেছে গ্রাহাম। একজন যাযাবর ধরণের লোককে খুঁজছে যে কিনা ডেট্রয়েট, আলাবামায়, অথবা বার্মিংহাম কিংবা আটলান্টায় কাজ করেছে। এমন কেউ, যার কাছে একটা ভ্যান এবং হুইলচেয়ার আছে। মিসেস জ্যাকোবি এবং মিসেস লিডস্‌কে সে দেখেছে তাদের বাড়িতে হানা দেবার আগে।

ক্রফোর্ড মনে করছে এই ভ্রমনটা সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু না। ক্রফোর্ডের কথাই ঠিক। শালার ক্রফোর্ড। তার সব কথাই ঠিক ঠিক ফলে যায়।

অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে ফোন বাজার শব্দ শুনতে পেতেই পকেটে চাবিটা খুঁজে পেলো গ্রাহাম।

কিন্তু ঘরে ঢুকতেই ফোনের রিংটা থেমে গেলো। সম্ভবত মলি তাকে ফোনটা করেছে।

অরিগনে মলির কাছে ফোন করলো গ্রাহাম।

ফোনটা ধরলেন উইলির দাদা। তার মুখে খাবার। অরিগনে এ সময় রাতের খাওয়ার সময়।

"মলিকে কেবল বলবেন খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে যেনো আমাকে ফোন করে," গ্রাহাম তাকে বললো।

ফোনটা যখন বাজলো তখন সে মাথায় শ্যাম্পু দিয়ে গোসল করছে। সেই অবস্থায় বের হয়েই সে ফোনটা ধরলো। "হ্যালো। গরম ঠোঁট।"

"লম্বা জিভের দানব, আমি বার্মিংহামের বায়রন মেটকাফ বলছি।"

"দুঃখিত।"

"আমার কাছে সুসংবাদ এবং দুঃসংবাদ দুটোই আছে। নাইল্‌স জ্যাকোবির ব্যাপারে আপনার কথাটাই ঠিক। সে বাড়ি থেকে জিনিসটা সরিয়েছে। আমার কাছে সব স্বীকার করেছে সে। এটাই হলো দুঃসংবাদ—আমি জানি আপনি আশা করেছিলেন টুথ ফেইরি ওটা চুরি করেছে।

"আর ভালো খবরটা হলো তার কাছে কিছু ফিল্ম রয়েছে। আমি এখন পর্যন্ত সেটা পাই নি। নাইল্‌স বলেছে সে গাড়ির সিটের নীচে দুটো রিল পেয়েছিলো। আপনি সেটা চাচ্ছেন, তাই না?"

"অবশ্যই, অবশ্যই চাইছি।"

"তো, তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু র‍্যান্ডি গাড়িটা ব্যবহার করছে এখন, তাকে এখন পর্যন্ত আমরা ধরতে পারি নি। তবে শীঘ্রই পেয়ে যাবো। আপনি কি চাচ্ছেন শিকাগোর প্রথম প্লেনে ফিল্মগুলো আমি পাঠিয়ে দেই?"

"দয়া ক'রে তাই করেন। বায়রন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

"তার কোনো দরকার নেই।"

ঘুমাতে যাবার ঠিক আগে মলি ফোন করলো। একে অপরকে যখন তারা আশ্বস্ত করলো, সব ঠিক আছে তারপর আর তাদের কাছে বলার মতো তেমন কোনো কথা থাকলো না।

মলি জানালো উইলির সময় বেশ ভালোই কাটছে। সে উইলিকে ফোনে গুডনাইট বলতে দিলো।

অবশ্য গুডনাইট বলা ছাড়াও উইলির আরো অনেক কিছু বলার ছিলো—সে গ্রাহামকে একটা চমকপ্রদ খবর জানালো : দাদা তাকে একটা টাট্টু ঘোড়া কিনে দিয়েছে।

মলি অবশ্য এটার কথা উল্লেখ করে নি।

অধ্যায় ৪১

ব্রুকলিন জাদুঘরটা মঙ্গলবার দিন জনসাধারণের জন্যে বন্ধ থাকে, তবে আর্ট ক্লাশের ছাত্রছাত্রী এবং গবেষকরা তখন প্রবেশ করতে পারে।

প্রায়শই গবেষকেরা মঙ্গলবার দিন জাদুঘরে আসে এমন সব ছবি দেখতে যা প্রদর্শনের জন্যে রাখা হয় না।

দুপুর ২টার দিকে আইএআরটি'র সাবওয়ে স্টেশন থেকে ফ্রান্সিস ডোলারাইড বের হয়ে এলো। তার হাতে একটা নোটবুক, টেট গ্যালারির একটা ক্যাটালগ, আর বিখ্যাত কবি এবং চিত্রকর উইলিয়াম ব্লেকের একটা জীবনীগ্রন্থ।

৯ মিমি-এর একটা পিস্তলও আছে তার সঙ্গে। আরো আছে ধারালো একটা ছুরি। তার পেটে একটা ইলাস্টিকের সাহায্যে অস্ত্র দুটো আঁটকে রাখা আছে। তার উপরে পরেছে একটা স্পোর্ট কোট। সেই কোটের পকেটে রাখা আছে ক্লোরোফর্ম ভেজানো একটা রুমাল, রুমালটা ছোট্ট একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে মোড়ানো।

তার আরেক হাতে গিটারের নতুন একটা কেস্।

সাবওয়ের বহির্গমন পথের কাছেই তিনটি পে-ফোন আছে। একটা ফোন খুলে ফেলা হয়েছে, আর অন্য আরেকটাতে কাজ করা হচ্ছে।

"হ্যালো," অপরপ্রান্ত থেকে রেবা বললো। তার কণ্ঠস্বরটা ছাপিয়ে ডার্করুমের আওয়াজটা টের পেলো সে।

"হ্যালো রেবা," বললো ডোলারাইড।

"আরে ডি। কেমন আছো?"

আশেপাশের যানবাহনের উচ্চশব্দের কারণে ফোনের কথা শুনতে বেগ পেতে হচ্ছে। "ভালো।"

"শব্দ শুনে মনে হচ্ছে তুমি পে-ফোনে আছো। আমি ভেবেছিলাম তুমি অসুস্থ হয়ে বাড়িতে আছো।"

"তোমার সাথে আমি পরে কথা বলবো।"

"ঠিক আছে। পরে আমাকে ফোন কোরো। ঠিক আছে?"

"তোমাকে আমার...দেখার দরকার।"

"আমিও চাই তুমি আমার সাথে দেখা করো, তবে আজ রাতে নয়। আমাকে কাজ করতে হবে। তুমি আমাকে ফোন করবে?"

"হ্যা, যদি..."

"কি বললে?"

"আমি তোমাকে ফোন করবো।"

"আমি চাই তুমি খুব জলদি আসো, ডি।"

"হ্যা। গুডবাই...রেবা।"

ঠিক আছে। ভয় তার বুক থেকে পেটের দিকে নেমে গেলো। নিজেকে সামলে নিয়ে রাস্তাটা পার হলো সে।

চারজন আর্টক্লাশের ছাত্রের পেছন পেছন ডোলারাইড জাদুঘরে প্রবেশ করলো। ছাত্রেরা তাদের পাস দেখালো ডেস্কের রক্ষীর কাছে।

এবার ডোলারাইডের পালা।

"রেজিস্টারে স্বাক্ষর করুন, প্লিজ।" রক্ষী একটা কলম বাড়িয়ে দিলো তার দিকে।

কিন্তু ডোলারাইড নিজের কলম দিয়েই স্বাক্ষর করলো। নিজের নাম লিখলো 'পল ক্রেইন।'

রক্ষী উপর তলায় ইন্টারকমে ডায়াল করলো। ডোলারাইড ঘুরে প্রবেশ পথের কাছের দেয়ালে টাঙানো রবার্ট ব্লামের *ভিনটেজ ফেস্টিভাল* তৈলচিত্রটা দেখতে লাগলো। আঁড়চোখে তাকিয়ে দেখলো লবিতে আরেকজন রক্ষী আছে। হ্যা, এর সাথে অস্ত্র আছে।

"লবির পেছনে, শপের পাশে মেইন এলিভেটরের কাছেই একটা বেঞ্চ আছে," ডেস্ক অফিসার বললো, "আপনি ওখানে অপেক্ষা করুন, মিস্ হারপার আসছেন। ডোলারাইডকে সে একটা গোলাপী-সাদা প্লাস্টিকের ব্যাজ দিলো।

"আচ্ছা, আমি কি আমার গিটারটা এখানে রেখে যেতে পারি?"

"রেখে যান। আমি দেখে রাখবো।"

বাতি নেভানো থাকলে জাদুঘরটা অন্য রকম লাগে। একটা মোহময় পরিবেশ তৈরি হয় যেনো।

ডোলারাইড বেঞ্চে ব'সে তিন মিনিট অপেক্ষা করার পরই মিস্ হারপারের দেখা পেলো সে।

"মি: ক্রেন? আমি পলা হারপার।"

ফোনে তাকে যতোটা কমবয়সী ব'লে মনে হয়েছিলো আসলে সে তারচেয়েও অনেক কম বয়সী। খুবই আকর্ষণীয় দেখতে। ব্লাউজ আর স্কার্ট এমনভাবে পরেছে যেনো ইউনিফর্ম পরে আছে।

"আপনি ব্লেকের ওয়াটার কালারের ব্যাপারে বলছিলেন," মহিলা বললো। "চলুন, উপরতলায় যাই, সেখানে গিয়ে আপনাকে দেখাই। আমরা স্টাফদের এলিভেটর ব্যবহার করবো—এদিক দিয়ে আসুন।"

একটা দরজার সামনে এসে মিস্ হারপার বোতাম চেপে দাঁড়িয়ে রইলো। ডোলারাইডের পাসটার দিকে আঁড়চোখে তাকালো মহিলা।

"এটা তো ছয় তলার পাস," মহিলা বললো। "এতে অবশ্য কিছু যায় আসে না—আজকে পাঁচ তলায় কোনো রক্ষী নেই। আপনি কি ধরণের গবেষণা করছেন?"

হেসে একটু মাথা নেড়ে ডোলারাইড বললো, "বাট্‌সের উপর একটা পেপার তৈরি করছি," সে বললো।

"উইলিয়াম বাট্‌সের উপর?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"তার ব্যাপারে আমি বেশি কিছু পড়ি নি। আপনি তাকে ব্লেকের ফুটনোটে একজন পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দেখতে পাবেন। সে কি খুব কৌতুহলোদ্দীপক চরিত্র?"

"আমি কেবল শুরু করেছি। আমাকে এজন্যে অবশ্য ইংল্যান্ডে যেতে হবে।"

"আমার মনে হয় ন্যাশনাল গ্যালারিতে তার দুটো ওয়াটারকালারের ছবি আছে। ওগুলো দেখেছেন কি?"

"এখনও দেখি নি।"

"আগেভাগে আবেদন ক'রে রাখেন।"

আবারো মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। এরই মধ্যে এলিভেরটার দরজা গেলো খুলে। পঞ্চম তলা। তার শরীরটা একটু কেঁপে উঠলো যেনো। হাত-পা-মুখে রক্ত উঠে গেছে। উল্টাপাল্টা কিছু হয়ে গেলে তাদের কারো হাতেই নিজেকে ধরা পড়তে দেবে না।

আমেরিকান পোর্ট্রেটের করিডোরটা দিয়ে মহিলা তাকে নিয়ে গেলো। এই পথ দিয়ে আগে সে আসে নি। তবে সে কোথায় আছে তা জানে। ঠিকই আছে। কোনো সমস্যা নেই।

তবে করিডোরে তার জন্যে কিছু একটা অপেক্ষা করছে। সেটা যখন সে দেখতে পেলো একেবারে জমে গেলো বরফের মতো।

পলা হারপার বুঝতে পারলো সে তার পেছন পেছন আসছে না। পেছন ফিরে তাকালো সে।

দেয়ালের একটা ছবি দেখে স্তব্ধ হয়ে আছে ডোলারাইড।

মহিলা তার কাছে এসে দেখলো সে কি দেখছে এতো মনোযোগ দিয়ে।

"এটা গিলবার্ট স্টুয়ার্টের আঁকা জর্জ ওয়াশিংটনের একটা ছবি," মহিলা বললো।

না, এটা তা নয়।

"ডলারের নোটে ঠিক এই ছবিটাই আপনি দেখেছেন। মারকুইজের অনুরোধে স্টুয়ার্ট এটা এঁকেছিলেন বিপ্লবের সমর্থনে...আপনি কি ঠিক আছেন, মিঃ ক্রেইন?"

ডোলারাইডের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। ডলারে নোটে সে যা দেখেছে এটা তার চেয়েও বাজে। জর্জ ওয়াশিংটন তার ঢুলুঢুলু চোখে নকল দাঁতের পাটি নিয়ে ফ্রেম থেকে যেনো বের হয়ে আসছেন। হায় ঈশ্বর, তাকে তো দেখতে একেবারে নানীর মতো দেখাচ্ছে।

"মিঃ ক্রেইন, আপনি ঠিক আছেন তো?"

জবাব দাও তা না হলে সব ভেস্তে যাবে। এটা সামলাও। হায় ঈশ্বর, এটা তো খুবই সুইট। তুমি সবচাইতে নোংরা....না।

কিছু একটা বলো।

"আমি কোবাল্ট নিয়েছি," সে বললো।

"আপনি কি কিছুক্ষণের জন্যে বসবেন?"

"না, চলুন। অসুবিধা নেই।"

নানী, তুমি কিন্তু আমার ওটা কাটতে আসছো না এবার। তুমি যদি মরে গিয়ে না থাকো তবে আমি তোমাকে খুন করবো। মরে গেছে। মরে গেছে। এখন সে মৃত। চিরকালের জন্যে মরে গেছে। হায় ঈশ্বর, কি সুইট এটা।

কিন্তু অন্যজন মৃত নয়, ডোলারাইড সেটা জানে।

প্রচণ্ড ভয় নিয়ে সে মিসেস হারপারের পেছন পেছন এগিয়ে চললো।

পেইন্টিং স্টাডি এবং স্টোরেজ ডিপার্টমেন্টে ঢুকে ডোলারাইড চারপাশে তাকালো কৌতুহলী দৃষ্টিতে। বিশাল আর শান্ত নিথর একটা ঘর। বেশ ভালোরকম বাতি আছে এখানে। চারপাশে অসংখ্য র‍্যাক, সেগুলোতে পেইন্টিং রাখা। একটা দেয়াল জুড়ে কয়েকটা কিউবিকল আছে। কিউবিকলগুলোর দরজা একটু আধ খোলা অবস্থায় রয়েছে। টাইপ করার শব্দ শুনতে পেলো সে।

তবে সে পলা হারপারকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।

মহিলা তাকে কাউন্টারের মতো দেখতে একটা টেবিলের সামনে নিয়ে গিয়ে একটা টুলে বসতে বললো।

"একটু অপেক্ষা করুন। আমি পেইন্টিংটা নিয়ে আসছি।"

র‍্যাকগুলোর পেছনে চলে গেলো সে।

ডোলারাইড তার পেটের দিককার শার্টের একটা বোতাম খুলে রাখলো।

মিস হারপার বড়সড় বৃফকেসের মতো দেখতে কালো রঙের একটা কেস্ নিয়ে ফিরে এলো কিছুক্ষণ পর। এটা এর ভেতরেই আছে। এই মহিলার এতো শক্তি কিভাবে হলো যে, তাকে বহন করছে? জিনিসটা এতো সমতল আগে কখনও সেটা ভাবে নি। ক্যাটালগে সে এটার ডাইমেনশনটা দেখেছে—১৭১.১৩ ইঞ্চি বাই ১৩.১.২ ইঞ্চি—তবে এটা নিয়ে সে খুব একটা মাথা ঘামায় নি। সে আশা করেছিলো এটা খুব বিশাল কিছু হবে। তবে এটা খুব ছোটো। ছোট্ট আর শান্ত একটা ঘরে আছে। ড্রাগনের শক্তি কতোটা এটা সে কখনই বুঝতে পারে নি।

মিস্ হারপার কিছু একটা বলছে "...এরকম বাক্সে এটা রাখা আছে কারণ আলোতে ছবিটা ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। এজন্যে এটাকে সচরাচর প্রদর্শনও করা হয় না।"

মহিলা কেস্টা টেবিলের উপর রেখে খুলে ফেললো। দরজায় নক্ করার একটা শব্দ হলো এমন সময়। "ক্ষমা করবেন। আমি দরজাটা খুলে আসছি।" কেসটা

আবারো বন্ধ ক'রে সঙ্গে ক'রে দরজার কাছে চলে গেলো মিস্ হারপার। একটা হুইল-ডলি নিয়ে দরজার বাইরে এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। হারপার দরজা খুলে দিলে লোকটা হুইল-ডলিটা গড়িয়ে ভেতরে নিয়ে এলো।

"এখানে রাখবো?"

"হ্যা। তোমাকে ধন্যবাদ, জুলিও।"

লোকটা ঘর থেকে চলে গেলো।

মিস্ হারপার আবারো বাক্সটা নিয়ে আসছে।

"আমি দুঃখিত, মিঃ ক্রেইন। জুলিও আজ কিছু ফ্রেম পরিষ্কার করেছে।" মহিলা কেসটা খুলে সাদা রঙের একটা কাডবোর্ড ফোল্ডার বের করলো। "আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, এটা স্পর্শ করতে পারবেন না। আমি আপনার জন্যে এটা ডিসপ্লে করবো—এটাই নিয়ম, ঠিক আছে?"

ডোলারাইড মাথা নেড়ে সায় দিলো। কথা বলতে পারছে না সে।

ফোল্ডারটা খুলে প্লাস্টিকের কভারটা সরিয়ে ফেললো মহিলা।

ঐ তো সেটা। *দ্য গ্রেট রেড ড্রাগন এ্যান্ড দ্য ওম্যান ক্লোথড উইথ দ্য সান* —ড্রাগন মানুষটি শুয়ে থাকা ক্ষমাপ্রার্থণাকারী মহিলার উপর তার লেজ নাড়াচ্ছে।

ছবিটা ছোটো সেটা ঠিক আছে, তবে খুবই শক্তিশালী। দূর্দান্ত। সবচাইতে সেরা অনুলিপিটাও আসলের মতো ডিটেইল এবং নিখুঁত হয় না।

ডোলারাইড এটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গেই সে এটাও দেখতে পাচ্ছে—বর্ডারে ব্লেকের হাতের লেখা, আর কাগজটার ডানপাশে দুটো বাদামী রঙের দাগ। এটা তাকে খুব তীব্রভাবে আকৃষ্ট করলো। খুবই প্রকট...রঙগুলো খুবই শক্তিশালী।

ড্রাগনের লেজে পেঁচিয়ে থাকা মহিলার দিকে দ্যাখো। দ্যাখো।

সে দেখতে পেলো ছবির মহিলার চুলের রঙ ঠিক রেবার মতোই। দরজা থেকে সে বিশ ফুট দূরে আছে।

আশা করি আমি তোমাকে ভড়কে দেই নি, বলেছিলো রেবা ম্যাকক্লেইন।

"দেখে বোঝা যাচ্ছে তিনি চক এবং ওয়াটার কালার ব্যবহার করেছেন," পলা হারপার বললো। মেয়েটা এমন এক অ্যাঙ্গেলে দাঁড়িয়ে আছে যে, ডোলারাইড কি করছে সেটা দেখতে পাচ্ছে। মহিলার চোখ পেইন্টিং থেকে একদম সরছে না।

শার্টের ভেতর ডোলারাইড হাত ঢোকালো।

কোথাও একটা ফোন বাজলে টাইপ করা বন্ধ হয়ে গেলো। দূরের একটা কিউবিকল থেকে মাথা বের ক'রে উঁকি দিলো এক মেয়ে।

"পলা, তোমার মা ফোন করেছে।"

মিস্ হারপার তবুও চোখ সরালো না। "তুমি কি মেসেজটা নিয়ে রাখবে?" সে বললো। "তাকে বলে দাও, আমি পরে ফোন করবো।"

মহিলাকে আর দেখা গেলো না। টাইপ করাটা আবার শুরু হয়ে গেলো।

ডোলারাইড আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। এখনই করো, এই মুহূর্তে।

কিন্তু ড্রাগন খুব দ্রুত সাড়া দিলো।

"আমি জীবনেও—"

"কি?" চোখ বড় বড় ক'রে মিস্ হারপার তাকালো তার দিকে।

"—এতো বড় ইঁদুর দেখি নি!" ডোলারাইড আঙুল তুলে দেখালো। "ঐ ফ্রেমটা বেয়ে উঠছে!"

মিস্ হারপার ঘুরে তাকালো সেদিকে। "কোথায়?"

শার্টের ভেতর থেকে ব্ল্যাকজ্যাকটা বের করা হলো। মহিলার মাথার পেছনে সেটার বাট দিয়ে সজোরে আঘাত করলে মহিলা একটা অস্ফুট শব্দ করেই ঢলে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে অন্য হাতে থাকা ক্লোরোফর্মে ভেজা রুমালটা মহিলার নাকে চেপে ধরলো ডোলারাইড। একটা চাপা শব্দ করেই মহিলা অচেতন হয়ে পড়লো।

টেবিল আর র‍্যাকগুলোর মাঝখানের ফ্লোরে মিস্ হারপারকে শুইয়ে দিলো সে। ফোল্ডার আর প্লাস্টিকের কভারটা মহিলার উপর মেলে রাখলো ঘোৎঘোৎ করা নিঃশ্বাসের শব্দ আড়াল করার জন্যে। আবারো ফোনটা বাজছে।

কিউবিকল থেকে মাথা বের ক'রে মহিলা উঁকি মারলো।

"পলা?" ঘরের চারপাশে তাকিয়ে বললো সে। "তোমার মা," একটু জোরেই বললো কথাটা। "উনি এখনই তোমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছেন।"

মহিলা টেবিলের পেছনে চলে এলো। "আমি ভিজিটরকে দেখছি, তুমি..." ঠিক তখনই তাদেরকে দেখে ফেললো মহিলা। পলা হারপার মেঝেতে পড়ে আছে। আর ডোলারাইডের হাতে একটা পিস্তল। সে ওয়াটার কালারের পেইন্টিংটার শেষ অংশ কামড়ে খাচ্ছে। উঠে দাঁড়ালো সে। কাগজগুলো চিবোতে চিবোতে দৌড়ে এলো তার দিকে।

দৌড়ে নিজের অফিসের দিকে ছুটলো মহিলা। ঢুকেই দরজাটা বন্ধ ক'রে ফোনটা তুলে নিয়ে ডায়াল করতে শুরু ক'রে দিলো। হাত কাঁপছে ব'লে তার হাত থেকে ফোনটার রিসিভার পড়ে গেলো মেঝেতে।

ডোলারাইড স্টাফদের জন্যে ব্যবহৃত এলিভেটরে। দেখছে ইন্ডিকেটর বাতিটা নীচের দিকে যাচ্ছে। বইয়ের আড়ালে পেটের কাছে পিস্তলটা ধরে রেখেছে সে।

ফার্স্ট ফ্লোর।

ফাঁকা গ্যালারিতে প্রবেশ করলো এলিভেটরের ভেতর থেকে নেমে। দ্রুত হেটে একটা মোড়ে এসে আশপাশে তাকালো।

ডেস্ক অফিসার বুলেটিন বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, রিসেপশন থেকে ত্রিশ ফুট দূরে।

দরজার খুব কাছেই একজন সশস্ত্র রক্ষী। নিজের জুতার উপর ময়লা পরিষ্কার করার জন্যে লোকটা উপুড় হলো।

তার যদি লড়াই করে, তবে তাকে আগে শেষ করো। ডোলারাইড নিঃশব্দে সেই লোকটার কাছে এসে দাঁড়ালো।

ডেস্ক অফিসার পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে তাকালো সঙ্গে সঙ্গে।

"আপনাকে ধন্যবাদ," বললো ডোলারাইড। ডেস্কের উপর পাসটা রাখলো সে।

রক্ষী মাথা নেড়ে সায় দিলো। "আপনি কি এটা স্লটে রাখবেন?"

রিসেপশন ডেস্কের ফোনটা বেজে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

ডোলারাইড স্লটে পাসটা ফেলে দিয়ে গিটারের কেসটা হাতে তুলে নিলো।

সশস্ত্র রক্ষীটি ফোনটা ধরার জন্যে এগিয়ে আসছে।

দরজা দিয়ে বের হয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনের দিকে দ্রুত পা বাড়ালো সে। পেছন থেকে কোনো রকম শব্দ শুনলেই সে এখন গুলি করার জন্যে একেবারে প্রস্তুত।

গার্ডেনের ভেতর ঢুকে ডোলারাইড একটা বেড়া এবং ছাউনির মাঝখানে এসে নীচু হয়ে ব'সে পড়লো। গিটার কেসটা খুলে একটা টেনিস র‍্যাকেট হাতে তুলে নিলো সে, সঙ্গে একটা বল, তোয়ালে আর ভাঁজ করা বাজারের ব্যাগ।

জামা কাপড় খুলে ফেললো। ভেতরে পরা আছে ব্রুকলিন কলেজের একটা টি-শার্ট আর ওয়ার্মআপ প্যান্ট। খুলে ফেলা জামা কাপড়গুলো, পিস্তল আর বইটা সে গিটারের বাক্সে রেখে দিয়ে বেড়ার নীচে সেটা ঢুকিয়ে রাখলো।

গলায় তোয়ালেটা জড়িয়ে গার্ডেন থেকে এবার প্রসপেক্ট পার্কে চলে এলো জগিং করতে করতে। এম্পায়ার বুলেভার্ডে আরো অনেক জগারের সাথে মিশে গেলো অনায়াসে। এ সময় তাদের সামনে দিয়েই পুলিশের কয়েকটা গাড়ি জাদুঘরের দিকে ছুটে গেলো। কোনো জগারই গাড়িগুলোর দিকে বিশেষ একটা নজর দিলো না। ঠিক যেমনটি দিলো না ডোলারাইডও।

জগিং করা থামিয়ে এবার গ্রোসারি ব্যাগটা হাতে নিয়ে টেনিস হাতে হেলে দুলে চলতে লাগলো। টেনিস খেলে বাসায় ফোরার আগে দোকান থেকে কিছু কেনাকাটা করা এক লোক।

তাকে এখন আর দৌড়াতে হবে না। পেটটা ভারি হয়ে আছে। আস্তে আস্তে হাটলেও চলবে।

তার যেমন খুশি।

অধ্যায় ৪২

জুরি বক্সের পেছনের একটা সারিতে ব'সে রেডস্কিন পিনাট খাচ্ছে ক্রফোর্ড। গ্রাহাম কোর্টরুমের জানালার পর্দগুলো বন্ধ ক'রে দিলো।

"আজ বিকেলে আমাকে প্রোফাইলটা দিচ্ছো তুমি," ক্রফোর্ড বললো। "মঙ্গলবারে দেবে বলেছিলে। আজকে কিন্তু মঙ্গলবারই।"

"আমি শেষ করছি। আগে আমাকে এটা দেখতে হবে।"

গ্রাহাম বায়রন মেটকাফের এনভেলপটা খুলে ভেতরের জিনিসগুলো বের করলো—হোম মুভি রোলে দুটো ধূলোয় মলিন ফিল্ম। প্রত্যেকটাই আছে প্লাস্টিকের স্যান্ডউইচ ব্যাগে।

"মেটকাফ কি নাইলস্ জ্যাকোবির বিরুদ্ধে মামলা করার জন্যে চাপ দিচ্ছে?"

"চুরির জন্যে নয়, যেভাবেই হোক ওগুলো সে উত্তরাধিকারসূত্রে পেতো—মানে, সে এবং জ্যাকোবির ভায়েরা," গ্রাহাম বললো। "তবে আমি ঠিক ক'রে জানি না। বার্মিংহাম ডি.এ এ ব্যাপারে আগ্রহী।"

"ভালো," ক্রফোর্ড বললো।

জুরিবক্সের মুখোমুখি একটা পর্দা টাঙানো হলো। জুরিদের সুবিধার্থে এরকম ব্যবস্থা আগে থেকেই আগে ওখানে।

প্রজেক্টরটা চালু হলো।

"টুথ ফেইরি কিভাবে এতো দ্রুত *ট্যাটলার* পত্রিকাটা জোগাড় করতো পারলো সেজন্যে যেসব নিউজস্ট্যান্ডে চেক্ করা হয়েছিলো তার রিপোর্ট সিনসিনাত্তি, ডেট্রয়েট আর শিকাগো থেকে আমাদের কাছে এসে পৌছেছে," ক্রফোর্ড বললো।

ছবিটা শুরু করলো গ্রাহাম। এটা মাছ ধরার একটা মুভি।

জ্যাকোবিদের ছেলেমেয়েরা একটা পুকুরের কাছে মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত।

একটা পিনাটে কামড় দিলো ক্রফোর্ড। "ইন্ডিয়ানাপোলিস নিউজস্ট্যান্ডের মালিকদের এবং সার্ভকো সুপৃম স্টেশনগুলো চেক ক'রে দেখা হয়েছে," সে বললো।

"তুমি কি এটা দেখতে চাচ্ছো না?" গ্রাহাম বললো।

দু'মিনিট দৈর্ঘের ফিল্মটা শেষ হবার আগপর্যন্ত ক্রফোর্ড চুপই রইলো। "দারুণ, মহিলা একটা মাছ ধরতে পেরেছে," সে বললো, "এবার প্রোফাইলটা—"

"জ্যাক, এটা ঘটার পর পরই তুমি বার্মিংহামে ছিলে। আমি এক মাস ধরে ওখানে যাই নি। বাড়িটা যখন তাদের ছিলো তখন তুমি সেটা দেখেছিলে—আমি দেখি নি। আমি যখন গেছি তখন ওটা আমূল পাল্টে ফেলা হয়েছে। এখন, দোহাই

লাগে, এইসব লোকদের একটু ভালো ক'রে আমাকে দেখতে দাও, তারপর তোমার প্রোফাইল নিয়ে কথা বলা যাবে।"

দ্বিতীয় ছবিটাতে জন্মদিনের দৃশ্য ভেসে উঠলো। ডাইনিং টেবিরে ব'সে আছে জ্যাকোবিরা। গান গাইছে তারা।

গ্রাহাম ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে বুঝতে পারলো, 'হ্যাপি বার্থডে টু ইউ।'

এগারো বছরের ডোনাল্ড জ্যাকোবি ক্যামেরার সামনে। টেবিলের শেষপ্রান্তে একটা কেকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার চশমার কাঁচে মোমবাতির আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

মোমবাতিগুলো ফু দিয়ে নেভানোর সময় তার ভাই-বোনেরা তার পাশে জড়ো হলো।

গ্রাহাম নড়েচড়ে বসলো নিজের সিটে।

মিসেস জ্যাকোবি নিচু হয়ে বেড়ালটাকে টেবিল থেকে তুলে সরিয়ে দিলো।

এবার মিসেস জ্যাকোবি ছেলের জন্যে বড় একটা ইনভেলপ নিয়ে এলো। ডোনাল্ড জ্যাকোবি সেটা খুলে বড়সড় একটা বার্থডে কার্ড বের করলো হাসিমুখে। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে কার্ডটা তুলে ধরলো সে। ওটাতে লেখা আছে, 'হ্যাপি বার্থডে—রিবনটা অনুসরণ করো।'

ক্যামেরাটা ঝাঁকি খেয়ে এবার রান্না ঘরের দিকে গেলো। বাড়ির সবাই একটা ছোটোখাটো মিছিলের মতো এগিয়ে যাচ্ছে, সবার সামনে আছে ডোনাল্ড। বেসমেন্টে চলে এলো তারা রিবন অনুসরণ করতে করতে। রিবনটার শেষপ্রান্ত একটা নতুন বাইসাইকেলের হ্যান্ডেলে বাধা।

গ্রাহাম অবাক হলো এই কাজটা তারা বাড়ির বাইরে সবুজ ঘাসের লনে কেন করলো না।

পরের দৃশ্যেই তার এই প্রশ্নের জবাব মিললো। এবার বাইরে, তুমুল বৃষ্টিপাত হচ্ছে। একেবারে অন্য রকম লাগছে বাড়িটা। হত্যাকাণ্ডের পর রিয়েলটর জিহ্যান বাড়ির রঙ বদলে ফেলেছে। বেসমেন্টের বাইরের দরজাটা দিয়ে মিঃ জ্যাকোবি বাইসাইকেলটা হাতে ক'রে নিয়ে বের হয়ে এলো। মুভিতে এটা তার প্রথম দৃশ্য। জোরে একটা বাতাস এলে তার মাথার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গেলো। লনে সে বাইসাইকেলটা রাখলো বেশ রাজকীয় ভঙ্গীতে।

ডোনাল্ডের সাইকেল চড়ার মধ্য দিয়ে ফিল্মটা শেষ হলো।

"খুবই হৃদয়বিদারক ব্যাপার," ক্রফোর্ড বললো, "তবে আমরা এটা ইতিমধ্যেই জেনে গেছি।"

গ্রাহাম আবারো বার্থ ডে ফিল্মটা চালু করলো।

এটা দেখে ক্রফোর্ড মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বৃফকেসটা থেকে কি যেনো বের ক'রে পেনলাইটের সাহায্যে পড়তে শুরু করলো।

পর্দায় দেখা যাচ্ছে মি: জ্যাকোবি বেসমেন্টে থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। বেসমেন্টের দরজাটা তার পেছনে বন্ধ হয়ে গেলে দেখা গেলো ওটাতে একটা প্যাড-লক ঝুলছে।

এই দৃশ্যটা স্থির ক'রে রাখলো গ্রাহাম।

"এই যে। এজন্যেই সে বোল্ডকাটার ব্যবহার করেছে, জ্যাক—প্যাড-লকটা কেঁটে বেসমেন্টে ঢুকেছে। তবে কেন সে এ পথ দিয়ে যায় নি?"

ক্রফোর্ড তার পেনলাইটটা বন্ধ ক'রে চশমার উপর দিয়ে পর্দার দিকে তাকালো। "এটা কি?"

"আমি জানি তার কাছে একটা বোল্ট-কাটার ছিলো—গাছের উপর থেকে বাড়িটার দিকে নজর রাখার সময় সে ওটা দিয়ে বাকলের উপর খোদাই করেছে। তাহলে সে ওটা ব্যবহার ক'রে বেসমেন্টে দিয়ে প্রবেশ করলো না কেন?"

"সে করতে পারে নি," একটা বাঁকা হাসি হেসে ক্রফোর্ড অপেক্ষা করলো। লোকজনকে অনুমান করতে দিতে তার বেশ মজা লাগে।

"সে কি চেষ্টা করেছিলো? আমি এই দরজাটা কখনও দেখি নি—আমি যখন ওখানে যাই তার আগেই জিহ্যান স্টিল দিয়ে এটা আঁটকে রেখেছিলো।"

ক্রফোর্ডের মুখটা হা হয়ে গেলো। "তুমি ধারণা করছো জিহ্যান ওটা করেছে। আরে, ওটা সে করে নি। তারা যখন মারা যায় এখনও ওটা স্টিল দিয়ে আঁটকানো ছিলো। জ্যাকোবিই এটা করেছে—সে ডেট্রয়েটের লোক, ডেডবোল্টের ব্যাপারে তার প্রীতি থকাটাই স্বাভাবিক।"

"জ্যাকোবি কখন ওটা লাগিয়ে ছিলো?"

"জানি না। এটা নিশ্চিত, ছেলেটার জন্ম দিনের পরই করা হয়েছে—সেটা কখন? অটোপ্সিতে এটা তুমি পেতে পারো।"

"তার জন্ম দিন ১৪ই এপ্রিল, সোমবার," গ্রাহাম বললো। পর্দার দিকেই তাকিয়ে আছে সে। একটা হাতে গাল চুলকাচ্ছে। "আমাকে জানতে হবে জ্যাকোবি কখন দরজাটা বন্ধ করেছিলো।"

ক্রফোর্ড একটু চিন্তিত হলো। "তুমি মনে করছো টুথ ফেইরি যখন জ্যাকোবিদের বাড়িটা চিহ্নিত করে তখন পুরনো দরজাটাতে প্যাডলক লাগানো ছিলো?" সে বললো।

"সে সঙ্গে ক'রে বোল্ট-কাটার নিয়ে গিয়েছিলো, তাই না? বোল্ট-কাটার দিয়ে তুমি কোন্ কাজ করবে?" গ্রাহাম বললো।

"তার, প্যাড-লক আর চেইন কাটবো।"

"জ্যাকোবিদের ওখানে কোনো বার বা চেইন নেই, আছে কি?"

"না।"

"তাহলে সে ওখানে যাবার আগে প্যাড-লক আছে ব'লে প্রত্যাশা করেছিলো। বোল্টকাটার খুব ভারি হয়, বেশ লম্বাও বটে। সে তো দিনের বেলায় রওনা দিয়েছিলো। তারপর জ্যাকোবিদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে গাড়ি পার্ক ক'রে বাকি পথ হেটে গেছে। যদি সে না জানতো বোল্টকাটারের কোনো দরকার আছে, সে তো সঙ্গে ক'রে ওটা নিয়ে যাবার ঝক্কি পোহাতো না। সে প্রত্যাশা করেছিলো বাড়িতে প্যাড-লক আছে।"

"তুমি ধারণা করছো সে বাড়িটা আগে থেকেই চিহ্নিত করেছে, খুঁটিনাটি সব দেখেছে, জ্যাকোবিরা দরজাটা বদলানোর আগে। এরপর সে বনের মধ্যে গাছের উপর উঠে অপেক্ষা করেছে তাদেরকে মারার জন্যে—"

"বনের ঐ গাছ থেকে তুমি বাড়ির এই অংশটা দেখতে পাবে না।"

ক্রফোর্ড মাথা নেড়ে সায় দিলো। "সে বনের ভেতর অপেক্ষা করেছে। ওরা শুতে গেলে সে বোল্টকাটার দিয়ে দরজার প্যাড-লক কাটতে গিয়ে দেখে দরজাটা স্টিল দিয়ে বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছে।"

"ধরো সে নতুন দরজা খুঁজে পেলো। তাকে তাহলে অনেক আগে থেকেই অনেক কিছু জানতে হবে।" গ্রাহাম একটু থামলো। "সে একটু ভড়কে গিয়ে থাকবে। একটু পেরেশানে পড়ে যায়। সুতরাং সে তাড়াহুড়া করবে, বারান্দার দরজা দিয়েই শিকার করবে। যে পথ দিয়ে সে ঢুকেছে সেখানে অনেক জিনিস এলোমেলোভাবে রাখা ছিলো—সে জ্যাকোবিকে ঘুম থেকে উঠিয়ে ফেলে, তাই সিঁড়িতেই তাকে আঘাত করে। এটা তো ড্রাগনের মতো কাজ হলো না। সে তো এরকম নয়। সে খুব সতর্ক, কোনো আলামত রেখে যায় না। লিডস্‌দের বাড়িতে ঢোকার বেলায় সে বেশ নিখুঁতভাবে কাজটা করেছে।"

"ঠিক আছে," ক্রফোর্ড বললো, "আমরা যদি জ্যাকোবিদের দরজাটা বদলানোর সময় জানতে পারি তাহলে বের করতে পারবো ঠিক কোন্ সময়টাতে সে বাড়িটা দেখেছে। এটা জানা খুব দরকার। আমরা গাড়ি ভাড়া করু সময়টা চেক করতে পারবো তখন। এবার আমরা ভ্যান ভাড়ার ব্যাপারটাও খোঁজ নেবো। বার্মিংহাম ফিল্ড অফিসের সাথে এ নিয়ে কথা বলবো আমি।"

ক্রফোর্ডের কথাটা খুব বেশি সমব্যথী শোনালো : চল্লিশ মিনিট পর, বার্মিংহামের এক এফবিআই এজেন্ট, সঙ্গে রিয়েলটর জিহ্যাম, নতুন বাড়িতে কর্মরত একজন কাঠমিস্ত্রির উদ্দেশ্যে চেঁচালো। কাঠ মিস্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যটা রেডিওর মাধ্যমে শিকাগোতে সম্প্রচার করা হলো সঙ্গে সঙ্গে।

"এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে," ফোনটা নামিয়ে রেখে ক্রফোর্ড জানালো। "তখনই নতুন দরজাটা বানানো হয়েছিলো। হায় ঈশ্বর, তার মানে জ্যাকোবিরা খুন হবার দু'মাস আগের ঘটনা। সে কেন দু'মাস আগে বাড়িটা নজরদারী করবে?"

"আমি জানি না, তবে তোমাকে বলতে পারি, সে তাদের বাড়িটা চেক ক'রে দেখার আগে মিসেস জ্যাকোবি কিংবা পুরো পরিবারটিকে দেখেছে। যদি না সে এপ্রিলের ১০তারিখের মধ্যে তাদেরকে ডেট্রয়েট থেকে অনুসরণ ক'রে থাকে। ঐ সময় তারা বার্মিংহামে চলে আসে। এপ্রিলের শেষের দিকে দরজাটা বদলানো হয়, এই সময়ের মধ্যে সে বার্মিংহামেই ছিলো। ব্যুরো কি এটা ভেবে দেখেছে?"

"পুলিশও," ক্রফোর্ড বললো। "আমাকে বলো : সে কিভাবে জানতে পারলো বেসমেন্টের ভেতর দিয়ে এই দরজাটা আছে? এটা তুমি খেয়াল করো নি—দক্ষিণ দিকেরটা।"

"সে বাড়ির ভেতরটা দেখেছে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।"

"তোমার ঐ মেটকাফ কি জ্যাকোবিদের ব্যাংক স্টেটমেন্টটা পেয়েছে?"

"আমি নিশ্চিত, সে পেয়েছে।"

"দেখা যাক, তারা এপ্রিলের ১০ তারিখ থেকে শেষ দিক পর্যন্ত কোন্ কোন সার্ভিসের জন্যে টাকা পরিশোধ করেছে। আমি জানি খুনের বেশ কয়েক দিন আগের সার্ভিস কলগুলো চেক্ ক'রে দেখা হয়েছে। তবে এখন আরো বেশি সময় আগে থেকে চেক্ করা হবে। লিডস্‌দের বেলায়ও এটা করা হবে।"

"তুমি আমরা সবসময় ধারণা করতাম সে লিডস্‌দের বাড়ির ভেতরটা দেখেছে," গ্রাহাম বললো। "রাস্তা থেকে সে রান্নাঘরটা দেখতে পাবে না। পেছনে একটা নেটের দরজা আছে। কিন্তু সে গ্লাস-কাটার নিয়ে রেডি ছিলো। আর এটাও সত্যি, মারা যাবার তিন মাস আগে থেকে তারা কোনো সার্ভিস কল করে নি।"

"সে যদি আরো আগে থেকে বাড়িটা দেখে থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা খুব বেশি পেছন থেকে চেক্ ক'রে দেখি নি। লিডস্‌দের বাড়িতে—তাদেরকে হত্যা করার দু'দিন আগে অবশ্য সে মিটার রিডিং করেছে—হয়তো সে তাদেরকে বাড়িতে যেতে দেখেছে। পোর্চের দরজা খোলার সময় সে হয়তো ভেতরটা দেখেছে।"

"না, দরজাগুলো এক সারিতে না—মনে আছে? দেখো এখানে।"

লিডস্‌দের হোম মুভিটা আবারো চালু করলো গ্রাহাম।

লিডস্‌দের কুকুরটা কান খাড়া ক'রে রান্নাঘরের দিকে দৌড় দিচ্ছে। ভ্যালেরি লিডস্ আর ছেলেমেয়েরা কেনাকাটা ক'রে ফিরে এলো। রান্নাঘরের দরজা দিয়ে কেবলমাত্র নেটের দরজাটাই দেখা যাচ্ছে।

"ঠিক আছে, তুমি কি বায়রন মেটকাফকে এপ্রিলের ব্যাংক স্টেটমেন্টের জন্যে ব্যস্ত রাখবে? যেকোনো ধরণের সার্ভিস কল অথবা কেনাকাটা, যা বাড়িবাড়িতে গিয়ে সেলসম্যানরা বিক্রি করে, সেটাও সামলাতে হবে। না—তুমি প্রোফাইল করার সময় আমি এটা দেখবো। তোমার কাছে কি মেটকাফের কোনো নাম আছে?"

গ্রাহামকে লিডস্‌দের মুভিফিল্মটাতেই মগ্ন থাকতে দেখতে পেলো সে। উদাসভাবেই সে ক্রফোর্ডকে মেটকাফের তিনটা নাম্বার বলে গেলো।

ক্রফোর্ড ফোন করার সময় সে আবারো ফিল্মটা টেনে দেখলো। প্রথমে লিডস্‌দের ছবিটই।

লিডস্‌দের কুকুরটা দেখা যাচ্ছে। এটা গলায় কোনো কলার পরে নি। প্রতিবেশীদের প্রায় সবারই কুকুর আছে, তারপরও ড্রাগন জানতো কোন্ কুকুরটা তাদের।

এই তো ভ্যালেরি লিডস্। তার পেছনে একটা দরজা। তাতে বিশাল কাঁচের প্যান আছে। তার বাচ্চাদেরকে খেলাধুলা করতে দেখা যাচ্ছে এখন।

লিডস্‌দের যতোটা কাছাকাছি ব'লে মনে হয় ততোটা জ্যাকোবিদেরকে মনে হয় না গ্রাহামের। তাদের মুভিটা তাকে একটু বিব্রত করছে যেনো।

জ্যাকোবিদের ছেলেমেয়েরা এক টেবিলে জড়ো হয়েছে বার্থডে কেক নিয়ে।

গ্রাহাম এক ঝলক দেখতে পেলো মোমবাতিগুলো। জ্যাকোবির টেবিলের পাশে, লিডস্‌দের শোবারঘরের এক কোণে রক্তের দাগ। কিছু একটা...

ক্রফোর্ড ফিরে এলো। "মেটকাফ বলছে তোমাকে জিজ্ঞেস—"

"কথা বলো না!"

ক্রফোর্ড ভ্রূ কুচ্‌কালো। অপেক্ষা করলো গ্রাহামের কাছ থেকে কিছু শোনার জন্যে।

ছবিটা চলছে। সেটার আলো গ্রাহামের মুখে এসে পড়ছে।

জ্যাকোবিদের বিড়ালটা দেখা যাচ্ছে। ড্রাগন জানতো এটা জ্যাকোবিদের।

বেসমেন্টের ভেতরকার দরজাটা দেখা যাচ্ছে এখন।

বেসমেন্টের বাইরের দরজাটা, প্যাড-লকসহ দেখা যাচ্ছে। ড্রাগন একটা বোল্ট কাটার নিয়ে এসেছিলো।

শেষ হয়ে গেলো ফিল্মমটা।

ড্রাগনের যা জানার দরকার ছিলো তার সবই এই দুটো ফিল্মে রয়েছে।

এগুলো তো জনসম্মুখে দেখানো হয় নি। কোনো ফিল্ম-ক্লাবও নেই, ফিল্ম ফেস্টিভালও...

লিডস্‌দের মুভিটা যে বাক্সে ক'রে এসেছে সেই সবুজ রঙের বাক্সটার দিকে তাকালো গ্রাহাম। তাদের নাম-ঠিকানা তাতে লেখা আছে। আরো লেখা আছে, 'গেটওয়ে ফিল্ম ল্যাবরেটরি, সেন্ট লুই এম.ও ৬৩১০২।'

তার মন 'সেন্ট লুই' শব্দটাতে আটকে গেলো। সেন্ট লুইয়ের ব্যাপারটা কি? এটাই তো সেই জায়গা যেখানে *ট্যাটলার* সোমবার দিন সহজলভ্য ছিলো। ঐদিনই ওটা ছাপা হয়েছিলো—লাউন্ডস অপহরণের ঠিক আগের দিন।

"ওহ্," গ্রাহাম বললো। "হায় ঈশ্বর।" মাথার দু'পাশে হাত চেপে সে ভাবতে লাগলো।

"তুমি কি মেটকাফকে ফোনে ধরে রেখেছো?"

ক্রফোর্ড রিসিভারটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলো।

"বায়রন, আমি গ্রাহাম বলছি। শোনেন, আপনি জ্যাকোবিদের যে ফিল্ম রিলগুলো পাঠিয়েছেন, ওগুলোর কি কোনো কন্টেইনার আছে?...নিশ্চয়, হ্যা, জানি আপনি ওগুলো অনেক আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আমার সাহায্য লাগবে। আপনি কি জ্যাকোবিদের ব্যাংক স্টেটমেন্টটা পেয়েছেন? ঠিক আছে। আমাকে জানতে হবে তারা মুভি ফিল্মগুলো কোথায় ডেভেলপ করেছে। এটা খুব জরুরি দরকার। বার্মিংহামের এফবিআই এখন এটা চেক ক'রে দেখবে। আপনি যদি কিছু পান তো সোজা তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। এটা করবেন কি? দারুণ। কি? না, আমি আপনাকে গরম ঠোঁটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো না।"

জ্যাকোবিরা যেখান থেকে কিনে ছিলো সেই জায়গাটা খুঁজে পাবার আগে বার্মিংহামের এফবিআই চারটা ক্যামেরা স্টোর চেক্ ক'রে দেখলো। ম্যানেজার জানালো সব কাস্টমারদের ফিল্ম এক জায়গাতেই প্রসেসিং করার জন্যে পাঠানো হয়।

বার্মিংহাম ফিরতি ফোন করার আগে ক্রফোর্ড মোট বারো বার ফিল্মটা দেখলো। মেসেজটা গ্রহণ করলো সে।

খুবই ফর্মাল ভঙ্গীতে সে মেসেজটা গ্রাহামের দিকে বাড়িয়ে দিলো।

"গেটওয়ে," কেবল এটাই বললো ক্রফোর্ড।

অধ্যায় ৪৩

ক্রফোর্ড একটা অলকা-সেলৎজার প্লাস্টিকের গ্লাসে নিয়ে খেতে যাবে অমনি ৭২৭ বোয়িংয়ের পাবলিক এ্যাড্রেস সিস্টেম থেকে স্টুয়ার্ডের কণ্ঠটা ভেসে এলো।

"প্যাসেঞ্জার ক্রফোর্ডকে বলছি?"

হাত তুলে ইশারা করলে মেয়েটা তার কাছে চলে এলো। "মিঃ ক্রফোর্ড, আপনাকে একটু ককপিটে যেতে হবে। প্লিজ?"

চার মিনিটের জন্যে ক্রফোর্ড চলে গেলো। ফিরে এসে বসলো গ্রাহামের পাশে।

"টুথ ফেইরি আজ নিউ ইয়র্কে আছে।"

গ্রাহাম ভুরু কুচকে তাকালো তার দিকে।

"না। ব্রুকলিন মিউজিয়ামে কেবল দু'য়েকজন মহিলাকে মাথায় আঘাত করেছে সে। আর মন দিয়ে শোনো, সে একটা পেইন্টিং খেয়ে ফেলেছে।"

"খেয়ে ফেলেছে?"

"হ্যা। নিউ ইয়র্কের আর্ট স্কোয়াড জানতে পেরেছে কি খেয়েছে সে। তার ব্যবহার করা গেটপাসের উপর থেকে দুটো আংশিক আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। কিছুক্ষণ আগে তারা এটা জিমি প্রাইসের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রাইস জানিয়েছে লিড্‌সের ছেলের চোখ থেকে যে ছাপ পাওয়া গেছে সেটার সাথে মিলে গেছে।"

"নিই ইয়র্ক," গ্রাহাম বললো।

"আজ সে নিউ ইয়র্কে আছে এটা দিয়ে অবশ্য কিছু বোঝা যায় না। সে হয়তো এখনও গেটওয়ে'তে কাজ করছে। যদি তাই ক'রে থাকে তবে কাজ থেকে ছুটি নিয়েছে সে।"

"সে কি খেয়েছে?"

"*দ্য রেড ড্রাগন অ্যান্ড দি ওম্যান ক্লোথড উইথ দ্য সান* নামের একটা পেইটিং খেয়েছে। তারা বলেছে ছবিটা এঁকেছেন উইলিয়াম ব্লেক।"

"মহিলাদের অবস্থা কি?"

"বেশ ভালো মতোই ধরাশায়ী করেছে সে। অল্পবয়সীটাকে হাসপাতালে রাখা হয়েছে। বয়স্ক মহিলার মাথায় চারটা সেলাই দিতে হয়েছে।"

"তারা কি কোনো বর্ণনা দিতে পেরেছে?"

"অল্পবয়সী মেয়েটা দিয়েছে। শান্তশিষ্ট, শক্তসামর্থ্য, কালো গোঁফ আর চুল—উইগ হবে মনে হচ্ছে। দরজার সামনের রক্ষীও একই বর্ণনা দিয়েছে। বয়স্ক মহিলা বলেছে—সে হয়তো একটা র‍্যাবিট সুট পরা ছিলো।"

"কিন্তু সে তো কাউকে খুন করে নি।"

"অদ্ভুত," ক্রফোর্ড বললো। "তাদের দু'জনকে শেষ করে দিতে পারলেই তার জন্যে বেশি ভালো হোতো—ওখান থেকে বেশ সহজেই বের হতে পারতো, কেউ যাতে তার শারীরিক বর্ণনা দিতে না পারে সেটাও নিশ্চিত হতে পারতো। আচরণ বিজ্ঞান বিভাগ ডাঃ ব্লুমকে এ ব্যাপারে ডেকে পাঠিয়েছে। তুমি জানো সে কি বলেছে? ব্লুম বলেছে হয়তো নিজের এইসব কর্মকাণ্ড বন্ধ করার চেষ্টা করছে।"

অধ্যায় ৪৪

ডোলারাইড মৃদু গোঙানি শুনতে পেলো। সেন্ট লুইয়ের বাতিগুলো কালো ডানার নীচে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে।

শক্তিশালী কাঁধটার আড়ষ্টভাব কাটানোর জন্যে মাথাটা দু'পাশে ঘোরালো সে।

বাড়িতে আসছি।

খুবই বড়সড় একটা ঝুঁকি নিয়েছে। কিন্তু এর বিনিময়ে বেশ ভালো একটা জিনিসই পেয়েছে। রেবা ম্যাকক্লেইনকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে সে। তার সাথে কথা বলতে পারবে, পারবে তাকে চমকে দিতে, আর বিছানায় নিয়ে নির্দোষভাবে সম্ভোগও করতে পারবে এখন।

তার বাড়িটাকে নিয়ে আর কোনো ভয় পাবার দরকার নেই। তার পেটের ভেতরে ড্রাগন রয়েছে। এখন সে নিজের বাড়িতে যেতে পারবে, দেয়ালে টাঙানো ড্রাগনের কপির সামনে গিয়ে চাইলে তাকে দুমড়েমুচড়েও ফেলতে পারবে।

রেবাকে ভালোবাসার যে অনুভূতি তার মধ্যে আছে সেটা নিয়ে তাকে উদ্বিগ্ন হতে হবে না। তার প্রতি যদি ভালোবাসা অনুভব করে তবে ড্রাগনের কাছে শেরম্যানদের বলি দিতে পারে সে। এভাবে ড্রাগনকে প্রশমিত ক'রে রেবার প্রতি সদয় হতে পারবে। ফিরে যেতে পারবে তার কাছে।

টার্মিনাল থেকেই রেবার অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করলো সে। এখনও বাড়িতে এসে পৌছায় নি রেবা। বায়ডের কেমিক্যালে ফোন করলো। রাত্রিকালীন লাইনটা খুব ব্যস্ত। কাজ শেষে রেবার সাথে বাসস্টপে যাওয়ার কথা ভাবলো ডোলারাইড।

পনেরো মিনিটের মধ্যে ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে গাড়ি চালিয়ে এসে পড়লো সে।

রেবা বাসস্টপে নেই। বায়ডের কেমিক্যালের পাশেই গাড়িটা পার্ক ক'রে রাখলো। এই জায়গাটা প্রবেশ পথের কাছাকাছি আর ডার্করুমের ঠিক পাশেই অবস্থিত। রেবাকে সে জানাবে তার কাজ শেষ হবার আগপর্যন্ত তার জন্যে অপেক্ষা করবে তারপর কাজ শেষে তাকে বাড়ি পৌছে দেবে। তার নতুন ক্ষমতা অর্জনের জন্যে সে বেশ গর্বিত। এটা সে ব্যবহার করতে চাচ্ছে এখন।

অপেক্ষা করার ফাঁকে নিজের অফিসে গিয়ে বাকি তাজ সেরে আসতে পারে সে।

বায়ডের কেমিক্যালে মাত্র অল্প কিছু বাতিই জ্বলছে এখন।

রেবার ডার্করুমটা তালাবদ্ধ। দরজার উপরের বাতিটা না সবুজ, না লাল। বাতিটা বন্ধ। বাজারটা চাপলেও কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না।

হয়তো রেবা তার অফিসে কোনো মেসেজ রেখে গেছে।

করিডোর থেকে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

বায়ডের সুপারভাইজার ড্যানড্রজ ডার্করুমটা অতিক্রম ক'রে যাওয়ার সময় আশেপাশে তাকিয়েও দেখলো না। তার বগলের নীচে একগাঁদা ফাইল।

ডোলারাইডের কপালে হালকা ঘাম ফুঁটে উঠলো।

পার্কিংলটে ড্যানড্রজ যখন এসে পড়েছে, প্রায় বের হতে যাবে তখনই তার পেছনে নিঃশব্দে এসে পড়লো ডোলারাইড।

পার্কিংলটে দুটো ডেলিভারি ভ্যান আর আধ ডজন গাড়ি আছে। গেটওয়ের পারসোনেল ডিরেক্টর ফিস্কের ব্যক্তিগত গাড়িটা বুইক মডেলের একটা গাড়ি। তারা করছেটা কি?

গেটওয়ে'তে তো কোনো নাইট-শিফট নেই। ভবনের বেশির ভাগই অন্ধকারাচ্ছন্ন। পারসোনেল ডিপার্টমেন্টের দিকে যাবার সময় ডোলারাইড কাঁচের ভেতর আলো জ্বলতে দেখলো। ডোলারাইড শুনতে পেলো ওখান থেকে কথাবার্তা ভেসে আসছে। ড্যানড্রজ আর ফিস্কই হবে।

এক মহিলার পায়ের শব্দ শোনা গেলো। ফিস্কের সেক্রেটারি ডোলারাইডকে অতিক্রম ক'রে অফিসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তার হাতে একাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের লেজার বই। মহিলার মধ্যে বেশ তাড়াহুড়ার ভাব দেখা যাচ্ছে।

দরজায় টোকা মেরে মহিলা দাঁড়িয়ে থাকলে দরজাটা খুলে দিলো উইল গ্রাহাম।

অন্ধকার হলে ডোলারাইড বরফের মতো জমে গেলো যেনো। তার অস্ত্রটা ভ্যানে রাখা আছে।

অফিসের দরজাটা আবারো বন্ধ হয়ে গেলো।

খুব দ্রুত, হনহন ক'রে ডোলারাইড ছুটতে শুরু করলো সে। বের হবার দরজার কাঁচের কাছে মুখটা এনে পার্কিংলটটা ভালো ক'রে দেখে নিলো। ফ্লাডলাইটের আলোতে একজন লোককে দেখা যাচ্ছে। সে দাঁড়িয়ে আছে একটা ডেলিভারি ভ্যানের পাশেই, তার হাতে একটা টর্চলাইট। কী যেনো ছিটাচ্ছে। বাইরের আয়নায় আঙুলের ছাপ নেবার জন্যে পাউডার ছিটাচ্ছে লোকটা।

ডোলারাইডের পেছনে, করিডোরের দিকে একজন লোক হেটে আসছে। দরজার সামনে থেকে সরে যাও। নীচু হয়ে কর্নারের দিকে চলে গেলো সে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো বেসমেন্টে।

ফার্নেসরুমে এসে একটা বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে উঁচু জানালাটা দিয়ে বাইরে তাকালো। এই জানালাটা দিয়ে গ্রাউন্ড লেবেলের দৃশ্য দেখা যায়।

বাইরে কেউ নেই। আস্তে ক'রে পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো ডোলারাইড। রাস্তার ওপাড়ে গিয়ে কম আলোর ফুটপাতে আসতেই

দৌড়াতে শুরু করলো সে। বহু দূরে এসে দূর থেকে গেটওয়ে এবং বায়ডের কেমিক্যাল ভবনের দিকে ফিরে তাকালো।

বায়ডের ভবনের পেছনে, রাস্তার মোড়ে সে তার ভ্যানটা পার্ক ক'রে রেখেছে। আশেপাশে লুকানোর মতো আর কোনো জায়গা ছিলো না। এক দৌড়ে রাস্তাটা পার হয়ে ভ্যান থেকে অস্ত্রটা হাতে তুলে নিলো সে।

সবগুলো গুলিই ভরা আছে। কনসোলের উপর সেটা রেখে একটা টি-শার্ট দিয়ে সেটা ঢেকে রাখলো।

আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে লাগলো সে—লাল বাতিতে থামবে না—রাস্তার মোড়ে এসে যানবাহনের ভীড়ে মিশে গেলো ডোলারাইডের ভ্যানটা।

তাকে এখন ভাবতে হবে, কিন্তু ভাবাটা খুব কঠিন বলেই মনে হচ্ছে।

এটা ফিল্ম নিয়েই হবে। যেভাবেই হোক গ্রাহাম ফিল্মের ব্যাপারটা জেনে গেছে। গ্রাহাম জানে কোথায়। কিন্তু সে জানে না কে। সে যদি জানতো কে, তবে কর্মচারীদের রেকর্ড খতিয়ে দেখতো না। একাউন্টিং রেডর্কগুলোই বা কেন? অনুপস্থিত কে কে আছে সেটা দেখছে। আচ্ছা। ড্রাগন যে সময় আঘাত হেনেছে সে সময় কে অনুপস্থিত আছে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। না, ওগুলো তো শনিবারে ঘটেছে। কেবল লাউন্ডসের বেলায় ব্যতিক্রম। ঐসব শনিবারগুলোতে কারা কিংবা কে কে অনুপস্থিত ছিলো; সেসবও খতিয়ে দেখবে সে। কোনো লাভ হবে না—ম্যানেজমেন্ট কোনো কর্মচারীর কমপেনসেশন স্লিপ রাখে না।

লিন্ডবার্গ বুলেভার্ডটা আস্তে আস্তে অতিক্রম করলো ডোলারাইড।

তারা আঙুলের ছাপ খুঁজছে। সে তো তার আঙুলের ছাপ রাখে নি কোথাও, কেবল ব্রুকলিন জাদুঘরের প্লাস্টিকের গেটপাসটা বাদে।

তারা হয়তো সেই ছাপটা পেয়ে গেছে। তাদের কাছে যদি ম্যাচ করার মতো কিছু না থাকতো তাহলে আঙুলের ছাপ খোঁজা হচ্ছে কেন?

ঐ ভ্যানটাতে তারা আঙুলের ছাপ খুঁজছে। গাড়িগুলোতে তারা খুঁজে দেখছে কিনা সেটা দেখার সময় সে পায় নি।

ভ্যান। লাউন্ডস্‌কে যে হুইলচেয়ারে বহন করা হয়েছিলো সেটা এই ভ্যানে করেই—এটাই তাদেরকে সন্দেহ ক'রে তুলেছে। কিংবা শিকাগোর কেউ ভ্যানটা দেখেছে। গেটওয়ে'তে অনেক ভ্যান আছে। প্রাইভেট ভ্যান, ডেলিভারি ভ্যান।

না, গ্রাহাম জানে তার কাছে একটা ভ্যান আছে। গ্রাহাম জানে, কারণ সে জানতো। গ্রাহাম জানে। গ্রাহাম জানে। শুয়োরের বাচ্চাটা আস্ত একটা দানব।

গেটওয়ে এবং বায়ডের কেমিক্যালের সবখানে তারা আঙুলের ছাপ খুঁজে পাবে। আজকে তারা যদি তাকে চিহ্নিত করতে নাও পারে আগামীকাল ঠিকই

পারবে। সব পত্রিকায়, পুলিশ স্টেশনে তার ছবি দেয়া হবে। তাকে পালাতে হবে চিরদিনের জন্যে। তাদের সামনে সে অতি ক্ষুদ্র, অতি দুর্বল।

"রেবা," প্রায় জোরেই বললো কথাটা। রেবা এখন তাকে রক্ষা করতে পারবে না। তারা তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরছে। সে একটা তুচ্ছ, ক্ষুদ্র ঠোঁটকাটা ছাড়া আর কিছু না—

"আমার সাথে বিশ্বাসঘাকতা করার জন্যে এখন কি তুমি দুঃখিত?"

তার ভেতর থেকে, গভীর থেকে ড্রাগনের কণ্ঠটা ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো। তার পেটে থাকা পেইন্টিংটা যেনো জীবন্ত হয়ে উঠছে।

"আমি সেটা করি নি। আমি কেবল বেছে নিতে চেয়েছিলাম। তুমি আমাকে—"

"আমি যা চাই তা আমাকে দিয়ে দাও, আমি তোমাকে রক্ষা করবো।"

"না। আমি পালাবো।"

"আমি যা চাই তা আমাকে দিয়ে দাও। তুমি তাহলে গ্রাহামের কোমর ভাঙার শব্দ শুনতে পাবে।"

"না।"

"আজ তুমি যা করেছো তার প্রশংসা করছি। আমরা এখন খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি। আমরা আবারো এক হতে পারবো। তুমি কি টের পাচ্ছো, আমি তোমার ভেতরে আছি? পাচ্ছো, পাচ্ছো না?"

"হ্যা, পাচ্ছি।"

"তুমি জানো আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারবো। তুমি জানো তারা তোমাকে এমন এক জায়গায় পাঠাবে যা ব্রাদার বাডির ঐ আশ্রমের চেয়েও খারাপ। আমি যা চাই তা দিয়ে দাও। তুমি মুক্ত হয়ে যাবে।"

"না।"

"তারা তোমাকে খুন করবে। তোমাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে।"

"না।"

"তুমি মরে গেলে ঐ মেয়েটা অন্যসব মানুষের সাথে শোবে। মেয়েটা—"

"না। চুপ করো।"

"ঐ মেয়েটা অন্য লোকজনের সাথে বিছানায় যাবে। সুন্দর সুন্দর সব লোকজনের সাথে। মেয়েটা—"

"থামো। চুপ করো।"

"আস্তে চালাও। তাহলে আমি আর বলবো না।"

ডোলারাইডের পা এক্সলেটরের উপর থেকে উঠে গেলো।

"ভালো। আমি যা চাই তা আমাকে দিয়ে দাও, তাহলে এটা আর ঘটবে না। আমাকে সেটা দিয়ে দাও, তাহলে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। তুমি ভালোভাবে কথা বলতে পারবে, আমি চাই তুমি ভালোভাবে কথা বলো। গাড়িটা থামাও। ঠিক আছে। সার্ভিস স্টেশনটা দেখছো? গাড়িটা ওখানে নিয়ে থামাও, তোমার সাথে আমাকে কথা বলতে দাও..."

অধ্যায় ৪৫

অফিসের সুট থেকে বের হয়ে মৃদু আলোর হলওয়ের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো গ্রাহাম। সে খুব অস্থির, অস্বস্তির মধ্যে আছে। খুব বেশি সময় নিচ্ছে এটা।

ক্রফোর্ড গেটওয়ে এবং বায়ডের-এর ৩৮০ জন কর্মচারীকে যতোটা সম্ভব দ্রুত আলাদা আলাদাভাবে ভাগ করার চেষ্টা করছে—এরকম কাজের জন্যে তার মতো লোকই যোগ্য—কিন্তু সময় চলে যাচ্ছে, তার মানে আরো দীর্ঘ সময় ধরে গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে।

ক্রফোর্ড গেটওয়ে'তে খুব অল্প সংখ্যক ওয়ার্কিংগ্রুপ রেখেছিলো। ("আমরা তাকে খুঁজে বের করতে চাই, তাকে ঘাবড়ে দিতে নয়," ক্রফোর্ড তাদেরকে বলেছিলো। "আজ রাতে যদি তাকে চিহ্নিত করতে পারি তবে তাকে এই প্লান্টের বাইরে তার বাড়িতে কিংবা পার্কিংলটে পাকড়াও করবো।")

সেন্ট লুইয়ের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট বেশ সহযোগীতা করছে। সেন্ট লুইয়ের হোমিসাইডের লেফটেনান্ট ফোগেল এবং একজন সার্জেন্ট আনমার্ক করা একটা গাড়িতে ক'রে সবার অগোচরে ডাটাফ্যাক্স নিয়ে এসেছে।

গেটওয়ের একটা ফোনের সাথে সংযোগ ক'রে দেয়ার ফলে মুহূর্তেই ডাটাফ্যাক্স কর্মচারীদের নামের তালিকা ওয়াশিংটনে অবস্থিত এফবিআই'র আইডেন্টিফিকেশন সেকশনে এবং মিসৌরির মোটর ভেহিকেল ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিতে পারবে।

ওয়াশিংটনে নামগুলো বিভিন্ন ধরণের অপরাধীদের আঙুলের ছাপ রেকর্ডের সাথে মিলিয়ে দেখা হবে।

মোটর ভেহিকেল ডিপার্টমেন্ট চেক ক'রে দেখবে ভ্যানগুলোর মালিকানা।

কেবলমাত্র চারজন কর্মচারীকে সাময়িক তাদের অধীনে নেয়া হলো—পারসোনাল ম্যানেজার, ফিস্ক, ফিস্কের সেক্রেটারি, বায়ডের কেমিক্যালের ড্যানড্রুজ, এবং গেটওয়ে'র চিফ একাউন্টেন্ট।

প্লান্টে এই মাঝরাতে কোনো কর্মচারীকে ফোন ক'রে ডেকে আনা হয় নি। এজেন্টরা তাদের বাড়িতে গিয়ে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে তাদের কাজ করেছে। এজেন্ট তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদের সাথে কথা বলার পর তারা যেনো অন্য কোথাও ফোন করতে না পারে সেটাও নিশ্চিত করা হয়েছে।

দাঁতের পরীক্ষার সাহায্যে তারা খুব দ্রুত আইডেন্টফিকেশন করার আশা করেছিলো। চারজন কর্মচারীর কারোর সাথেই সেটা মেলে নাই।

গ্রাহাম লালবাতি জ্বলা এক্সিট সাইন সংবলিত দীর্ঘ করিডোরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

এছাড়া আজ তারা আর কি করতে পারে?

ক্রফোর্ড অনুরোধ করেছে ব্রুকলিন জাদুঘরের সেই মহিলা, মিস্ হারপারকে যেনো খুব দ্রুত প্লেনে ক'রে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সম্ভবত মহিলা সকালে এসে পৌছাবে। সেন্ট লুই পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কাছে ভালো একটা সার্ভিলেন্স ভ্যান রয়েছে। মহিলা সেটাতে ব'সে থেকে সবার অলক্ষ্যে কর্মচারীদেরকে আসতে যেতে দেখতে পারবে।

আজ রাতে যদি তারা পাকড়াও করতে না পারে তবে আগামীকাল সকালে গেটওয়ে'তে কাজ শুরু হবার আগেই এখানকার অপারেশনের সমস্ত চিহ্ন সরিয়ে ফেলা হবে। গ্রাহাম ভাবলো, গেটওয়ে থেকে খবরটা চাউড় হবার আগে পুরো একটা দিন তারা কাজ করার জন্যে যদি পায় তবে নিজেদেরকে খুব ভাগ্যবান মনে করবে সে। যেকোনো রকম সন্দেহজনক কিছু ড্রাগনের নজরে এড়াবে না। সে টের পেলেই উড়াল দেবে।

অধ্যায় ৪৬

র‍্যালফ ম্যান্ডির সাথে দেরিতে সাপার করাটা মনে হয় ঠিকই আছে। রেবা ম্যাকক্লেইন জানে তাকে কিছু কথা বলতে হবে। অন্যকোনো সময়। কোনো কিছু ঝুলিয়ে রাখাটা সে বিশ্বাস করে না।

তাকে গাড়িতে ক'রে বাড়ি পৌছে দেবার সময় গাড়িতেই কথাটা বললো সে; তার সাথে যে সে দারুণ সময় কাটায়, তাকে বন্ধু হিসেবে পেতে চায় সেটা ঠিক, কিন্তু অন্য আরেকজনের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে।

হয়তো সে একটু কষ্ট পেলো, তবে রেবা জানে এতে ক'রে সে কিছুটা স্বস্তিও পাচ্ছে। এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। রেবা ভাবলো।

রেবার দরজার কাছে এসে ভেতরে আর ঢুকতে চাইলো না সে, তবে তাকে চুমু খেয়ে বিদায় জানাতে চাইলে রেবা খুশি মনেই তা করলো। নিজেই দরজা খুলে রেবার হাতে চাবিটা ধরিয়ে দিলে রেবা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার আগ পর্যন্ত বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

কিন্তু দরজা বন্ধ হবার পর ঘুরে দাঁড়াতেই ডোলারাইড তার গলায় আর বুকে পর পর তিনটা গুলি চালালো পিস্তল দিয়ে। সাইলেন্সার লাগানো আছে ব'লে কোনো জোড়ালো শব্দ হলো না।

ডোলারাইড খুব সহজেই ম্যান্ডির মৃতদেহটা টেনে বাড়ির সামনে ঝোঁপের পাশে ফেলে রাখলো।

রেবাকে ম্যান্ডি চুমু খাচ্ছে—এই দৃশ্যটা ডোলারাইডের বুকে চাকু মারার মতো ভয়াবহ ঠেকেছিলো। তাকে হত্যা ক'রে সেই যন্ত্রণার উপশম হয়েছে এখন।

তাকে দেখে এখনও ফ্রান্সিস ডোলারাইড ব'লে মনে হচ্ছে—ড্রাগন খুব ভালো একজন অভিনেতা। সে ডোলারাইডকে ভালোভাবেই খেলাচ্ছে।

দরজার বেলটা যখন বাজলো রেবা তখন মুখে পানি দিচ্ছে। দরজা খোলার আগে চারবার বেলটা বাজলো। দরজাটা একটু ফাঁক করলেও চেইনটা লাগিয়ে রাখলো রেবা।

"কে?"

"ফ্রান্সিস ডোলারাইড।"

দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে বললো, "আবার বলুন তো।"

"ডোলারাইড, আমি ডোলারাইড।"

সে বুঝতে পারলো ডোলারাইডই বলছে। চেইনটা খুলে দিলো সে।

রেবা সারপ্রাইজ পছন্দ করে না। "আমার মনে হয় তুমি বলেছিলে আমাকে ফোন করবে।"

"তাই করতাম। কিন্তু এটা খুব জরুরি, সত্যি জরুরি," সে বললো। ভেতরে ঢুকেই ক্লোরোফর্মে ভেজানো রুমাল রেবার নাকে চেপে ধরলো সঙ্গে সঙ্গে।

পথঘাট সব ফাঁকা। বেশিরভাগ বাড়িতেই বাতিবন্ধ করা আছে। রেবাকে সে কোলে ক'রে ভ্যানে নিয়ে তুললো।

গাড়িটা চলতে শুরু করলে জেগে উঠলো রেবা। টের পেলো সে তার গালটা ভ্যানের কার্পেট স্পর্শ ক'রে আছে। কানে ইঞ্জিনের শব্দটাও পাচ্ছে সে।

হাত দিয়ে নিজের মুখটা ধরার চেষ্টা করলো। তার বাহু দুটো এক সাথে আঁটকে আছে।

বেঁধে রাখা হয়েছে হাত দুটো। মনে হচ্ছে গায়ের কাপড় চোপড়ও খুলে রাখা হয়েছে, তবে পুরোপুরি নগ্ন নয় সে। তার পা দুটোও বাঁধা। মুখে কেমন জানি একটা অনুভূতি হচ্ছে।

কি...কি হয়েছে...দরজা খুলে দিতেই ভেতরে ঢুকেছিলো ডি...তারপর তার মনে পড়ে গেলো নিজের মুখটা সরিয়ে নিয়েছিলো সে, ডোলারাইড শক্ত ক'রে তাকে ধরেছিলো। হায় ঈশ্বর...সেটা কি...? ডি দরজা দিয়ে ঢুকতেই তার নাকে মুখে ঠাণ্ডা কিছু লাগলে তার দম বন্ধ হবার জোগার হয়। মুখটা সরিয়ে নিতে গেলে প্রচণ্ড শক্তিশালী দুটো হাত তাকে জড়িয়ে ধরে।

এখন সে ডোলারাইডের ভ্যানে। ভ্যানের ভেতরে শব্দ শুনেই বুঝতে পেরেছে ভ্যানটা চলছে। ভয় তার ভেতরে জেঁকে বসলো। তার মন বলছে, শান্ত থাকতে। কিন্তু তার গলার ভেতর ক্লোরোফর্মের ঝাঁঝ। কেশে উঠলো সে।

ডি'র কণ্ঠ শোনা গেলো। "খুব বেশি সময় লাগবে না।"

রেবার কাছে মনে হলো গাড়িটা মোড় নিচ্ছে। একটা পাথর আর মাটির রাস্তায় আছে তারা।

সে একটা উন্মাদ। ঠিক আছে। সে একটা উন্মাদ।

'উন্মাদ,' একটা ভয়ঙ্কর শব্দ।

সেটা কি? র‍্যালফ ম্যান্ডি। সে অবশ্যই তাদেরকে তার বাড়িতে দেখে থাকবে। এটা তাকে প্ররোচিত করেছে।

হায় জিশু, সব প্রস্তুত ক'রে রাখো। রিকার ইনস্টিটিউটে একবার এক লোক তাকে চড় মারার চেষ্টা করেছিলো। রেবা চুপচাপ লুকিয়ে পড়লে লোকটা আর তাকে খুঁজে পায় নি—সেও চোখে দেখতো না। কিন্তু এই বানচোতটা বেশ ভালোমতোই দেখতে পায়। প্রস্তুত হও। কথা বলার জন্যে প্রস্তুত হও। হায় ঈশ্বর,

এই লোকটা তাকে শ্বাসরোধ করেই মেরে ফেলবে। ঈশ্বর, সে আমাকে মেরে ফেলবে, বুঝতেও পারবে না আমি তাকে কি বলছি।

প্রস্তুত হও। সব প্রস্তুত ক'রে রাখো, ঘুণাক্ষরেও বোলো না 'হাহ্?' তাকে বলো সে ফিরে আসতে পারবে। এসব থেকে বের হয়ে আসতে পারবে। কোনো ক্ষতি হবে না। আমি কাউকে কিছু বলবো না। একটু শান্ত হও। যতোটা সম্ভব। তুমি যদি শান্ত হতে না পারো, তাহলে তার চোখ দুটো খুঁজে পাবার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

ভ্যানটা থেমে গেলো। ডোলারাইড ভ্যান থেকে নামতেই গাড়িটা দুলে উঠলো একটু। বাতাসে ঘাস আর গরম টায়ারের গন্ধ। ঝিঁঝিঁ পোকা। সে ভ্যানের পেছনে চলে এলো।

ডোলারাইড যখন তাকে স্পর্শ করলো তখন শ্বাসরোধ অবস্থায়ও রেবা নিজের মুখটা সরিয়ে নিলো।

তার কাঁধে আল্‌তো ক'রে চাপড় মারা হলেও রেবার মোচড়ামোচড়ি থামলো না। তবে সজোরে তার গালে থাপ্পর মারা হলে সেটা হলো।

মুখবন্ধ থাকার পরও রেবা কথা বলার চেষ্টা করছে। তাকে কোলে তুলে নেয়া হলো। ডোলারাইডের পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এখন সে কোথায় আছে সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত। ডোলারাইড বাইরে চলে গেলো ব'লে মনে হচ্ছে তার কাছে। ভ্যানের দরজা বন্ধ করার শব্দ। আবার সে আসছে। ফ্লোরে কিছু রাখছে সে– কয়েকটা ধাতব ক্যান।

তার নাকে গাসোলিনের গন্ধ আসছে এবার।

"রেবা," ডি'র কণ্ঠটা ঠিকই আছে তবে একেবারেই শান্ত। অদ্ভুতভাবেই শান্ত আর অচেনা শোনাচ্ছে। "রেবা, আমি জানি না...কি বলবো তোমাকে। তুমি জানো না আমি তোমাকে কি করবো। আমার ধারণা ভুল, রেবা, তুমি আমাকে দূর্বল ক'রে ফেলেছো, তারপর আমাকে আঘাত দিয়েছো।"

মুখবন্ধ থাকার পরও সে কথা বলার চেষ্টা করলো।

"আমি যদি তোমার হাত-পা-মুখ খুলে দেই, তুমি কি ভদ্র আচরণ করবে?"

রেবা সায় দেবার জন্যে মাথা নাড়লো।

রেবা টের পেলো তার হাতে ঠাণ্ডা ধাতব কিছুর স্পর্শ লাগছে। একটা ধারালো চাকু। তার বাঁধন খুলে ফেলা হলো। এবার তার পায়েরটা। মুখের বাঁধনটা খুলে দিলে তার গাল দুটো ভেজা ভেজা লাগলো রেবার কাছে।

আস্তে আস্তে সতর্কভাবে সে বিছানায় উঠে বসলো। নিজের সেরা অস্ত্রটা ব্যবহার করো।

"ডি," রেবা বললো, "আমি জানতাম না তুমি আমাকে এতোটা পছন্দ করো, এতোটা পরোয়া করো। তুমি যে এরকমটা করাতে আমার খুব ভালোই লাগছে, তবে এরকম করাতে আমি কিন্তু ভয় পেয়ে গেছি।"

কোনো জবাব নেই। রেবা জানে সে তার সামনেই আছে।

"ডি, ঐ ম্যান্ডির জন্যেই কি তুমি এতোটা ক্ষেপে গেছো? তুমি কি তাকে আমার বাড়িতে দেখেছো? সেটাই, তাই না? আমি তাকে বলছিলাম তাকে আর আমি দেখতে চাই না। কারণ আমি তোমাকে দেখতে চাই। আমি আর র‍্যালফের সাথে দেখা করবো না।"

"র‍্যালফ মরে গেছে," ডোলারাইড বললো। "আমার মনে হয় না সে এটা পছন্দ করতো।"

দিবাস্বপ্ন। "আমি তোমাকে কখনও আঘাত দেইনি, ডি। এখনও দিতে চাই নি। আসো, আবার আমরা সেক্স করি, ভালোবাসি। দারুণ সময় কাটাই, ভুলে যাই এসব কথা।"

"চুপ করো," শান্ত কণ্ঠে সে বললো। "তোমাকে আমি কিছু কথা বলেছি। তোমার শোনা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা হবে এটি। পর্বত শিখরের সারমন। টেন কমেন্ডমেন্ট-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ। বুঝেছো?"

"হ্যা, বুঝেছি। ডি, আমি—"

"চুপ করো। রেবা, বার্মিংহাম এবং আটলান্টায় কিছু অসাধারণ ঘটনা ঘটে গেছে। তুমি কি জানো আমি কি বলছি?"

রেবা মাথা দোলালো।

"এটা খবরের কাগজে বেশ গুরুত্ব পেয়েছিলো। দুই দল লোক বদলে গেছে। লিডস্। আর জ্যাকোবিরা। পুলিশ মনে করছে তারা খুন হয়েছে। এখন বুঝতে পারছো?"

রেবা মাথা ঝাঁকালো। তারপর কথাটা পুরোপুরি বুঝতে পেরে স্থির হলো গেলো হঠাৎ করেই।

"তুমি জানো, ঐসব লোকদের বাড়িতে যে জিনিসটা গিয়েছিলো ওটাকে তারা কি নামে ডাকে?"

"টুথ ফেইরি—"

একটা হাত তার মুখটা চেপে ধরলো।

"সতর্কভাবে ভাবো, জবাব দাও ঠিক ঠিক।"

"এটা ড্রাগন। ড্রাগন...রেড ড্রাগন।"

রেবার খুব কাছে আছে সে। তার নিঃশ্বাস টের পাচ্ছে মুখের কাছেই। "আমিই ড্রাগন।"

একটু পেছনে সরে গিয়ে চিৎকার ক'রে বললো সে। রেবা ভয়ে একটু পিছু হটে গেলে বিছানার হেডবোর্ডের সাথে ধাক্কা খেলো।

"ড্রাগন তোমাকে চায়, রেবা। আমি তার কাছে তোমাকে দিতে চাই না। আজ আমি তোমার সাথে এমন একটা কিছু করবো যাতে সে আর তোমাকে না পায়।"

এটা ডি। সে ডি'র সাথে কথা বলতে পারে। "প্লিজ, আমাকে তার কাছে তুলে দিও না। সে যেনো আমাকে না পায়। আমি জানি তুমি সেটা করবে না—আমি তোমার জন্যে। আমাকে তোমার কাছে রেখে দাও। তুমি আমাকে পছন্দ করো। আমি জানি তুমি তা করো।"

"আমি এখনও সিদ্ধান্ত নিই নি। হয়তো তোমাকে তার কাছে তুলে না দিয়ে থাকতে পারবো না আমি। জানি না। আমি দেখবো, আমি যা বলি তুমি তা করো কিনা। করবে কি? আমি কি তোমার উপর নির্ভর করতে পারি?"

"আমি চেষ্টা করবো। চেষ্টা করবো। আমাকে খুব বেশি ভয় দেখাবে না, সেখানে আমি করতে পারবো না।"

"উঠে দাঁড়াও, রেবা। বিছানার পাশে দাঁড়াও। তুমি কি জানো তুমি ঘরের কোন্‌খানে আছো?"

রেবা মাথা দোলালো।

"তুমি জানো না তুমি ঘরের কোন্‌খানে আছো? আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম তুমি তখন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছিলে। তাই না?"

"ঘুমিয়ে?"

"বোকামী করো না। আমরা যখন এখানে রাত কাটিয়েছিলাম তখনকার কথা বলছি। তুমি বাড়ির বাইরেও গিয়েছিলে। তুমি কি অদ্ভুত কিছু খুঁজে পেয়েছিলে? তুমি কি সেটা এখান থেকে নিয়ে অন্য কাউকে দেখিয়েছিলে? এটা কি তুমি করেছো, রেবা?"

"আমি তো কেবল বাইরে গেছিলাম। তুমি ঘুমিয়েছিলো, আমি তখন একই বাইরে যাই। সত্যি বলছি।"

"তাহলে তো তুমি জানো সামনের দরজাটা কোথায়, জানো না?"

রেবা মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"রেবা, আমার বুকে হাত রাখো, অনুভব করো, আস্তে আস্তে।"

তার চোখে আঘাত করবো?

তার দু'হাত রেবার দু'কাঁধে। "তুমি যা ভাবছো সেটা কোরো না। তা না হলে আমি তোমার গলা টিপে ধরবো। আমার বুকে হাত রাখো। আমার মুখে। গলার চেইনে লাগিয়ে রাখা চাবিটা টের পাচ্ছো? আমার গলা থেকে সেটা তুলে নাও। সাবধানে...ঠিক আছে। এবার আমি দেখবো তোমাকে বিশ্বাস করা যায় কিনা। সামনের দরজার কাছে গিয়ে তালা মেরে চাবিটা আমার কাছে নিয়ে আসো। যাও।

আমি এখানে অপেক্ষা করছি। পালাবার চেষ্টা করবে না। তোমাকে আমি ধরে ফেলতে পারবো।"

রেবা এগিয়ে গেলো। দরজার পাশে থাকা বড় ঘড়িটার টিক টিক শব্দ তাকে কিছুটা সাহায্য করছে।

আমার সেরা সুযোগটা কি? কোন্‌টা? তাকে ধোঁকা দিতে থাকবো, নাকি চলে যাবো? অন্যেরাও কি তাকে ধোকা দেয়? গভীর একটা নিঃশ্বাস নিলো রেবা। মাথাটা ঘুরছে। এরকম কোরো না। এরকম করলে মরে যাবে।

এটা নির্ভর করছে দরজাটা খোলা আছে কিনা তার উপর। খুঁজে দেখো ডোলারাইড কোথায় আছে।

"আমি কি ঠিক দিকে এগোচ্ছি?" সে জানে সে ঠিক ঠিকই যাচ্ছে।

"আরো পাঁচ কদম সামনে।" কণ্ঠটা বিছানার কাছ থেকে এলো।

মুখে বাতাসের ঝাপটা টের পেলো রেবা। দরজাটা আধখোলা। নবটাতে চাবি ঢোকালো সে। নবটা বাইরের দিকে।

এবার। দরজার বাইরে এসেই সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ ক'রে চাবিটা লাগিয়ে দিলো সে। বাইরের ইট বিছানো পথে নেমে পড়লো, হাতে কোনো সাদা ছড়ি নেই। ভ্যানটা কোথায় আছে মনে করার চেষ্টা করলো। দৌড়ালো। ঊর্ধ্বশ্বাসে। কোথায়—একটা বনের ভেতর—এবার প্রাণপনে চিৎকার করো। চিৎকার দাও। "বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। বাঁচাও।" কাঁকড় বিছানো পথ ধরে দৌড়াতে লাগলো সে। দূর থেকে একটা ট্রাকের হর্ন শোনা যাচ্ছে। ঐদিকেই হাইওয়েটা আছে। দ্রুত। দৌড়াও।

তার পেছনে দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে এখন। সে থেমে মাটি থেকে এক মুঠো পাথর তুলে নিয়ে একটু অপেক্ষা করলো সামনে আসার জন্যে, ছুঁড়ে মারলে শুনতে পেলো তার উপর পাথরগুলোর আঘাতের শব্দ।

তার কাঁধে একটা হাত, সজোরে তাকে ঘুরিয়ে দিলো। তার গালে বড়সড় একটা হাত। তার গলা পেঁচিয়ে, শক্ত ক'রে চেপে ধরলো। পেছন দিকে লক্ষ্য ক'রে লাথি মারলো রেবা। তার হাঁটুতে আঘাত করতেই হাতটা ছেড়ে আলগা হয়ে গেলো।

অধ্যায় ৪৭

দু'ঘণ্টার মধ্যে বিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স্ক পুরুষ কর্মচারী যাদের নিজস্ব ভ্যান আছে তাদের তালিকা তৈরি করা হয়ে গেলো। ছাব্বিশজনের নাম ঠাঁই পেলো তালিকায়।

মিসৌরি ডিএমভি ড্রাইভার লাইসেন্স থেকে চুলের রঙ কি রকম সেই তথ্যটা জানালো তবে এটাকে তেমন একটা আমলে নেয়া হলো না। কারণ ড্রাগন হয়তো একটা পরচুলা পরে থাকবে।

ফিস্কের সেক্রেটারি মিস টূলম্যান তালিকার কপি তৈরি ক'রে বিলি ক'রে দিলো।

লেফটেনান্ট ফোগেল তালিকার নামগুলো যখন পড়তে শুরু করলো তখন বেজে উঠলো তার বিপারটা। ফোনে ফোগেল তার হেডকোয়ার্টারের সাথে খুব সংক্ষেপে কথা বললো, তারপর রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে বললো, "মিঃ ক্রফোর্ড...জ্যাক, একজন র‍্যালফ ম্যান্ডি, শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, ইউনিভার্সিটি সিটিতে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে তাকে—এটা শহরের মাঝখানে, ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির খুব কাছেই—রেবা ম্যাকক্লেইন নামের এক মহিলার বাড়ির সামনে থেকে তাকে পাওয়া গেছে। আশেপাশের লোকজন বলছে, ঐ মহিলা নাকি বায়ডের কেমিক্যালে কাজ করে। তার বাড়ির দরজা খোলা অবস্থায় পাওয়া গেছে, কিন্তু মহিলাকে বাড়িতে পাওয়া যায় নি।"

"ড্যানড্রজ!" ক্রফোর্ড উচ্চস্বরে বললো। "রেবা ম্যাকক্লেইন, তার ব্যাপারটা কি?"

"সে ডার্করুমে কাজ করে। অন্ধ। কলোরাডোর কোথাও তার বাড়ি।"

"আপনি র‍্যালফ ম্যান্ডিকে চেনেন?"

"ম্যান্ডি?" ড্যানড্রজ বললো। "র‍্যালফ ম্যান্ডি?"

"র‍্যালফ ম্যান্ডি, সে ওখানে কাজ করে?"

রোল চেক ক'রে দেখা গেলো তালিকায় তার নাম নেই।

"কাকতালীয় হয়তো," ফোগেল বললো।

"হতে পারে," বললো ক্রফোর্ড।

"আশা করি রেবার কিছু হয় নি," মিস টূলম্যান বললো।

"আপনি তাকে চেনেন?" গ্রাহাম বললো।

"কয়েকবার তার সাথে আমার কথা হয়েছে।"

"ম্যান্ডির ব্যাপারটা কি?"

"তাকে আমি চিনি না। রেবার সাথে আমি কেবল একজন পুরুষকেই দেখেছি, মিঃ ডোলারাইড। তাকে আমি ডোলারাইডের ভ্যানে ক'রে যেতে দেখেছি।"

"মিঃ ডেলারাইডের ভ্যান, মিস টৃলম্যান? তার ভ্যানটার রঙ কি?"

"মনে হয়,কালচে বাদামী, অথবা কালো।"

"মিঃ ডোলারাইড কোথায় কাজ করেন?" জানতে চাইলো ক্রফোর্ড।

"সে তো প্রোডাশন সুপারভাইজার," ফিস্ক বললো।

"তার অফিসটা কোথায়?"

"হলের দিকে।"

ক্রোফোর্ড ঘুরে গ্রাহামের সাথে কথা বলতে গেলো, কিন্তু সে ইতিমধ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছে। মিঃ ডোলারাইডের অফিসটা বন্ধ। মেইটেনান্স বিভাগ থেকে আরেকটা চাবি এনে সেটা খোলা হলো।

বাতি জ্বালিয়ে ঘরের চারপাশে তাকালো গ্রাহাম। একেবারেই গোছগাছ ক'রে রাখা একটা অফিস। ব্যক্তিগত কোনো জিনিস চোখে পড়লো না। বাইয়ের শেলফে কেবল টেকনিক্যাল বইপুস্তক রাখা। চেয়ারের বাম দিকে একটা ডেস্ক ল্যাম্পট। তার মানে সে ডানহাতি। তাদের দরকার ডানহাতি এক লোকের বাম হাতের আঙুলের ছাপ।

"চলো ক্লিপবোর্ডটা ভালো ক'রে দেখি," ক্রফোর্ডকে বললো সে, ঠিক তার পেছনেই আছে। "সে তার বাম হাতের বুড়ো আঙুল ক্লিপে ব্যবহার করবে।"

ড্রয়ার থেকে শুরু করলো তারা, কিন্তু গ্রাহামের নজর পড়লো ডেস্কের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যালেন্ডারের দিকে। সে জুন মাসের ২৮ তারিখের শনিবারের পাতাটা খুঁজলো, যেদিন জ্যাকোবিরা খুন হয়েছে।

সেই সপ্তাহান্তের আগে বৃহস্পতি আর শুক্রবারের পৃষ্ঠায় কোনো দাগ দেয়া নেই। সে জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহের পৃষ্ঠাগুলো উল্টালো। বৃহস্পতি আর শুক্রবার ফাঁকা। মঙ্গলবারে একটা নোট লেখা আছে। তাতে বলা আছে : 'এএম ৫৫২৩:৪৫-৬:১৫।'

গ্রাহাম এন্ট্রিটা খুলে দেখলো। "আমাকে বের করতে হবে এই ফ্লাইটটা কোথায় যায়।"

"এই কাজটা আমাকে করতে দাও, তুমি এখানে কাজ করতে থাকো," ক্রফোর্ড, কথাটা বলেই হলের শেষপ্রান্তে রাখা টেলিফোনের কাছে চলে গেলো।

দরজার সামনে থেকে ক্রফোর্ড যখন তাকে ডাকতে এলো তখন গ্রাহাম ডেস্কের ড্রয়ার থেকে দাঁতের কাজে ব্যবহার্য একটি আঠার টিউবের দিকে তাকিয়ে আছে।

"ওটা আটলান্টায় যায়, উইল। চলো, তাকে ধরতে যাই।"

অধ্যায় ৪৮

পানির ঠাণ্ডা ঝাপটা রেবার মুখে আর চুলে এসে লাগছে। জ্ঞান হারাবে ব'লে মনে হচ্ছে তার। পায়ের নীচে শক্ত কিছু টের পেলো সে। ঘুরে দাঁড়ালো রেবা। তার পায়ের নীচে কাঠ। ভেজা আর ঠাণ্ডা একটা তোয়ালে তার মুখ মুছে দিলো।

"তুমি কি ঠিক আছো, রেবা?" ডোলারাইডের কণ্ঠ বেশ শান্ত।

শব্দটা শুনে রেবা পিছু হটে গেলো। "উহহহ।"

"গভীর ক'রে দম নাও।"

এক মিনিট পার হয়ে গেলো।

"তুমি কি মনে করো তুমি দাঁড়াতে পারবে? দাঁড়ানোর চেষ্টা করো।"

তাকে জড়িয়ে ধরে সাহায্য করলে দাঁড়াতে পারলো রেবা। তার শরীরের কাপুঁনি বন্ধ হবার আগপর্যন্ত ডোলারাইড অপেক্ষা করলো।

"পাথরের পথে উঠে এসো। তোমার কি মনে আছে তুমি কোথায় ছিলে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"দরজা থেকে চাবিটা নিয়ে নাও, রেবা। ভেতরে আসো। এবার তালা মেরে চাবিটার দড়ি আমার গলায় পরিয়ে দাও। লকেটের মতো ক'রে। ভালো। আসো নিশ্চিত হই দরজাটা লক হয়েছে কিনা।"

দরজার নব্ ধরে নড়াচড়া করার শব্দ শুনতে পেলো রেবা।

"বেশ ভালো। এবার বেডরুমে চলে যাও। তুমি তো জানোই কিভাবে যেতে হয়।"

হোচট খেয়ে রেবা হাটু মুড়ে ব'সে পড়লো। মাথা নীচু ক'রে রাখলো সে। ডোলারাইড তাকে ধরে পায়ের উপর দাঁড় করালো। জড়িয়ে ধরে বেডরুমে নিয়ে গেলো আস্তে আস্তে।

"এই চেয়ারটাতে বসো।"

রেবা ব'সে পড়লো।

"ওকে আমার কাছে দিয়ে দাও। এক্ষুণি।"

উঠতে গিয়েও উঠতে পারলো না রেবা। বড়সড় আর শক্তিশালী একটা হাত তাকে বসিয়ে দিলো।

"চুপচাপ ব'সে থাকো, তা না হলে তোমাকে তার কাছ থেকে আমি বাঁচাতে পারবো না," ডোলারাইড বললো। সে আবার ধাতস্থ হতে শুরু করেছে। তবে ওটা চাচ্ছে না সে ধাতস্থ হোক।

"প্লিজ, চেষ্ট করো," রেবা বললো।

"রেবা, আমার জন্যে সব শেষ হয়ে গেছে।"

সে এখন উপর তলায় চলে গেছে, কিছু করছে। গ্যাসোলিনের গন্ধটা বেশ তীব্র।

"তোমার হাতটা বাড়াও। এটা উপলব্ধি করো। ধরো না এটা। কেবল উপলব্ধি করো।"

শক্ত আর ধাতব কিছু টের পেলো রেবা। বেশ মসৃণ। একটা বন্দুকের নল।

"এটা একটা শটগান, রেবা। বারো-গজ ম্যাগনামের। তুমি জানো এটা কি করবে?"

রেবা দু'পাশে মাথা দোলালো।

"তোমার হাতটা নীচে নামাও।" নলটা রেবার মুখের সামনে রাখা হলো।

"রেবা, তোমাকে বিশ্বাস করতে পারলে আমার ভালোই লাগতো।" তার কথা শুনে মনে হচ্ছে সে কাঁদছে।

"তোমাকে করতে খুব ভালো লেগেছিলো আমার।"

কাঁদছে সে।

"তোমাকেও আমার ভালো লেগেছে, ডি। আমারও তোমার সাথে ওটা করতে খুব ভালো লেগেছে। দয়া ক'রে আমাকে আঘাত কোরো না।"

"আমার সব শেষ হয়ে গেছে। আমি তোমাকে তার কাছে রেখে যেতে পারি না। তুমি জানো সে তোমাকে কি করবে?"

অঝোরে কাঁদছে এখন।

"তুমি জানো সে তোমাকে কি করবে? সে তোমাকে কামড়াতে কামড়াতে মেরে ফেলবে। তারচেয়ে ভালো আমার সাথে তুমিও আসো।"

একটা দেয়াশলাই জ্বালাবার শব্দ শুনতে পেলো রেবা। সালফারের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে এখন। হিস্‌হিস্‌ ক'রে শব্দ হলো। ঘরের তাপমাত্রা বেড়ে গেলো মুহূর্তেই। ধোয়া। আগুন। যে জিনিসটা রেবা এই পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি ভয় পায়। আগুন। এরচেয়ে বাকি সব কিছুই ভালো। আশা করলো প্রথম গুলিতে যেনো সে-ই মৃত্যুবরণ করে। দৌড়াবার জন্যে পা দুটো প্রস্তুত করলো সে।

ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্না শোনা যাচ্ছে।

"ওহ্‌ রেবা, তুমি আগুনে পুড়ে মরবে এটা আমি দেখতে পারবো না।"

রেবা টের পেলো বন্দুকের নলটি তার মুখে ঠেকানো হয়েছে।

নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতেই শটগানের দুটো ব্যারেল গর্জে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

কানে তালা লাগার জোগাড় হলো, রেবার মনে হলো তার গুলি লেগেছে, মরে গেছে। টের পেলো ভারি কিছু মেঝেতে লুটিয়ে পড়ার ভোতা একটি শব্দ।

ধোয়া আর আগুনের শিখার দাউ দাউ শব্দ। আগুন। সচেতন হয়ে উঠলো সে। হাতে আর মুখে আগুনের আঁচ টের পেলো রেবা। বাইরে যাও। পা বাড়ালো সে। বিছানার সাথে হোচট খেলো।

আগুন লাগলে নীচু হয়ে ছুটবে, তারা বলতো। দৌড়াবে না। দৌড়ালে হোচট খেয়ে পড়ে যাবে, আর পড়ে গেলেই মারা যাবে।

দরজায় তো তালা দেয়া। এগোও। হামাগুঁড়ি দাও। হাতড়াতে হাতড়াতে সে মেঝেতে পড়ে থাকা পা দুটো খুঁজে পেলো—মাথাটা সামনেই আছে—চুলটা টের পেলো হাতে। সেখান থেকে একটু নীচে গলাটাও খুঁজে পেলো সহজে। মাংসের দলা। কিছু হাড় ভেঙে চোখা হয়ে আছে। কোটর থেকে বের হয়ে বাইরে ঝুলে আছে একটা চোখ।

চাবিটা তার গলায় পরানো আছে...জলদি। এক টানে খুলে নিলো সেটা। হাতে চাবিটা নিয়ে চারপাশে মাথাটা ঘোরাতে লাগলো। বুঝতে পারছে না। বোঝার চেষ্টা করলো। তালা লাগা কানে শোনারও চেষ্টা করলো। বিছানার পাশে...কোন্ দিকে? দেহটার সাথে হোচট খেলো সে। শোনার চেষ্টা করলো আবারো।

ডং, ডং, ঘড়িতে ঘণ্টা বাজছে। ডং, ডং, লিভিংরুমে, ডং, ডং, ডান দিকে মোর নাও।

ধোয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। ডং ডং। দরজাটা এখানে। নবটা এখানে। চাবিটা ফেলে দিও না। লক্‌টা খুলে ফেলো। দরজাটা খুলে ফেলো। বাতাস পাবে। পাথর বিছানো পথ ধরে এগোও। বাতাস নাও বুক ভরে। ঘাসের উপর শুয়ে পড়ো।

হামাগুঁড়ি দিয়ে ব'সে পড়লো ঘাসের উপর। বাড়িটা থেকে আসা প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। হামাগুঁড়ি দিয়ে এগোতে লাগলো সে। কয়েক বার দম নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কয়েক পা এগিয়ে দৌড়াতে শুরু করতেই কিছু একটার সাথে ধাক্কা লাগলো তার, আবারো দৌড়াতে শুরু করলো রেবা।

অধ্যায় ৪৯

ফ্রান্সিস ডোলারাইডের বাড়িটা খুঁজে বের করা খুব সহজ কাজ নয়। গেটওয়ে'তে যে ঠিকানা তালিকাবদ্ধ করা আছে সেটা সেন্ট চার্লসের একটা পোস্ট-বক্স নাম্বার।

এমন কি সেন্ট চার্লসের শেরিফ ডিপার্টমেন্টকেও পাওয়ার কোম্পানি অফিসের সার্ভিস ম্যাপটা চেক ক'রে দেখতে হলো নিশ্চিত হবার জন্যে।

শেরিফের ডিপার্টমেন্ট সেন্ট লুইয়ের সোয়াট টিমকে নদীর ওপর পাড়ে স্বাগত জানালে তাদের গাড়িবহরটি অনেকটা নিঃশব্দেই হাইওয়ে ৯৪ দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো। সামনের গাড়িতে গ্রাহামের পাশে ব'সে আছে একজন ডেপুটি, পথঘাট চিনিয়ে দিচ্ছে সে। পেছনের সিটে ক্রফোর্ড মুখে কিছু একটা নিয়ে চিবোতে চিবোতে তাদের দিকে ঝুঁকে আছে। সেন্ট চার্লসের উত্তরপ্রান্তের শেষ মাথায় এসে তাদের গাড়িটা ট্রাফিক বাতির কারণে থামতে বাধ্য হলো।

এরপর চলতে শুরু করতেই তারা শহরের উত্তরাংশে দেখতে পেলো প্রজ্জ্বলিত আগুনের আলো।

"ওখানেই তো!" ডেপুটি বললো। "ওখানেই তো বাড়িটা!"

গ্রাহামের পা এক্সেলেটরে চাপ দিলো। হাইওয়ে দিয়ে এগোতেই বাড়তে শুরু করলো আগুনের প্রজ্জ্বলিত আলোটা।

ক্রফোর্ড মাইক্রোফোনটা তুলে নিলো হাতে।

"সব ইউনিটকে বলছি। তার বাড়িটা আগুনে জ্বলছে। সাবধান। সে হয়তো বেরিয়ে আসবে। শেরিফ, পারলে রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে দিন।"

প্রজ্জ্বলিত আগুনে জ্বলতে থাকা বাড়িটার উপরে ঘন কালো ধোয়া দেখতে পেলো তারা।

"এখানে," ডেপুটি বললো, "এই পথ দিয়ে যান।"

তখনই তারা মেয়েটাকে দেখতে পেলো, আগুনের বিপরীতে তার অবয়বটা কালচে দেখাচ্ছে। তাদের আসার শব্দ পেয়ে মেয়েটাও হাত তুলে মনোযোগ আকর্ষণ করছে।

ঠিক তখনই আগুনের ভেতর থেকে একটা বিস্ফোরণ ঘটলো। বিশাল এক অগ্নিকুণ্ডলী আকাশের দিকে উঠে গেলো চারপাশ কাঁপিয়ে। বাড়িটার দরজা-জানালা বিধ্বস্ত ক'রে ফেললো সেটা। বাড়ির সামনে পার্ক ক'রে রাখা ভ্যানটাতে আগুন ধরে

গেলো নিমেষেই। পুলিশের গাড়িগুলো সামনে এগোতেই সেই ভ্যানটাও বিস্ফোরিত হলো তীব্র আওয়াজে, কেঁপে উঠলো পুলিশের গাড়িগুলো।

মেয়েটা রাস্তার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে দেখে গ্রাহাম, ক্রফোর্ড আর ডেপুটিরা গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে এগিয়ে গেলো, কারণ আগুনের বৃষ্টি আছড়ে পড়ছে চারদিকে। তাদের কেউ কেউ হাতে অস্ত্র বের ক'রে নিয়ে মেয়েটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলো আরো সামনে।

একজন ডেপুটি রেবার চুল থেকে আগুনের ফুলকি ঝেড়ে ফেলতে থাকলে ক্রফোর্ড মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে দাঁড় করালো।

"ফ্রান্সিস ডোলারাইড," বললো সে। আল্‌তো ক'রে মেয়েটাকে ঝাঁকিও দিলো সে। "ফ্রান্সিস ডোলারাইড কোথায়?"

"ভেতরে," মেয়েটা বললো। আঙুল তুলে বাড়িটার দিকে দেখালো। "মারা গেছে।"

"আপনি সেটা জানেন?" ক্রফোর্ড মেয়েটার দৃষ্টিহীন চোখের দিকে ভলো ক'রে তাকিয়ে বললো।

"আমি তার সাথেই ছিলাম।"

"আমাকে খুলে বলুন। প্লিজ।"

"নিজের মুখে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করেছে সে। তার আগে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আত্মহত্যা করেছে। মেঝেতে পড়ে ছিলো। আমি হাতড়ে দেখেছি। আমি কি একটু বসতে পারি?"

"অবশ্যই," বললো ক্রফোর্ড। একটা পুলিশের গাড়িতে নিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে বসালো। মেয়েটা কান্না জুড়ে দিলে তাকে গভীর মমতায় জড়িয়ে ধরলো ক্রফোর্ড।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগুনের শিখা দেখে গেলো গ্রাহাম, যতোক্ষণ না সেটার আঁচ এসে লাগলো তার মুখে।

বাতাসের তীব্রতায় আগুনের ধোয়া আকাশের চাঁদটাকে ঢেকে দিচ্ছে।

অধ্যায় ৫০

সকালের বাতাসটা খুব উষ্ণ আর ভেজা ভেজা। সেই বাতাস ডোলারাইডের বাড়ির উপরে কয়েক খণ্ড মেঘ ভাসিয়ে নিয়ে এলো। চারপাশের সমতল ভূমি থেকে হালকা ধোয়া উঠছে এখন।

গরম কয়লার উপর কয়েক ফোটা বৃষ্টি পড়তেই বাষ্প আর ধোয়ার সৃষ্টি হচ্ছে।

পাশেই দাঁড়িয়ে আছে একটা ফায়ার ট্রাক, সেটার ছাদের বাতি ঘুরছে।

এফবিআই'র এক্সপ্লোসিভ সেকশন চিফ এস.এফ আইনেসওর্থ বাড়িটার ধ্বংসযজ্ঞের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গ্রাহামের সাথে কফি খাচ্ছে।

স্থানীয় ফায়ার মার্শালকে একটা খুন্তি দিয়ে ছাই তুলতে দেখে আইনেস ভুরু কুচকালো।

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ছাইগুলো এখনও তার জন্যে বেশ গরমই আছে বলতে হয়," মুখটা পাশে সরিয়ে নিয়ে সে বললো। লোকটা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বেশ আন্তরিকভাবেই সাহায্য সহযোগীতা ক'রে যাচ্ছে। গ্রাহামের দিকে তাকিয়ে অনকেটা আপন মনেই সে বলতে লাগলো, "আমাকে বেশ কষ্ট করতে হবে। স্পেশাল ডেপুটি আর কনস্টেবলরা নিজেদের তল্লাশী শেষ করার পর এই জায়গাটাকে মনে হবে শূয়োরের খোঁয়ার।"

আইনেসওর্থের প্রাণপ্রিয় বম্ব-ভ্যানটা এসে পৌছানোর আগপর্যন্ত সে নিজের ডাফেল ব্যাগটা খুলে নোমেক্স আন্ডারওয়্যার, বুট কভারঅল আর বক্ষবন্ধনীটা বের ক'রে নিলো।

"বিস্ফোরণ হলে কেমন লাগে, উইল?"

"তীব্র একটা আলো ঝল্‌সে মুহূর্তেই নিভে যাবে। তারপর সব অন্ধকার। আশেপাশে যা আছে সব উড়তে শুরু করবে। দরজা-জানালা, ছাদ আর দেয়ালগুলো ছিটকে যাবে চারপাশে। একটা শকওয়েভ হবে। তারপর তীব্র বাতাসের বেগ। সেই বাতাসটা আবার মুহূর্তেই উধাও হয়ে যাবে। মনে হবে ওটা যেনো উড়িয়ে নিয়ে যাবে আগুনের হলকাটাকে।"

"ওড়ার সময় আগুনটা বেশ ভালোমতোই ছড়িয়ে পড়বে?"

"হ্যা, আশেপাশের গাছপালাগুলোতেও আগুন ধরে যাবে।"

আইনেস স্থানীয় দু'জন ফায়ারম্যানকে হোসপাইপটা নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বললো। আরেকজনকে বক্ষবন্ধনী পরে রেডি থাকতে বললো যদি প্রয়োজন পড়ে তো তাকে উদ্ধার করার জন্যে সে ভেতরে ঢুকবে।

বেসমেন্টের সিঁড়িটা পরিষ্কার ক'রে ঘন অন্ধকারে প্রবেশ করলো সে। এটার ছাদ উড়ে গেছে। এখানে কয়েক মিনিটের বেশি থাকতে পারবে না। তাকে মোট আটবার যেতে হলো ওখানে।

পাওয়ার মতো কেবল একটা দোমড়ানো মোচড়ানো ধাতব টুকরো পেলো, কিন্তু তাতেই খুব খুশি।

চোখমুখ লাল আর ঘেমে একাকার হয়ে গেলে নিজের বক্ষবন্ধনী আর জামাকাপড় খুলে ফায়ার ট্রাকের দিকে দৌড়ে গেলো সে। ওখানে একজন ফায়ারম্যান সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ে চাপিয়ে দিলো একটা রেইনকোট।

ধাতব টুকরোটা মাটিতে রেখে ওটার উপর থেকে ছাইগুলো ফু দিয়ে সরিয়ে ফেলা হলো।

"ডিনামাইট," গ্রহামকে বললো সে। "এখানে দেখুন, এই ধাতব অংশে পাতার মতো একটা প্যাটার্ন তৈরি হয়েছে, না? এটা ডিনামাইটের ফুট-লকার। বিস্ফোরণ হলেও এটা উড়ে যায় নি, কারণ এটা বেসমেন্টে ছিলো।"

"দেহাবশেষগুলো কোথায়?"

"খুব বেশি পাওয়া যাবে না, তবে কিছু না কিছু তো থাকবেই। আমাদেরকে সব আলাদা ক'রে নিয়ে দেখতে হবে। এইসব ভগ্নস্তুপ থেকে আলাদা করাটা খুব সহজ কাজ হবে না। তবে তাকে আমরা পাবোই। তাকে আমি আপনার কাছে ছোট্ট একটা ব্যাগে ক'রে পাঠিয়ে দেবো।"

ভোরের একটু পরেই ঘুমের বড়ির প্রভাবে অবশেষে রেবা ম্যাকক্লেইন ঘুমিয়ে পড়লো দ্য পল হাসপাতালে। বার বার সে চাচ্ছিলো একজন মহিলা পুলিশ তার পাশে থাকুক। সকালে কয়েকবার ঘুম থেকে জেগে উঠে পুলিশ অফিসারের হাত ধরার চেষ্টা করলো সে।

যখনই নাস্তা খেতে চাইবে তখনই গ্রাহাম তাকে নাস্তা দেবে, এজন্যে সঙ্গে ক'রে নাস্তা নিয়ে এসেছে সে।

কিভাবে এগোবে? কখনও কখনও তাদের জন্যে ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে যায় যদি তাদেরে সাথে তুমি নৈব্যর্ক্তিক আচরণ করো। তবে সে ভাবলো, রেবা ম্যাকক্লেইনের সাথে এটা করার দরকার নেই।

গ্রাহাম মহিলা পুলিশের কাছে নিজের পরিচয়টা দিলো।

"আপনি কি তাকে চেনেন?" রেবা মহিলা পুলিশকে জিজ্ঞেস করলো।

গ্রাহাম পুলিশ অফিসারকে তার পরিচয়পত্রটা বের ক'রে দেখালো। অবশ্য মহিলার এটা দেখার কোনো দরকার নেই।

"আমি জানি তিনি একজন ফেডারেল অফিসার, মিস্ রেবা ম্যাকক্লেইন।"

অবশেষে রেবা তাকে সব খুলে বললো। ফ্রান্সিস ডোলারাইডের সাথে তার সময়গুলোর কথা। তার জিভ শুকিয়ে গেলে বরফের টুকরো মুখে দিয়ে ভিজিয়ে নিলো।

মহিলা পুলিশ ঘর থেকে বের হয়ে হাতমুখ ধুতে গেলে রেবাকে গ্রাহাম সবচাইতে বিব্রতকর প্রশ্নটি করলো। সেই প্রশ্নের জবাব দিলো রেবা তবে মহিলা পুলিশের ঘরে ফিরে আসার শব্দ পেয়েই চুপ মেরে গেলো আবার।

শেষ প্রশ্নটি ক'রে তার নোটবুকটা বন্ধ ক'রে ফেললো গ্রাহাম।

"আমি আর আপনাকে এসব কথা জিজ্ঞেস করবো না," সে বললো, "তবে আমি আবারো আপনার সাথে দেখা করতে আসবো। শুধু হাই বলতে, আপনি কেমন আছেন সেটা জানতে।"

"বিপজ্জনক পুরুষকে প্রলুব্ধ করে আমার মতো এরকম একজনকে আপনি কিভাবে সাহায্য করবেন?"

এই প্রথম রেবা কেঁদে ফেললো, বুঝতে পারলো কি ঘটে গেছে তার জীবনে।

"অফিসার, আপনি কি আমাদেরকে একটু একান্তে কথা বলতে দেবেন?" গ্রাহাম বললো। রেবার হাতটা ধরলো সে।

"দেখুন। ডোলারাইডের অনেক সমস্যা আছে, অনেক ঘটনা সে ঘটিয়েছে। কিন্তু আপনার কোনো সমস্যা নেই; আপনি কিছু করেনও নি। আপনি বললেন, সে আপনার প্রতি খুব দয়ালু, আপনার কথা সে খুব ভাবে। আমিও সেটা বিশ্বাস করি। এজন্যেই আপনি তার ভেতর থেকে তার সত্যিকারের সত্তাকে বের ক'রে আনতে পেরেছিলেন। তাই শেষপর্যন্ত আপনাকে সে খুন করে নি। আপনাকে মরতে দেখতে হবে ব'লে বেঁচে থাকতে চায় নি। এসব নিয়ে যারা বিশ্লেষণ করবে তারা বলবে সে নিজেকে থামানোর চেষ্টা করেছিলো। কেন? কারণ আপনি তাকে সাহায্য করেছেন। এতে ক'রে কিছু জীবন হয়তো বেঁচে গেছে। আপনি কোনো লোককে উন্মাদ হতে প্রলুব্ধ করেন নি। আপনি একজনকে আকর্ষণ করেছেন, যে আগে থেকেই উন্মাদ ছিলো। মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলো। আপনি কোনো ভুল করেন নি। কিন্তু আপনি যদি এরকম কিছু ভেবে থাকেন তবে আপনি একটা গর্দভ। আমি দু'য়েক দিন পর আপনাকে আবার দেখতে আসবো। আপনার কাছে চব্বিশ ঘণ্টা পুলিশ থাকবে। আমাকেও একটু স্বস্তিতে থাকতে হবে। একটু বিশ্রাম নিতে হবে—আপনার চুলটা ঠিক ক'রে রাখার চেষ্ট করবেন।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো রেবা। দরজার দিকে হাত নেড়ে বাই বাইও করলো সে। হয়তো মেয়েটা একটু হাসলোও, তবে এ ব্যাপারে সে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারলো না।

[সেন্ট লুইয়ের এফবিআই'র অফিস থেকে মলিকে ফোন করলো গ্রাহাম। ফোনটা ধরলো উইলির দাদা।

"উইল গ্রাহাম ফোন করেছে, মামা," বউয়ের উদ্দেশ্যে সে বললো। "হ্যালো, মিঃ গ্রাহাম।"

উইলির দাদা নিজের বউকে মামা ব'লে ডাকে আর সব সময় তাকে 'মিঃ গ্রাহাম' ব'লে সম্বোধন করে।

"মামার কাছ থেকে শুনলাম সে নাকি আত্মহত্যা করেছে। সে তো টিভিতে ডোনাহিউ শো দেখছিলো, তখনই ব্রেকিং নিউজ হিসেবে খবরটা দেখিয়েছে। ভালো খবর। তাকে ধরার জন্যে তোমাদের আর কষ্ট করতে হলো না। আমাদের মতো ট্যাক্সপেয়াররাও বেঁচে গেলো, এজন্যে আর বাড়তি খরচও বহন করতে হবে না। লোকটা কি সত্যি শ্বেতাঙ্গ ছিলো?"

"হ্যা, স্যার। সোনালী চুলের। দেখতে স্ক্যান্ডিনেভিয়ানদের মতো।"

উইলির দাদারাও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান।

"আমি কি মলির সাথে কথা বলতে পারি, প্লিজ?"

"তোমরা কি আবার ফ্লোরিডাতে চলে যাবে?"

"হ্যা। খুব জলদি। মলি বাড়িতে আছে না?"

"মামা, সে মলির সাথে কথা বলতে চাচ্ছে। মলি তো বাথরুমে আছে, মিঃ গ্রাহাম। আমার নাতি আবারো নাস্তা খাচ্ছে। ভালো জায়গায় আছে তো তাই খিদে বেড়ে গেছে। তুমি যদি দেখতে কীভাবে খাচ্ছে সে। বাজি ধরে বলতে পারি, তার ওজন দশ পাউন্ড বেড়ে গেছে। এই তো সে এসে গেছে।"

"হ্যালো।"

"হাই গরম মসলা।"

"ভালো খবর, তাই না?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

"আমি বাগানে ছিলাম। মামাম্মা এসে বললো টিভিতে নাকি দেখিয়েছে খবরটা। তোমরা কখন খুঁজে পেলে?"

"মাঝ রাতে।"

"আমাকে তাহলে এতো দেরিতে ফোন করলে কেন?"

"মামাম্মা হয়তো তখন ঘুমিয়ে ছিলো।"

"না, সে তখন জনি কারসনের ছবি দেখছিলো। আমি বলতে পারবো না, উইল। তুমি তাকে ধরো নি ব'লে আমি খুব খুশি হয়েছি।"

"আমি কয়েক দিনের মধ্যেই বাড়িতে ফিরছি।"

"চার-পাঁচ দিন?"

"ঠিক বলতে পারছি না। হয়তো এতো দিন লাগবে না। তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে, ছেলেটাকেও।"

"আমারও তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। সব ঝামেলা শেষ করার পর চলে আসো।"

"আজকে বুধবার। শুক্রবার হয়তো আসতে পারবো—"

"উইল, মামাম্মা উইলির সব চাচা-চাচীদেরকে সিয়াটল থেকে আগামী সপ্তাহে আসতে বলেছে, আর—"

"নিকুচি করি তোমার ঐ মামাম্মাকে। আরে এই 'মামাম্মা'টা আবার কে?"

"উইলি যখন বেশ ছোটো ছিলো তখন সে বলতে পারতো না—"

"আমার এখানে চলে আসো।"

"উইল, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো। কয়েকটা দিন পর না হলে তো তারা উইলিকে দেখতে পাবে না—"

"তাহলে তুমি চলে আসো। উইলিকে রেখে আসো তাদের কাছে। পরের সপ্তাহে না হয় তোমার সাবেক শ্বাশুড়ি তাকে প্লেনে ক'রে নিয়ে আসবে। তোমাকে বলছি—চলো নিউ অরলিন্সে যাই। ওখানে একটা জায়গা আছে, নামটা হলো—"

"আমার মনে হচ্ছে না এটা করা যাবে। আমি পার্টটাইম কাজ করছি এই শহরের ওয়েস্টার্ন স্টোরে। তাদেরকে তো কয়েক দিন আগে জানাতে হবে।"

"আরে কি হলো, মলি?"

"কিছু না। কিছুই হয় নি...আমি খুব কষ্টে আছি, উইল। তুমি জানো, আমি এখানে এসেছিলাম উইলির বাবা মারা যাবার পর।" সে সব সময়ই বলে 'উইলির বাবা' যেনো এটা কোনো অফিস। কখনও তার নামটা বলে না। "আমরা সবাই আবার এক হয়েছি—আমিও একটু ধাতস্থ হয়েছি। আর আমি—"

"ছোট্ট একটা পার্থক্য আছে : আমি এখনও মারা যাই নি।"

"এভাবে ভেবো না।"

"কিভাবে? কিভাবে ভাববো না?"

"তুমি একটা পাগল।"

গ্রাহাম কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখ বন্ধ ক'রে রাখলো।

"হ্যালো।"

"আমি পাগল নই, মলি। তুমি যা চাও তাই করো। এখানকার কাজ শেষ হলে আমি তোমাকে ফোন করবো।"

"তুমি এখানে আসতে পারো।"

"আমার তা মনে হয় না।"

"কেন না? এখানে অনেকগুলো ঘর আছে। মামাম্মা—"

মলি, তারা আমাকে পছন্দ করে না, আর সেটা তুমিও জানো। যখনই তারা আমার দিকে তাকায় তাদের সব মনে পড়ে যায়।"

"এটা তুমি ঠিক বললে না। আর কথাটাও সত্য নয়।"

গ্রাহাম খুব ক্লান্ত।

"ঠিক আছে। তারা জঘন্য। তাদেরকে দেখলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি—এবার ঠিক আছে?"

"এসব বোলো না।"

"তারা ছেলেটাকে চায়। হয়তো তারা তোমাকেও পছন্দ করে। সম্ভবত করে। আমাকে তারা পছন্দ করে না। আমাকে দেখতেও চায় না। কিন্তু আমি তোমাকে ফ্লোরিডায় চাই। উইলিকেও। সে যখন তার দাদার কেনা টাট্টু ঘোড়াটাকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন।"

"একটু ঘুমিয়ে নিলে তোমার ভালো লাগবে।"

"আমার সন্দেহ আছে। শোনো, এখানে কিছু জানতে পারলে আমি তোমাকে ফোন করবো।"

"অবশ্যই।" ফোনটা রেখে দিলো মলি।

"বানরের গু," গ্রাহাম বললো, "শালার, বানরের গু!"

ক্রফোর্ড তার দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা বের করলো। "আমি কি এইমাত্র 'বানরের গু' বলতে শুনলাম?"

"শুনেছো।"

"তো, খুশি হবার সময় এসে গেছে। আইনেস ঘটনাস্থল থেকে ফোন করেছে। তোমার জন্যে তার কাছে কিছু একটা আছে। সে বলছে আমাদের ওখানে যেতে হবে, স্থানীয়দের কাছ থেকে নাকি সে কিছু একটা পেয়েছে।"

অধ্যায় ৫১

গ্রাহাম আর ক্রফোর্ড যখন ডোলারাইডের বাড়ির ধ্বংস স্তূপের কাছে আবার ফিরে এলো তখন আইনেসওর্থ কিছু ছাই নতুন পেইন্ট ক্যানে ভরছে।

তার চোখেমুখে আর কানে লেগে আছে ছাইয়ের ধূলার আস্তরণ। এক্সপ্লোসিভ ডিপার্টমেন্টের স্পেশাল এজেন্ট জানোভিচ কাজ শুরু ক'রে দিয়েছে।

একজন লম্বা মানুষ একটা পুরনো ধূলোয় মলিন ওল্ডসমোবাইল গাড়ির সামনে কি যেনো করছে। ক্রফোর্ড আর গ্রাহামকে এগিয়ে আসতে দেখে লোকটা পথরোধ ক'রে দাঁড়ালো।

"আপনি কি ক্রফোর্ড?"

"জি।"

"আমি রবার্ট এল. ডুলানি। আমি করোনার। এটা আমার কেস।" সে তার কার্ড দেখালো। কার্ডে বলা আছে 'রবার্ট এল. ডুলানিকে ভোট দিন।'

ক্রফোর্ড অপেক্ষা করলো।

"আপনার লোকদের কাছে কিছু এভিডেন্স আছে যা আমার কাছে হস্তান্তর করার কথা। এর জন্যে আমি একঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি।"

"এই দেরির জন্যে দুঃখিত, মিঃ ডুলানি। তারা আমার নির্দেশেই কাজটা করেছে। আপনি আপনার গাড়িতে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিন, আমি দেখি তাড়াতাড়ি করা যায় কিনা।"

ডুলানি তাদের অনুসরণ করতে শুরু করলো।

ক্রফোর্ড ঘুরে দেখলো। "আপনি কিছু মনে করবেন না, মিঃ ডুলানি। নিজের গাড়িতে গিয়ে বসুন।"

সেকশন চিফ আইনেসওর্থ তার সাদা দাঁত বের ক'রে হাসছে। ছাইমাখা মুখে অদ্ভুত লাগছে তাকে।

"একজন সেকশন চিফ হিসেবে এটা আমাকে দারুণ আনন্দ দিচ্ছে—"

"নিজের মুখে লাগাম দাও, আমরা সবাই সেটা জানি," জানোভিচ বললো।

"আরে ইন্ডিয়ান জানোভিচ, চুপ করো। আমাদের দরকারি জিনিসগুলো নিয়ে আসো।" গাড়ির চাবির গোছা সে জানোভিচের দিকে ছুড়ে দিয়ে বললো।

এফবিআই'র একটা সিডান গাড়ির ট্রাঙ্ক থেকে জানোভিচ লম্বা একটা কার্ডবোর্ড বক্স নিয়ে আসলো। একটা শটগান, বাটটা পুড়ে উধাও হয়ে গেছে, আর নলটা

আগুনের উত্তাপে বেঁকে গেছে অনেকটা। বাক্সের ভেতরে আরেকটা ছোটো বাক্সে আছে একটা অটোমেটিক পিস্তল।

"পিস্তলটার অবস্থা বেশ ভালো," আইনেস বললো। "ওটা থেকে হয়তো ব্যালেস্টিক ম্যাচ করা সম্ভব হবে।"

আইনেস জানোভিচের কাছ থেকে তিনটি প্লাস্টিকের ফ্রিজার ব্যাগ নিলো।

"সামনের এবং মাঝখানের, গ্রহাম।" আইনেসের মুখে একটু তীর্যক হাসি দেখা দিলো কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

"এটা খুবই দারুণ একটা শো," আইনেস ব্যাগগুলো গ্রাহামের হাতে তুলে দিলো।

একটা ব্যাগে আছে পাঁচ ইঞ্চি দৈর্ঘের মানুষের পুড়ে যাওয়া পায়ের হাঁড়, আর কোমরের কেন্দ্রস্থিত একটা বল। আরেকটা ব্যাগে আছে একটা হাতঘড়ি। তৃতীয়টাতে রয়েছে দাঁতের পাটি।

প্লেটটা পুড়ে কালো হয়ে গেছে, ভেঙেচুড়ে মাত্র অর্ধেক অংশই অবশিষ্ট আছে এখন। কিন্তু তাতেই রয়ে গেছে একটা কর্তন দাঁত।

গ্রাহাম মনে করলো তার কিছু বলা উচিত। "আপনাকে ধন্যবাদ। অনেক ধন্যাবদ।"

তার মাথাটা ক্ষণিকের জন্যে ঘুরে গেলো, একটা স্বস্তি বয়ে গেলো সারা শরীর জুড়ে।

"...জাদুঘরে রাখার মতো জিনিস," আইনেসওর্থ বললো। "এটাকে আমাদের ঐ উৎসাহী লোকটার কাছে দিতে হবে, তাই না, জ্যাক?"

"হ্যা। তবে সেন্ট লুইয়ের কোরোনার অফিসে কিছু পেশাদার লোক আছে। তারা এটা থেকে ভালো ছাপ নিতে পারবে। আমরাও ওগুলো সময়মতো পেয়ে যাবো।"

ক্রফোর্ড এবং বাকিরা কোরোনারের কাছে গিয়ে হাজির হলো। গ্রাহাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া বাড়িটার সামনেই থেকে গেলো একা। বাতাস আর চিমনির শব্দ শুনছে সে। আশা করলো সুস্থ হলে ব্লুম এখানে আসবে। সম্ভবত সে আসতে পারবে।

গ্রাহাম ডোলারাইড সম্পর্কে জানতে চায়। সে জানতে চায় এখানে ঠিক কি ঘটেছে। ড্রাগনের কি হয়েছিলো। তবে এখন সে যথেষ্ট জানে।

একটা মকিংবার্ড এসে চিমনির উপর ব'সে শিষ বাজাচ্ছে।

গ্রাহামও শিষ বাজালো।

বাড়ি ফিরে যাবে সে।

অধ্যায় ৫২

জেট বিমানের বিশাল রকেট ইঞ্জিনটা যখন তাকে ঠেলে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গেলো, নিয়ে গেলো সেন্ট লুই থেকে অনেক দূরে, তখন গ্রাহামের ঠোঁটের কোণে দেখা গেলো হাসি। দক্ষিণ আর পূব দিকে সূর্যের আলোক রশ্মির দিকে তাকাতেই বুঝতে পারলো অবশেষে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে সে।

মলি আর উইলি ওখানে থাকবে।

"কে কার জন্যে, কিসের জন্যে দুঃখিত সেটা নিয়ে মাথা ঘামিও না। আমি ম্যারাথনে তোমাকে তুলে নিতে আসছি, বাচ্চাছেলে," ফোনে এ কথা বলেছিলো মলি।

এই ফাঁকে সে আশা করলো ভালো কিছু মুহূর্তের কথা তার মনে পড়বে—নিজেদের কাজে যেসব লোক খুব দক্ষ আর নিবেদিতপ্রাণ তাদের সন্তুষ্টিমাখা মুখগুলো।

লয়েড বাওম্যান আর বেভারলি কাত্জকে ধন্যবাদ দেয়াটা খুব বেশি ঔদ্ধত্য দেখাতো সেজন্যে সে তাদেরকে ফোন ক'রে বলেছে তাদের সাথে আবারো কাজ করতে পারলে সে খুবই খুশি হবে।

একটা বিষয়ে সে একটু বিব্রত হয়েছিলো : ক্রফোর্ড যখন ফোন থেকে মুখ সরিয়ে তাকে বললো, "গেটওয়ে," তখন তার যে রকম অনুভূতি হয়েছিলো আর কি।

সম্ভবত সেটা ছিলো তার জীবনে সবচাইতে সুতীব্র আর বন্য একটা আনন্দের বর্হিপ্রকাশ। এরকমটি আগে কখনও ঘটে নি। সেই জুরি রুমে ব'সে তখনও সে বুঝে উঠতে পারে নি, এটা তার জীবনে সবচাইতে সেরা একটি মুহূর্তের আগমন।

লয়েড বাওম্যানকে সে বলে নি তার কেমন লাগছিলো; তাকে সেটা বলতে হয় নি।

"জানেন, পিথাগোরাসের মাথায় উপপাদ্যটি যখন এলো তখন সে মিউজ দেবীকে একশো ষাড় উৎসর্গ করেছিলো," বাওম্যান বললো। "মজার কিছু নেই, আছে কি? জবাব দেবেন না—কথা বলে জবাব না দিলেই বরং বেশি ভালো হয়।"

বাড়িতে ফিরে গিয়ে মলি এবং উইলিকে কাছে পেতে গ্রাহাম অধৈর্য হয়ে উঠছে ক্রমশ। মায়ামিতে তাকে *আন্ট লুলা* নামের একটা পুরনো ডিসি-৩ বিমানে উঠে বসতে হয়েছে, যা তাকে ম্যারাথনে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এখন।

ডিসি-৩ বিমান সে পছন্দ করে। আজকের সবকিছুই তার পছন্দ হচ্ছে।

গ্রাহামের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন *আন্ট লুলা* বানানো হয়। তার ডানা দুটো সব সময়ই ইঞ্জিনের ছিটকে পড়া তেলের কারণে নোংরা হয়ে থাকে। তার উপর

তার অগাধ আস্থা রয়েছে। তার কাছে সে এমনভাবে দৌড়ে যায় যেনো সে তাকে জঙ্গল থেকে উদ্ধার করার জন্যে নেমে এসেছে।

ডানার নীচ দিয়ে সে ইসলামোডা শহরের বাতিগুলো দেখতে পাচ্ছে। তবে এখনও আটলান্টিকের উপর আছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে তারা ম্যারাথনে নেমে যাবে।

তার কাছে মনে হচ্ছে সে জীবনে প্রথমবার ম্যারাথনে যাচ্ছে।

একটা শব্দ ক'রে বিমানটি রানওয়ে অভিমুখী হতেই গ্রাহাম মলি আর উইলিকে সীমানা প্রাচীরের কাছে ফ্লাডলাইটের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো।

উইলি খুব দৃঢ়ভাবে মলির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রাহাম বিমান থেকে নামার আগপর্যন্ত সে ওখানেই এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। তারপর বিমানটাকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখবে। এজন্যে গ্রাহাম তাকে খুব পছন্দ করে।

মলির উচ্চতা ঠিক গ্রাহামের সমান, পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি। সুতরাং এরকম জনসম্মুখে লেভেল-কিস খাওয়াটা অন্য রকম একটি ব্যাপার। কারণ সাধারণত বিছানাতেই এটা সম্ভব হয়।

উইলি তার সুটকেসটা নিতে চাইলে গ্রাহাম সেটা না দিয়ে সুটব্যাগটা তার হাতে তুলে দিলো।

সুগারলোফ কি'তে নিজের বাড়িতে ফিরে যাবার সময় মলিই গাড়ি চালালো। পথে গাড়ির হেডলাইটের আলো গ্রাহামকে স্মরণ করিয়ে দিলো অনেক কিছু।

গাড়ির দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসতেই সাগরের তরঙ্গধ্বনি শুনতে পেলো সে।

উইলি বাড়ির ভেতরে চলে গেলো মাথায় ক'রে সুটব্যাগটা নিয়ে। নীচের দিকের অংশটা তার পায়ের কাছে বারি খেতে লাগলো এ সময়।

মশার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আনমনেই মুখের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে আঙিনায় দাঁড়িয়ে রইলো গ্রাহাম।

মলি তার গালে হাত রাখলো। "আরে বাড়িতে না ঢুকে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবছো?"

সে মাথা দোলালো কেবল। তার চোখ দুটো ভেজা ভেজা।

আরো কিছুক্ষণ মলি অপেক্ষা করলো। তার মাথায় আল্‌তো ক'রে স্পর্শ ক'রে তার দিকে ভুরু তুলে তাকালো সে। "টাঙ্কোয়ারি মার্টিনি, স্টিক, জড়াজড়ি আর ওসব যদি করতে চাও তো ভেতরে ঢোকো...তারপর ইলেক্ট্রিক বিল, পানির বিল নিয়ে কথাবার্তা ছাড়াও আমার ছেলের সাথে চুটিয়ে কথাবার্তা তো হবেই," চাপা কণ্ঠে কথাগুলো বললো সে।

অধ্যায় ৫৩

গ্রাহাম আর মলি এটা খুব ক'রে চাচ্ছিলো যেনো আগের মতোই তাদের মধ্যে ঘটে, ঠিক যেমনটি এর আগে তারা করতো।

কিন্তু তারা যখন দেখতে পেলো এটা আর আগের মতো হচ্ছে না, তখন নিজেদেরকে একই বাড়িতে বসবাস করতে থাকা দু'জন অযাচিত সঙ্গী ব'লে মনে হতে লাগলো। অন্ধকারে তারা দু'জন ঠিক যেমনভাবে একে অন্যেকে পেতো সেটা যেনো অনুপস্থিত।

মলিকে এর আগে এতো সুন্দর আর লাগে নি তার কাছে। একটা যন্ত্রণাদায়ক দূরত্ব থেকে তার অসচেতন আভিজাত্যকে সে শ্রদ্ধা করে।

মলি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে এই কয়েক দিন অরিগনে ছিলো, মৃত ব্যক্তিটি তার কাছে পুণরুজ্জীবিত হয়েছে আবার।

উইলি এটা বুঝতে পেরে গ্রাহামের সাথে বেশ আন্তরিক ব্যবহার করছে, তার আচরণ অসম্ভব রকম বিনম্র।

ক্রফোর্ডের কাছ থেকে একটা চিঠি এসেছে। মলি সেটা মেইল থেকে তুলে আনলেও সেটার কথা তাকে বলে নি।

এটাতে শেরম্যান পরিবারের ছবি আছে, মুভি ফিল্ম থেকে প্রিন্ট করা হয়েছে সেটা। সব কিছু পুড়ে যায় নি, তবে ক্রফোর্ড বিস্তারিত সব বলেও নি। বাড়ির আশেপাশে তল্লাশী চালানোর সময় অন্যান্য জিনিসের সাথে এই ছবিটাও পাওয়া যায়।

"এইসব লোকজন সম্ভবত অন্যত্র সরে গেছে," ক্রফোর্ড লিখেছে। "নিরাপদেই আছে এখন। ভাবলাম তোমাকে কথাটা জানানো দরকার।"

গ্রাহাম সেটা মলিকে দেখালো।

"দেখেছো? এজন্যেই," সে বললো। "এজন্যেই আমাকে এসব করতে হয়েছিলো।"

"আমি জানি," মলি বললো। "আমি বুঝতে পেরেছি। সত্যি বুঝতে পেরেছি।"

আকাশে চাঁদ উঠেছে। সেই চাঁদের আলোর নীচে সাতার কাটছে ব্লুফিশ। মলি যখন রাতের খাবার তৈরি করছে তারা তখন মাছ ধরতে ব্যস্ত। সমুদ্র সৈকতে তারা আগুন জ্বালালেও খুব একটা সুবিধার হলো না।

দাদা আর মামাম্মা উইলির কাছে টাট্টু ঘোড়ার যে ছবিটা পাঠিয়েছে সেটা উইলি নিজের ঘরে টাঙিয়ে রেখেছে।

গ্রাহাম আর মলি নিজেদের কাজে ম্যারাথনে ফিরে যাবার আগে পঞ্চম দিনটা এক সঙ্গে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলো। তারা মাছ ধরলো, সার্ফ করলো, সমুদ্র সৈকতে হাটাহাটি করলো দীর্ঘক্ষণ।

গ্রাহাম ঠিক করেছিলো তাদের দু'জনের সাথে একসঙ্গে কথা বলবে।

কিন্তু এই মিশনটা খুব ভালোভাবে শুরু হলো না। উইলি আর গ্রাহাম তিন ঘণ্টা ধরে মাছ ধরে গেলেও কোনো কথাবার্তা বললো না। কয়েক বার গ্রাহাম কথা বলার জন্যে মুখ খুললেও তার কাছে মনে হলো এখন কথা বলাটা ঠিক হবে না।

পুরো ব্যাপারটায় সে একেবারে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে।

গ্রহাম চার চারটা মাছ ধরতে পারলেও উইলি একটাও ধরতে পারলো না। খুব তাড়াহুড়া ক'রে মাছ ধরার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে সে। মাছ না ধরতে পেরে চোখমুখ লাল হয়ে আছে তার।

বালি থেকে গ্রাহাম দুটো কাকঁড়া ধরে উইলির দিকে তুলে ধরলো।

"এরকম একটা দিয়ে চেষ্টা করলে কেমন হয়, পার্টনার?"

"আমি বর্শি দিয়েই মাছ ধরবো। এটা আমার বাবার বর্শি, তুমি জানো না?"

"না," বললো গ্রাহাম। মলির দিকে তাকালো সে।

মলি মুখটা সরিয়ে নিয়ে দূর সমুদ্রের দিকে উদাস চোখে চেয়ে রইলো।

কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়ালো সে, প্যান্ট থেকে বালু ঝেড়ে গ্রাহামকে বললো, "আমি কিছু স্যান্ডউইচ বানিয়ে আনছি।"

মলি চলের যাবার পর গ্রাহাম ছেলেটার সাথে কথা বলার জন্যে আবার চেষ্টা করলো। না। উইলি তার মায়ের মতোই ভাবছে। তার মা'র মন মেজাজ আর তার মন মেজাজ একই অবস্থায় আছে। তাকে অপেক্ষা করতে হবে, মলি ফিরে আসলে তাদের দু'জনের সাথেই কথা বলতে হবে। এবার সে কথা বলবেই।

মলি খুব বেশি দূরে যায় নি, স্যান্ডউইচ ছাড়াই ফিরে এলো।

"জ্যাক ক্রফোর্ড ফোন করেছে। আমি তাকে বলে দিয়েছিলাম তুমি পরে তাকে ফোন করবে, কিন্তু সে বললো ব্যাপারটা নাকি খুব জরুরি," মলি বললো, হাতের একটা নখ নিয়ে এমনভাবে খুটতে লাগলো যেনো এই খবরটা থেকেও নখ পরিচর্যা করাটাই তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। "তাড়াতাড়ি ধরো।"

গ্রাহামের মুখটা আচম্‌কা রক্তিম বর্ণের হয়ে গেলো। মাছ ধরার ছিপটা বালির মধ্যে গেঁথে পড়িমরি ক'রে ছুটলো বাড়ির দিকে। সৈকত দিয়ে গেলে দেরি হবে তাই ঝোঁপের ভেতর দিয়েই এগোলো।

বাতাসে একটা মৃদু ফিসফিসানি ভেসে আসার শব্দ শুনতে পেলো সে। দেবদারু গাছগুলোর ভেতর দিয়ে যাবার সময় তাকিয়ে দেখে নিলো চারপাশটা।

ঝোঁপের নীচে তার চোখে পড়লো এক জোড়া বুট, লেন্সের প্রতিফলিত আলো আর খাকি পোশাক যেনো আচমকাই উদ্ভাসিত হলো তার সামনে।

চোখের সামনে ফ্রান্সিস ডোলারাইডের হলুদ বর্নের চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছে এখন, সুতীব্র ভয় তার হৃদপিণ্ডে আঘাত হানতে লাগলো হাতুড়ির মতো।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অটোমেটিক পিস্তল বের হয়ে এলে গ্রাহাম লাথি মারতেই সেটা গিয়ে পড়লো ঝোঁপের মধ্যে। গ্রাহাম চিৎ হয়ে পড়ে গেলো, তার বুকের বাম পাশে প্রচণ্ড জ্বালাপোড়া করছে। দ্রুত গ্রাহাম সৈকতের দিকে হামাগুঁড়ি দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলো।

ডোলারাইড লাফ দিয়ে এসে তার পেটে সজোরে লাথি মেরে একটা চাকু বের করলো। গ্রাহামের বুকের উপর হাটু দিয়ে চেপে ধরে চিৎকার ক'রে আঘাত করার জন্যে চাকুটা উপরে তুলে ধরলো সে। গ্রাহামের চোখে আঘাত না ক'রে তার গালে আঘাত হানলো চাকুটা।

আরেকটু সামনে ঝুঁকে চাকুর হাতলের উপর নিজের সমস্ত ওজন দিয়ে সেটা আরো বসিয়ে দেবার চেষ্টা করলো ডোলারাইড।

মলি যখন মাছ ধরার ছিপটা দিয়ে ডোলারাইডের মুখে আঘাত করতে যাবে তখন বাতাসে সাঁই ক'রে একটা শব্দ হলো। বড়সড় বর্শিটা তার গালে বিঁধে যেতেই শোনা গেলো সুতীব্র একটা আর্তনাদ, আবারো সেটা দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হলো মলি।

দ্বিতীয় আঘাতটা লাগতেই মুখে হাত দিয়ে আর্তচিৎকার ক'রে উঠলো সে, তার সেই হাতেও বিঁধে গেলো বর্শিটা। তার একটা হাত খালি আর অন্য হাতে মুখটা ধরে রেখেছে। গ্রাহামের মুখ থেকে চাকুটা টেনে বের ক'রে মলির পিছু নিলো ডোলারাইড।

গ্রাহাম গড়িয়ে সরে গেলো, উঠে পড়লো হাটুর উপর ভর দিয়ে, চোখেমুখে উদভ্রান্তির চিহ্ন, সারা মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে, সেই অবস্থায়ই অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ার আগপর্যন্ত ডোলারাইডের কাছ থেকে সে যতোটা সম্ভব দৌড়ে পালালো।

মলি দৌড়ে সৈকতের দিকে ছুটলো, তার সামনে উইলি। তাদের পেছনে ডোলারাইড ধেয়ে আসছে, কিন্তু মুখে লেগে থাকা মাছ ধরার ছিপের বর্শিটা তাকে পেছন থেকে যেনো টেনে ধরলো। ছিপটা ঝোঁপের সাথে আঁটকে গেলে একটা হ্যাচকা টান খেয়ে থেমে গেলো সে।

"পালাও বাবা, পালাও, দৌড়াও! পেছনে ফিরে তাকিয়ো না," হাপাতে হাপাতে বললো মলি। তার পা দুটো বেশ লম্বা ব'লে ছেলেটার আগে চলে গেলো সে। পেছনের ঝোঁপের কাছে কারো পড়ে যাবার শব্দ শুনতে পেলো তারা।

তারা যখন সৈকত ছেড়ে আসলো তখন ডোলারাইডের থেকে তারা একশো গজ এগিয়ে ছিলো, আর বাড়িতে পৌছানোর সময় তাদের মধ্যে দূরত্ব কমে গিয়ে দাঁড়ালো সত্তর গজে। এক দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গিয়ে উইলের ক্লোসেটটার হাতল ধরলো মলি।

উইলিকে বললো সে, "এখানে থাকো।"

তাকে মোকাবেলা করার জন্যে নীচে চলে গেলো আবার। রান্নাঘরে গিয়ে হাতরাতে লাগলো পিস্তলটা নিয়ে। গুলি ভরা নেই। ভরে নিলো যতো দ্রুত সম্ভব।

কিভাবে ধরতে হবে, তার সামনের দিক কোন্‌টি সব ভুলে গেছে মলি। তবে শেষ পর্যন্ত পিস্তলটা দু'হাতে বেশ ভালো করেই ধরতে পারলো সে। রান্নাঘরের দরজাটা সজোরে খুলে যেতেই মলি গুলি চালিয়ে বসলে তার উরুতে ছোটোখাটো একটা গর্তের সৃষ্টি হলো—"মা-আ-আ!"—দরজার দিকে পিছু হটার আগেই তার মুখ বরাবর আরেকটা গুলি চালিয়ে বসলো মলি। গুলি খেয়ে ডোলারাইড মেঝেতে ব'সে পড়লো। মলি তার কাছে ছুটে গিয়ে মুখ লক্ষ্য ক'রে পর পর আরো দুটো গুলি চালালে তার শরীরটা ছিটকে কাছের দেয়ালে আছড়ে পড়লো। মাথার খুলি দুমড়েমুচড়ে এসে পড়লো গালের উপর আর চুলে ধরে গেলো আগুন।

উইলি একটা কাপড় ছিঁড়ে উইলের খোঁজে বের হলো বাইরে। তার পা দুটো কাঁপছে, আঙিনাটা পার হবার সময় বার কয়েক হোচট খেয়ে পড়ে গেলো মাটিতে।

মলি তাদেরকে ডাকার কথা ভাবার আগেই ডেপুটি শেরিফের দলটি আর অ্যাম্বুলেন্সগুলো চলে এলো তাদের বাড়িতে। পিস্তল হাতে তারা বাড়ির ভেতরে যখন ঢুকলো মলি তখন গোসল করছে। তার চোখেমুখে আর চুলে রক্তমাংস আর হাঁড়গোড় লেগে আছে, উদভ্রান্তের মতো সেগুলো ঘষে শরীরর থেকে সাফ করতে ব্যস্ত সে। একজন ডেপুটি তার শাওয়ারের পর্দাটা সরিয়ে তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করলেও সে কোনো রকম উত্তর দিতে পারলো না।

অবশেষে ডেপুটিদের একজন টেলিফোনের ঝুলে থাকা রিসিভারটা তুলে নিয়ে ওয়াশিংটনে থাকা ক্রফোর্ডের সাথে কথা বললো, যেকিনা গুলির শব্দ শুনতে পেয়ে তাদেরকে এখানে পাঠিয়েছে।

"আমি জানি না, তারা তো তাকে ধরাশায়ী ক'রে ফেলেছে," বললো সে। জানালা দিয়ে লাশটা নিয়ে যেতে দেখলো। "আমার কাছে তো তার অবস্থা ভালো ব'লে মনে হচ্ছে না," ক্রফোর্ডকে বললো সে।

অধ্যায় ৫৩

বিছানার পায়ের কছে দেয়ালে এতো বড়সড় সংখ্যা সংবলিত একটা দেয়ালঘড়ি আছে যে, তীব্র যন্ত্রণা আর ওষুধের ঘোরের মধ্যেও সেটা পড়া যায়।

উইল গ্রাহাম তার ডান চোখটা খুলতেই ঘড়িটা দেখতে পেলো। আর সেটা দেখেই বুঝতে পারলো কোথায় আছে সে—একটা ইনটেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে। ঘড়ির কাটার সচলতা দেখে আশ্বস্ত হলো সময় অতিবাহিত হচ্ছে।

এজন্যেই তো এটাকে রাখা হয়েছে।

এখন চারটা বাজে। তবে তার কোনো ধারণা নেই ভোর চারটা, না বিকেল চারটা। এতে অবশ্য কিছু যায় আসে না যতোক্ষণ না তার হাত দুটো সচল আছে। তলিয়ে গেলো সে।

আবার যখন চোখ খুললো তখন ঘড়িতে আটটা বাজে।

তার পাশে কে যেনো দাঁড়িয়ে আছে। সতর্কভাবে চোখ ঘুরিয়ে দেখলো। মলি দাঁড়িয়ে আছে, চেয়ে আছে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে। তাকে খুব রোগা রোগা দেখাচ্ছে। কথা বলার জন্যে মুখ খোলার চেষ্টা করতেই মাথার বাম দিকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হলো তার। মলি ঘর থেকে চলে যাবার সময় শব্দ করার চেষ্টা করলো গ্রাহাম।

জানালার পর্দাগুলো সরিয়ে দিয়ে তার মাথার পেছনের কর্ডটা খাড়া ক'রে দিলে আলোটা এসে লাগলো তার চোখে।

ক্রফোর্ড যখন তার দিকে উপুড় হয়ে তাকালো তখন হলুদ রঙের আলো দেখতে পেলো সে।

কোনো রকম চোখ দুটো পিটপিট করতে সক্ষম হলো গ্রাহাম। ক্রফোর্ড তার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের ক'রে হাসলে সে লক্ষ্য করলো তার দাঁতের ফাঁকে স্পিনাচের একটা টুকরো দেখা যাচ্ছে।

অদ্ভুত। ক্রফোর্ড বেশিরভাগ সময়েই শস্য জাতীয় জিনিস এড়িয়ে চলে।

গ্রাহাম হাত দিয়ে লেখার মতো একটা ভঙ্গী করলো।

সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে একটা নোটবুক আর কলম ধরিয়ে দিলো ক্রফোর্ড।

"উইলি ঠিক আছে," সে লিখলো।

"হ্যা, ঠিকই আছে," বললো ক্রফোর্ড। "মলিও ভালো আছে। তুমি যখন ঘুমিয়ে ছিলে তখন সে এখানে ছিলো। ডোলারাইড মারা গেছে, উইল। বিশ্বাস করো, সে মারা গেছে। আমি নিজে তার আঙুলের ছাপ নিয়ে মিলিয়ে দেখেছি। এ ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহই নেই, সে মারা গেছে।"

নোটবুকে গ্রাহাম একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন লিখলো।

"সেটা আমরা দেখবো। আমি এখানে আছি। তুমি সেরে উঠলে আমি সব কিছু তোমাকে খুলে বলবো। তারা আমাকে কেবল পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছে।"

"এখন," গ্রাহাম লিখলো।

"ডাক্তার তোমার সাথে কথা বলেছে কিনা? না? তোমার—তুমি ঠিকই আছো। তোমার চোখে চাকুর আঘাত লেগেছে। ওটা হয়েছে মুখের আঘাত লাগার ফলে। সেটা তারা সারিয়ে তুলতে পারবে। তবে সময় লাগবে। তারা তোমার প্লীহা অপসারণ ক'রে ফেলেছে। ঐ সব প্লীহার কী আর দরকার আছে বলো? জিমি প্রাইস তো নিজের প্লীহা ১৯৪১ সালে বার্মায় ফেলে এসেছে।"

কাঁচের ফাঁক দিয়ে একজন নার্স উঁকি মারলো।

"আমাকে যেতে হবে। এখানকার লোকজন উচ্চপদস্থ লোকজনকেও ছাড় দেয় না। সময় শেষ তো তোমাকে ঘাড় ধরে বের ক'রে দেবে। পরে দেখা হবে।"

ইনটেন্সিভ কেয়ার ইউনিটের ওয়েটিংরুমে ব'সে আছে মলি। আরো অনেক ক্লান্তপরিশ্রান্ত লোকজনও আছে সেখানে।

তার কাছে গেলো ক্রফোর্ড। "মলি..."

"হ্যালো, জ্যাক," মলি বললো। "তোমাকে তো খুব ভালোই দেখাচ্ছে। তাকে কি ফেস ট্রান্সপ্লান্ট করাবে নাকি?"

"এভাবে বোলো না, মলি।"

"তার মুখটা দেখেছো?"

"হ্যা।"

"আমার মনে হয়েছিলো তার দিকে তাকাতে পারবো না, কিন্তু তাকিয়েছি।"

"ডাক্তাররা সব ঠিক ক'রে ফেলবে। আমাকে তারা বলেছে। এটা তারা করতে পারবে। তুমি কি চাও তোমার সাথে আরেকজন থাকুক, মলি? আমি সঙ্গে ক'রে ফিলিসকে নিয়ে এসেছি। সে নীচে—"

"না। আমার জন্যে তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।"

মুখটা সরিয়ে নিয়ে সে টিসু নেবার জন্যে হাতরাতে থাকলে তার পার্সের ভেতরে থাকা একটা চিঠি দেখতে পেলো ক্রফোর্ড; এরকম দামি এনভেলপ সে আগেও দেখেছে।

ক্রফোর্ড এটা যারপরনাই ঘৃণা করে। তাকে কিছু একটা করতেই হবে।

"মলি।"

"কি?"

"উইল একটা চিঠি পেয়েছে?"

"হ্যা।"

"এটা কি নার্স তোমাকে দিয়েছে?"

"হ্যা, নার্সই আমাকে দিয়েছে। তাদের কাছে ওয়াশিংটন থেকে তার বন্ধুবান্ধবদের পাঠানো ফুলগুলোও রয়েছে।"

"আমি কি চিঠিটা দেখতে পারি?"

"ও সেরে উঠলে চিঠিটা আমি ওকেই দেবো।"

"দয়া ক'রে ওটা আমাকে একটু দেখতে দাও।"

"কেন?"

"কারণ এই লোকের কাছ থেকে তার চিঠি পাবার কোনো দরকার নেই।"

তার মুখের ভঙ্গীতে এমন একটা কিছু দেখতে পেলো যে, মলি চিঠিটার দিকে তাকাতেই হাত থেকে পার্সটা ফেলে দিলো। মেঝেতে গড়িয়ে পড়লো একটা লিপস্টিক।

উপুড় হয়ে মলির জিনিসগুলো তুলতে গেলে ক্রফোর্ড মলির পা দুটো একটু কাঁপতেও দেখলো। সঙ্গে সঙ্গে নিজের পার্সটা রেখেই মলি চলে গেলো সেখান থেকে।

পার্সটা দায়িত্বে থাকা নার্সের কাছে দিয়ে দিলো ক্রফোর্ড।

সে জানে লেকটারের উদ্দেশ্য কোনোভাবেই চরিতার্থ হবে না, তারপরেও সে তাকে কোনো ধরণের সুযোগ দিতে চায় না।

এক্সরে ডিপার্টমেন্টের একজন ইন্টার্নির সাহায্যে চিঠিটা ফ্লুরোস্কোপ করালো ক্রফোর্ড। একটা চাকু দিয়ে চিঠিটার এনভেলপের চারপাশ কেঁটে ফেলে ভেতরে কিছু আছে কিনা দেখে নিলো সে। সব দেখে সন্তুষ্ট হয়ে অবশেষ চিঠিটা পড়লো :

প্রিয় উইল,
এই তো তুমি আর আমি, হাসপাতালে থেকে থেকে নিঃশেষ হচ্ছি। তুমি বাস করছো তোমার যন্ত্রণার সাথে আর আমি বাস করছি আমার বই-পুস্তক ছাড়া—শিক্ষিত ডাক্তার চিলটন এটা করেছে।
আমরা একটা অসভ্য সময়ে বাস করছি—তাই নয় কি, উইল? —না বন্য, না বিজ্ঞ। এই আধাআধি ব্যাপারটাই একধরণের অভিশাপ। কোনো যুক্তিবাদী সভ্যসমাজ হয় আমাকে মেরে ফেলবে, না হয় আমার বইগুলো ফেরত দেবে।
আমি চাই তুমি খুব দ্রুত সেরে ওঠো। আশা করি তোমাকে অতোটা কুৎসিত দেখাবে না।
তোমার কথা আমি প্রায়ই ভাবি।

হ্যানিবাল লেকটার

ইন্টার্ন ছেলেটা তার হাতঘড়ির দিকে তাকালো, "আমার কি আর দরকার আছে?"

"না," ক্রফোর্ড বললো। "জীবাণু পুড়িয়ে ফেলার জায়গাটা কোথায়?"

চার ঘণ্টা পরে ভিজিটিং আওয়ারে ক্রফোর্ড যখন আবারো ফিরে এলো তখন মলি ওয়েটিং রুম কিংবা ইনটেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে নেই।

গ্রাহাম জেগে আছে। তাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে প্যাডে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন লিখলো সে। "ডি। কিভাবে মারা গেছে?" সেটার নীচে লিখলো।

ক্রফোর্ড তাকে সব খুলে বললো। কয়েক মুহূর্ত গ্রাহাম নিথরভাবে শুয়ে রইলো কেবল। তারপর লিখলো, "বাঁচলো কিভাবে?"

"ঠিক আছে, বলছি," বললো ক্রফোর্ড। "ডোলারাইড সেন্ট লুইয়ে গিয়েছিলো রেবার সাথে দেখা করার জন্যে। আমরা যখন ওখানে ছিলাম তখন সে ল্যাবে গেলে আমাদের উপস্থিতির ব্যাপারটা জেনে যায়। ফার্নেস-রুমে তার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে—গতকালের আগে এটা জানা যায় নি।"

গ্রাহাম প্যাডের উপর টোকা মারলো। "মৃতদেহটা?"

"আমাদের বিশ্বাস ঐ লোকটার নাম আরনল্ড ল্যাঙ্গ—সে নিখোঁজ আছে। মেমফিসে তার গাড়িটা পাওয়া গেছে। ওটাতে তল্লাশী চালিয়ে আঙুলের ছাপ আর এভিডেন্স খোঁজা হয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে তথ্যগুলো আমার কাছে এসে পড়বে। এবার ডোলারাইডের প্রসঙ্গে আসি।

"ডোলারাইড জানতো আমরা ওখানে গেছি। আমাদের ফাঁকি দিয়ে সে লিন্ডারবার্গে সার্ভকো সুপ্রিম স্টেশন এবং ইউ.এস ২৭০-এ গাড়ি চালিয়ে চলে যায়। আরনল্ড ল্যাঙ্গ ওখানেই কাজ করতো।

"রেবা ম্যাক্লেইন বলেছে গত শনিবার ডোলারাইডের সাথে একটা সার্ভিস স্টেশনের অ্যাটেন্ড্যান্টের সাথে বচসা হয়েছিলো। প্রায় হাতাহাতির পর্যায়ে। আমরা মনে করছি ঐ লোকটাই ল্যাঙ্গ।

"সে ল্যাঙ্গকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে মৃতদেহটা নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। তারপরই রেবা ম্যাক্লেইনের ওখানে যায়। মেয়েটা তখন র‍্যালফ ম্যান্ডির সাথে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বিদায়ী চুম্বন খাচ্ছিলো। ম্যান্ডিকে সে গুলি ক'রে ঝোঁপের নীচে ফেলে রাখে।"

এমন সময় ঘরে নার্স ঢুকলো।

"দয়া ক'রে বোঝার চেষ্টা করুন, এটা পুলিশের কাজ," ক্রফোর্ড বললো। নার্স তার কোটের হাতা ধরে টেনে ঘর থেকে বের ক'রে দেয়ার সময় ক্রফোর্ড খুব দ্রুত বলে গেলো। "রেবা ম্যাক্লেইনকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান ক'রে ভ্যানে তুলে নিয়ে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসে ডোলারাইড। মৃতদেহটা ওখানেই ছিলো," হলের দিকে যাবার আগে ক্রফোর্ড বললো।

বাকিটা জানার জন্যে গ্রাহামকে আরো চারঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো।

"সে তাকে এরকম একটি অপশনের কথা বলে, 'আমি তোমাকে খুন করবো নাকি করবো না?' " দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে ক্রফোর্ড বললো।

"নিজের গলায় চাবি ঝুলিয়ে রাখার ব্যাপারটা তো তুমি বুঝতেই পেরেছো—যাতে ক'রে রেবা নিশ্চিতভাবে মনে করে মৃতদেহটা ডোলারাইডেরই। ঠিক আছে। 'আমি তোমাকে জীবন্ত পুড়ে যেতে দেখতে পারবো না,' ইত্যাদি ইত্যাদি বলে। তারপর ল্যাঙ্গের মাথাটা বন্দুক দিয়ে উড়িয়ে দেয় সে।

"ল্যাঙ্গ একেবারে যথার্থ ছিলো। তার কোনো দাঁত ছিলো না। ল্যাঙ্গের মাথায় গুলি চালিয়ে তার গলায় চাবির গোছাটা পরিয়ে দেয়।

"এরপর রেবা চাবিটার জন্যে হাতরাতে থাকলে ডোলারাইড ঘরের এক কোণ থেকে সব দেখতে থাকে। শটগানের গুলির শব্দে রেবার কানে তালা লেগে গিয়েছিলো, ফলে ডোলারাইডের মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ তার কানে ধরা পড়ে নি।

"আগুন ধরিয়ে দেয় সে, তবে তখনও সে গ্যাস ঢেলে দেয় নি। তার ঘরে গ্যাস ছিলো। তবে মেয়েটা ঠিক ঠিকভাবেই ঘর থেকে বের হতে পেরেছিলো। যদি সময় মতো ঘর থেকে বের হতে না পারতো তবে ডোলারাইড হয়তো তাকে বাইরে নিয়ে যেতে সাহায্য করতো। মেয়েটা জানতেও পারতো না কিভাবে বের হয়ে এলো। ধ্যাত্, আবারো নার্স এসে পড়েছে।"

খুব দ্রুত গ্রাহাম লিখে ফেললো। "গাড়িগুলোর ব্যাপারটা কি?"

"এটা তোমাকে প্রশংসা করতেই হবে," বললো ক্রফোর্ড। "সে জানতো ভ্যানটা তাকে বাড়িতেই রেখে যেতে হবে। ওখান থেকে দুটো গাড়ি নিয়ে বের হতে সে পারবে না। আবার বের হবার জন্যে তার একটা গাড়ির দরকার আছে।

"সে যা করেছে সেটা অনেকটা এরকম : ল্যাঙ্গকে ঘায়েল ক'রে স্টেশনটা তালা মেরে সার্ভিস স্টেশনের টেনে নেয়ার কাজে ব্যবহৃত গাড়ি দিয়ে তার ভ্যানটা টেনে নিয়ে আসে নিজের বাড়িতে। তারপর বাড়ির পেছনে টেনে নেয়ার কাজে ব্যবহৃত গাড়িটা পরিত্যাক্ত ক'রে নিজের ভ্যানটা নিয়ে চলে যায় রেবার বাড়িতে। রেবা তার বাড়ি থেকে নিরাপদে বের হয়ে এলে ডিনামাইট আর গ্যাসোলিন দিয়ে বাড়িটা ধ্বংস ক'রে বাড়ির পেছন দিয়ে সটকে পড়ে। সেখান থেকে টেনে নেয়ার গাড়িতে ক'রে আবার ফিরে যায় সার্ভিস স্টেশনে। ওখানে ওটা রেখে ল্যাঙ্গের গাড়িটা নিয়ে চলে যায়। কোনো ফাঁক রাখে নি।

"পুরো ব্যাপরটা জানার আগে আমার মাথা খারাপ হবার জোগাড় হয়েছিলো। আমি জানি এটা ঠিকই আছে। কারণ টেনে নেয়ার কাজে ব্যবহৃত গাড়িতে তার আঙুলের ছাপ ছিলো।

"আমরা যখন তার বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম তখন সম্ভবত তার সাথে আমাদের পথে দেখা হবার সম্ভাবনা ছিলো...হ্যা, ম্যাম। আমি আসছি। হ্যা, আসছি।"

আরেকটা প্রশ্ন করতে চেয়েছিলো গ্রাহাম, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

পরের পাঁচ মিনিটের ভিজিটিং আওয়ারটার সদ্ব্যবহার করলো মলি।

ক্রফোর্ডের প্যাডে "তোমাকে ভালোবাসি" কথাটা লিখলো গ্রাহাম।

মলি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে তার একটা হাত ধরলো।

এক মিনিট বাদে সে আবারো লিখলো। "উইলি ঠিক আছে তো?"

মলি এবারও মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"এখানে?"

প্যাড থেকে সোজা তার দিকে তাকালো মলি। চুমু দেবার একটা ভঙ্গী ক'রে এগিয়ে আসতে থাকা নার্সের দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

গ্রাহাম মলির আঙুল ধরে রাখলো।

"কোথায়?" চাপাচাপি করলো, দু'বার আন্ডারলাইন করলো লেখাটার নীচে।

"অরিগনে আছে," বললো মলি।

শেষবারের মতো আবারো ঘরে ফিরে এলো ক্রফোর্ড।

গ্রাহাম তাকে দেখে আবারো নোটপ্যাডে লিখতে শুরু করলো। "দাঁত?"

"তার নানীর," বললো ক্রফোর্ড। "বাড়িতে যেটা পেয়েছি সেটা তার নানীর। সেন্ট লুইয়ের পুলিশ নেড ভগট নামের একজনকে খুঁজে বের করেছে—ডোলারাইডের মা হলো নেডের সৎ মা। ডোলারাইডের নানীকে ভগট ছোটোবেলায় দেখেছে। তার দাঁতের কথাটা সে ঠিকই মনে রেখেছে। ভুলে যায় নি। ওরকম জিনিস নাকি একবার দেখলে ভোলা যায় না।

"এই কথাটিই তোমাকে বলার জন্যে তখন ফোন করেছিলাম। স্মিথসোনিয়ান এইমাত্র আমাকে ফোন করেছিলো। মিসৌরি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তারা দাঁতটা পেয়েছে। নিজেদের সন্তুষ্টির জন্যে একটু পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাচ্ছে আর কি। তারা লক্ষ্য করেছে উপরের পাটি দাঁতগুলো নাকি ভালকানাইট দিয়ে তৈরি করা। অবশ্য আজকাল ওগুলো অ্যাক্রোলিক দিয়ে তৈরি করা হয়। পয়ত্রিশ বছর ধরে কেউ আর ভালকানাইট দিয়ে দাঁত তৈরি করে নি।

"ডোলারাইডের অ্যাক্রোলিকের তৈরি একপাটি দাঁতও আছে। নতুন দাঁতটি তার মুখেই লাগানো ছিলো মারা যাবার সময়। স্মিথসোনিয়ান এটাতে কিছু বিষয় খতিয়ে দেখেছে—ফ্লুটিংটা নাকি চায়নার তৈরি। পুরনো দাঁতের ফ্লুটিংটা ছিলো সুইজারল্যান্ডের।

"তার সাথে একটা চাবিও পাওয়া গেছে, মায়ামির একটা লকারের। ওখানে একটা বড়সড় বই সংরক্ষিত আছে। ডায়রি জাতীয় আর কি—জিনিস একটা বটে। তুমি সেরে উঠলে ওটা তোমাকে দেখতে দেবো।

"শোনো, আমাকে ওয়াশিংটনে ফিরে যেতে হচ্ছে। সপ্তাহান্তে আবার এখানে ফিরে আসার চেষ্টা করবো। তুমি ঠিক থাকবে তো?"

গ্রাহাম একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন লিখলো, তারপর সেটা কেটে দিয়ে লিখলো "অবশ্যই।"

ক্রফোর্ড চলে যেতেই নার্স এসে ঢুকলো। তার স্যালাইনে ডেমোরেল ইনজেকশন দিয়ে দিলে গ্রাহামের চোখের সামনে থাকা বিশাল ঘড়িটা আস্তে আস্তে ঘোলাটে হতে শুরু করলো যেনো। যে হাতে এতোক্ষণ লিখছিলো সেটাও নিস্তেজ হয়ে পড়লো।

ডেমোরেল কারো অনুভূতিতে প্রভাব ফেলতে পারে কিনা ভাবতে লাগলো সে। মলির মুখটা কয়েক মুহূর্ত চোখের সামনে ধরে রাখার চেষ্টা করলো। তারপর ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে শুরু করলো সে। আশা করলো স্বপ্ন যেনো না দেখে।

স্বপ্ন আর স্মৃতির মাঝামাঝি জায়গায় ভাসতে লাগলো, তবে সেটা খুব একটা খারাপ কিছু হলো না। মলি চলে যাচ্ছে কিংবা ডোলারাইডকে নিয়ে কোনো স্বপ্ন দেখলো না সে। অনেক আগের শিলোহ্'র একটা স্বপ্ন আর স্মৃতি সেটা। তবে মুখের উপর আলো ফেলার জন্যে এবং ব্লাডপ্রেসার কাফের হিস্‌হিস্ শব্দের কারণে সেটা বাধাগ্রস্ত হলো...

সময়টা বসন্তকাল, গ্যারেট হবস্‌কে গুলি ক'রে মারার অল্প কিছু দিন পরের ঘটনা, যখন গ্রাহাম শিলোহ্'তে গিয়েছিলো।

এপ্রিলের নরম রোদের আলোতে সে ব্লাডি পন্ড নামের একটা এলাকার খোলা প্রান্তর ধরে হেটে যাচ্ছে। নতুন ঘাসগুলো টাটকা সবুজ দেখাচ্ছে উজ্জ্বল রোদের কারণে। প্রান্তরটি ঢালু হয়ে মিশে গেছে জলরাশির দিকে। পরিষ্কার জলরাশির নীচে অনেক দূর পর্যন্ত সবুজ ঘাসের আভাস।

গ্রাহাম জানতো ১৮৬২ সালের এপ্রিলে এখানে কি ঘটেছিলো।

ভেজা ঘাসের উপর ব'সে পড়লে প্যান্ট পরা থাকলেও সেটা টের পেলো সে।

পর্যটকদের একটা গাড়ি চলে যাবার পর গ্রাহাম দেখতে পেলো সেটার পেছনে কিছু একটা নড়ছে। একটা চিকেন স্নেকজাতীয় সাপের উপর দিয়ে গাড়িটা চলে গেছে। পথের মাঝখানে আট টুকরো হয়ে লম্বা সাপটা পড়ে আছে। সেটার কালো পিঠে এবং ফ্যাকাশে পেটের দিকে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে যেনো।

শিলোহ্'র মারাত্মক সেই জিনিসটা দেখে তার খুব শীত লাগছে, যদিও বসন্তের মৃদু রোদে সে একটু ঘেমে উঠেছে।

ঘাসের উপর থেকে উঠে দাঁড়ালো সে। তার প্যান্টের পেছন দিকটা ভিজে আছে। মাথাটা যেনো ফাঁকা হয়ে গেছে তার।

সাপটা এখনও নড়ছে। আটটা টুকরো কোনোরকম একটার সাথে আরেকটা লেগে আছে। কাছে গিয়ে সাপটার লেজ ধরে তুলে নিলো গ্রাহাম। চাবুকের মতো মাথার উপর ঘোরালে সাপটার মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে পুকুরের পানিতে পড়ে যেতেই একটা কার্ফ মাছ সঙ্গে সঙ্গে সাবাড় ক'রে দিলো সেটা।

সে ভেবেছিলো শিলোহ্'র সৌন্দর্য খুবই ভয়ঙ্কর।

কিন্তু এখন, কড়া ওষুধ আর স্মৃতির মাঝে ভেসে থাকা ঘুমন্ত অবস্থায় শিলোহ্'কে তার মোটেও ভয়ঙ্কর ব'লে মনে হচ্ছে না; এটা কেবল নির্বিকার, নির্লিপ্ত। সুন্দরী শিলোহ্ যেকোনো কিছু দর্শন করতে পারে। এর দূর্বোধ্য সৌন্দর্য খুব সহজেই প্রকৃতির নির্লিপ্ততাকে ফুঁটিয়ে তুলতে পারে। শিলোহ্'র চমৎকারিত্ব আমাদের সমস্যাগুলোকে ব্যঙ্গ করে।

জেগে উঠে সে ঘড়িটা দেখতে পেলেও নিজের চিন্তাভাবনা থামাতে সমর্থ হলো না :

প্রকৃতিতে কোনো অনুকম্পা নেই; আমরা নিজেরা অনুকম্পা সৃষ্টি করি। আমরা এটা নির্মাণ করি আমাদের মস্তিষ্কের সমৃদ্ধতম অংশে।

কোনো হত্যা-খুন নেই। আমরা হত্যা-খুন নির্মাণ করি, আর এটা কেবল আমাদের কাছেই প্রযোজ্য। অন্যদের এ নিয়ে কোনো মাথাব্যাথা নেই।

গ্রাহাম বেশ ভালো করেই জানে, হত্যা-খুন সৃষ্টি করার জন্যে যাবতীয় উপাদান তার মধ্যে রয়েছে; সম্ভবত অনুকম্পা এবং ক্ষমাও।

যদিও সে হত্যার ব্যাপারটি অস্বস্তিকরভাবেই ভালো রকম বুঝে থাকে।

ভাবতে লাগলো সে, মানব সভ্যতার অভ্যন্তরে, মানুষের মনের গভীরে আমাদের সমস্ত নারকীয় তাড়নাগুলো কোনো ভাইরাসের মতোই বসবাস করে কিনা।

এইসব দিয়ে ভ্যাকসিন বানানো হয় কিনা সেটাও ভাবলো। হ্যা, শিলোহ্'র ব্যাপারে তার ধারণা ভুল ছিলো। শিলোহ্ কোনো সমস্যা নয়—মানুষই সমস্যা।

শিলোহ্ অবশ্য এসব পরোয়া করে না।

• • •